হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব
ও
চিকিৎসা প্রদর্শিকা।

নূতন সংস্করণ।

প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত।

শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

"সমে সমে"

ঋগ্বেদ।

A
MANUAL
OF
HOMŒOPATHIC MATERIA MEDICA,
THERAPEUTICS, PRACTICE OF MEDICINE,
AND
PHARMACOPŒIA.

New Edition

BY
HARI PRASAD CHAKRAVARTI

ঢাকা, রহমৎগঞ্জ, হোমিওপ্যাথিক প্রেসে
শ্রীকলিমুদ্দিন মুন্সী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৩। ২০এ শ্রাবণ।

মূল্য ৫৲ টাকা। কাপড়ে বাঁধান ৫।০

শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীকৃত

হোমিওপ্যাথিমতে

ওলাউঠার চিকিৎসা

সম্বন্ধে

সংবাদপত্রের সমালোচনা।

* * * দুর্ভাগ্যক্রমে হোমিওপ্যাথিকমতে ওলাউঠার চিকিৎসাপুস্তক অতি কম, যে দুই একখানা আছে তাহাও অতি সংক্ষেপে লেখা ও অনেক স্থলে ভ্রমপ্রদ। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে হরিপ্রসাদ বাবুর পুস্তকখানি অনেক অংশে এই অভাব দূরীকরণ করিবে। একজন বিখ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বলিলেন যে, "এতদিন পরে বাঙ্গলাভাষায় একখানি হোমিওপ্যাথিকমতে ওলাউঠার পুস্তক হইল"। বাঙ্গলাভাষায় একটু জ্ঞান থাকিলে যে কেহ এই পুস্তক দ্বারা চিকিৎসা করিতে পারেন।

১২৯১ সাল, ২২শে পৌষ। আনন্দবাজার পত্রিকা।

এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। গ্রন্থকারের উদ্যম, অধ্যবসায়, ও গবেষণা প্রশংসনীয়। বিসূচিকারোগের কোন কোন অবস্থায় কি কি ঔষধ বিশেষ উপযোগী তাহা অতি বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। চিকিৎসাবিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিও এই গ্রন্থের সাহায্যে চিকিৎসা করিতে পারেন। মূল্য যৎসামান্য। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসানুরাগী সকলেরই এই গ্রন্থখানি ক্রয় করা উচিত।

২৫শে ফাল্গুন। ১২৯১। সঞ্জীবনী।

* * * The subject of the work is dealt with in all its details.

Indian Miror. 18th April, 1885.

* * * The treatise is full of matter and has been very scientifically arranged. Yet it has been written in the most popular way We recommend it to those who are interested in Homœopathy. The Price is 8 As only.

The Amrita Bazar Patrika. March 12, 1885.

নূতন সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

একখানি পুস্তক অবলম্বন করিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় সংস্করণের কঙ্কাল লইয়া ভৈষজ্য-তত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকার নূতন সংস্করণ বিরচিত ও প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে পুস্তকখানি চিকিৎসক, গৃহস্থ, শিক্ষার্থী ছাত্র, তিন শ্রেণীর পাঠক-বর্গেরই বিশেষ উপযোগী করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করা গিয়াছে। ভৈষজ্যতত্ত্বে বিস্তর নূতন বিষয় ও অনেক গুলি নূতন ঔষধ, এবং চিকিৎসা প্রদর্শিকায় (প্রাকটিস অব মেডিসিনের ন্যায়) সমস্ত রোগের সংজ্ঞা, লক্ষণ, কারণ ও চিকিৎসাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঔষধপ্রস্তুততত্ত্ব, ভৈষজ্যতত্ত্ব, আময়িক-প্রয়োগতত্ত্ব ও চিকিৎসাতত্ত্বাদি বিষয়ে যাহা যাহা সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় তাহা সকলই সংক্ষেপে দেওয়া গিয়াছে। পুস্তকের আয়তন এবার প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আয়তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার কার্য্যকারিতা বাড়িয়া থাকিলেই পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

আগষ্ট। ১৮৮৬। শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসাপ্রদর্শিকা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এবারে ইহা বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং পুস্তকের আয়তন প্রায় একশত পৃষ্ঠা বৃদ্ধি পাইয়াছে সুতরাং মূল্যও সংকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা গিয়াছে। এক্ষণ, প্রথম সংস্করণের ন্যায় দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকগণের স্নেহের চক্ষে পড়িলেই শ্রম সফল মনে করিব।

আগষ্ট। ১৮৮৩।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

দিন দিন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা যেরূপ প্রচলিত ও সমাদৃত হইতেছে, দেশীয় চিকিৎসক ও বিষয়ীদিগের ক্রমশঃ ইহার প্রতি যে প্রকার অনুরাগ ও আগ্রহ জন্মিতেছে তাহাতে অদ্যাপিও বঙ্গভাষায় একখানি হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ প্রকাশিত না হওয়াতে ইংরেজি ভাষানভিজ্ঞ চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষা ও চিকিৎসাকার্য্য সম্পাদনে বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিতেছে। যে সকল কৃতকর্ম্মা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থ অতিশয় বিস্তীর্ণ হইবে বলিয়াই হউক অথবা গ্রাহকদিগের উৎসাহের শিথিলতা বশতঃই হউক সেই সমস্ত পুস্তক

সমগ্র প্রকাশিত হইতে কালবিলম্বের সম্ভাবনা। আমি আপাততঃ সেই অভাব কথঞ্চিৎ দূর করিবার মানসে এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম; ইহাতে সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় ঔষধ সকলের বিবরণ, লক্ষণ ও আময়িক ক্রিয়া এবং সমস্ত রোগ ও উপসর্গের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা, ঔষধ প্রস্তুত প্রক্রিয়া, মাত্রা, ক্রম, স্বেদ, বস্তি ও প্রলেপাদির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ডাঃ রডক্ প্রণীত টেক্স্ট্বুক নামক গ্রন্থ প্রধান অবলম্বন ও অপর কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধ হোমিও প্যাথিক গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছি। এলোপ্যাথিক ক্রিয়া ডাঃ ওয়ারিংকৃত থিরাপিউটিক্স ও ডাঃ দুর্গাদাস কর প্রণীত মেটেরিয়া মেডিকা ও ডাঃ অম্বিকাচরণ রক্ষিত প্রণীত ভারত ভৈষজ্যতত্ত্ব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

সম্প্রতি কবিরাজ ও নেটিভ ডাক্তারদিগের মধ্যে কেহ কেহ সদৃশ মতানুসারে চিকিৎসা করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন দেখিয়া রোগ ও লক্ষণাদির নাম প্রদেশীয় গ্রাম্যভাষায় ব্যক্ত না করিয়া যতদূর পারিয়াছি আয়ুর্বেদাদির ভাষায়ই উল্লেখ করিয়াছি। গ্রাম্যভাষা ব্যবহার করিলে পুস্তক অপেক্ষাকৃত সহজ হইত বটে কিন্তু এক প্রদেশের গ্রাম্যভাষা অপর প্রদেশের লোকেরা ভালরূপ বুঝিতে পারেন না, আবার সে গুলি অভিধানেও পাওয়া যায় না বলিয়া তাহাতে বিরত হইয়াছি। সাধারণ পাঠকদিগের সুবিধার নিমিত্ত দুরূহ ও পারিভাষিক শব্দের অর্থ ও প্রতিসংজ্ঞা স্থানে স্থানে গ্রন্থের অভ্যন্তরে ও পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে।

অবশেষে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে এই পুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে ভারত ভৈষজ্যতত্ত্বাদির গ্রন্থকর্ত্তা আমার চিরসুহৃদ শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ রক্ষিত নানাপ্রকারে সহায়তা করিয়াছেন ও বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং ফুলবাড়িয়া নিবাসী পরহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র সাহা মুদ্রাঙ্কন ব্যয়ের বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন। ইঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাহায্য না করিলে এই পুস্তক কখনই মুদ্রিত ও প্রচারিত হইত না।

গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই, এক্ষণে এতদ্দ্বারা কিয়ৎ-পরিমাণে লোকের রোগযন্ত্রণা নিবারিত ও সদৃশমতে বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইলেই পরিশ্রম সফল মনে করিব।

এই পুস্তকে শত শত ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হইবে, পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

আগষ্ট। ১৮৮০।

হোমিওপ্যাথি।

সত্যের গতি অপ্রতিহত। যখন অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম হোমিওপ্যাথির ভিত্তিভূমি তখন কেন ইহা জগতে প্রচলিত হইবে না? ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে, স্যাক্সনি-নিবাসী মহাত্মা হানিমান এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন, শতবৎসর অতীত না হইতে হইতেই পৃথিবীর সুসভ্য দেশসমূহে ইহা দ্রুতবেগে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। হোমিওপ্যাথির শত্রুকুল যাহাই বলুন না কেন, অগ্নি কখনও বস্ত্রাবৃত থাকে না, সত্যের জ্যোতিঃ কেহ চিরদিন আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে পারে না।

"সমঃ সমং শময়তি" (লাইক কিয়রস লাইক), ইহাই হোমিওপ্যাথির মূল সূত্র। সুস্থ শরীরে অতিমাত্রায় কোন ঔষধ সেবন করিলে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় কোন রোগে সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সেই ঔষধে সেই রোগ আরোগ্য হয়। এই জন্যই ইহাকে হোমিওপ্যাথি বা সদৃশ-চিকিৎসা বলে। লৌহের সহিত চুম্বকের যেরূপ সম্বন্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সহিত রোগেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। তাম্রদ্বারা চুম্বক স্পর্শ করিলে যেমন আকর্ষণ প্রতীয়মান হয় না, সুস্থশরীরে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনেও তদ্রূপ কোন ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। কিন্তু রুগ্নাবস্থায় প্রকৃত ঔষধি রোগ স্পর্শ করিবামাত্র অমনি লৌহ ও চুম্বকের ন্যায় উহাদের আকর্ষণ জন্মে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যে প্রণালীতে প্রস্তুত হয় তাহাতে রুগ্নাবস্থা ব্যতীত সুস্থ শরীরে উহার ক্রিয়া দর্শে না। সুস্থ শরীরে ক্রিয়া দর্শাইতে হইলে মূল বা উগ্র ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক করে।

পীড়িত চক্ষে সূর্য্যের একটী মাত্র রশ্মি পতিত হইলে কিম্বা ব্যথিত অঙ্গে যৎসামান্য আঘাত লাগিলেই কষ্ট হয় ও অসহ্য হইয়া উঠে, কিন্তু সুস্থ চক্ষে রাশি রাশি সূর্য্যরশ্মি পড়িলেও কোন অপকার জন্মে না। তবে রুগ্নাবস্থায় সদৃশমতে স্বল্পমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে কেন উহার ক্রিয়া দর্শিবে না? বিশ্বমণ্ডলের সমগ্র কার্য্য, জীবনের সমস্ত ক্রিয়া, পরমাণু ও বীজাণুদ্বারা সম্পন্ন হয়। আণুবিক শক্তিই সমুদায় স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের মূল। হোমিওপ্যাথি ঔষধ যে প্রণালীতে প্রস্তুত হয় তাহাতে ঔষধের এই

আণুবিক শক্তি বিলক্ষণ বিকশিত হয় এবং শারীরিক জড়ীয়, অণুর অস্বাভাবিক গতি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আণুবিক শক্তি জনিত সূক্ষ্ম সঞ্চালন দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। বিচূর্ণন প্রক্রিয়া দ্বারা অণু বিভাজিত হইতে হইতে অবিভাজ্য পরমাণুতে পরিণত হয় তখন আর উহা বিভক্ত হইতে পারে না। তৎপরে আরও উচ্চক্রমে পরিণত করিতে গেলে কেবল ক্রমে ক্রমে উহার সংখ্যা ন্যূন হয়। কোন কোন আধুনিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের মত এই যে, দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত ঔষধের অণু বিভাজিত হইতে পারে, তৎপর ক্রমেই উহার সংখ্যা-ন্যূন ও শক্তিক্ষীণ হইতে থাকে। তৃতীয় ক্রমের এক গ্রেণ আর্সেনিকে সাতার কোটী ষাইটলক্ষ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু আছে সুতরাং এই সকল অণু স্থূল ঔষধাপেক্ষা অবলীলাক্রমে শরীরের সর্ব্বস্থানে প্রবিষ্ট হইতে ও ক্রিয়া করিতে পারে। বহু পরীক্ষা ও ভূয়োদর্শনের পর স্থিরীকৃত হইয়াছে যে স্বল্পমাত্রায় বারংবার ঔষধ সেবন করিলে অধিক মাত্রা অপেক্ষা অধিক ফল দর্শে, অথচ কোন অপকার জন্মে না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কেবল বিকারপ্রাপ্ত স্থানেই ক্রিয়া করে সুতরাং অন্যান্য ঔষধের ন্যায় এতদ্দ্বারা সুস্থ বিধান বিকৃত ও রোগাক্রান্ত হয় না। দিন দিন এদেশীয় লোকেরা যে প্রকার ক্ষীণজীবী ও কৃশকায় হইয়া পড়িতেছেন তাহাতে অধিক পরিমাণে তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ সেবন অপেক্ষা অনপকারক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনই ইহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। অপর গৃহচিকিৎসা, শিশুচিকিৎসা ও শ্রমজীবী দরিদ্র লোকদিগের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি বিলক্ষণ ফলোপধায়ক। সু চিকিৎসক বিহীন স্থানে বিষয়ীরাও এতদ্দ্বারা অল্পব্যয়ে ও অনায়াসে স্ব স্ব পরিবার ও প্রতিবেশীবর্গের সামান্য সামান্য রোগ আরোগ্য করিতে পারেন এবং উৎকট রোগের প্রারম্ভাবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উহার ভাবী সাংঘাতিকতা নিবারণ করিতে সমর্থ হন। বাস্তবিক সদৃশ মতের ঔষধ অনপকারক, সুখসেব্য, অল্প মূল্য, রোগ প্রতিষেধক ও আরোগ্যকর এবং ভয়ঙ্কর বিসূচিকা রোগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই হোমিওপ্যাথির উপকারিতা ও উৎকৃষ্টতা প্রতিপন্ন হইবে।

ভৈষজ্যতত্ত্বের সূচীপত্র।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

অরম * মেটেলিকম — মেটেলিক গোল্‌ড — স্বর্ণ।

দক্ষিণ আমেরিকা, কালিফর্ণিয়া এবং নিউজীলণ্ডে এই ধাতু প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন গ্রীকেরা, কেহ কেহ বলেন আরবেরা প্রথমে স্বর্ণ ঔষধার্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বর্ণ বহুকালাবধিই ভারতবর্ষে ভেষজরূপে প্রচলিত। আর্য্য চিকিৎসকেরা পরিবর্দ্ধন ও বলবিধানার্থে প্রাচীন রোগে বহুল পরিমাণে ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদ মতে "অসম্যক মারিত স্বর্ণ বলবীর্য্য নষ্ট ও রোগোৎপাদন করে"। এই বাক্য দ্বারা অপরিস্ফুটরূপে হোমিওপ্যাথির বিচূর্ণন প্রক্রিয়ার ফলবত্তা প্রতিপন্ন হয়। ফলতঃ পুরাকালে আর্য্যচিকিৎসকদিগের মধ্যে যে হোমিওপ্যাথি অপরিজ্ঞাত ছিল এমন নহে। নিদানের প্রারম্ভে 'হেতু-ব্যাধি' বিষয়ক যে বচন আছে তাহাতে স্পষ্টতঃ হোমিওপ্যাথি মত উল্লিখিত হইয়াছে এবং চরক সংহিতায় এই বচনের ব্যাখ্যায় যে দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হোমিওপ্যাথি ভিন্ন আর কিছুই নহে। দৃষ্টান্তটী এই—মদন ফল ভক্ষণে বমন জন্মে এবং মদন ফলদ্বারা বমন নিবারিত হয়। স্বর্ণ পাকাশয়িক রসে দ্রবণীয় নহে বলিয়া ব্রিটিশ চিকিৎসকেরা পূর্ব্বে ইহার আরোগ্যকর গুণ স্বীকার করিতেন না। কিন্তু হানিম্যান অবলম্বিত বিচূর্ণন-প্রক্রিয়া দ্বারা স্বর্ণ সম্পূর্ণরূপে দ্রাব্য হয় সুতরাং ঔষধস্বরূপ

---

* বাঙ্গলা অক্ষরে যে সকল ইংরেজী শব্দ লিখিত হইল সেই সকল শব্দের বা শব্দাংশের (শব্দের যতটুক একবারে উচ্চারিত হয়) অন্ত্য অকারান্ত ব্যঞ্জন বর্ণ সাধারণতঃ হসন্ত উচ্চারিত হইবে।

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ স্বর্ণের ভৈষজ্য গুণ সম্বন্ধে এলোপ্যাথি চিকিৎসকদিগের মতও অনেকটা পরিবর্তিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম সুবর্ণপত্রের বিচূর্ণ হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। অরম মিউরিয়েটিকমেরও ব্যবহার আছে। প্রথমতঃ ইহার জলীয় দ্রব ও তৎপরে সুরাসার সহযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া *। — অস্থি ও গ্রন্থিমণ্ডলে বিশেষতঃ নাসিকা ও তালুকার অস্থি এবং চক্ষু ও নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে অরমের প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায় ও তদ্দ্বারা ঐ সকল স্থানে উপদংশ, পারদদোষ অথবা গণ্ডমালা জনিত রোগের ন্যায় অবস্থা জন্মে। অপিচ, স্বর্ণ দ্বারা নৈরাশ্য, বিষাদ ও আত্মহত্যার প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়।

অধিকার। উপদংশ জনিত ও পারদ জনিত শরীর বিকার (কেকেক্শিয়া) অস্থিক্ষত (কেরিজ), অস্থি বিবর্দ্ধন, ও বিষাদবায়ু (মেলাঙ্কোলিয়া), অবসাদবায়ু উন্মাদবায়ু মুখ-প্রদাহ, পূতিনস্য, কর্ণস্রাব, নাসিকার প্রতিশ্যায়।

প্লাটিনা স্ত্রীলোকের পীড়ায় যেরূপ ফলপ্রদ, অরম পুরুষদিগের পক্ষে সেইরূপ। কিন্তু ইহার ক্রিয়া কেবল পুরুষদিগের প্রতিই নিবদ্ধ নহে।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

উপদংশ (সিফিলিস)।— মুখগহ্বর ও নাসিকার ক্ষত; পূতিনস্য, অস্থিরোগ, মাংসবৃদ্ধি (সারকোসিল) প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত যৌগিক ও কৌলিক উপদংশে স্বর্ণের প্রয়োগ হয়। বিশেষতঃ যখন উপদংশ ও পারদ সেবনের সমবেত ফলে শরীর ভগ্ন ও চিত্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়ে এবং

---

* সুস্থ শরীরে অতিমাত্রায় কোন ঔষধ সেবন করিলে উহার বিষ ক্রিয়া বা অতিক্রিয়া বশতঃ শরীরের ও মনের যে বিকার জন্মে তাহাই এখানে ক্রিয়া নামে অভিহিত হইল। এই পুস্তকে এই প্রকার ক্রিয়া শব্দে সাধারণতঃ অতিক্রিয়া বা বিষ-ক্রিয়া বুঝাইবে।

মনে সর্ব্বদাই আত্মহত্যার চিন্তা জন্মে তখন এই ঔষধি সেবনে বিলক্ষণ উপকার দর্শে।

পারদ-দোষ।—ডাঃ হিউজ বলেন যে প্রাচীন পারদ-দোষ সংশোধনে ইহার প্রথম ক্রমের বিচূর্ণ অতিশয় ফলপ্রদ।

অবসাদ-বায়ু [হাইপোকণ্ড্রিএসিস]।—অপরিবর্ত্তনীয় বিষাদ, জীবনে বিতৃষ্ণা, আত্মহত্যায় প্রবৃত্তি; ধর্ম্মবিষয়ক বিষাদ, অস্বচ্ছন্দতা, আশঙ্কাশীলতা, অপ্রফুলতা, আলাপে অপ্রবৃত্তি, মস্তকে রক্তাবেগ প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত অবসাদ বায়ুরোগে স্বর্ণ উপযোগী। ডাঃ হিউজ বলেন যে মুষ্ক বা যকৃতের পীড়া-জনিত অবসাদ-বায়ু রোগেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

পূতিনস্য [ওজিনা]।—নাসিকার উপরে বেদনা, আরক্ততা ও স্ফীততা নাসারন্ধ্রে উত্তাপ ও অল্প অল্প বেদনা, পীতাভ হরিদ্বর্ণ বা পীতবর্ণ আস্রাব, অর্দ্ধেক জলবৎ, অর্দ্ধেক শুষ্ক দুর্গন্ধি পূযস্রাব লক্ষণ-যুক্ত পূতিনস্য রোগে এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। ডাক্তার বেইস অনেক বৎসর কেম্ব্রিজ নগরে ছিলেন, তথায় পূতিনস্য রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। তিনি লিখিয়াছেন যে অন্যান্য ঔষধাপেক্ষা প্রথম হইতে দ্বাদশ ক্রমের স্বর্ণ প্রয়োগ দ্বারাই অধিকাংশ রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছিল।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

চক্ষু।—গণ্ডমালা জনিত প্রাচীন অভিষ্যন্দ রোগে স্বর্ণ বিশেষ ফলপ্রদ; এমন কি এতদ্দ্বারা কনীনিকার অস্বচ্ছতা পর্য্যন্ত বিদূরিত হয়। ডাঃ এলেন ও নর্টন কিরেটাইটীস রোগে ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। অস্থি।—অস্থিবেষ্ট প্রদাহে ভিন্নেনায় ইহার বিলক্ষণ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। পারদ বা উপদংশজনিত মস্তকাস্থির তীব্র বেদনা; রাত্রিকালে অস্থি-বেদনা স্বর্ণদ্বারা অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়। যকৃৎ।—যকৃদ্রোগজনিত শোথ ও পুরাতন পাণ্ডুরোগেও কখন কখন এই ঔষধে উপকার দর্শে। জননেন্দ্রিয়।—বেদনা সংযুক্ত পুরাতন অণ্ড প্রদাহ ও উপদংশীয় মাংসময় বৃদ্ধি (সার কোসিল) রোগেও স্বর্ণ উপকারী।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অবসাদ-বায়ু; ধর্ম্মোন্মাদ; সকম্পন গতি ও যন্ত্রণাযুক্ত ব্যাকুলতা, যকৃৎ ও মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় সম্বলিত চিত্তের অতিশয় অপ্রসন্নতা। * গভীর নৈরাশ্য; * বন্ধুহীনতা অনুভব; * বিলাপশীলতা; * আত্মহত্যার ইচ্ছা, * জীবনে বিতৃষ্ণা। * বিষাদ, আপনাকে সংসারের অনুপযুক্ত অনুভব। আশঙ্কাশীলতা, ভয় পূর্ণতা, (একন, বেল সিঙ্ক, ইগ্নে, ফস), * কলহপ্রিয়তা, অল্পমাত্র প্রতিবাদে ক্রোধের উৎপত্তি। (ব্রাই, ক্যাম, ফিব, নক্স)। মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্তি। শোক, বা প্রেমভঙ্গজনিত রোগ।

মস্তক।—ভ্রমি; মস্তক অবনত করিলে বোধ হয় যেন মণ্ডলাকারে ঘূর্ণিত হইতেছে (ব্রাই, কোন, নক্স); মদিরা মত্ততার ন্যায় অনুভব (ষ্ট্রামো), অনাবৃত বায়ুতে বিচরণ সময়ে ভ্রমি (এগার, বার্ব, গ্লন, সিপি, সলফ) ভ্রমিবশতঃ শয়ন করিয়া থাকিতে হয়।

চক্ষু।—চক্ষে আকৃষ্টতা অনুভব; * একটী বস্তু দুইটীর ন্যায় বা অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত দেখায়। (বেল সিক, নাইট-এসি, ফাইটো) বস্তু দ্বিখণ্ডিত দৃষ্ট হয়, * কেবল নিম্নার্দ্ধ দেখা যায়, উপরার্দ্ধ কোন মলিন দ্রব্যে আবৃতের ন্যায় দেখায়। (বামার্দ্ধ, লাইকো)। চক্ষুর আরক্ততা। অবিরত অশ্রুস্রাব (ইউফ্রে) প্রাতঃকালে চক্ষুর পাতা সংযোজন। (কাষ্ট, লাইকো, মার্ক, সলফ)। চক্ষুর অস্থি ব্যথিত ও ঘৃষ্টবৎ অনুভব।

কর্ণ।—কর্ণের অস্থির ক্ষত; দুর্দ্দম্য দুর্গন্ধি কর্ণ স্রাব। (বোষ্ট)।

নাসিকা।—নাসিকাস্থি ও তালুকাস্থির ক্ষত (কেলিজ), নাসারন্ধ্রের চারিদিকে ও ওষ্ঠে কঠিন আবরণযুক্ত রক্তক্ষনিত পীড়কা। * নাসিকা স্পর্শ করিলে বেদনা। (মার্ক)। ঘ্রাণশক্তির অতিশয় তীব্রতা। * নাসারন্ধ্রে ক্ষত, বেদনা, ও নিঃসারিত স্রাব শুষ্ক হইয়া নাসারন্ধ্রের অবরুদ্ধতা। নাসিকা হইতে পূযস্রাব ও দুর্গন্ধ নিঃসরণ; পূতি-নস্য।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বে ছিন্ন কর আকৃষ্টতা। মুখমণ্ডলের অস্থির প্রদাহ, গণ্ডাস্থির ক্ষত। হনু-নিম্নগ্রন্থির বেদনাযুক্ত স্ফীততা (কাক, আয়োড, রস)। ওষ্ঠ, মুখমণ্ডল বা কপালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ।

মুখমধ্য।— মুখে বায়ু আকর্ষণ করিলে দন্ত বেদনা। মুখহইতে পুরাতন পনিরের ন্যায় দুর্গন্ধ নিঃসরণ। মুখে তিক্ত বা পচা আস্বাদ। তালুকাস্থির ক্ষত।

গল-মধ্য।— গল-গ্রন্থির বেদনা। কেবল গিলিবার সময় গলার মধ্যে হুল-বেধের ন্যায় বেদনা।

আমাশয়।— অপরিমিত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, এবং তৎসহকারে আমাশয়ে বমন-প্রবৃত্তি। আমাশয়-গহ্বরের নিকট বাম পার্শ্বে চাপ।

উদর।— দক্ষিণ কুক্ষিতে জ্বালাকর উত্তাপ ও কর্তনবৎ বেদনা। আবদ্ধ আধ্মান। (কার্বো-ভে, লিক্ক, নাইকো)। হস্ত পদের বরফবৎ শীতলতা সহ উদরে শূলবৎ

মূত্র।—ঘোলের ন্যায় মূত্র; অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা অধঃক্ষেপ।

জননেন্দ্রিয়।—(পুং) সঙ্গমেচ্ছার উদ্রেক; রাত্রিকালে লিঙ্গোচ্ছাস ও রেতঃস্খলন, পুরাতন মুষ্কবিবর্দ্ধন। দক্ষিণ অণ্ডের স্ফীততা; স্পর্শনে বা মর্দনে নিপীড়িত হওয়ার ন্যায় বেদনা। অণ্ডের কাঠিন্য। (স্ত্রী) কন্দ ও জরায়ুর কাঠিন্য।

রক্ত সঞ্চালনযন্ত্র।— দুর্বলতা ও কম্পনযুক্ত ভীততা সহকারে হৃদ-স্পন্দন। নীল বা পীতবর্ণবদন সহ মূর্চ্ছা। ক্ষুদ্র ও দ্রুত নাড়ী।

শ্বাসযন্ত্র।— শ্বাসকৃচ্ছ্র, অনবরত গভীর শ্বাসগ্রহণ, প্রচুর বায়ু পাওয়া যায় না। হাঁপানি, সাঁই সাঁই শব্দ। নিশ্বাস গ্রহণ সময়ে বক্ষঃস্থলে অতীব সূচী-বেধবৎ বেদনা, শ্বাসকৃচ্ছ্র। ... স্থানের আক্ষেপিক আকৃষ্ট সহ শ্বাসরোধের আক্রমণ।

অস্থিমণ্ডল।— অস্থির প্রদাহ ও ক্ষত, অস্থি বিবর্দ্ধন।

দেহ।— হস্তপদে ছিন্ন বা দষ্টবৎ অস্থিবেদনা। বেদনায় অত্যনুভাবিকতা (... ক্যামো, কফি, ইগ্নে)। শীতল বায়ুতে অত্যনুভাবিকতা (... সিপি, ...)। মানসিক ভাবের আক্ষেপ, একবার হাস্য একবার ক্রন্দন (ইগ্নে, নক্স-ম, ক্রস)। অতিশয় স্নায়বীয় দুর্বলতা, সকম্পিত আকুলতা।

নিদ্রা।— সারা রাত্রি অনিদ্রা; কিন্তু প্রাতঃকালে কোন অসুখ,

আলস্য বা নিদ্রালুতা অনুভূত হয় না। চোরের বিষয়ে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। নিদ্রাবস্থায় উচ্চ দীর্ঘ নিশ্বাস। অস্থিবেদনাবশতঃ নিদ্রা হইতে জাগরণ, বেদনার তীব্রতাবশতঃ জীবিত থাকিতে অনিচ্ছা।

চর্ম্ম।—পারদ সেবনের পর অস্থি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত গভীর ক্ষত। (নাইট্‌-এসি)।

উপচয়।—প্রাতঃকালে; শীতল হইলে, ও বিশ্রামকালে অবস প্রয়োগোপযোগী রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উপশম।—সঞ্চালনে; বিচলে, ও উত্তপ্ত হইলে হ্রাস পায়।

উপযোগিতা।—পাতলা চুল, রক্তপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তির; দুর্ব্বলকায় বৃদ্ধ, উপদংশ ও পারদ অপব্যবহারজনিত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

আয়ুর্ব্বেদীয় ক্রিয়া।—বৃষ্য, বল্য, রসায়ন, মেধ্য ও আয়ুষ্য। জ্বর দমনার্থ, মূত্ররোগ, ধ্বজভঙ্গ ও বাতব্যাধি প্রভৃতিতে ব্যবহার্য।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—পরিবর্ত্তক। গণ্ডমালা ও উপদংশে ব্যবহৃত হয়।

অষ্টিলেগো মেইডিস-করণ স্মাট।

অষ্টিলেগো ফঙ্গি জাতীয় উদ্ভিদ।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া রক্তসঞ্চলনের উপর অষ্টিলেগোর মুখ্য ক্রিয়া দর্শে এবং তন্নিবন্ধন ধমনীর কৈশিকার দীর্ঘকাল স্থায়ী সঙ্কোচন ও শিরার কৈশিকার প্রসারণ জন্মিয়া ধামনিক রক্তসঞ্চলনের অবরোধ ও শৈরিক রক্ত সঞ্চয় উৎপন্ন হয়। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে অষ্টিলেগোর বিশেষ স্থানিক ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং তদ্দ্বারা জরায়ুর সঙ্কোচন, গর্ভস্রাব, রক্তস্রাব, ও এক প্রকার সর্ব্বাঙ্গীন ক্ষীণতা জন্মে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—কোপনতা ও বিমর্ষতা। (ব্রাই, নক্স)। **মস্তক।**—

মস্তকে পূর্ণতা অনুভব। মস্তকের সম্মুখভাগে অনুগ্র চাপক বেদনা। স্নায়বীয় শিরঃপীড়া। করোটিতে দুর্গন্ধি পীড়কা; কেশপতন; অবিরত জলবৎ রক্তাম্বু ক্ষরণ, (মেজ)। **চক্ষু।**—অক্ষিগোলকে বেদনা (এক্টিয়া, স্পিজি, রুটা)। **নাসিকা।**—প্রতিশ্যায়ের ন্যায় নাসা-রোধ। **মুখ-মধ্য।**—দন্ত বেদনা। আঠা আঠা তিক্তআস্বাদ প্রভৃত লালা। মুখে আঠা আঠা তাঁবার ন্যায় আস্বাদ। **গল-মধ্য।**—তালুমূলে বেদনা ও শুষ্কতা। গলার অভ্যন্তরে পিণ্ডবৎ অনুভব এবং তৎসহ গলনলী হইতে আমাশয় পর্য্যন্ত শুষ্কতা ও জ্বালা অনুভব। (ক্যাপস)। **আমাশয়।**—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। আমাশয় প্রদেশে নিয়ত যাতনা। অম্ল উদ্গার। আমাশয়ে জ্বালা (আর্স, বেল, কলচ, ফস, ভিরেট)। **নিম্নোদর।**—উদরে মৃদু, কর্ত্তন বৎ বেদনা। **পুং-জননেন্দ্রিয়।**—জননেন্দ্রিয়ের প্রগাঢ় অবসাদ (এগার, এগ্নস, কোনা)। এক বা উভয় অণ্ডে তীব্র স্নায়বীয় বেদনা। (ষ্টাফ, রোড)। শুক্রক্ষীণতা ও বিমর্ষতা (সিঙ্ক, ফস-এসি)। **স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।**—জরায়ুতে অবিরত বেদনা। গর্ভস্রাব প্রবণতা (সিপি)। জরায়ুমুখ প্রসারিত ও শিথিলিত, প্রসব বেদনা ক্ষীণ (কলো)। জরায়ুর ক্ষীণতা বশতঃ অতিরজঃ রোগ (কলো, সিঙ্ক)। মলিন ও সংযত রক্ত (ক্রোক, নাইট্রে ইগে, স্যাব)। জরায়ুর শিথিল ও ক্ষীণ অবস্থা বশতঃ প্রসবান্তে রক্তস্রাব (কলো)। **হ্রাস-বৃদ্ধি।** সঞ্চলনে বৃদ্ধি, বিশ্রামে উপশম প্রাপ্তি।

আইরিস ভর্সিকলার—ব্লু-ফ্ল্যাগ।

আইরিস আইরিডেসীজাতীয় এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ। ইউনাইটেড ষ্টেটসে জন্মে। ইহার মূল হইতে অরিষ্ট ও বীর্য্য আইরিসিন হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—গ্রন্থিমণ্ডল এবং আমাশয় ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে আইরিসের প্রধান ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়াবশতঃ উহাদের অস্বাভাবিক তীব্র নিস্রব বিবর্দ্ধিত হয়। ক্লোম-যন্ত্রে আইরিসের বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ

পায়। এতদ্দ্বারা চর্ম্মে জলপূর্ণ ও পূযপূর্ণ পীড়কা জন্মে। আমাশয় ও যকৃতের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য জন্য "সবমন শিরঃপীড়ার" ন্যায় শিরঃপীড়া ইহার প্রধান প্রকৃতিগত লক্ষণ। আইরিস অনেকাংশে পারদের সমতুল্য কিন্তু পারদের ন্যায় এতদ্দ্বারা বিধান-বিকার জন্মে না। অতিশয় অলসতা, অবসন্নতা ও অপ্রফুল্লতা লক্ষণবিশিষ্ট অবস্থায়ই আইরিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অধিকার।—আমাশয় ও পিত্তের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য। সবমন শিরঃপীড়া। স্নায়ুশূল। অতিসার। বহুব্যাপক প্রতিশ্যায়। পিত্তজ্বর। পামা। দুগ্ধ-পীড়কা। কোষ্ঠবদ্ধ। লালাস্রাব।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

বিসূচিকা।—আইরিসের বিষক্রিয়াবশতঃ অম্ল ভেদ-বমন হয় ও উদরে তীব্রবেদনা, এবং সমগ্রান্ত্র জ্বালা করে। সুতরাং আমাশয় প্রদেশে, নাভীর চারিদিকে অথবা নিম্নোদরে অতিশয় বেদনা, অম্ল বমন ও [illegible] বিরেচন লক্ষণযুক্ত [illegible] বিসূচিকায় আইরিস কার্য্যকর। [illegible] উহা বিশেষ উপযোগী।

শিশু-বিসূচিকা।—বরং বা ইপিকাক ... (অস্পষ্ট) [illegible] বমন নিবারিত হয়, ভেদ কদাচিৎ থামে। কারণ, শিশুদিগের বিসূচিকা প্রকৃত বিসূচিকার ন্যায় সম্যক [illegible] প্রকৃতি নাই।

স্নায়ু-শূল।—আইরিসের উগ্র অরিষ্ট [illegible] তিন [illegible] চারিবার কয়েকদিন সেবন করাতে ডাঃ [illegible] দক্ষিণপার্শ্বে, অধিক পরিমাণ মূত্রস্রাব লক্ষণ সহ স্নায়ুশূল জন্মিয়াছিল এবং [illegible] ক্রম সেবন করিয়া ডাঃ [illegible] বাম হস্তায় গৃধ্রসী উৎপন্ন হইয়াছিল, অতএব স্নায়ুশূল রোগে আইরিস উপকারী।

কোষ্ঠবদ্ধ।—ডাঃ হুড বলেন যে আইরিস ১২।৩০ ক্রম বিরেচক ঔষধের ন্যায় কার্য্য করে এবং এতদ্দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধে আশু উপকার দর্শে; কিন্তু এই ঔষধে রোগ নির্মূল হয় না। ১২ ক্রমের নীচে আইরিস কোষ্ঠবদ্ধে

কোন উপকার করে না। স্নায়বীয় শিরঃপীড়া সংযুক্ত কোষ্ঠবদ্ধে ইহা বিশেষ উপযোগী।

লালা-স্রাব।—পারদ জনিত লালা স্রাব ও অন্য প্রকার লালা স্রাবে আইরিস ফলপ্রদ। আইরিস প্রয়োগোপযোগী লালা স্রাবে সর্ব্বদায় মুখে বসার ন্যায় আস্বাদ থাকে। কিন্তু দুর্গন্ধ থাকেনা।

চর্ম্ম-রোগ।—বালকদিগের অম্লনিঃস্রব ও বয়স্কদিগের শুক্রমেহ সম্বলিত কোন কোন প্রকার চর্ম্ম পীড়কায় আইরিস উপযোগী।

শিরঃশূল [হেডেক]।—পাকাশয় বা যকৃতের ক্রিয়া-বিকার জনিত, বিবমিষা বিশিষ্ট শিরঃশূল আইরিস মহৌষধি। এই শিরোবেদনা সাধারণতঃ কপাল বা মস্তকের দক্ষিণপার্শ্বে অনুভূত হয়, বিশ্রামে ও প্রথম মস্তক চালনে বৃদ্ধি পায় কিন্তু ক্রমাগত সঞ্চালনে ও অনাবৃত বায়ুতে উপশমিত হয় এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে পিত্ত বমন, অতিসার ও বিমর্ষতা থাকে। স্নায়বীয় শিরঃশূলে এতদ্দ্বারা কেবল বমন মাত্র নিবারিত হয়। একজন আধুনিক আমেরিক গ্রন্থকার বলেন যে পাকাশয় ও যকৃতের ক্রিয়া-বিকার জনিত সবমন শিরঃশূলে বেদনা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে চক্ষুর সম্মুখে সূত্র-দর্শন লক্ষণ থাকিলেই এই ঔষধে উপকার দর্শে নতুবা নহে। সূত্রদর্শন লক্ষণে স্নায়বীয় শিরঃশূলেই ইহা ব্যবহৃত হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

চক্ষু।—প্রতিশ্যায় জনিত অক্ষিপুটের সামান্য প্রদাহ, বিশেষতঃ যখন এই প্রদাহ অতিসারের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। পরিপাক যন্ত্র।—জ্বালা ও দুর্গন্ধহীন লালাস্রাব সহ মুখ ও মুখগহ্বরের ক্ষতযুক্ত বা ক্ষতহীন প্রদাহ; ঝিল্লীক প্রদাহরোগের পর লালাস্রাব, আমাশয় ও ক্লোম প্রদেশে জ্বালাকর যন্ত্রণা; ক্লোমসম্ভূত লালাস্রাব; শিরঃপীড়া, অম্লপিত্ত ও উদ্গার নিঃসরণযুক্ত অম্ল বমন; ক্লোমযন্ত্রের অসম্যক নিঃস্রব নিবন্ধন অজীর্ণ রোগ, এই অজীর্ণে শ্বেত সারবিশিষ্ট ও তৈলাক্ত দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক পায় না। দারুণ আধ্মান-শূল। যকৃতের সামান্য পীড়া। গুহ্যদ্বার ও সরলান্ত্রে জ্বালাসহ অতিসার;

যেরূপ অতিসারের পরে কোষ্ঠবদ্ধ হয় না সেইরূপ অতিসার; শোষণবৎ উদর বেদনা, প্রতি নিয়ত উদ্বেগ এবং দুর্গন্ধি বায়ু ও মল নিঃসরণ বিশিষ্ট উদরাময়; রাত্রিকালীন সাময়িক অতিসার, তণ্ডুলাম্বুবৎ ভেদ ও বমন, আক্ষেপ ও বিসূচিকার ন্যায় মুখাকৃতি সহ অনৈচ্ছিক অতিসার, জলবৎ বা পিত্ত মিশ্রিত মলস্রাব ও ঘন ঘন বমন লক্ষণযুক্ত গ্রীষ্ম ও শরৎকালীয় অতিসার। জননেন্দ্রিয়।—স্বপ্নাবস্থায় রেতঃস্খলন; অপ্রসন্নতা বিশিষ্ট শুক্রমেহ। গর্ভাবস্থায় বিবমিষা ও বমন। ত্বক।—দদ্রু, বিশেষতঃ মুখ মণ্ডলের চর্ম্মে ও মস্তকোপরে পূয পূর্ণ স্ফোটকের ন্যায় পীড়কা।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—নৈরাশ্য, নিরুৎসাহ, সহজে বিরক্তি। (পলস, নক্স)।

মস্তক।—কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে অত্যুগ্র দপদপকর বেদনা, ও তৎসহ বিবমিষা। কপালের সম্মুখে গুরুভারবৎ শিরঃপীড়া। (ভিরেট-ভি)। করোটীতে পূয পূর্ণ পীড়কা। (গ্রাফ, সলফ)।

নাসিকা।—অবিরত হাঁচি। (একন, জেলস, স্ট্যাফ)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, পূর্বাহ্ণে আহারের পরে অত্যন্ত শিরঃপীড়া সহকারে উহার আরম্ভ ও কয়েক ঘণ্টা অবস্থিতি। মুখমণ্ডলে, নাসিকার চতুর্দ্দিকে, ওষ্ঠে ও গণ্ডস্থলে উপদাহকর রসস্রাবী পীড়কা। (গ্রাফ)।

মুখ-মধ্য।—মুখ ও জিহ্বা ঝলসিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভব। (এপিস, প্লাট, পলস, সিপি)। গালের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্ষত। (নাইট এসি) *প্রচুর লালাস্রাব। (সিঙ্ক, আইওড, কালী-আইওড, মার্ক, নাইট-এসি)

আমাশয়।—ক্ষুধাহীনতা (আর্স, *সিঙ্ক, ন্যাট-মি, *সলফ)। স্বাদশূন্য বাতোদ্গার। বিবমিষা ও অত্যন্ত অম্ল তরল পদার্থ বমন। ভুক্তদ্রব্য বমন, পিত্তবমন (নক্স, পডো), শিশুদিগের অম্লদুগ্ধ বমন; (ইথুসা)। ঊর্দ্ধোদরে অত্যন্ত জ্বালা। (ইস, আর্স, ক্যাম্ফ, ফস, ভির)।

উদর।—অন্ত্রে তীব্র মোচড়ান বেদনা। (ব্রাই, মার্ক, চেল) বায়ু-নিঃসরণে উপশমিত হয় এরূপ বেদনা। (কলো, কার্ব্বো-ভে)। উদর

বেদনা উপশমার্থ রোগীকে সম্মুখদিকে অবনত হইতে হয়। (এলো, কষ্ট, কলো)।

মল ও মলদ্বার।—পাতলা জলবৎ মল; নরম, হরিদ্রাবর্ণ, অন্ত্র-কূজন বিশিষ্ট, বেদনা শূন্য মল; রক্তস্রাব; কুন্থন সহ আমস্রাব। মলত্যাগান্তে মলদ্বারে অগ্নির ন্যায় জ্বালা। (আর্স, ক্যাম্ফ)।

ঊর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ স্কন্ধে উগ্রবেদনা, সঞ্চালনে, বিশেষতঃ বাহু উত্তোলনে বেদনার বৃদ্ধি। হস্তের অঙ্গুলী-সন্ধিতে বেদনা।

নিম্নাঙ্গ।—বেদনা যুক্ত আকর্ষণ ও খঞ্জতা বিশিষ্ট গৃধ্রসী।

ত্বক।—কপোটী ও মুখমণ্ডলে অথবা অন্য কোন স্থানে পূযপূর্ণ পীড়কা। (ক্রোটন, ক্রিয়োজ, গ্রাফ)।

জ্বর।—উত্তাপের পর শীত, তৎসহকারে শীতল হস্ত পদ। সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ বঙ্ক্ষণ স্থলে ঘর্ম্ম।

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে, রাত্রিতে, বিশ্রামে, ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি; এবং অবিরত সঞ্চালনে উপশম।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—মৃদু বিরেচক, পিত্ত নিঃসারক ও মূত্র কর। কোষ্ঠবদ্ধে ব্যবহৃত হয়। অতিমাত্রায় এতদ্দ্বারা ক্লোম, লালাগ্রন্থি ও যকৃতের উপদাহ জন্মে, এবং অন্নবহানালীর অতিনিঃস্রব বশতঃ ভেদ ও বমন হয়। বমনে অম্লত্ব ও বিরেচন সহকারে উদর বেদনা ও সরলান্ত্রে জ্বালা থাকে। আমেরিক চিকিৎসকেরা উপদংশ, পুরাতন যকৃৎপীড়া, বাত ও গণ্ডমালাদিতে ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আইওডিয়ম—আইওডিন।

এই রূঢ় পদার্থ সামুদ্রিক উদ্ভিদ বিশেষের ভস্মাবশেষ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একগুণ আইওডিন ও নবগুণ এলকোহল মিশ্রিত করিয়া হোমিও-প্যাথিক ব্যবহারার্থ আইওডিনের প্রথম ক্রম প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলে আইওডিনের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এবং উহার মধ্যদিয়া গ্রন্থির ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বিধান তন্তুতে ইহার ক্রিয়া

প্রকাশ পাইয়া উহাদের শীর্ণতা, পুনরুৎপাদনশক্তির ক্ষীণতা, ক্রিয়া বিকার, ক্ষয় ও কখন কখন সম্যক বিনাশ উৎপন্ন করে। এই নিমিত্ত এতদ্দ্বারা কাহার কাহারও ফলকগ্রন্থি বিবর্দ্ধিত হইয়া গলগণ্ড জন্মে এবং কাহার ও বা ফলক-গ্রন্থি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। গ্রন্থিমণ্ডলের মধ্যে ফলক-গ্রন্থি, মধ্যান্ত্রগ্রন্থি, স্তন, ডিম্বাশয় ও মুষ্ক; এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যে শ্বাস যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেই আইওডিন বিশিষ্টরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে। একাঙ্গীন বা সর্ব্বাঙ্গীন শীর্ণতা আইওডিনের প্রয়োগোপযোগী প্রধান লক্ষণ। আইওডিনের বিষ-ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধাতুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ আইওডিন জনিত উপদাহ শারীরিক প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্মে।

অধিকার।—গণ্ডমালা জনিত গ্রন্থি পীড়া ও সন্ধি প্রদাহ; গলগণ্ড, লসিকা গ্রন্থির প্রদাহ, দৌর্ব্বল্যকর ঘর্ম্ম ও উদরাময় সহ সর্ব্বাঙ্গীন শীর্ণতা, বিলেপিজ্বর, কুরণ্ড, ভুক্ত দ্রব্যের তৈলাংশ পরিপাক না হওয়াতে শরীর ক্ষয় ও তৎসহ ফুসফুসের অথবা বালকদিগের মধ্যান্ত্র গ্রন্থির ক্ষয়রোগ জন্মিবার উপক্রম; গণ্ডমালা জনিত অস্থি পীড়া, শ্বাস যন্ত্রের উদ্ধাংশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ। শ্বেতপ্রদর, ব্রণ।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

স্বরঘ্ন [ক্রুপ]।—দিবারাত্রি কঠিন, কর্কশস্বরযুক্ত, হিস হিস শব্দ বিশিষ্ট কাঁস ও শ্বাসকষ্ট লক্ষণযুক্ত স্বরঘ্নে স্পঞ্জিয়া বা আইওডিন ব্যবহৃত হয়। প্রাতিশ্যায়িক স্বরঘ্নে স্পঞ্জিয়া, ও কৃত্রিম ঝিল্লীবিশিষ্ট স্বরঘ্নে আইওডিন বিশেষ উপযোগী। দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ দশমিক ক্রমের আইওডিনে প্রকৃত স্বরঘ্নে অতি সত্বর আশ্চর্য্য ফল দর্শে। অতিশয় অবসন্নতা লক্ষণ থাকিলে ইহার পরিবর্ত্তে ব্রোমাইন ব্যবস্থেয়। অপর, যে সকল রোগীরা গণ্ডমালাগ্রস্ত তাহাদের পক্ষে আইওডিন সমধিক উপকারী, সেবন ও ধূমগ্রহণ উভয় প্রকার প্রয়োগই ব্যবস্থেয়।

ক্ষয় [কনজম্‌সন]।—গ্রন্থির বিবর্দ্ধন ও হ্রাস প্রাপ্তি প্রভৃতি গ্রন্থিপীড়া ও মাধ্যান্ত্রিক রোগজনিত উদরাময় সম্বলিত ক্ষয়রোগে ইহা ব্যবস্থেয়।

শোষণক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা, গৃহীত দ্রব্য ও দুগ্ধ পরিপাকে অসমর্থতা এবং স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালী সম্বন্ধীয় লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার ষ্টানকিভেল বলেন যে কডলিভার অয়েলের সহযোগে ইহা ব্যবহার করা উচিত। প্রথম দশমিক ক্রমের অরিষ্ট ৫ বা ১০ বিন্দু এক পাইন্ট কডলিভার অয়েলে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার্য্য। ডাঃ হিউজ বলেন যে বলিষ্ঠ যুবকদিগের গণ্ডমালা জনিত গুটিকা ধাতু সংশোধনে ইহা অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ডাঃ টেসিয়ার ও জোসেট যক্ষ্মা রোগে উচ্চ-ক্রমের সলফার ও আইওডিন সচরাচর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ মনে করেন।

মাধ্যান্ত্রিক ক্ষয়রোগ (টেবিস মেসেন্টেরিকা)।—গ্রন্থি-মণ্ডলে আইওডিনের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে, সুতরাং আইওডিন এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধি। গ্রন্থি বিবর্দ্ধিত, উদর স্পর্শাসহ ও উৎসঙ্গ উদরাময়; খরস্পর্শ শুষ্ক ত্বক, আরক্ত মুখমণ্ডল, অতিক্ষুধা প্রভৃতি লক্ষণে ইহা ব্যবস্থেয়। কাস ও বিরামী জ্বর থাকিলেও এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

গণ্ডমালা (স্ক্রফিউলা)।—নলিকাবাহী ও অন্নরসবাহী নাড়ী মণ্ডলীর বিকারবশতঃ রক্তে নলিকা (লিম্ফ) ও অন্ন-রস (কাইল) অসম্পূর্ণ বা বিদূষিত অবস্থায় উপস্থিত হইলেই পরিপোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিয়া গণ্ডমালা জন্মে। পূর্ব্বোক্ত নাড়ী মণ্ডলীতে আইওডিনের ক্রিয়া দর্শে। অতএব রক্তপ্রধান শীর্ণতা প্রবণ গণ্ডমালা ধাতু সংশোধনে আইওডিন বিশেষ উপযোগী। শরীরের শৈথিল্য ও স্থূলতায় ক্যালকেরিয়া বিধেয়।

উপদংশ (সিফিলিস)।—উপদংশ বিষের ন্যায় আইওডিনের বিষক্রিয়াবশতঃও রক্তদুষ্ট ও বিধান তন্তু ক্ষয় প্রাপ্ত হয় অতএব তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত উপদংশে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। ডাঃ জোসেট ইহার ত্রিংশ ও পঞ্চশত ক্রম ব্যবহার করিয়া এই রোগে অতি সত্বর ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আমবাত (রুমেটিজম)।—পুরাতন আমবাত, বাতরক্ত, বিশেষতঃ সন্ধি বাতেও এই ঔষধ বিলক্ষণ উপকারী। স্থানিক প্রয়োগও প্রয়োজনীয়।

গলগণ্ড (ব্রঙ্কোসিল)।—আইওডিয়ের বিবক্রিয়া বশতঃ কাহার কাহার গলগণ্ড জন্মে, সুতরাং মলিনবর্ণ ব্যক্তিদিগের দুর্দ্দম্য কঠিন গলগণ্ডে অন্য কোন লক্ষণ না থাকিলে আইওডিন ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তরুণ ও কোমল গলগণ্ডেই এতদ্বারা বিশেষ ফল দর্শে। গলগণ্ডে আইওডিনের বাহ্যপ্রয়োগও হয়। কঠিন গলগণ্ডে আইওডিন বা বিনআইওডাইড অবমার্কুরি বাহ্যপ্রয়োগ করাই উচিত। ডাঃ কিড বলেন যে একটী বৃহৎ, কোমল গলগণ্ড দুইমাস পর্যন্ত রাত্রিতে ও প্রাতে এক গ্রেণের একশত ভাগের একভাগ মাত্রায় আইওডিন সেবন করিয়া সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়াছিল। হোমিওপ্যাথিক পত্রিকা বিশেষে উল্লিখিত হইয়াছে যে এক ব্যক্তির বালকের মস্তকের ন্যায় বৃহৎ, কোমল, পনর বৎসরের গলগণ্ড বিরাম দিয়া দিয়া বর্ষক্রমের আইওডিন সেবনে ছয়মাসে সম্যকরূপে আরোগ্য জন্মিয়াছিল।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—শীর্ণতাসহকারে কম্পন, গণ্ডমালাগ্রস্তদিগের অবসন্নতা ও শীর্ণতাযুক্ত তাণ্ডব রোগ; বালক ও স্ত্রীদিগের সন্ন্যাসরোগ; পারদজনিত শীর্ণতা ও কম্পন, দুশ্চিন্তা ও দরিদ্রতা জনিত শীর্ণতা ও জীবনীশক্তির হ্রাসতা এবং স্নায়ুর ক্রিয়ার স্বল্পতা বশতঃ পক্ষাঘাত, নৈরাশ্য ও স্থায়ী উৎকণ্ঠা। **মস্তক**।—কপালে ও মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে চাপ অনুভব ও তৎসহ জড়তা ও অতিশয় ক্ষুধাবোধ এবং তৎপরে তরল মলস্রাব, পাকাশয়ের ক্রিয়াবিকারবশতঃ পুরাতন স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, পূর্ণতা, শিরোঘূর্ণন ও তন্দ্রাদিযুক্ত রক্তসঞ্চয় জনিত শিরঃপীড়া, (বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের)। বৃদ্ধদিগের রক্তসঞ্চয়জনিত পুরাতন শিরোঘূর্ণনে ডাঃ হিউজ এই ঔষধ প্রায়ই ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হন। **চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা**।—আলোকাতঙ্ক ও অস্পষ্ট দৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত গণ্ডমালাজনিত চক্ষুপ্রদাহ, গ্রন্থি বা গলদেশের পীড়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা তৎপরে প্রতিশ্যায়জনিত পুরাতন বধিরতা, দুর্গন্ধ ও ঘ্রাণশক্তির ক্ষীণতা বিশিষ্ট, গণ্ডমালা বা উপদংশবশতঃ পূতিনস্য (ওজিনা)। **রক্ত সঞ্চালনযন্ত্র**।—দ্রুতগামী নাড়ী ও মূর্চ্ছাজনক দুর্ব্বলতাসহ হৃদস্পন্দন; মূর্চ্ছাবেশ; পর্য্যায়শীল নাড়ী, হৃৎপিণ্ড ও বক্ষঃস্থলে আকুঞ্চন অনুভব;

রক্ত ও অন্যান্য শারীরিক নিঃস্রবের তরল অবস্থা। **শ্বাসযন্ত্র।**—স্বরভঙ্গ, বেদনা ও ক্ষতবৎঅনুভব লক্ষণযুক্ত প্রাচীন স্বরযন্ত্র প্রদাহ; কঠিন শ্লেষ্মাখণ্ড নিঃসরণসহ কাসাবেশ; স্বারযান্ত্রিক যক্ষ্মা; সময়ে সময়ে গভীর শুষ্ককাসসহ স্বরভঙ্গ; শুষ্ক, কঠিন কুক্কুররববৎ কাস; নিঃশ্বাস-রোধজনক কাস; গলা কণ্ডুয়ন, আকুঞ্চন, সাঁই সাঁই শব্দ এবং রক্ত মিশ্রিত অথবা পূযময় শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন লক্ষণযুক্ত পুরাতন বায়ুনলী-ভুজ প্রদাহ; স্ফোটকসহ ফুসফুসের প্রাচীন প্রদাহ, রক্তোৎকাস, শীর্ণতা ও রাত্রিকালে ঘর্ম সংযুক্ত কাসরোগ, গ্রন্থির স্ফীতত। বিলীন হইবার পরে কাস ও যক্ষ্মালক্ষণ। **পরিপাক যন্ত্র।**—দন্ত মূলের বিনাম বিকৃতি, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, শরীরের শীর্ণতা, নাড়ীর স্পন্দ্যতা ও দ্রুততা লক্ষণ সহকারে পারদজনিত লালাস্রাব; গর্ভাবস্থায় লালা স্রাব, অজীর্ণতা ও শীর্ণতাসহ অস্বাভাবিক ক্ষুধা; ভুক্ত দ্রব্যের অপরিপাক নিবন্ধন উদরাময় ও শরীর ক্ষয়; নখাঘাত ও কর্ত্তনের ন্যায় ব্যথা, উদরাধ্মান প্রভৃতিসহ গণ্ডমালাগ্রস্ত শিশুদিগের তরল, দুর্গন্ধি মলযুক্ত অতিসার; ক্লোমযন্ত্রের পীড়া, গণ্ডমালাগ্রস্ত শীর্ণকায় ব্যক্তিদিগের যকৃতে রক্ত সঞ্চয় ও পুরাতন পাণ্ডুরোগ, (বিশেষতঃ যখন যকৃতের বিধান-বিকার বশতঃ পীড়া জন্মে)। **জননেন্দ্রিয়।**—পুং শক্তির ক্ষীণতা সহ অণ্ডের শীর্ণতা বা কাঠিন্য, মূত্রজ বৃদ্ধি (জলদোষ)। জীর্ণদেহ ও যক্ষ্মা-সম্ভাবনা বিশিষ্ট যুবতী দিগের রজঃরোধ, স্তন পতন; শ্বাসকষ্ট, হৃদস্পন্দন, ক্ষুধামান্দ্য, মলরোধ ও অন্ত্র ধ্মান সহ গণ্ডমালাগ্রস্তাদিগের রজঃ স্তম্ভ; অবসন্নতা, শিরোঘূর্ণন ও সম্মুখ কপালে বেদনা সম্বলিত অকাল রজঃ এবং অতিরজঃ, কিম্বা তরল জলবৎ আস্রাব; পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত কষ্টরজঃ; গণ্ডমালাগ্রস্তাদিগের বন্ধ্যাত্ব, জরায়ু প্রদাহ, ও অপত্য-পথের পুরাতন প্রদাহ; জরায়ুর গ্রীবাদেশস্থিত অর্ব্বুদ; শীর্ণতাসহ দুর্গন্ধি শ্বেতপ্রদর; সন্তান স্তন্যত্যাগ করিলেও অতিরিক্ত দুগ্ধ নিঃসরণ ও শীর্ণতা; ডিম্বাশয়ের কোষার্ব্বুদ, অথবা হ্রস্বতা ইত্যাদি। **ত্বক।**—গণ্ডমালাগ্রস্ত বালকদিগের নানাপ্রকার পীড়কা; গণ্ডমালাজনিত ক্ষত; মহাকুষ্ঠ ও তদনুরূপ সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণ। **গ্রন্থিমণ্ডল।**—গ্রীবা গ্রন্থি, লালাগ্রন্থি ও বঙ্ক্ষণগ্রন্থির কাঠিন্য ও স্ফীততা এবং সাধারণতঃ গ্রন্থির স্ফীততা। যকৃৎ বিবর্দ্ধন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—বিমর্ষতা; বিষন্ন চিত্ততা। (অ্যাট-নি. পলস, রস)। অতিশয় স্নায়বীয় উত্তেজনা। (সিঙ্ক, কফি)।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন; মস্তকে ও সর্ব্বশরীরে দপ দপ (পলস, সিপি), হৃৎপিণ্ডের সমীপে কম্প, মূর্চ্ছা; আসন বা শয্যা হইতে উঠিবামাত্র উহার বৃদ্ধি (ব্রাই); অথবা যৎসামান্য পরিশ্রমের পর বসিলে বা শয়ন করিলে বৃদ্ধি। কপালের বামপার্শ্বের উর্দ্ধাংশে তীব্র বেদনা। সঞ্চালনে মস্তকে দপদপ। উত্তপ্তবায়ুতে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি।

চক্ষু।—শুক্লমণ্ডলের মলিন ঈষৎপীতবর্ণ। (সিঙ্ক, ক্যাম্ফ, *চেল প্রস)।

কর্ণ।—শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা।

মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুবর্ণ, ঈষৎ পীত মুখমণ্ডল (আর্জ্জ না। হিপ, সিপি)। ঈষৎ হরিদ্বর্ণ মুখমণ্ডল। মলিন, চিন্তিত মুখাকৃতি। ঈষৎ নীলবর্ণ ওষ্ঠ, ও শিরার স্ফীততা। হনু-গ্রন্থির স্ফীততা। (অরম, ব্যারাই, কক, সিপি)।

মুখমধ্য।—দন্তমূল হইতে রক্তস্রাব। (কার্ব্বো ভে, মার্ক, নাইট-এসি, ফস)। দন্তমূলের কোমলতা। প্রাতঃকালে অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা দ্বারা দন্ত আবৃত। মুখে উপক্ষত। (*বোরাক্স, হেলি, * মার্ক)। মুখ হইতে লালা-স্রাব (*মার্ক), পারদজনিত লালা-স্রাব। (* সিঙ্ক. * নাইট এসি, কালী আইয়োড)। দন্ত গাঢ় আবরণে আচ্ছাদিত।

গল-মধ্য।—গলার আকুঞ্চন, ও গলাধঃকরণে প্রতিবন্ধকতা। (বেল, হাইয়োড স্ট্রামো)।

আমাশয়।—*অতি ক্ষুধা, আহারে পরিতৃপ্তি জন্মে না। (ব্রাই, কির)। বিবমিষা; বমন, আহার করিলে পুনরায় বমনের উদ্রেক। গুরুপাক দ্রব্য আহারান্তে বুক জ্বালা।

উদর।—বামকুক্ষিতে কাঠিন্য ও চাপিলে বেদনা। উদরের স্ফীততা। (এন্ট-ক্রু. গ্রাফ, হিপ)। আবদ্ধ বাতাধ্মান। (কার্ব্বো ভে, লাইকো)। যকৃৎ-গ্রন্থির স্ফীততা। (ক্যাল্ক, ক্রিম, মার্ক, নাইট এসি)।

*মল।—অতিসার; একবার কোষ্ঠবদ্ধ একবার অতিসার। (*এন্ট-ক্রুড, নক্স-ভ)।

মূত্র।—বারংবার অধিক পরিমাণ মূত্রস্রাব (এপিস, আর্জ্জ)

জননেন্দ্রিয়।—(পুং)।—অণ্ডকোষের স্ফীততা ও কাঠিন্য। (একন, আর্জ্জ না, কো না। (স্ত্রী)।—জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের কাঠিন্য ও স্ফীততা। (*কোনা)। স্তনের শীর্ণতা ও কোমলতা। (কোনা)।

শ্বাস যন্ত্র।—*স্বর ভঙ্গ। (*একন *হিপ, *ফস, *স্পঞ্জ)। স্বরযন্ত্রে বেদনা ও তৎসহ কাসিবার ইচ্ছা। কৃত্রিমঝিল্লীবিশিষ্ট স্বরযন্ত্র, শ্বাস কষ্ট; বিশেষতঃ নিশ্বাস গ্রহণে। হিস হিস শব্দ ও করাতের ন্যায় শব্দ বিশিষ্ট শ্বাস; শুষ্ক কাস, শিশু হস্তদ্বারা গলা চাপিয়া ধরে। (একন)।

*হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—*প্রবল হৃৎস্পন্দ, সামান্য পরিশ্রমে উহার বৃদ্ধি। হৃৎ প্রদেশে অবিরত তীব্র বেদনা। হৃৎপিণ্ডের নিকটে অতিশয় অসুখ অনুভব, তজ্জন্য রোগীর অবিরত অবস্থান পরিবর্ত্তন। (একন, আর্স, রস)।

গ্রীবা।—কঠিনতা বিশিষ্ট গলগণ্ড। গল গ্রন্থির স্ফীততা ও কাঠিন্য (ব্যারাই, ক্যাল্ক, ক্রিয়েজ)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—হস্তপদের পেশীর স্পন্দন। অঙ্গ কম্প। বামকফোণিতে ছিন্নকর বেদনা। (আর্স, ফির)।

দেহ।—*শীর্ণতা। (ন্যাট-মি, *ফস)। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। (আর্স, ব্রাই ফির, ফস, সিকে)। পেশীর স্পন্দন (এগ, সিকি, ইগ্নে, ষ্ট্রামো)। গ্রন্থির স্ফীততা ও কাঠিন্য। (ব্যারা, ক্যাল্ক, গ্রাফ, ন্যাট কা) অতিশয় নৈশ ঘর্ম্ম। (*সিঙ্ক, ফস, ফসএসি, *সিলি)।

ত্বক।—মলিন পীতবর্ণ, আঠা আঠা আর্দ্র ত্বক, (ফির, মার্ক)। কর্কশ শুষ্কত্বক।

উপচয়।—রাত্রিতে; অপরাহ্নে, বিচরণে বা অশ্বারোহণে; চাপনে, উত্তাপে, ও শয্যায় উঠিয়া বসিলে বৃদ্ধি।

উপশম।—সাধারণতঃ শীতলতায়; নিদ্রান্তে, ও আহারান্তে উপশম।

উপযোগিতা।—কৃষ্ণবর্ণ চুল ও চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশেষতঃ বালক, গণ্ডমালা গ্রস্ত ব্যক্তি ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—পরিবর্ত্তক, বলকারক ও শোধক। সেবন করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি, আহার পরিপাক এবং শরীর পুষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা স্রাবণ গ্রন্থির ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং ইহা মূত্রকরণ; পিত্ত, লালা ও রজোনিঃসারণ ক্রিয়া প্রকাশ করে। বাহ্য প্রয়োগে আইওডিন প্রত্যুগ্রতা সাধক। বিষমাত্রায়, গলদেশে ও পাকাশয়ে জ্বালা ও বেদনা, উদর বেদনা, ভেদ, বমন, পিপাসা; নাড়ীর ক্ষীণতা ও দ্রুততা; নেত্রের সজলতা ও আরক্ততা; অস্থিরতা, কম্প, অবসাদ এবং মূর্চ্ছা জন্মে ও অবশেষে মৃত্যু হয়। মাত্রা সিকি হইতে আধগ্রেণ। অরিষ্টের মাত্রা ৫ হইতে ২০ বিন্দু।

আর্জ্জেন্টম নাইট্রিকম—নাইট্রেট অভসিলভার লুনার কষ্টিক।

এক ভাগ অক্সিজেন যুক্ত রৌপ্য ও এক ভাগ যবক্ষার দ্রাবক সংযুক্ত লবণ। ইহার দানা চূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু প্রথমতঃ জল, অনন্তর সুরা-বীর্য্য দ্বারা প্রস্তুত দ্রব ঔষধার্থে প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—রক্তেই ইহার প্রধান ক্রিয়া দর্শে। ইহার বিষ ক্রিয়াবশতঃ রক্ত অধিকতর তরল ও মলিন হয়; লোহিত শোণ বিন্দুর বর্ণক পদার্থ থাকে না, রক্তবহা নাড়ীতে রক্তের গতি স্থগিত হয় ও পরিপোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে। পরিপোষণ কার্য্যের ত্রুটি নিবন্ধন অস্থি ও অস্থি-বেষ্ট আক্রান্ত হয় এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রতিশ্যায়জনিত প্রদাহ জন্মে; অবশেষে এই সকল বিধান ও পেশী মন্দাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অপর, আর্জ্জেন্টম নাইট্রিকম দ্বারা স্নায়ু-মূল আক্রান্ত হইয়া মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্যের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অধিকার।—মাস্তিষ্ক কশেরুক কেন্দ্রের অবসাদন; পাকাশয় শূল; চর্ম্মের ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ ও তজ্জনিত বিরক্তিকর কাস ও কণ্ডূয়ন; অক্ষিপীড়া; রক্ত সঞ্চালনের স্বল্পতা, বিষাদ-বায়ু, অপস্মার; পক্ষাঘাত;

অভিষ্যন্দ ; অগ্নিমান্দ্য ; অতিসার ; শ্বাস ; হৃৎশূল , মূত্রমার্গপ্রদাহ ; বহুমূত্র, প্রমেহ ; উপদংশ , নীলপাণ্ডু।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

অপস্মার [এপিলেপ্সি]।—ডাঃ গ্রে বলেন যে মস্তিষ্কমূলক অপস্মারে অল্প মাত্রায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলেই সত্বর স্থায়ী আরোগ্য জন্মে, কিন্তু উদরের উপদাহজনিত অপস্মারে অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলেও রোগ কেবল উপশম প্রাপ্ত হয়। ডাঃ হেম্পেল উল্লেখ করিয়াছেন যে একজন রোগীর ৪০ বৎসর যাবৎ অপস্মার ছিল সে একটী রৌপ্যমুদ্রা গিলিয়া ফেলিয়াছিল তাহাতে তাহার রোগ আরোগ্য হয়। কুড়ি মাস পরে সেই রৌপ্য মুদ্রাটী বহির্গত হয় কিন্তু উহার আকার হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। নাইট্রেট অভ সিলভারের অপস্মার রোগঘ্ন গুণ এখনও সুনিশ্চিত হয় নাই। কিন্তু সময়ে সময়ে এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ উপকার জন্মে।

অভিষ্যন্দ (অপথ্যালমিয়া) ।—নবজাত শিশুদিগের সপূয অভিষ্যন্দ রোগে নাইট্রেট অভ সিলভার অমোঘ ঔষধি। তিন চারি ঘন্টান্তে এক এক বার সেবন করাইলে এবং চক্ষু বিশেষরূপে পরিষ্কার রাখিলে সচরাচর কেবল এতদ্দ্বারাই রোগ আরোগ্য হয়। স্থানিক প্রয়োগের আর প্রয়োজন থাকে না। সদ্য প্রস্তুত দ্রব ব্যবহার করা উচিত, বিচূর্ণ প্রয়োগ বিহিত নহে। দুরারোগ্য রোগে কোন কোন চিকিৎসক ১—৩ গ্রেণ নাইট্রেট অভ সিলভার এক আউন্স পরিস্রুত জলে মিশ্রিত করিয়া ধৌতরূপে স্থানিক প্রয়োগ করিতে বিধি দেন। প্রথমতঃ ঈষদুষ্ণ জলে চক্ষু পরিষ্কার করিয়া এই দ্রবের এক বিন্দু চক্ষে দিতে হইবে। অনন্তর এতজ্জাত উপদাহ নিবারণার্থে তৎক্ষণাৎ শীতল জলের পটি সংলগ্ন করিতে হইবে। পুরাতন অভিষ্যন্দ ও প্রমেহজনিত অভিষ্যন্দেও এই ঔষধি বিশেষ উপকারজনক। এক আউন্স পরিস্রুত জলে ২।৩ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া তাহা রই অল্প পরিমাণ দ্রব, তুলিকা দ্বারা অক্ষিপুটের নিম্নদেশে সংলগ্ন করিয়া দিবে। পূযস্রাবী অভিষ্যন্দ রোগে ডাঃ এলেন ও নর্টণ ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। তাঁহারা ৩০ বা ২০০ ক্রম ব্যবহার করিয়া থাকেন।

হরিৎ পাণ্ডু [ক্লোরোসিস্]।—এই রোগে প্রচুর পরিমাণে অম্লজান উৎপন্ন হয় না, সুতরাং নাইট্রেট অভসিলবার সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ডের রোগ ব্যতীত শ্বাস-হ্রস্বতা ও মুখমণ্ডলের মলিনতা ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

প্রমেহ।—এই রোগে আর্জ্জেণ্টাই-নাইট্রাস ২ গ্রেণ, পরিস্রুত জল আট আউন্স মিশ্রিত করিয়া পিচকারী ব্যবহৃত হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

আমাশয় প্রদাহ।—নাইট্রেট অব সিলভারের স্থানিক ক্রিয়াবশতঃ আমাশয়ের প্রদাহ ও ক্ষত জন্মে অতএব আমাশয়ের পুরাতন প্রদাহে ও পাকাশয়ের গোলাকার ক্ষতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। হরিৎপাণ্ডু গ্রস্ত দিগের পাকাশয়ের ক্ষতেই ইহা উপযোগী। এই দুই রোগে আদত নাইট্রেট অব সিলভার ব্যবস্থেয়। **বুকজ্বালা।**—ডাঃ বেইস বলেন যে আধ্মানিক বুকজ্বালায় মুখ দিয়া সহজে বায়ু নিঃসারিত হইলে এই ঔষধে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। **অগ্নিমান্দ্য।**—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বৈষম্যকর পুরাতন অগ্নিমান্দ্যে ইহা উপযোগী। **অতিসার।**—অতিমাত্রায় নাইট্রেট অব সিলবার সেবনে ভেদ হয় সুতরাং যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের আনুষঙ্গিক প্রাচীন উদরাময়ে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। মৃদু মাত্রায় আদত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বালকদিগের হরিদ্বর্ণ অতিসারে ইহার উচ্চক্রম ফলপ্রদ। **অর্জ্জুন রোগ [কিমোসিস]।**—এই রোগেও আর্জ্জেণ্টম নাইট্রিকম আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার জন্মে। **জরায়ু-ক্ষত।**—জরায়ু-গ্রীবার ক্ষতে ডাঃ গরেন্সি এই ঔষধের ২০০ ক্রম ব্যবহার করিয়া বিলক্ষণ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। **স্বরযন্ত্রের রোগ।**—স্বরযন্ত্রের প্রাচীন রোগেও ইহা উপযোগী। **পক্ষাঘাত।**—অবসন্নতাজনিত সামান্য উরুস্তম্ভে অর্থাৎ নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে নাইট্রেট অভসিলভার উপকারী। মস্তিষ্কের সংঘাত অথবা অতিরিক্ত সুরাপানজনিত উরুস্তম্ভে এবং শুষ্ম-বায়ু ও ঝিল্লীক-প্রদাহজনিত পক্ষাঘাতেও এই ঔষধ উপযোগী। ডাঃ উডিয়েট বলেন যে অক্ষিপুটের পেশীর পক্ষাঘাতজনিত দুর্ব্বলতাবশতঃ সম্যক দৃষ্টির প্রতিবন্ধকতায় ইহা উপকারী।

শিরঃপীড়া।— সাহিত্যানুরাগী ও বিষয়ী লোকদিগের পুরাতন শিরঃপীড়ায় যৎসামান্য শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে শিরোঘূর্ণন ও সময়ের অতিশয় দীর্ঘতানুভব লক্ষণ থাকিলে এতদ্দ্বারা উপকার হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—বিমর্ষতা, মানসিক শক্তির হ্রস্বতা, মনোভাবের অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা ও ব্যাকুলতা, ব্যস্ততা; উদাসীনতা, অপ্রফুল্লতা, দুর্ব্বলতা ও কম্পন; স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতা, নীরবতা।

মস্তক।— * ভ্রমি ও কর্ণে গুণ গুণ শব্দ, এবং অঙ্গাদির দুর্ব্বলতা ও কম্পন। * শিরঃপীড়া, মস্তকের চতুর্দ্দিকে দৃঢ়রূপে কিছু বাঁধিয়া রাখিলে শিরঃপীড়ার উপশম। (* সিলি) * অনাবৃত বায়ুতে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি। বামদিকের কপালের উন্নত স্থানে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা। (কলো) মস্তক বিবর্দ্ধিত অনুভব। (এক্ট)। মস্তিষ্কে খননের ন্যায় বেদনা। মস্তকে যন্ত্রণাপ্রদ পূর্ণতা ও গুরুতা। মস্তকে অতিশয় রক্ত সঞ্চয়। (*বেল)। প্রায় অবিরত কপালের অস্থিতে, শঙ্খ দেশে, মূর্দ্ধাদেশে ও মুখমণ্ডলে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা। মস্তকে কণ্ডূয়ন ও কীটচারণার ন্যায় অনুভব (কলচি, কুপ) কেশের মূলে উপরের দিকে আকৃষ্টবৎ অনুভব।

চক্ষু।—চক্ষু প্রদাহ, অর্জ্জুন রোগ (কিমোসিস), তরল আস্রাব বিশিষ্ট প্রতিশ্যায়, সপূয় চক্ষুপ্রদাহ, প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব; প্রাতে অক্ষিপুট সংযোগ, ক্ষীণ বা ঘোর দৃষ্টি, আলোকে দ্বেষ। (একন, * বেল, ইউফ্রে, গ্রাফ)। ধূসর বর্ণ বিন্দু ও * সর্পের ন্যায় পদার্থ দৃষ্টির সমক্ষে সঞ্চরণ। চক্ষে আঁধার দেওয়া, অবিরত চক্ষু হইতে নেত্রজলমুচন। (ক্রোক, পলস)। শুক্ল মণ্ডল লোহিত, চক্ষু হইতে অবিরত স্রাব নিঃসরণ। * চক্ষুর কোণ রক্তের ন্যায় লোহিত, * চক্ষুর কোণ হইতে রক্তবর্ণ ধমনীগুচ্ছ কনীনিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কনীনিকার অস্বচ্ছতা, শিশুদিগের কনীনিকায় ক্ষত, অক্ষিপুট হইতে প্রচুর পরিমাণে পূযবৎ স্রাব নিঃসরণ। (মার্ক করো)।

নাসিকা।—সংযত রক্তসহ ঈষৎ শুভ্র পূয নিঃসরণ। চক্ষুর উপরে বেদনাসহ মস্তকের প্রতিশ্যায়, হাঁচি, শীত, অশ্রুস্রাব, রুগ্ন মুখাকৃতি। প্রবল নাসা-কণ্ডূয়ন।

মুখমণ্ডল।—কৃশ*মুখাকৃতি। (*আর্স)। নিমগ্ন, পাণ্ডুর, নীলাভ মুখমণ্ডল। (কার্ব্বো-ভে); পীতবর্ণ, মলিন মুখাকৃতি (আইওড), অকাল বৃদ্ধের ন্যায় মুখাকৃতি।

মুখ-মধ্য।—দন্ত-মূলের কোমলতা ও উহা হইতে সহজে রক্তস্রাব (* মার্ক, * নাইট-এসি, ফস) কিন্তু উহা ব্যথিত বা স্ফীত নহে। * জিহ্বার অগ্রভাগ লোহিত (আর্স) ও বেদনা বিশিষ্ট, জিহ্বাকণ্টক উন্নত। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। লালা-স্রাব। (*মার্ক, * নাইট-এসি)। প্রবল পিপাসা সহ জিহ্বার অতিশয় নীরসতা।

গল-মধ্য।—* গলার মধ্যে [illegible], তজ্জন্য রোগী ক থক্ থক্ করিয়া কাসিতে হয়। * গলার মধ্যে ছড়িয়া যাওয়ার ন্যায়, চাঁচার ন্যায়, ও ক্ষতের ন্যায় অনুভব। * গিলিবার সময় (হিপার, নাইট-এসি), নিশ্বাস গ্রহণ করিবার ও ঘাড় নাড়িবার সময় গলার অভ্যন্তরে শল্যবিদ্ধের (চোঁচ ফুটার) ন্যায় অনুভব। * উপজিহ্বা ও গলকোষের মলিন আরক্তভা। (ব্যাপ্টি, * বেল, মিউর-এসি, * ফাইটো)। গলকোষে ও গলগহ্বরে জ্বালা ও শুষ্কতা। অন্নবহা নালীতে থাকিয়া থাকিয়া খল্লী।

আমাশয়।—চিনি আহারের অতিশয় ইচ্ছা। বিবমিষা (আহারান্তে নিবৃত্ত হয়), আহারের অব্যবহিত পরে তীক্ষ্ণ সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, * অতিশয় বাতোদ্গার; * যন্ত্রণা বা অতিসার ও উদরশূলসহ বমন; শ্লেষ্মা বমন, আমাশয়ের বামপার্শ্বে ক্ষতবৎ বেদনা, * অতিশয় উৎকণ্ঠাসহ আমাশয় গহ্বরের বেদনা বিশিষ্ট স্ফীততা। রাত্রিকালে পাকাশয়ে আক্ষেপ, এবং প্রাতঃকালে জাগিবামাত্র ক্ষুধাবেশে, অন্নবহানালী, পাকাশয় ও অন্ত্রের আক্ষেপ।

উদর।—নিম্নোদরে শীতলতা অনুভব; সামান্য পরিশ্রমের পর উদরাক্ষেপ; বিচরণ সময়ে যকৃদ্দেশে সূচীবিদ্ধবোধ, সন্ধ্যাকালে প্লীহা স্থলে সূচীবিদ্ধ বোধ, অন্ত্রকূজনসহ বাতাধ্মান, বাত নিঃসরণের পর অধিকাংশ অসুখের নিবৃত্তি।

মল ও মলদ্বার।— কোষ্ঠবদ্ধ বা অতিসার, তরল, পাটল বা ঈষৎ

কৃষ্ণবর্ণ মল; অবসন্নতা সহকারে শোণিতময় মল; অন্ত্র-ক্ষত; দুর্দ্দম্য গুহ্যদ্বারে কণ্ডূয়ন; কৃমি। ঈষৎ হরিদ্বর্ণ মল, অতিশয় দুর্গন্ধি আম (আর্স)ও তৎসহ শব্দ বিশিষ্ট আম, সবুজবর্ণ আম ও তৎসহ বমন চেষ্টা ও শ্লেষ্মা বমন; আধ্মানিক শূল সহ রাত্রিতে অল্প অল্প জলবৎ মলস্রাব; ক্ষত সন্দেহ-বিশিষ্ট প্রবর্দ্ধিত রক্তামাশয়। বালকের অতিশয় চিনি খাইতে ইচ্ছা, কিন্তু চিনি খাইলে অতিসার হয়।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রমার্গ-প্রদাহ, লিঙ্গমণিতে অনুন্নত কৃত্রিম উপদংশ ক্ষত; অতিমূত্র রোগ; কষ্টকর দাহক মূত্র, প্রস্রাব ত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে জ্বালা (এবন, কান্থ); মূত্রমার্গ স্ফীত ও বিক্ষত অনুভূত হয়। (ক্যান-থ্যট)। অজ্ঞাতসারে ও অব্যাহতরূপে মূত্রস্রাব। (কষ্ট)। মূত্রের দ্রুত বেগ, অধিক পরিমাণে পরিষ্কার মূত্র স্রাব। (এপোসাই, ফস এসি)। মূত্রমার্গের মধ্যভাগে ক্ষতবৎ বেদনা। মূত্রের ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। মলিন পীতবর্ণ স্বল্প মূত্রস্রাব।

জননেন্দ্রিয়।—(পুং)—সঙ্কুচিত শিশ্ন, মৈথুনে অপ্রবৃত্তি। (এগেব) মৈথুন ক্রিয়া কষ্টজনক, মূত্রমার্গ অতিপ্রসারিত অথবা উহার মুখে বেদনা অনুভব। (স্ত্রী)।—মৈথুন-ক্রিয়া কষ্টপ্রদ, রমণান্তে অপত্যপথ হইতে রক্তস্রাব হয়। জরায়ুর মুখের বা গ্রীবার ক্ষত সহ কন্দ (হাইড); অনিয়মিত রজঃ, অত্যন্ত অধিক বা অল্প, অতিশয় বিলম্বে বা শীঘ্র রজঃস্রাব।

রক্তসঞ্চালনযন্ত্র।—হৃদস্পন্দন ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা; ও তৎসহকারে অস্বস্তিকর পূর্ণতা অনুভব।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরযন্ত্রে সুর সুর অনুভব, স্বরযন্ত্রের স্বরভঙ্গ ও কর্কশতা; রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ও অতিশয় লালাস্রাব সহ শুষ্ক কাস, প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে স্বরযন্ত্রে দুর্দ্দম্য কণ্ডূয়নবিশিষ্ট শুষ্ক আক্ষেপিক কাস; বক্ষঃস্থলে অতিশয় উপদাহ ও রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন সহ অবিরত কাস; নিশ্বাসরোধপ্রায় শ্বাসকৃচ্ছ্র; সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা; বক্ষাস্থির উপরে চাপ ও ভারবোধ। স্বরউচ্চ করিলে কাস। সন্ধ্যাকালে কাস, তামাকের ধুম সহ্য হয়না। (ইগ্নে) পাতলা রক্তমিশ্রিত পূযময় নিষ্ঠীবন।

নিম্নাঙ্গ।—বিবমিষা ও পরিশ্রমে আশঙ্কা সহ নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা। (নক্স-ভ)। বহুক্ষণ বিচরণের পর যেরূপ শ্রান্তি জন্মে জঙ্ঘা পৃষ্ঠের সেইরূপ শ্রান্তি। (সিঙ্ক)।

দেহ।—তাণ্ডব রোগে সকল অঙ্গের আক্ষেপিক সঞ্চালন। প্রকোষ্ঠ ও জঙ্ঘার ক্লান্তি। সর্ব্বাঙ্গীণ দুর্ব্বলতাসহ কম্পন। সাময়িক গাত্র-কম্পন। অতিশয় অস্থিরতা-পূর্ব্ব আক্ষেপ। ভয়জনিত অপস্মার (ক্যল, ওপি, ষ্ট্রামো) ঋতুকালে অপস্মার (এক্টিয়া) শরীর, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও মস্তক প্রসারিতবৎ অনুভূত হয়। ঐচ্ছিকগতির অভাব।

ত্বক।—নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ পীড়কা।

নিদ্রা।—অস্থির নিদ্রা ও ভয়ঙ্কর স্বপ্ন।

উপচয়।—*রাত্রিতে; প্রাতে, উত্তাপে; শীতল আহারে, বিচরণ বা অশ্বারোহণে; আহারান্তে বৃদ্ধি।

উপশম।—অনাবৃত বায়ুতে; ও উদ্গার হইলে উপশম।

স্থানিক প্রয়োগ।

যদি সেবনাদি আভ্যন্তরিক প্রয়োগে আশু উপকার না দর্শে তবে চর্ম্ম ও শৈল্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ এবং ক্ষত দমনার্থে ইহার স্থানিক প্রয়োগ কর্ত্তব্য ও সদৃশ চিকিৎসার অনুমত। কারণ নাইট্রেট অব সিলভারের মুখ্য ক্রিয়ার সহিত প্রদাহের ক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে। নাসিকা, চক্ষু, মূত্রদ্বার ও প্রসব দ্বারাদির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ স্থানিক কারণজনিত স্থানিক প্রদাহেই এই ঔষধের বাহ্য প্রয়োগ উপযোগী।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—বলকারক, আক্ষেপ-নিবারক, সংকোচক ও অবসাদক। অধিক মাত্রায় পাকাশয়ে উপদাহ ও বেদনা; বিবমিষা, বমন ও কচিৎ ভেদ জন্মে। বিষ মাত্রায় দাহক বিষক্রিয়া করে।

স্থানিক ক্রিয়া।—সংকোচক, উত্তেজক, আবরক ও দাহক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগার্থ মাত্রা একগ্রেণের ষষ্ঠাংশ হইতে চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত।

আর্জ্জেণ্টম মেটেলিকম—রৌপ্য।

ক্রিয়া।—অস্থি, উপাস্থি ও বন্ধনী প্রভৃতি সন্ধিস্থলের উপাদানে ও সন্ধিতে রৌপ্যের প্রধান ক্রিয়া দর্শে। কর্ণ, কর্ণ-নল, নাসিকা, উপপর্শুকাদির উপাস্থিই ইহার বিশেষ ক্রিয়াযত্ত। অপর, গ্রন্থিল যন্ত্র এবং হৃৎপিণ্ডেও এই ধাতুর ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

অধিকার।—পারদ অপ-প্রয়োগ জনিত রোগ; আস্থ্যাওচির কুফল; সন্ধিবেদনা ও সন্ধিপ্রদাহ; স্বরভঙ্গ ও পুরাতন স্বরযন্ত্র প্রদাহ; বহুমূত্র; মুক্ত প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের উপদাহিতা, ও জরায়ুর কর্কট রোগে রৌপ্য ব্যবহৃত হয়।

আময়িকপ্রয়োগ।—**সন্ধি-বেদনা।**—গুল্মবায়ুজনিত সন্ধিবেদনায় রৌপ্য উপকারী। ডাঃ শার্প বলেন যে একজন যুবতী স্ত্রীর বহুদিনের উরুসন্ধির বেদনা ও আর এক জনের জানুসন্ধির প্রায় তদ্রূপ বেদনা এই ঔষধে আরোগ্য হইয়াছিল। **বহুমূত্র।**—বহুমূত্র রোগে, মধুমেহে নহে, এতদ্দ্বারা সময় সময় উপকার দর্শে। **স্বরযন্ত্র-প্রদাহ।**—সিদ্ধ শ্বেতসারের ন্যায় সরল নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট স্বরভঙ্গ ও প্রাচীন স্বরযন্ত্রপ্রদাহ এই ঔষধে আরোগ্য হয়। **প্রমেহ।**—ডাঃ টেষ্ট আমবাতিক ধাতুর একজন রোগীর হরিত ও পীতবর্ণ স্রাব বিশিষ্ট আট মাসের প্রমেহ রৌপ্য ব্যবহারে আরোগ্য করিয়াছিলেন, এবং অপর আর একজন রোগিণীর জরায়ুর কর্কটে এতদ্দ্বারা অনেকটা উপকার দর্শাইয়াছিলেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অতিশয় প্রফুল্লতা ও আলাপ প্রবৃত্তি। **মস্তক।**—কপাল-প্রান্তে ও মস্তক পৃষ্ঠে বেদনা। **চক্ষু।**—অক্ষিপুটের প্রান্তভাগের স্ফীততা আরক্ততা ও স্থূলতা (এণ্টক্রুড, গ্রাফ, সাইকো, মার্ক)। অক্ষিপুট ও অপাঙ্গের অতিশয় কণ্ডূয়ন (সলফ)। **কর্ণ।**—কর্ণপালীর বিদাহী কণ্ডূয়ন। **নাসিকা।**—হাঁচি সহ অত্যন্ত তরল প্রতিশ্যায (একন, আর্স

ইউক্রে. মার্ক কর)। মুখ মণ্ডল।—মুখের অস্থিতে ও দক্ষিণ হনুর অস্থিতে ছিন্নকর বেদনা। গল-মধ্য।—*আঠাল, ধূসরবর্ণ, লেহনৎ শ্লেষ্মা, এই শ্লেষ্মা প্রাতে সহজে উঠে। *প্রশ্বাস ত্যাগ বা কাসিবার সময় গলার অভ্যন্তরে অবদারিত ও ক্ষতবৎ অনুভব। আমাশয়।—*অত্যন্ত ক্ষুধা পূর্ণাহারের পরেও ক্ষুধা অনুভূত হয়। উদর।—বাম নিম্নোদরে দুষ্টবৎ বেদনা। ক্ষুধাসহ অন্ত্র-কূজন। মল।—বারংবার মল প্রবৃত্তি ও অল্প অল্প নরম মলস্রাব। আহারান্তে বালুকার ন্যায় শুষ্ক মল। মূত্র।—প্রভূত মূত্রস্রাব ও বারংবার মূত্র প্রবৃত্তি। এপিস, আর্জ্জ-নাইট, কস্ এসি)। পুং-জননেন্দ্রিয়।—*মুষ্কে পিষ্টবৎ বেদনা (এক); বিচরণ সময়ে বস্ত্র সংস্পর্শে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।—*বাম ডিম্বাশয়ে ও কটি দেশে বেদনা, (দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে বেদনা, এপিস)। শ্বাস-যন্ত্র।—গায়ক ও বক্তাদির স্বরভঙ্গ। (আর্জ্জ নাইট, এবম ফস)। *কাসিলে স্বরযন্ত্রে শ্লেষ্মার উৎপত্তি, ও কাসের উদ্রেক। (সিক, ড্রেস, ফস)। *কাসিবার সময়, কিন্তু গিলিবার সময় নয়, স্বরযন্ত্রের ঊর্দ্ধভাগে অবদরণ। *শুভ্র, গাঢ়, সিদ্ধ শ্বেতসারের ন্যায় শ্লেষ্মা বিশিষ্ট কাস, এইকাস সহজে উঠে, রাত্রিতে, বা অনাবৃত বায়ুতে উদ্রিক্ত হয় না। হৃৎপিণ্ড।—বারংবার, বিশেষতঃ চিৎ হইয়া শয়ন করিলে, হৃৎপিণ্ডের পেশীর আক্ষেপিক, কিন্তু বেদনাবিহীন স্পন্দন। দেহ।—অস্থিতে স্পর্শ-দ্বেষ ও বেদনা। সন্ধির দুর্ব্বলতা। উপচয়।—*মধ্যাহ্নে রোগ লক্ষণের পুনঃপ্রকাশ। স্পর্শনে ও চিৎ হইয়া শয়নে বৃদ্ধি।

আর্টিকা ইউরেন্স—স্মল ষ্টিঙ্গিং নেটেল।

আর্টিকা-ইউরেন্স আর্টিকেসী জাতীয় উদ্ভিদ। সবস ওষধি হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—চর্ম্মের উপরই ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়াবশতঃ চর্ম্মে আমবাতের ন্যায় প্রদাহ জন্মে;

অধিকার।—চর্ম্মরোগ; শীতপিত্ত, প্রতিবৎসরই কোন না কোন সময় প্রকাশিত হয়; শীতপিত্ত লোপবশতঃ অন্যান্য পীড়া; জলপূর্ণ স্ফোট বিশিষ্ট বিসর্প; শয়ন করিলে বিলীন হয় ও উত্থিত হইলে পুনর্ব্বার প্রকাশ পায় এরূপ পীড়কা ও কণ্ডু, দগ্ধ-ক্ষত; প্রসবান্তে দীর্ঘকাল জরায়ুক্লেদ নিঃসরণ বশতঃ দুগ্ধ স্রাবের স্বল্পতা; রক্তামাশয়।

আময়িক প্রয়োগ।—অগ্নিদাহ।—সামান্য অগ্নিদাহে ২০ বিন্দু উগ্র আরিষ্ট এক আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া কার্পাস সহযোগে দগ্ধ স্থানে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এতৎসহ আভ্যন্তরিক প্রয়োগও করা যাইতে পারে। ফোস্কা উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইলে আর্টিকার পরিবর্ত্তে ১০ বিন্দু ক্যান্থেরাইডিস অরিষ্ট, এক আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ কর্ত্তব্য। **শীতপিত্ত।**—অনেকে বলেন যে শীতপিত্ত রোগে আর্টিকা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু এপিস ও বিশেষ ফলপ্রদ। কৃমি জন্য গুহ্যদ্বারের উপদাহ, শীতজনিত তরুণ শোথ; ও স্তন্যদাত্রীদিগের স্তন্যহ্রাসে আর্টিকার ব্যবহার আছে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—প্রধানতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে অতীব্র শিরঃপীড়া। করোটীর আমবাত। **চক্ষু।**—অক্ষি-গোলকে আঘাতের ন্যায় বেদনা (এক্টি, আর্ণি, রুটা)। **গল-মধ্য।**—গলার অভ্যন্তরে জ্বালা। (আর্স, কাষ্ট, ক্যাপ) **মল ও মলদ্বার।**—গুহ্যদ্বারেজ্বালা ও কণ্ডূয়নসহকারে রক্তামাশয়িক মল। **ত্বক।**—মুখমণ্ডল, বাহু, স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের চর্ম্মে অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ জ্বালাকর উত্তাপ, এবং তৎসহকারে কঠিনতা, অবশতা ও প্রবল কণ্ডূয়ন। (এপিস, লেডম)। স্তনের অতিশয় স্ফীততা, ও উহা হইতে প্রথমতঃ রক্তাম্বু, অনন্তর দুগ্ধস্রাব, আটদিন পর্য্যন্ত অতিশয় স্তন্যস্রাব। সমগ্র হস্তে কণ্ডূয়নশীল স্ফীততা। আমবাত, গাত্রে চাকা চাকা হইয়া উঠা; চর্ম্ম উচ্চ, মধ্যে একটী শ্বেতবর্ণ বিন্দু, ও চারিদিকে রক্তবর্ণ মণ্ডল, উহাতে হুলবেধবৎ জ্বালাকর বেদনা, ঘর্ষণ করিলে উপশম প্রাপ্তি।

আর্ণিকা মণ্টেনা—লেপার্ডসবেন—পার্ব্বত্য আর্ণিকা।

আর্টিমিসিয়া জাতীয় আর্ণিকা মণ্টেনা নামক বৃক্ষ, মধ্য ইউরোপের পর্ব্বতোপত্যকায়, আমেরিকায় ও সাইবিরিয়ায় জন্মে, সুইজারলেণ্ডে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহার মূল হইতে সুরা-বীর্য্য সহকারে উগ্র অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—পেশী, কোষময় বিধান, ও কণ্ডরায় আর্ণিকার বিশেষ ক্রিয়া দর্শিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উপঘাত, পতন ও আঘাতের স্থায়ী অবস্থা ও আভিঘাতিক জ্বরাদির ন্যায় লক্ষণ জন্মে। কৈশিকায়ও আর্ণিকা ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং এতদ্দ্বারা উহাদের শোষণশক্তি উত্তেজিত হয়। বাহ্যিক উপঘাতে কৈশিকা দুর্ব্বলীভূত হইলে বিশিষ্টরূপে এই শোষণ-শক্তির উত্তেজনা উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। গতিশক্তি সাধিনী স্নায়ুর অভ্যন্তর দিয়া মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুতে ইহার ক্রিয়া জন্মেয়। পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার উপদাহ ও তাহার আনুষঙ্গিক পক্ষাঘাতাদি উৎপন্ন হয়। পরিপাক পথে এতদ্দ্বারা উপদাহ ও একপ্রকার মৃদু প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং তন্নিবন্ধন অগ্নিমান্দ্য, ও সন্নিপাতাবস্থা জন্মে। ঘৃষ্ট ও ব্যথিতবৎ অনুভব আর্ণিকার প্রধান প্রয়োগলক্ষণ।

অধিকার।—শৈত্যে একোনাইট যেরূপ, উপঘাতে আর্ণিকা সেইরূপ ফলপ্রদ। আঘাত কিম্বা পতন জনিত গৌণ বা মুখ্য, স্থানিক বা সার্ব্বাঙ্গীন উপঘাত (ইঞ্জুরি), বাষ্পীয় শকটের দুর্ঘটনাজনিত বাহ্যচিহ্ন বিহীন প্রবল সঙ্ঘাত (কঙ্কশন), মস্তিষ্ক বিকম্পন; শারীরিক ক্লান্তি, পাদচারণ ও অশ্বারোহণজনিত পৃষ্ঠবেদনা, অনম্যতা ও ত্বকের অবদরণ (এক্সকোরিয়েশন); অপরিমিত পরিশ্রমজনিত পর্শুকা-মধ্য পেশীর বাত; আক্ষেপিক কাস ও তজ্জাত পার্শ্বশূল ও রক্তোৎকাস। অতি পরিচালনাবশতঃ অক্ষি বেদনা, কঠিন পরিশ্রম বা আঘাত জন্য নাসিকা কিম্বা পাকাশয় হইতে রক্তস্রাব। প্রসবান্তে বেদনা (হেঁতাল ব্যথা); হৃৎশূল (যখন সামান্য পরিশ্রমেই বেদনা উপস্থিত হয় তখন আর্ণ ব্যবস্থেয়), অগ্নিমান্দ্য; সংন্যাস; পক্ষাঘাত, সন্নিপাত জ্বর, পেশীশূল, শয্যাক্ষত, শীতস্ফোট; ক্ষুদ্র স্ফোটকাদিতে সাধারণতঃ এই ঔষধি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যে সকল ব্যক্তিদিগের শরীরে অধিক শোণিত, ও সময়ে সময়ে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয় হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে আর্ণিকা বিশেষ উপযোগী। সুকুমার দুর্ব্বল শরীরীদিগের প্রতি ইহার ক্রিয়া অতিশয় মৃদু।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

আঘাত।— আঘাতাদিজনিত রোগে আর্ণিকার ক্ষমতা অত্যাশ্চর্য্য। মৃগয়াকারীরা সময়ে সময়ে পতিত হইয়া থাকে, যদিও তাহাতে অস্থিভঙ্গ হয় না বটে, কিন্তু গাত্রে অতিশয় বেদনা লাগে। ইহাদের পক্ষে আর্ণিকা মহোপকারক। এক বা দুই বিন্দু প্রথম দশমিক ক্রমের অরিষ্ট অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত দুই এক বার সেবন করিলে আশ্চর্য্য ফল দর্শে। এমন কি, পরদিন প্রাতে সুস্থ শরীরে পুনর্ব্বার মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইতে পারা যায়। কৃষি-প্রধান প্রদেশের শ্রমজীবীরা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে করিতে অকাল বার্দ্ধক্য ও বাতবেদনায় আক্রান্ত হইয়া পরিশ্রমে অসমর্থ হইয়া পড়িলে ১দ—৩দ ক্রমের আর্ণিকা এক বা দুই বিন্দু মাত্রায় প্রতিদিন ব্যবস্থা করিলে এই সকল দরিদ্র ব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকার দর্শে। বাস্তবিক পতন, আঘাত বা কঠিন পরিশ্রম হইতে যে সকল পীড়া জন্মে তাহার চিকিৎসায় আর্ণিকা বিশেষ উপযোগী। বহুদিন স্থায়ী রোগে উচ্চ ক্রমের ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ নিম্নতর ক্রম ব্যবহার করা উচিত।

পেশী-শূল (মায়্যালজিয়া)।— পেশী-তন্তুতে আর্ণিকার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে সুতরাং সকল প্রকার পেশী-শূলেই আর্ণিকা পরম উপকারী। ডাঃ হিনম্যান বলেন যে সুস্থ পেশীর অতিরিক্ত চালনা ও দুর্ব্বল পেশীর স্বাভাবিক চালনাবশতঃ যে সমস্ত বেদনা উপস্থিত হয় আর্ণিকা দ্বারা প্রায়ই তাহা সারিয়া থাকে। অতি-পরিশ্রমজনিত কৃত্রিম ফুসফুসবেষ্ট-প্রদাহ অর্থাৎ পার্শ্ব-শূল (প্লুরোডিনিয়া) রোগে আর্ণিকা সেবনে সত্বর উপকার দর্শে। কিন্তু পেশীর বাতে রাইযোনিয়া বা এক্টিয়া রেসিমোসা উপযোগী। আর একপ্রকার পেশী বেদনা আছে তাহা আহারান্তে বা আহারকালে উপস্থিত হয়। ক্ষীণ, লোলিততন্তু, ও শরীরের অন্য কোন স্থানে পেশী-শূল গ্রস্ত ব্যক্তিদিগেরই এই বেদনা জন্মে। আর্ণিকা এই পেশী-শূলের উৎকৃষ্ট ঔষধি।

জ্বর।—অতিরিক্ত শারীরিক শ্রান্তি বশতঃ জ্বর হইলে অন্যান্য ঔষধি প্রয়োগের সঙ্গেসঙ্গে মধ্যে মধ্যে আর্ণিকা ১ম হইতে ৩য় ক্রম ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এতদ্বারা তথাপ বেদনা ও শ্রান্তি বিদূরিত হয়। কুইনাইন অপব্যবহারের পর, শীতের পূর্ব্বে অতিশয় জৃম্ভণ ও পিপাসা এবং অস্থি বেদনা লক্ষণযুক্ত প্রাতঃকালীন বিষম জ্বর, আর্ণিকা সেবনে আরোগ্য হয়। উপঘাতাদিজনিত অভিঘাতিক জ্বরে ও পূয়াদি হ্রাসকরণে সৈনিক চিকিৎসক ভনগ্রবোল আর্ণিকার অতিশয় প্রশংসা করেন। তিনি ৩০ দ ক্রমের ৩।৪ বিন্দু প্রতিঘণ্টায় সেবন করান এবং এই ক্রমের ঔষধ দ্বারা ভিজাইয়া পটী বান্ধেন। তিনি ইহাও বলেন যে ১ম ক্রমের ঔষধ পূর্ব্ববৎ মাত্রায় ব্যবহার করিলে সত্বর ফল দর্শে। পূয়াদিও পূয়স্রাবে ও তদুৎপন্ন বিরেচনী জ্বরে এই ঔষধের ব্যবহার ছিল। সন্নিপাত জ্বরে শয্যা অত্যন্ত কঠিন অনুভূত হইলে ও রক্তস্রাবের সম্ভাবনা থাকিলে আর্ণিকা ব্যবহৃত হয়।

সন্ন্যাস।—মস্তকে প্রবল শোণিত সঞ্চয় বশতঃ বৃদ্ধদিগের সক্রুদ্ধ সন্ন্যাসের আশঙ্কা জন্মিলে আর্ণিকা দ্বারা ফল দর্শে।

স্বরভঙ্গ।—ডাক্তার ক্রিফটন বলেন যে ষষ্ঠ ক্রমের আর্ণিকা সেবনে বক্তৃতার পরবর্ত্তী স্বরভঙ্গ দূরীকৃত হয়।

হৃদ্রোগ।—নৌকাবাহকদিগের এবং ক্রীড়াবিশেষে নিযুক্ত যুবকদিগের হৃৎপিণ্ড বিবর্দ্ধন রোগ আর্ণিকা দ্বারা সচরাচর আরোগ্য হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুশূল; হৃৎপিণ্ডের পেশীশূল, বক্ষস্থলে আঘাত বশতঃ হৃৎপীড়া, এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীতন্তুর রোগে আর্ণিকা ফলপ্রদ। হৃৎপিণ্ডের মেদাধিক্য বশতঃ শ্বাসকষ্টেও ইহা উপযোগী।

রক্তাতিসার।—রক্তস্রাবের সহিত সম্বন্ধ ও পেশীযন্ত্রের উপর ক্রিয়া বশতঃ আর্ণিকা রক্তামাশয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এতদ্বারা রক্তামাশয়ের উদর-বেদনা বিশেষরূপে শান্তি প্রাপ্ত হয়। বেদনা ও কুন্থনই ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। আর্ণিকার ক্রিয়া বশতঃ পাকস্থলিতেও সঙ্কোচনবৎ বেদনা, আধ্মানিক স্ফীততা, এবং হিক্কা উৎপন্ন হয়।

আর্ণিকার বাহ্য প্রয়োগ।

ব্যবস্থা।—বিংশতি বিন্দু উগ্র আর্ণিকা-অরিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিলে আর্ণিকা দ্রব বা ধাবন (লোশন) প্রস্তুত হয়। ত্বক বিচ্ছিন্ন থাকিলে এই দ্রব মৃদুতর হওয়া উচিত। ঘৃষ্ট স্থল এই ধাবন দ্বারা ধৌত করা যাইতে পারে, অথবা ইহাতে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা আহত স্থান আবৃত করিয়া রাখা যায়। ধাবন বাষ্পীভূত না হইয়া যাইতে পারে তন্নিমিত্ত এই বস্ত্র খণ্ডের উপর বায়ুপ্রতিরোধক অপর কোন আচ্ছাদন প্রদান করা উচিত।

ঘৃষ্টব্রণ (ক্রুজ) ও সংঘাত (কঙ্কশন) জাত বিবর্ণ (ডিসকলারেসন), অনম্যতা ও স্ফীতত্ব সত্বর আর্ণিকা প্রয়োগে অংশতঃ বা সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়। এইরূপে চক্ষের কালিমাও এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। আঘাত প্রাপ্তির পরে যত শীঘ্র আর্ণিকা প্রয়োগ করা যায় ততই এতদ্দ্বারা অধিক উপকার দর্শে। ঘৃষ্টব্রণে (ব্রুজ) যে প্রকার উগ্র আর্ণিকা দ্রব ব্যবহৃত হয়, ছিন্ন ও ক্ষতব্রণে (কটস ও লেসারেসন) তাহার অর্দ্ধেক উগ্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যদি বিসর্পের কিঞ্চিৎমাত্রও সম্ভাবনা থাকে তবে আর্ণিকা অব্যবহার্য্য। অতিরিক্ত পদচারণা বশতঃ বেদনা, অর্দ্ধ তোলা উগ্র আর্ণিকা অরিষ্ট মিশ্রিত উষ্ণজলে পা ডুবাইয়া রাখিলে অবিলম্বে উপশমিত হয়। কোন অঙ্গের মাংসপেশীর ক্লান্তিতে আর্ণিকার আভ্যন্তরিক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে এক গুণ উগ্র আর্ণিকা অরিষ্ট, বিংশতি গুণ জল সহযোগে বাহ্য প্রয়োগ করিলে বিশেষ সহায়তা হয়। দন্তোন্মূলনের পরে কিঞ্চিৎ জলের সহিত কয়েক বিন্দু আর্ণিকা-অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া কবল করিলে উপকার দর্শে। আর্ণিকা ব্যবহার দ্বারা চুচুক ক্ষত কখন কখন আরোগ্য হয়। প্রত্যেক বার স্তন্য পান করাইবার পরে আর্ণিকা দ্রব দ্বারা স্তনাগ্র ধৌত করিতে হইবে এবং পুনর্ব্বার স্তন্যদানের পূর্ব্বে আস্তে আস্তে জলদ্বারা স্তন প্রক্ষালন করিয়া শিশুকে স্তন্যপান করাইবে। কদর (করণ), নীহার স্ফোট (চিলব্লেইন্স), কর বা ওষ্ঠ বিদারি এবং সময়ে সময়ে বাতরোগ প্রভৃতিতে আর্ণিকা অমোঘ ঔষধি। ডাং মুলার বলেন এক বিন্দু আর্ণিকা

অরিষ্ট এক আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পটী প্রদান করিলে স্ফোটক বসিয়া যায়। পুনঃ পুনঃ আর্ণিকা ব্যবহারে দাহিকাও (কার্ব্বঙ্কল) বিলীন হয়।

আর্ণিকার বাহ্য প্রয়োগে কোন কোন ব্যক্তির ভয়ানক বিসর্প রোগ উৎপন্ন হয় এবং শয়ন গৃহে আর্ণিকা অনাবৃত রাখিলে কোন কোন নিদ্রিত ব্যক্তিরও বিসর্প রোগ জন্মে সুতরাং আর্ণিকার উগ্র অরিষ্টের পরিবর্ত্তে অনেক সময় রুটা, কেলেণ্ডিউলা, বা রস্‌টক্স ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর্ণিকা, সতর্কতা পূর্ব্বক ও প্রচুর পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা উচিত। এইরূপ বিসর্পাশঙ্কা সত্ত্বেও নিতান্তই আর্ণিকা প্রয়োগ আবশ্যকীয় হইলে এক ড্রাম আর্ণিকাকুসুম, অর্দ্ধ পাইণ্ট উষ্ণ জল সহযোগে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করা শ্রেয়ঃ। আর্ণিকা দ্বারা অরুণবর্ণ ভূমিতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা, অতিশয় উত্তাপ, কণ্টক-ভেদবৎ যাতনা ও কণ্ডূয়ন লক্ষণাপন্ন বিসর্প জন্মে অতএব হোমিওপ্যাথিক মতানুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোট বিশিষ্ট বিসর্পেও আর্ণিকা ব্যবহার্য্য। ডাঃ কুপার বলেন যে তিনি বিসর্পে অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা আর্ণিকায় অধিক ফল পান। কিন্তু আর্ণিকা জনিত বিসর্পের ন্যায় বিসর্প প্রায়ই স্বতঃ উৎপন্ন হয় না। সুতরাং বিসর্পে আর্ণিকা প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না।

আর্ণিকা জনিত বিসর্প (ইরিসিপেলাস) কর্পূর ধাবন দ্বারা আরোগ্য হয়। চল্লিশ বিন্দু কর্পূরের চূড়ান্ত দ্রব (স্পিরিটস অব ক্যাম্ফর) অর্দ্ধ পাইণ্ট জলের সহিত মিশ্রিত করিলে কর্পূর ধাবন প্রস্তুত হয়। এই বাহ্য প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কর্পূর আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য। কর্পূর ধাবন অতিশয় উগ্র হইলে অপকার হইতে পারে। ক্যান্থেরাইডিসও কখন কখন আর্ণিকার প্রতিহারক স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

মূত্রাশয়ের আক্ষেপ।— কার্য্যানুরোধে বারংবার অনেকক্ষণ মূত্র ধারণ জনিত মূত্রাশয়ের পুরাতন আক্ষেপে আর্ণিকা ফলপ্রদ। **অশ্মরী।**— মূত্রাশ্মরী বা মূত্র রেণু বহির্গমনকালে এতদ্বারা যাতনার উপশম জন্মে।

সরলান্ত্র-নির্গম।—পেশির দুর্ব্বলতা জন্য সরলান্ত্রভ্রংশ ও অজ্ঞাতসারে মলনিঃসরণে এই ঔষধ উপকারী। **রক্তস্রাব।**—উপঘাত জনিত রক্তস্রাব ও নাসিকার রক্তস্রাব এতদ্দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়। **শিরোঘূর্ণন।**—হানিমান এই ঔষধে একটী পুরাতন শিরোঘূর্ণনের রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন। পতনের পরবর্ত্তী শিরোঘূর্ণনে আর্ণিকা বিশেষ ফলপ্রদ। **অগ্নি-মান্দ্য।**—পাকাশয়ের সঙ্কোচক বেদনা, আধ্মানিক স্ফীততা, ও হিক্কা আর্ণিকা সেবনে আরোগ্য হয়। আহারে অনিচ্ছা ও উদরে পূর্ণতা, দুষ্ট ক্ষুধা এবং পচা ডিমের গন্ধ বিশিষ্ট উদ্গার লক্ষণেও ইহা উপযোগী। ডাঃ হেম্পেল বলেন যে আমাশয়ের স্নায়ুতে আর্ণিকার ক্রিয়া দর্শে অতএব স্নায়বীয় অগ্নি-মান্দ্য ও আমাশয় শূলে ইহা ব্যবহার্য্য। **হুপশব্দক কাস।**—কাসের আক্রমণের উপক্রমে বালকগণ ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে আর্ণিকা ব্যবহৃত হয়। **স্ত্রী-রোগ।**—ডাঃ গরেন্সি বলেন যে মস্তকের উত্তাপ ও শরীরের অন্যান্য অংশের শীতলতা আর্ণিকার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। তিনি গর্ভস্থ সন্তানের সঞ্চলন বশতঃ গর্ভিণীদিগের যাতনায়, গর্ভাবস্থায় ভগ ও যোনীর শিরার স্ফীততায় এবং সামান্য স্তন বেদনায় এই ঔষধ প্রয়োগের বিধি দেন। প্রসবের অব্যবহিত পরে প্রসূতীকে আর্ণিকা সেবন করাইলে পরবর্ত্তী যাতনাদির লাঘব হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অপ্রফুল্লতা ও বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা। কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর দেয়, আবার পরক্ষণেই অচৈতন্য ও প্রলাপ উপস্থিত হয়। অবসাদ বায়ুজনিত ব্যাকুলতা ও ক্ষণকোপীতা, (অর, নক্স, + পলস।—প্রফুল্লতা ও প্রসন্নতা, ক্রোক, ল্যাক, অক্যাঙ্ক এসি) জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দানে অপ্রবৃত্তি, (কথা বলিতে অনিচ্ছা, ডিজি, + ফস এসি, ষ্টান।—অবিরত কথাবার্ত্তা, ষ্ট্রাম)। সকল বিষয়ে উদাসীনতা। (ফস, ফস এসি)।

মস্তক।—বমনেচ্ছাসহ শিরোঘূর্ণন; শয়ন করিলে উহার উপশম প্রাপ্তি, (শয়ন করিলে বা শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি প্রাপ্তি, + কোন।—

সূচীবেধবৎ বেদনা, অঙ্গ সঞ্চালনে উহা বৃদ্ধি পায়, (ব্রাই দ্রষ্টব্য)। কঠিন পরিশ্রমের পর পশুর্কা-মধ্য-পেশীতে বেদনা, পঞ্জরাস্থি ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয়। রক্তময় নিষ্ঠীবন (নক্স)! অতিশয় শ্বাস-কৃচ্ছ্র। বামবক্ষের মধ্যস্থলে প্রবল সূচীবেধবৎ বেদনা।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে নিপীড়নবৎ বেদনা (ক্যাক্ট, লিল) হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সূচীবেধ। (*ব্রাই, কাক্ট, *কালী-কা, স্পিজি)। বিষম-গতি, ক্ষীণ, দ্রুত নাড়ী।

জ্বর।—অন্তরে শীত, বাহিরে তাপ (আর্স, ক্যাল্ক-কা, থুজা। —বাহিরে তাপ অন্তরে শীত, ক্যাম, ইগ্নে, নাইট-এসি, সলফ।—জলপানে শীতের বৃদ্ধি, — আর্স, চায়না।—বাহ্য উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি, ইপি।—বাহ্য উত্তাপে শীতের হ্রাস প্রাপ্তি, চায়না, ইগ্নে)। বিষম জ্বর।—প্রাতঃকালে শীত, জ্বরের পূর্ব্বে অস্থিতে জ্ব দষ্টবৎ বেদনা, (শীতাবস্থায় পৃষ্ঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অস্থি ভগ্নবৎ বেদনা, — ইউপ-পার)। সর্ব্বাঙ্গে অথবা কেবল মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠে ঘর্ম্ম শূন্য উত্তাপ। অতিশয় ঔদাসীন্য সহ — সন্নিপাত জ্বর, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, এবং গাত্রে লোহিত, কৃষ্ণ বা পীত বর্ণ পীডকা, — কথা বলিবার সময় বক্তব্য কথা বিস্মরণ, (আরব্ধ বাক্য সমাপ্ত না হইতে নিদ্রাবেশ, — ব্যাপ্ট।—প্রকৃত উত্তর প্রদানের পর পুনর্ব্বার প্রলাপ ও অচৈতন্য, — হাইয়োস।—অপর এক ব্যক্তি শয্যায় রহিয়াছে এপ্রকার অনুমান, — ষ্ট্রাম।—ষ্ট্রামো, দ্রষ্টব্য) অবিরত অবস্থান পরিবর্ত্তন, শয্যা অতিশয় কঠিন বোধ হয়, (ব্যাপ্ট।—রস, দ্রষ্টব্য)।

পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠ-বংশে প্রবল বেদনা, যেন অনেকক্ষণ অবনতভাবে থাকিয়া সহসা উত্থান করা হইয়াছে। (*সিঙ্ক *ডলক, *পলস)। পৃষ্ঠে আঘাতিতবৎ বেদনা। (আর্স, ব্রাই)। গ্রীবা-পৃষ্ঠের কশেরুকায় চাপ দিলে বেদনা।

ঊর্দ্ধাঙ্গ।—বাহুতে দুষ্টবৎক্লান্তি অনুভব। (এক্ট)। বাহু ও মণি-বন্ধের সন্ধিতে মচকানবৎ অনুভব। হস্তাঙ্গুষ্ঠে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

নিম্নাঙ্গ।—বাম বঙ্ক্ষণ-সন্ধিতে আকর্ষণ ও চাপবৎ বেদনা, বসিবার সময় উরু প্রসারিত করিতে হয়। বঙ্ক্ষণ স্থলে মচকানবৎ বেদনা। হাটিবার

সময় ঊরুদেশে আঘাত বা সংঘাতের ন্যায় বেদনা। দক্ষিণ জঙ্ঘা-পৃষ্ঠে আঘাতের ন্যায় বেদনা, ও জঙ্ঘার শ্রান্তি। পদের সন্ধিতে মচকানের ন্যায় বেদনা। *স্পর্শ-ভয় সহ বাতরক্ত, পদাঙ্গুষ্ঠের সন্ধি আরক্ত ও ব্যথিত।

দেহ।— অঙ্গ-গৌরব। সঞ্চরণ কালে সকল সন্ধিতে ঘৃষ্টবৎ পাক্ষাঘাতিক বেদনা। বিশ্রামে বা সঞ্চরণে সর্ব্বাঙ্গে ঘৃষ্টবৎ বেদনা; দৃঢ় পদ-বিক্ষেপ বা গাড়ীর ঝাকি বশতঃ বেদনাযুক্ত সংঘাত। সর্ব্বাঙ্গে আলস্য ও ক্লান্তি, প্রায় দাঁড়ান যায় না। অতিশয় শক্তি-ক্ষয়। (আর্স, ক্যাম্ফ, কলচ, সিকেল, ভিরেট) *শ্রান্তি, ঘৃষ্টতা (বেপন); বেদনা (রুটা); অতিশয় দুর্ব্বলতা, (* সিঙ্ক); শয়ন করিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু শয্যা অতিশয় কঠিন অনুভূত হয়। (ব্যাপ্টি)। সর্ব্বশরীরে, বিশেষতঃ ত্বক ও সন্ধি স্থলে অতিশয় বেদনা ও স্পর্শ-দ্বেষ; বহিরঙ্গে ছিন্নকর ও আকর্ষণবৎ বেদনা। (একন)।

ত্বক।— আরক্ত, উত্তপ্ত, স্ফীত ত্বক। চর্ম্ম ও কোষ বিধানের প্রদাহ; চাপে বেদনা। কীটের হুলবেধের ন্যায় উত্তপ্ত, শক্ত, চাকচিক্য বিশিষ্ট স্ফীততা। (এন্ট-ক্রু *এপিস, *লেডম)। বেগুণিরঙ্গের পীড়কা (আর্স, ফস, সিকেল)। কালিমা। (ফস, সিকেল)।

নিদ্রা।— নিদ্রালুতা, তন্দ্রালুতা। (নক্স ম)। অতৃপ্তিকর নিদ্রা। স্পষ্ট, ভয়ঙ্কর, ব্যাকুলতাযুক্ত স্বপ্ন। (অর, *পলস, * সলফ)।

উপচয়।— প্রাতে; বিশ্রামে, শয়নে, সুরাপানে বৃদ্ধি।

উপশম।— সন্ধ্যাকালে, রাত্রিতে; স্পর্শে ও সঞ্চালনে উপশম প্রাপ্তি।

উপযোগিতা।— কৃষ্ণ কেশ, দৃঢ় পেশী; রক্ত-প্রধান ধাতু।

বিশেষ লক্ষণ।— আর্ণিকা রক্ত-প্রধান ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী, (একন, বেল, হিপার।— একন, দ্রষ্টব্য) * ঘৃষ্টবৎ বেদনা, (সিক, রস, * রুটা) * উপঘাত প্রাপ্তির মন্দ ফল,— বিদ্ধ ব্রণ, স্নায়ু আহত ও ধনুষ্টঙ্কের আশঙ্কা, (* হাইপার) * রোগী যাহাতে শয়ন করে তাহাই কঠিন অনুভূত হয়, (ব্যাপ্ট) শরীরের ঊর্দ্ধাংশ উত্তপ্ত নিম্নাংশ শীতল। রোগী সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে ভাল থাকে, (সন্ধ্যাকালে ও রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, (মার্ক, নাইট-

এসি, * কম, গলন।—প্রাতঃকালে বৃদ্ধি, ক্রোক, ফির, * নক্স, রস, সলফ)।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক-উত্তেজক; মাদক; ঘর্ম ও মূত্রকর। অধিক মাত্রায় পাকাশয়ে উগ্রতা জন্মে, তাহাতে বিবমিষা, বমন ও পাকাশয়ে বেদনাদি উৎপন্ন হয়; এতদ্ভিন্ন, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, আক্ষেপ ও অচৈতন্যাদি স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। জর্মন দেশে বিবধ পক্ষাঘাতে ও ইংলণ্ডে নানাপ্রকার আভিঘাতিক ক্ষতে ইহা ব্যবহৃত হয়। চূর্ণের মাত্রা ১-৫ গ্রেণ।

আর্সেনিকম এল্বম—হোয়াইট আর্সেনিক—সাম্বল ক্ষার। সেঁকো। শংখ-বিষ।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্বে আর্সেনিক ও একোনাইট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। আর্সেনিক ও একোনাইটের বিবরণ পাঠ করিলেই "মহাবিষঃ মহৌষধিঃ" এই মহাবাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। আর্সেনিয়াস এসিড দ্রব বা বিচূর্ণ করিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করা যায়।

ক্রিয়া।—প্রায় সমস্ত বিধান, বিধান-তন্তু ও শারীরিক নিঃস্রবেই আর্সেনিকের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। শোণিত-নির্ম্মাণে, বিধান-উপাদানে, ও স্নায়ুমণ্ডলে ইহার মুখ্য-ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং তন্নিবন্ধন শীর্ণতা ও জীবনীশক্তির নিস্তেজতা জন্মে ও শারীরিক ক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতার বা জড়তার লক্ষণ উৎপন্ন হয়। এই নিস্তেজতাবশতঃ আলস্য, অবসাদ, ও দুর্ব্বলতাদি আর্সেনিকের বিশেষ প্রকৃতি-গত লক্ষণ জন্মে। এই সকল লক্ষণ যে সকল ব্যক্তির পক্ষেই বিধান-বিকারবশতঃ উপস্থিত হয় এমন নহে, কেবল ক্রিয়াবিকার নিবন্ধন "সহসা সম্যক বলক্ষয়" স্বরূপও উপস্থিত হইয়া থাকে। আর্সেনিক দ্বারা শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপদাহ, প্রদাহ, ও ক্ষত; মাস্তক ঝিল্লীর ও চর্ম্মের একপ্রকার বিশেষ উপদাহিত ও প্রদাহিত অবস্থা এবং তজ্জন্য মাস্তক ঝিল্লী হইতে প্রভূত পরিমাণে মস্তু-ক্ষরণ; এবং চর্ম্মে শল্ক ও স্ফোট বিশিষ্ট পীড়কা জন্মে।

(১) পর্য্যায়শীলতা ; (২) অতিরিক্ত অবসন্নতা , (৩) সাংঘাতিকতা (রক্তের মলিন বর্ণ, মলমূত্রাদির দুর্গন্ধ, ও অবসন্নতা) ; (৪) অস্থিরতা ও যাতনা ; (৫) জ্বালাবিশিষ্ট-বেদনা (পিত্তাদি তীব্রস্রাবজনিত অসুখকর উত্তাপানুভব নহে) ; (৬) বিশ্রামকালে, সুতরাং রাত্রিতে ও শীতলতায় বেদনার বৃদ্ধি ; (৭) অতিশয় পিপাসা (একবারে অধিক জলপান অথবা আমাশয়ের উপদাহ বশতঃ বারংবার অল্প অল্প জলপান) ; এই সাতটী লক্ষণ আর্সেনিকের নির্ব্বাচন পক্ষে অনেক সময় বিশেষ ফলোপধায়ক। যদি এই সকল গুলিই বিদ্যমান থাকে তবে আর্সেনিক দ্বারা সত্বর উপকার দর্শে। এই সকল বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলেই যে আর্সেনিক একেবারে অব্যবস্থেয় এমন নহে। হোমিওপ্যাথির মূল সূত্রানুসারে রোগের সহিত ঔষধের সাদৃশ্য থাকিলেই হয়।

অধিকার। — জ্বর ; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, মাস্তক ঝিল্লী এবং চর্ম্মের প্রদাহ বিশিষ্ট বিবিধ রোগ ; এবং স্নায়ুমণ্ডলের নানাবিধ রোগে আর্সেনিকের প্রধান অধিকার। অমিতাচার ও অপুষ্টিকর আহারবশতঃ এবং নিম্ন ও সজল প্রদেশের ব্যাপক রোগ নিবন্ধন ও কুইনাইনের অপব্যবহার জন্য দুর্ব্বলীভূত ব্যক্তিদিগের পীড়া। জীবনী শক্তির শীঘ্র শীঘ্র অতিশয় অবসাদন, সর্ব্বাঙ্গীন অবসন্নতা ও শীর্ণতা, অন্ত্র-পথের উগ্রতা, অন্তঃপ্রবিষ্ট অথবা স্ফীত মুখমণ্ডল প্রভৃতি লক্ষণাপন্ন রোগ। শীতল নিশ্বাস ও মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাতসহ সাংঘাতিক বিসূচিকা। সর্ব্বাঙ্গীন শোথ, বক্ষঃ-শোথ, উদর-শোথ, দুর্ব্বল ও বৃদ্ধদিগের পাদ-শোথ ; পুরাতন চর্ম্মরোগ, বিশেষতঃ পামা, বিচর্চ্চিকা ও সাংঘাতিক চর্ম্ম পীড়ায় এই ঔষধি ব্যবহার্য্য। গলিত জান্তব পদার্থ আঘ্রাণ বা আহারজনিত বিষাক্তভাব নষ্ট করণ। বিষমজ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনের পরবর্ত্তী পর্য্যায়জ্বর। সন্নিপাতাবস্থা বা বিলেপীজ্বর। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ ; চক্ষুর শুক্লমণ্ডলের প্রদাহ ; মস্তকের প্রতিশ্যায় ; উপক্ষত ; অতিসার , রক্তাতিসার , ক্ষত। অগ্নিমান্দ্য। নায়বীয় রোগ ; স্নায়ু-শূল ; তাণ্ডব ; অপস্মার ; পক্ষাঘাত। শ্বাস। ফুসফুস-প্রদাহ। হৃদ্রোগ। অণ্ডলালমূত্র। কর্কটিকা। কোথ-প্রবণতাদিতে প্রধানতঃ আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

কর্কটীকা [ক্যানসার]।—এই রোগে আর্সেনিক আশুফল উপশম-প্রদ। ইহা সাধারণ স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন ও রোগের দ্রুত বিকাশ নিবারণ করিয়া উপকার জন্মায়। যদি বেদনা জ্বালাকর প্রকৃতি বিশিষ্ট হয় ও রাত্রে বৃদ্ধি পায় তবে এতদ্দ্বারা বিশেষ ফল দর্শে। ডাঃ হিউজ বলেন যে এই রোগের গ্রন্থিল অর্ব্বুদে হাইড্রাষ্টিস; মাংসাঙ্কুর বিশিষ্ট রক্তস্রাবী কর্কটে ফসফরাস; এবং ওষ্ঠ মুখমণ্ডল ও জিহ্বাদির ঔপত্বকিক (ইপিথিলিয়েল) কর্কটে আর্সেনিক ফলপ্রদ।

জ্বর (ফিভার)।—যখন বিষম জ্বরে শীত, উষ্ণ ও স্বেদাবস্থা স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ না পায়, অথবা অনিয়মিতরূপে উপস্থিত হয় কিম্বা এই অবস্থাত্রয়ের একাবস্থার প্রাবল্য বা সম্পূর্ণ অভাব থাকে তখন আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। পুরাতন পর্য্যায়-জ্বরে ইহা কুইনাইনের পরেই পরিগণিত হইয়া থাকে। তরুণ জ্বরে আর্সেনিকের সমধিক ব্যবহার নাই। ডাঃ বএর পুরাতন জ্বরে ইহার পঞ্চদশ ক্রম ও তরুণ জ্বরে প্রথম তিনক্রম সুব্যবস্থেয় মনে করেন। ডাঃ ওয়ারস্থ ও ক্যাসপাব জ্বরের এক অবস্থার অভাব, জ্বালাকরদাহ, দ্রুত অবসাদন; চেষ্টাশূন্য দুর্ব্বলতা, শোথ; কুইনাইন অপব্যবহার, জিহ্বার পরিচ্ছন্নতা; ও মুখমণ্ডলের মলিন পাণ্ডুবর্ণ লক্ষণে পুরাতন বিষমজ্বরে আর্সেনিক সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রশংসা করেন। ডাঃ মর্স ম্যালেরিয়া জনিত "ঘুসঘুসে শীতে" ইহাকে প্রধান ঔষধ স্বরূপ মনে করেন। তিনি বলেন যে ম্যালেরিয়া বিষজনিত রোগে আর্সেনিক প্রতিষেধক। শরীরের শীতলতা অনুভব ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। মার্কিণ খণ্ডস্থ টাইফো ম্যালেরিয়াল জ্বরে ডাঃ উড এই ঔষধের প্রশংসা করেন। ডাঃ মর্স দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ অনেকক্ষণ খল করিয়া ব্যবহার করেন। সান্নিপাতিক প্রভৃতি যে সকল দূষিত জ্বরে অত্যন্ত অবসন্নতা; শুষ্ক ও জ্বালা বিশিষ্ট ত্বক; অথবা শীতল পিচ্ছিল ঘর্ম, অতিশয় পিপাসা, রক্তবর্ণ উপদাহিত জিহ্বা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও কম্পন, দ্রুত, তারবৎ, ক্ষীণ ও বিরামশীল নাড়ী;—এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তাহাতে আর্সেনিক পরমো-

পকারী। সন্নিপাত, সঙ্কত, অথবা ফোট যে কোন প্রকার জ্বরে জিহ্বার শুষ্কতা ও অতিসার (প্রায়শঃ অনৈচ্ছিক) এই দুই সান্নিপাতিক লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাতেই ডাঃ হিউজ দৃঢ়তাসহকারে আর্সেনিক ব্যবহারের বিধি দেন। তিনি বলেন যে সামান্য তরুণ জ্বরে একোনাইট যেরূপ, সাংঘাতিক জ্বরে আর্সেনিক সেইরূপ ফলপ্রদ। ফুসফুস ও অন্ত্রের রোগজনিত বিলেপীজ্বরে অর্থাৎ মধ্যান্ত্র-পীড়া বা যক্ষ্মাসম্ভূত, বালকদিগের পুরাতন জ্বরে এই ঔষধে উপকার দর্শে। এইপ্রকার বিলেপী জ্বরে আইয়োডাইড অব আর্সেনিক বিশেষ ফলপ্রদ।

তাণ্ডব রোগ।—আর্সেনিকের উপদাহকর ক্রিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হইলে নাইট্রেট অব সিলভারের ন্যায় এতদ্দ্বারাও স্নায়ুমূল আক্রান্ত হয় এবং কখন কখন কম্প ও স্পন্দন; কখন কখন বা অপস্মার; এবং সচরাচর খল্লীসংযুক্ত পক্ষাঘাত ও স্নায়ুশূল জন্মে। অতএব তাণ্ডবাদি রোগে এই ঔষধ সদৃশমতের অনুমত। ডাঃ হিউজ তাণ্ডব (কোরিয়া) রোগে আর্সেনিক অতিশয় শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রোগের কারণ নিরূপণ করিতে না পারিলে আর্সেনিক ব্যবস্থেয়। অন্য কোন উপসর্গ না থাকিলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে। ডাঃ রিংগর ও ডাঃ বেগবাই ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন।

স্নায়ু-শূল [নিউরালজিয়া]।—নিরবচ্ছিন্ন দুর্বলতা, বহুব্যাপী প্রতিশ্যায়, পূতিবাষ্প (মেলেরিয়া), অতিরিক্ত পরিশ্রম অথবা শরীর-বিকার বশতঃ, কিম্বা পক্ষাঘাতসহকারে এই রোগোৎপন্ন হইলে এবং ক্রমাগত শীতল দ্রব্য সংলগ্নে ও রাত্রি বা বিশ্রামকালে বৃদ্ধি এবং অঙ্গচালনায় হ্রাস পায় এরূপ জ্বালাকর বা ছেদনবৎ পর্য্যায়শীল বেদনা থাকিলে; অধিকন্তু তৎসহ অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা, বিমর্ষতা, কোপনতা, দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণ নাড়ী ও হস্ত পদের শীতলতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আর্সেনিক প্রয়োজ্য। বিবেচনা পূর্ব্বক স্নায়ুশূলে এই ঔষধি প্রয়োগ করিতে পারিলে এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ ফল দর্শে। কারণ, বিষমাত্রায় আর্সেনিক সেবন করিলে স্নায়ুশূল জন্মে। আর্সেনিকজনিত স্নায়ু-শূলের সহিত স্পর্শজ্ঞান বিলুপ্ত থাকে, কেবলমাত্র শীতল

স্রব্যের স্পর্শ অনুভূত হয়। আর্সেনিকের স্নায়ু-শূল প্রদাহ, বিষ-দুষ্টতা, বা প্রতিক্রিয়া সম্ভূত নহে। একোনাইট প্রয়োগোপযোগী স্নায়ুশূলেও স্পর্শ-বিলোপ লক্ষণ অবস্থিতি করে। কিন্তু সুস্থ-কায় ব্যক্তিদিগের তরুণ স্নায়ু-শূলেই একন ব্যবহৃত হয়। আর্সেনিক প্রয়োগোপযোগী স্নায়ু-শূল পক্ষাঘাতের সহিত সংসৃষ্ট থাকে এবং পরিণত বয়স ও দুর্বলীভূত ব্যক্তিদিগের রোগেই ইহা ব্যবহৃত হয়। কোন কোন রোগী এই বেদনা স্নায়ুর মধ্য দিয়া উত্তপ্ত তারের গতায়াতবৎ বর্ণনা করিয়া থাকে।

মূত্র-রোগ।—মূত্রপিণ্ডে আর্সেনিকের বিশেষ প্রভাব দর্শে। ইহার তরুণ বিষাক্ততায় মূত্র-পিণ্ডের উপদাহ জন্মিয়া মূত্র-নিঃস্রব হ্রাসপ্রাপ্ত অথবা বিলুপ্ত হয়। যদি অল্প পরিমাণ মূত্র নির্গতও হয় তাহাতে অণ্ড-লাল মিশ্রিত দেখা যায়। আস্তে আস্তে আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত হইলে ব্রাইটস ডিজিজের (মূত্রপিণ্ড-প্রদাহ) ন্যায় লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায় এবং তন্দ্রাদোষ জন্মিয়া বিষাক্ত জন্তুর মৃত্যু হয়। এই নিমিত্ত বিসূচিকার মূত্র নাশে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। এবং মূত্রপিণ্ড প্রদাহে বৃক্কক বিবর্দ্ধিত ও শুভ্র হইলে এই ঔষধে এত উপকার দর্শে। আরক্ত জ্বরের পরবর্ত্তী মূত্রপিণ্ড প্রদাহে ডাঃ হিউজ ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন।

অভিষ্যন্দ (চক্ষু উঠা)।—জ্বালাকর বেদনা, ক্ষতবৎ বোধ, আলোকাতঙ্ক ও অক্ষিপুটের স্ফীততা লক্ষণে সামান্য পুরাতন অভিষ্যন্দ রোগে আর্সেনিক সেবনে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। পাতলা স্রাব ও অক্ষিপুটের প্রান্তে .... উপদাহ বিশিষ্ট প্রতিশ্যায়জনিত অভিষ্যন্দ রোগে, এবং গণ্ডমালাগ্রস্তদিগের কনীনিকার ক্ষতে ইহার ব্যবহার আছে। গণ্ডমালা-জনিত দুর্দ্দম্য অভিষ্যন্দ রোগে অন্যান্য ঔষধ নিষ্ফল হইলে আর্সেনিক দ্বারা অনেক সময় রোগ আরোগ্য হয়। ডাঃ এলেন ও নর্টন বলেন যে পাতলা ও অবদারণকর স্রাব, জ্বালাকর বেদনা, ও শুষ্কতানুভব, ইহার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

হৃদশূল [এঞ্জাইনাপেক্টোরিস]।—অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ, দৌর্ব্বল্য, অন্তঃপ্রবিষ্ট মুখমণ্ডল, ক্ষীণ ও বিষম নাড়ী ও আসন্ন মৃত্যুভয়

প্রভৃতি লক্ষণে আর্সেনিক ব্যবস্থেয়। রোগাবেশ প্রতিষেধার্থেও এই ঔষধি বিশেষ উপযোগী। হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুশূল জন্মিত হৃদশূলেই আর্সেনিক ফলপ্রদ। কিন্তু কখন কখন হৃদ-শূল হৃৎপিণ্ডের পেশীর রোগ, তখন হাইড্রো সায়েনিক এসিড ও কুপ্রম উপযোগী।

হৃদ্বেষ্টপ্রদাহ [পেরিকার্ডাইটিস]। — আরক্ত-জ্বরের পরবর্ত্তী ও বৃক্ক-প্রদাহের আনুষঙ্গিক হৃদ্বেষ্ট প্রদাহে ক্ষরণাধিক্য থাকিলে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়।

শোথ (ড্রপসি)। — আর্সেনিক দ্বারা শোথ জন্মে। এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ন্যায় মাস্তুক ঝিল্লীতেও আর্সেনিকের প্রবল ক্রিয়া দর্শে। অতএব ফুস ফুসবেষ্ট ও হৃদ্বেষ্ট আক্রান্ত হইয়া প্রভূত পরিমাণে স্রস্ত করিতে হইলে আর্সেনিক দ্বারা অত্যন্ত উপকার দর্শে। এবিষয়ে আর্সেনিক এপিসের সমতুল্য ও এপিসের ন্যায় প্রদাহের পরবর্ত্তী পুরাতন শোথে অতিশয় ফলপ্রদ। সুতরাং হৃদ্রোগ জন্য মুখমণ্ডল, হস্ত, পদ ও সর্ব্বাঙ্গের শোথে, এবং যকৃৎ বা প্লীহার বিবর্দ্ধন বশতঃ উদরী রোগে, আর্সেনিক অতিশয় উপকারজনক। সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্য, শীর্ণতা, বক্ষঃস্থলের চাপ বা আকুঞ্চন এবং শয়নচেষ্টায় শ্বাসরোধ অনুভব; শুষ্ক পাণ্ডুবর্ণ এবং দাহ ও কণ্ডুযুক্ত ত্বক (ত্বক কখন কখন খণ্ডে খণ্ডে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে), শুষ্ক আরক্ত জিহ্বা, কখন কখন অতিশয় পিপাসা; নাড়ী ক্ষীণা ও বিষমা, হস্ত পদ শীতল,— এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে শোথ রোগে আর্সেনিক বিশেষ ব্যবস্থেয়। শোথরোগে ডাঃ বর ইহা অধিক দিন ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন। এতদ্দ্বারা উপকার দর্শিলে সত্বরই অধিক মূত্র নিঃসরণ হইয়া উপকার দর্শে।

প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি)। — শ্বাস যন্ত্রের উর্দ্ধাংশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পীড়ায় আর্সেনিক বিশেষ উপযোগী। যাহারা আর্সেনিক রঞ্জিত কাগজে মণ্ডিত গৃহে বাস করে তাহাদের প্রতিশ্যায় জন্মে। আর্সেনিক সেবনেও প্রতিশ্যায়, ও অভিষ্যন্দ উৎপন্ন হয়। অতএব নাসারন্ধ্র হইতে অধিক পরিমাণে তরল, তপ্ত ও জ্বালাকর শ্লেষ্মা স্রাব; অশ্রুক্ষরণ; চক্ষু, নাসিকা,

স্বরযন্ত্র বা কণ্ঠনালীর অসুস্থতা; এবং গ্লানি ও অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন মস্তকের প্রতিশ্যায়ে ইহা ফলপ্রদ। ডাঃ হিউজ প্রকৃত বহুব্যাপী প্রতিশ্যায় (ইনফ্লুয়েঞ্জা) রোগে ও আর্সেনিক বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া উল্লেখ করেন।

শ্বাস (আজমা)।—আর্সেনিকের বিষ-ক্রিয়া বশতঃ প্রথমতঃ ফুসফুসে রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহ জন্মে। পরন্তু এই সকল রোগীর এক প্রকার শ্বাস কৃচ্ছ উপস্থিত হয়। যদিও সর্ব্বদা এই শ্বাস-কৃচ্ছের কারণ নিরূপণ করিতে পারা যায় না, তথাপি হোমিওপ্যাথেরা শ্বাস-রোগে এই ঔষধ বিস্তর ব্যবহার করেন এবং এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ উপকার দর্শে। ডাঃ রসেল বায়ুনলীভুক্তের পুরাতন শ্বাস, ও ডাঃ হিউজ দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের পর্য্যায়শীল স্নায়বীয় শ্বাসেই ইহা বিশেষ উপকারী বলিয়া উল্লেখ করেন।

মৃৎপাণ্ডু (এনিমিয়া)।—সুস্থ শরীরে আর্সেনিক সেবন করিলে ক্রমাগত রক্তের লোহিত কণার বিশেষতঃ শুভ্র কণার সংখ্যা ন্যূন হয়। ষ্টিলি বলেন যে পারদের ন্যায় আর্সেনিকের বিষক্রিয়া বশতঃও রক্ত-কণা বিশ্লিষ্ট, রক্ত-তন্তুর পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত, এবং রক্তের জীবনী-শক্তি আক্রান্ত হয়। সুস্থ শরীরে এতদ্দ্বারা যখন রক্তের অপকর্ষ জন্মে তখন রুগ্ন শরীরে ইহাতে অবশ্যই রক্তের উৎকর্ষ জন্মিবে। বাস্তবিকও তাহাই হয়। ডাঃ জোসেট বলেন যে অতিশয়- অবসন্নতা, শোথ, প্রবল ও অনিয়মিত হৃৎকম্প, অম্ল বা ব্রাণ্ডি সেবনের ইচ্ছা, এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠা লক্ষণে ক্লোরোসিস রোগে আর্সেনিক বিশেষ ফলপ্রদ। অতিরজোশীলা দিগের পক্ষেই তিনি ইহা বিশেষ উপযোগী মনে করেন। ডাঃ বার অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ও তৎসহ অতিশয় কোপনতা, শোথজনিত পাণ্ডুরতা, হৃদলক্ষণ, এবং আমাশয়ের সম্পূর্ণ ক্রিয়া-বৈষম্য লক্ষণে ক্লোরোসিস রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বিধি দেন। তিনি বলেন যে আর্সেনিক ব্যবহারের অল্পকাল পরেই রোগীর স্বাভাবিক ক্ষুধা প্রত্যাবৃত্ত ও রুগ্ন মুখাকৃতি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। পূতিবাষ্প বা দুর্ব্বল-কর বিষ দোষজনিত রোগ বশতঃ যে এনিমিয়া জন্মে তাহাতে অর্থাৎ ম্যালেরিয়াজাত নীরক্তায় সকল চিকিৎসকই আর্সেনিকের অতিশয় প্রশংসা করেন। ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল, অনিষ্টকর, স্বয়ম্ভূত এনিমিয়া রোগেও

ডাঃ হিউজ আর্সেনিক প্রধান ঔষধ মনে করেন। এই প্রকার এনিমিয়ার জ্বর, শোথ, ও বার্ত্তাকু বর্ণের পীড়কা-সম্ভূত মস্ত লক্ষণ আর্সেনিকের লক্ষণের সহিত ঐক্য হয়।

বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ [ব্রঙ্কাইটিস]।—বক্ষঃস্থলে শীতলতা অনুভব, শয়ন করিলে বোধ হয় যেন শ্বাসরুদ্ধ হইতেছে, শ্বাসকষ্ট; পাতলা কাস, ফুসফুসের বায়ুনলীতে প্রচুর পরিমাণে অম্ল-জান প্রবেশ করিতে না পারাতে বিকৃত শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবনে অসমর্থতা প্রভৃতি লক্ষণে আর্স ব্যবস্থেয়। বৃদ্ধ বা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের পুরাতন পীড়ায়ই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

অতিসার।—আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত হইলে অন্ন-নালীর যে প্রদাহ জন্মে তাহাতে বমন, অতিসার, রক্তাতিসার, মুখের উপক্ষত; আমাশয় ও অন্ত্রের ক্ষত, এবং গুহ্যদ্বারের শোথ বা গ্যাংগ্রিনা উৎপন্ন হয়। অতএব প্রাদাহিক অতিসারেই আর্সেনিক ফলপ্রদ। ক্রিয়া-বিকার জনিত অতিসারে ইহা ব্যবহার্য্য নহে। পাকাশয়ে উত্তাপ, মলদ্বারে জ্বালা; নিম্নোদরে বেদনা; পানাহারের বা ভোজনের ভোগ কালে বমন বা বিফল বমনচেষ্টা, অতিশয় দুর্ব্বলতা, শীর্ণতা, হস্ত পদের শীতলতা, গণ্ডস্থলের পাণ্ডুরতা ও অন্তঃপ্রবিষ্টতা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত অতিসারের আর্স বিশেষ ব্যবস্থেয়। অর্থাৎ প্রদাহ, ক্ষত, বা অন্য কোন প্রকার লক্ষণ বিধানবিকারের আনুসঙ্গিক পুরাতন উদরাময়েই ইহা সমধিক উপযোগী। রক্তাতিসার রোগে সরলান্ত্র আক্রান্ত হইলে ও অতিশয় অবসন্নতা থাকিলে আর্সেনিক উপকারী। নতুবা মার্ক-করো উপযোগী।

মুখ-ক্ষত।—বিগলিত মুখ-ক্ষতে, ও দুর্ব্বল কর রোগের পরবর্ত্তী প্রবল আকারের উপক্ষতে আর্সেনিক বিশেষ উপযোগী। আর্সেনিকের বিষক্রিয়া বশতঃ অন্ন-নালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ জন্মে. কিন্তু মুখ-মধ্য, গলমধ্য, আমাশয়, দ্বাদশাঙ্গুলান্ত্র ও সরলান্ত্রই এই প্রদাহে বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হয় সুতরাং অন্ননালীর প্রায় সকল প্রকার প্রাদাহিক রোগেই ইহা উপকারী। ফলতঃ মুখ ও গল মধ্যের সামান্য রোগে মারাকিউরি, নাইট্রিক এসিড, মিউরিয়েটিক এসিড, কালী-ক্লোরিকম ও বেলেডোনা ইহা অপেক্ষা ফলপ্রদ।

কিন্তু এই সকল স্থানের সাংঘাতিক প্রদাহে ও অন্ত্রদেশীয় পচা ক্ষতে কোন ঔষধই আর্সেনিকের সমকক্ষ নহে। ডাঃ আলেন্ড ব্যাংক্রনোরিস রোগে ইহার দশমিক চতুর্থক্রমের চূর্ণে অতিশয় উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পাকাশয়-প্রদাহ [গ্যাষ্ট্রাইটিস]।—তরুণ ও পুরাতন পাকাশয়প্রদাহ ও বাদশাঙ্গুল অন্ত্র প্রদাহে এবং তজ্জনিত অজীর্ণতায় আর্সেনিক প্রধান ঔষধ। পাকাশয়ের পুরাতন উদরাময়ে 'ক্যাটেবমি' লক্ষণে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ। পাকাশয় ও অন্ত্রের ক্ষত বা বাইক্রম, মার্ক কর, ও ইউরেনিয়ম ইত্যাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বিসূচিকা (ওলাউঠা)।—অল্প পরিমাণে ভেদ ও বমন শীতল জলের অতিশয় পিপাসা, কিন্তু রোগী অতি অল্প পরিমাণে জল পান করিলেই সমুদায় রোগলক্ষণ বিশেষতঃ ভেদ ও বমনের বৃদ্ধি অত্যন্ত অবসাদন, আক্ষেপ ও মূত্রক্ষয় প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত সাংঘাতিক বিসূচি রোগে ইহা বিশেষ ব্যবহার্য্য। ডাঃ রসেল ক্যাম্ফর প্রয়োগের সময় অতীত হইলেই আর্সেনিক ব্যবহারের বিধি দেন। অন্যান্য চিকিৎসকগণও তাহাই সমর্থন করেন। ডাঃ হিউজ ওলাউঠাকে সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া জ্বর মনে করেন এবং আর্সেনিকের ম্যালেরিয়াঘ্ন গুণ আছে বলিয়া ওলাউঠায় ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। কিন্তু আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত হইলে বিশেষ প্রকৃতি বশতঃ কোন কোন ব্যক্তির শ্বাস-কষ্ট, সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতা, ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়। অতএব কোন কোন বিশেষ রোগীর পক্ষে সাংঘাতিক বিসূচিকার প্রথম অবস্থায়ই আর্সেনিক অতিশয় ফলপ্রদ। যাহারা আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত হইয়া মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পায়, তাহাদের ম্যালেরিয়া জনিত পুরাতন ধাতু বিকৃতি; পর্য্যায় জ্বর; আমাশয়ের দাহ বিশিষ্ট পরিপাকযন্ত্র সম্বন্ধীয় রোগ; পর্য্যায়শীল স্নায়বীয় রোগ, অপরা পর্য্যায় জ্বরের পরবর্ত্তী অন্য কোন রোগ গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায়। সুতরাং এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের সাংঘাতিক বিসূচিকার প্রথম অবস্থায়ই আর্সেনিক বিশেষ উপযোগী। এই সকল রোগীর পক্ষে ক্যাম্ফর দ্বারা আংশিক বই সম্পূর্ণ উপকার দর্শে না। আর্সেনিকের বিষ-ক্রিয়া বশতঃ সময়ে সময়ে সামান্য

বিসূচিকার ন্যায় লক্ষণ, কখনও বা প্রবল বিসূচিকার ন্যায় অন্ত্র-লক্ষণ, মূত্র-ক্ষয়, খল্লী, ও গাত্রের শীতলতা প্রভৃতি উপস্থিত হয়। আর্সেনিক দ্বারা যে কেবল বিসূচিকার সাধারণ স্থূল স্থূল লক্ষণ জন্মে এমন নহে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিসূচিকার লক্ষণও প্রকাশ পায়। আর্সেনিকের বিষ ক্রিয়া ও বিসূচিকার লক্ষণে এত সাদৃশ্য সত্ত্বেও পূর্ব্বোক্ত স্থল ব্যতীত সাংঘাতিক বিসূচিকার প্রথম অবস্থায় ইহা অধিক ব্যবহৃত হয় না; ক্যাম্ফরই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ, ক্যাম্ফরে ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপকার জন্মে ও শীঘ্র ক্রিয়া দর্শে। আর্সেনিকের বিষ-ক্রিয়া বশতঃ আমাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ জন্মিয়া বমন ও বিরেচন হয়; বিসূচিকায় এই প্রদাহ থাকে না। এবং আর্সেনিক জনিত বিরেচন পৈত্তিক প্রকৃতি, বিসূচিকার বিরেচনের ন্যায় বর্ণ ও গন্ধহীন এবং অন্নাম্বুবৎ নহে। এই বিরেচনগত প্রভেদ বর্ত্তমান না থাকিলে বিসূচিকার সকল অবস্থায়ই আর্সেনিক উপযোগী ঔষধ হইত। যাহা হউক, লক্ষণের সাদৃশ্য সত্ত্বে সকল প্রকার বিসূচিকার সকল অবস্থায়ই আর্সেনিক ব্যবহার্য্য। অতিশয় অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, অবসন্নতা, ও মৃতবৎ মুখাকৃতি আর্সেনিক প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। উপদাহ ও অবসন্নতা বিমিশ্রিত থাকিলে এবং এই উপদাহে আমাশয় বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হইলে আর্সেনিক ব্যবস্থেয়। বিসূচিকা রোগে সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই আমাশয়ের উপদাহ বিদ্যমান থাকে। কোন কোন রোগীর এই উপদাহের বিশেষ আধিক্য দৃষ্ট হয় অর্থাৎ অধিক বমন ব্যতীত প্রায় অবিরত তীব্র উদ্গার ও দুর্নিবার পিপাসা জন্মে; কিন্তু রোগী জল সহ্য হইবেনা ভয়ে একবারে অধিক জল পান করিতে চায়না, বারংবার অল্প অল্প জল পান করে, তাহাও আবার তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়ে। এই প্রকার অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন আর্সেনিক অথবা বিসূচিকার সেই অবস্থার উপযোগী অন্য কোন ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে আর্সেনিক ব্যবহার করা যায়। আর্সেনিক দ্বারা অন্য কোন উপকার না হউক যদি কেবল আমাশয়ের উপদাহ নিবারিত হয় তাহা হইলেই অন্য কোন উপযুক্ত ঔষধ শোষিত হইয়া কার্য্য করিতে পারে। "বারংবার অল্প অল্প জল পান" কেবল এই লক্ষণের অভাব

দেখিয়া কেহ কেহ ওলাউঠায় আর্সেনিক ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হন। কিন্তু ডাঃ হিউজ এই প্রকার একটী অসামান্য লক্ষণের প্রতি নির্ভর করিয়া ওলাউঠায় আর্সেনিক ব্যবহার না করা অতিশয় দূষণীয় মনে করেন। আতিসারিক বিসূচিকার পূর্ব্ববর্ত্তী উদরাময়ের প্রকৃতি অনুসন্ধান করিলে যদি জানা যায় যে আর্সেনিকের লক্ষণের ন্যায় লক্ষণ সকল অর্থাৎ বারংবার মলিন বর্ণ, ঈষৎ হরিৎ, দুর্গন্ধি বিরেচন; উদরের নিম্নভাগে তীব্র বেদনা; সরলান্ত্রে জ্বালা, প্রত্যেকবার মলস্রাবের পর অতিশয় বলক্ষয়; রাত্রিকালে বৃদ্ধি; অতিশয় পিপাসা (বিশেষতঃ রাত্রিকালে); এক এক বার অল্প অল্প জল পান; অস্থিরতা (বিশেষতঃ রাত্রিতে), ও ব্যাকুলতা বিদ্যমান ছিল তবে আতিসারিক বিসূচিকায়ও আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। বিসূচিকার পূর্ব্ববর্ত্তী উদরাময় যদি অনূপস্থানে, বা পূতি জান্তব পদার্থ দ্বারা দূষিত বায়ুবিশিষ্ট স্থানে বাসবশতঃ জন্মে, তবে তৎপরবর্ত্তী বিসূচিকায়ও আর্সেনিক উপকারক।ম্যালেরিয়া জ্বর সংসৃষ্ট বিসূচিকায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। দুর্ভিক্ষের পরবর্ত্তী বিসূচিকায়ও এই ঔষধ উপযোগী হওয়া সম্ভব। আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত হইলে প্রকৃতিভেদে কাহার পরিপাক প্রণালীতে উপদাহ ও প্রদাহ; কাহারও বা তন্দ্রাদোষ, কাহারও বিসূচিকার বিষের ন্যায় ক্রিয়া জন্মে। কিন্তু পরিণামে সকলেরই পতনাবস্থা উৎপন্ন হয়। বিসূচিকা বিষের ক্রিয়া বশতঃও প্রারম্ভাবস্থার প্রকৃতির বৈষম্য অনুসারে কাহারও প্রথমে ধমনী ও পেশীর আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া অতিসার জন্মে, কাহারও বা অগ্রে অতিসার জন্মিয়া ধমনী ও পেশীর আক্ষেপ উপস্থিত হয়। কিন্তু পরিশেষে সকলেরই পতনাবস্থা জন্মে। সুতরাং আর্সেনিক ও বিসূচি-বিষ উভয়েরই ক্রিয়া বশতঃ পতনাবস্থা উৎপন্ন হয়। অন্যান্য বিষয়ে যাহা প্রভেদ থাকুক পতনোৎপাদনে উভয়েরই বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। বাস্তবিক, সকল প্রকার বিসূচিকার সাধারণ লক্ষণের সহিত আর্সেনিকের যত সাদৃশ্য আছে এত আর কোন ঔষধের নাই। অতএব সকল প্রকার ওলাউঠার সকল অবস্থায় একটী ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে আর্সেনিক ভিন্ন অন্য কোন ঔষধ ব্যবস্থা করা যায় বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বরূপ

অবস্থায় আর্সেনিকের তৃতীয় ক্রম; বিকাশাবস্থায় দ্বিতীয়, তৃতীয় বা ষষ্ঠ ক্রম; পতনাবস্থায় ষষ্ঠ, ও দ্বাদশ ক্রম ব্যবস্থেয়। এবং শিশুদিগের পক্ষে সকল অবস্থায়ই ষষ্ঠ, বা দ্বাদশক্রম প্রয়োজ্য।

স্ত্রীরোগ।—ক্ষুধামান্দ্য, অতিশয় অবসন্নতা, শীর্ণতা এবং গুল্‌ফ, পদ ও মুখমণ্ডলের স্ফীততাসহ প্রথম রজোদর্শনে বিলম্ব। দৌর্ব্বল্যকর কারণ বশতঃ গর্ভাশয়ের বিকৃত অবস্থা ও রক্তাধিক্য জন্য অতিরজঃ। জরায়ুর দৌর্ব্বল্যকর রক্তাধিক্যবশতঃ তরল জ্বালাকর শ্বেতপ্রদরে আর্সেনিক বিশেষ উপকারক; ক্রমশঃ ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। পাতলা, বিদাহী, ও জ্বালাকর স্রাববিশিষ্ট শ্বেতপ্রদর জরায়ু-রোগে আর্সেনিকের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। হস্ত পদের শীতলতা; দুর্ব্বলতা, ও ক্ষীণ নাড়ী সহকারে গর্ভাবস্থায় শোথ। গর্ভাবস্থায় আহার বা পানান্তে বমন ও তৎসহ দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতা। জ্বালাকরবেদনা, বিগলিত আকৃতি, ও অতিশয় দুর্ব্বলতাসহ স্তন-স্ফোটক।

বিচর্চ্চিকা [সোরাএসিস]।—এই রোগে আর্সেনিক বিশেষ ফলপ্রদ। দুই তিন মাস পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত।

অরুষিকা (প্রুরিগো)।—জ্বালাসহ কণ্ডূয়ন; অথবা পীড়কা হইতে স্বেদবৎ জলীয় আস্রাব নিঃসরণ ও তৎসহ সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্য। প্রাচীন রোগেই ইহা সমধিক উপযোগী।

পামা (এগজিমা)।—স্রাবহীন, শুষ্ক ও অতিশয় দাহযুক্ত, অথবা দাহক স্রাববিশিষ্ট, মুখমণ্ডল ও হস্ত পদের পীড়কা; মুখমণ্ডল মোমের ন্যায় শুভ্র ও জিহ্বা শ্বেতবর্ণ। প্রাচীন পামা রোগে আর্সেনিক অতিশয় ফলপ্রদ।

ইন্দ্রলুপ্ত (টাক)।—আর্সেনিকের অতিক্রিয়াবশতঃ কেশ পতিত হয়, এবং কখন কখন ক্ষত ব্যতীত নখ স্খলিত হইয়া পড়ে। রোম উত্তোলনার্থে এদেশে যে 'লোমশাতন' প্রস্তুত হয় তাহারও প্রধান উপাদান আর্সেনিক। অতএব হোমিওপ্যাথিমতে পুরাতন ইন্দ্র-লুপ্তে আর্সেনিক উপযোগী। ডাঃ হেম্পেল বলেন যে কেশ-মূলের দুর্ব্বলতা; করোটী ও চর্ম্মের শুষ্কতা,

এবং রোগীর সমীকরণশক্তির ক্ষীণতাবশতঃ কেশ পতিত হইলে আর্সেনিক ইন্দ্রলুপ্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শারীর ব্রণ (ক্ষত)।—জলবৎ নিস্তেজ শারীর ব্রণে এই ঔষধি বিশেষ উপকারী। ধাবনরূপেও ব্যবহৃত হওয়া উচিত। পচনশীল বিস্ফোটকেও (কার্ব্বঙ্কল) ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধি।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—বহুকালব্যাপী মানসিক অসুখ, অপরিমিত শ্রম ও অপুষ্টিকর আহারজনিত দৌর্ব্বল্য, অবসাদ বায়ু-জনিত মানতা, সপর্য্যায় শিরঃশূল; অপস্মার। **রক্ত সঞ্চালনযন্ত্র।**—মূত্রকৃচ্ছ্র বিকার (ইউরিমিয়া) বা পূযাত্মক রক্ত (পাইমিয়া) জনিত হৃদান্তর ঝিল্লীর প্রদাহ (স্রাবণাবস্থায়), হৃদ্বেষ্ট-শোথ; হৃৎপিণ্ডের আংশিক পক্ষাঘাত। হৃৎপিণ্ডের বাতজনিত ও স্বয়ম্ভূত (ইডিওপেথিক) পীড়ায় আর্সেনিক দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে না, গৌণ প্রকৃতির হৃদ্রোগেই ইহা ফলপ্রদ। **শ্বাসযন্ত্র।**—রাত্রে শয়নের পরে শ্বাসরোগের আক্রমণ, বক্ষশোথ, সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতাসহ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, উপাধান দ্বারা উচ্চ করিয়া না রাখিলে শয়নে অসমর্থতা। **পরিপাক যন্ত্র।**—মুখ-শোথ ও তিক্তাস্বাদে, মুখে দুর্গন্ধ, মুখক্ষত, পচিত অথবা শোণিতাম্বুস্রাবী (সিরস্) গল রোগ; পাকাশয়ের ক্ষত জন্য পুরাতন বিবমিষা ও বমন এবং তৎসহকারে পাকাশয় ও উদরে উত্তাপ ও দাহ, অজীর্ণ, বুকজ্বালা ও আহারান্তে বমন; সুরাপায়ীদিগের বমন, এই বমন সাধারণতঃ প্রাতঃকালে হইয়া থাকে এবং অতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করে, অতিশয় স্পর্শদ্বেষ বা তীব্র শূল; যকৃতের পুরাতনপীড়া, বারম্বার দুর্গন্ধি মলত্যাগ বিশিষ্ট উদরাময় (সাধারণতঃ প্রাতঃকালে বৃদ্ধি পায়); পাকাশয়ের অতি দ্রুত ধমন—ক্রিয়া (পেরিষ্ট্যালটিক মোশন বশতঃ ভুক্ত দ্রব্য ভালরূপে আচূষিত না হওয়াতে যে উদরাময় জন্মে সেই উদরাময়। অন্ত্র-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সহিত আর্সেনিকের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে সুতরাং বস্তিপ্রয়োগ, বাহ্য-প্রয়োগ অথবা সেবনে প্রায় একপ্রকার ফলই দর্শে। **জননেন্দ্রিয়।**—প্রচুর পরিমাণ, দীর্ঘকাল-স্থায়ী, অকাল রজস্রাবে, দাহক, ত্বক-বিচ্ছেদক শ্বেত প্রদরে, এবং সঙ্গমেন্দ্রিয়ের

প্রদাহে আর্সেনিকের ব্যবহার আছে। এই ঔষধের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রক্তসঞ্চয় দূরীকরণ গুণ আছে সুতরাং এতদ্বারা আর্ত্তবাতিশয্য ও শ্বেতপ্রদর আরোগ্য হয়। বিষ মাত্রায় আর্সেনিক সেবনে জননেন্দ্রিয়ে প্রদাহ জন্মে অতএব হোমিওপ্যাথিমতে জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহে ইহা বিশেষ উপকারজনক। অণ্ডকোষের কর্কটিকায় ও কোমল উপদংশ পচিতে আরম্ভ করিলে এই ঔষধে উপকার হওয়ার সম্ভব। চর্ম্ম।—মৃত্তিকার ন্যায়, নীলাভ, মৃতদেহবৎ বর্ণ, জ্বালাকর কণ্ডূ, (কণ্ডূয়নেও নিবৃত্ত হয় না); সাংঘাতিক বসন্ত, উদ্ভেদ, দুর্গন্ধ্য ক্ষত, কর্কটীয় পীড়া, দুর্গন্ধি নিঃস্রব ও বিগলনোপক্রম; বিচর্চ্চিকা (সোরাএসিস), চর্ম্মদল (ইম্পিটাইগো), অরুন্ধিকা (পুরিগো) শীতপিত্ত (আর্টিকেরিয়া), পামা (এগজিমা), বিস্ফিকা (পেম্ফিগস), বুসিকা (পিটিরিয়েসিস), কুষ্ঠ (লেপ্রা) প্রভৃতি চর্ম্মরোগের পুরাতন অবস্থায় আর্সেনিক একটী প্রধান ঔষধ। কারণ আর্সেনিক দ্বারা এই সকল চর্ম্মরোগ উৎপন্ন হয়। চর্ম্ম রোগের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীন প্রকৃতি আর্সেনিকের বিষলক্ষণের সহিত ঐক্য হইলে উচ্চক্রম ও সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে ক্রমশঃ নিম্নক্রম ব্যবস্থেয়। আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত ভেকের ত্বক সহজে উন্মোচিত হয় অতএব চর্ম্মের উপবিভাগের পীড়ায়ই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। ডাক্তর রিংগার বলেন যে বিচর্চ্চিকা রোগে প্রথমতঃ আর্সেনিক দ্বারা পীড়বা সকল অতিরিক্ত আরক্ত ও প্রদাহিত হয়। এতদ্দ্বারা এই দুইটী বিষয়ের জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ যখন ঔষধ দ্বারা বাস্তবিক উপকার দর্শিতেছে তখন তৎপ্রয়োগে বিরত হওয়া অকর্ত্তব্য এবং যেরূপ মাত্রায় এই প্রকার প্রদাহিত অবস্থা জন্মে তদপেক্ষা ন্যূন মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করা বিহিত।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* অত্যন্ত মানসিক যাতনা, অতিশয় অস্থিরতা, এবং একাকী থাকিলে অথবা শয়ন করিতে যাইবার সময় মৃত্যু ভয় (*একন, ব্রাই, রস)।—মৃত্যুর দিন পূর্ব্বে বলা, * একন।—মৃত্যু ইচ্ছাকরা, * অর, * বেল, ক্রিয়ো, সিপ) একাকী থাকিতে ভয়, (লাইকো—

একাকী থাকিতে ইচ্ছা, * নক্স-ভ) অতিশয় অস্থিরতা সহ রাত্রিতে প্রলাপ ; রোগী শয্যা হইতে উঠিয়া লুকাইয়া থাকে ; (শয্যা হইতে উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করে, * বেল, * ব্রাই।) দুঃখিত অশ্রুপূর্ণ ব্যাকুলিত ভাব। (ইগে)। রাত্রি তিনটার সময় অতিশয় অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা। (একন, ক্যাক্ষ, বস)।

মস্তক।—পর্য্যায়শীল শিরঃপীড়া, শীতল জল প্রয়োগে উহা উপশমিত হয়, (শয্যার উত্তাপে ও শয়ন করিলে বৃদ্ধি পায় এরূপ পর্য্যায়শীল স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, (বেল, স্পিজি) বমনেচ্ছা সহকারে মস্তকে দপ দপ (বেল, সিপি) * মস্তক, বিশেষতঃ কপাল অতিশয় ভার বোধ হয়, (মস্তকের মধ্যস্থলে ভার, ক্যাকট, ক্যান, কালি—বা)। শিরোঘূর্ণন, বোধ হয় যেন পড়িয়া যাইতে হইবে। কর্ণ-নাদ সহ শিরঃ-গৌরব, * আবৃত বায়ুতে নিবারিত হয় ও গৃহে প্রবেশ করিলে পুনরায় উপস্থিত হয়। কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে আকৃষ্টবৎ বেদনা। নাক ও কপালের উপর ঘৃষ্টবৎ বেদনা, ঘর্ষণ করিলে ক্ষণকাল উহা নিবৃত্ত থাকে। মস্তক ও কপালে বেদনা, বাম পার্শ্বে বেদনার বিশেষ তীব্রতা। কেশ-পতন। (* গ্রাফ, হিপ, * নাইট-এসি, ফস, * সিপি, * সলফ)। মস্তকে স্পর্শ সহ্য হয় না।

চক্ষু।—অত্যন্ত জ্বালা বিশিষ্ট চক্ষু প্রদাহ. (হুলবেধবৎ বেদনা, এপিস, ক্যালক-কা) * গণ্ডমালা জনিত চক্ষু প্রদাহ, (এবম, হিপ, * মার্ক, সলফ। —উপদংশ জনিত চক্ষু প্রদাহ, আর্জ-নাইট, * নাইট-এসি, ফাইটো) কনীনীকায় দাগ বা ক্ষত, (ক্যালকা, * মার্ক, * সিপি, সলফ।) চক্ষে বালুকার ন্যায় অনুভব। (* কষ্ট, * সলফ, ইগে, থুজা, ফাইটো)। অক্ষি পুটে জল পূর্ণ স্ফীততা তজ্জন্য অনেক সময় চক্ষের সম্পূর্ণ অবরুদ্ধতা (এপিস, কালী-কা, * রস) অশ্রু-স্রাব সহ উপরের অক্ষি-পুটের কম্পন। অতিশয় আলোকদ্বেষ (* বেল, * সলফ)। অক্ষিপুটের প্রান্ত ভাগে জ্বালা। * বিদাহী অশ্রু সংস্পর্শে অক্ষিপুট ও গণ্ড দেশের ক্ষত। (ইউফ্রে, মার্ক-করো)।

কর্ণ।—কর্ণে রাত্রিতে অভ্যন্তর হইতে বাহিরের দিকে সূচীবেধবৎ বেদনা। কর্ণে ঘণ্টা-ধ্বনি (বেল, * সিঙ্ক, নক্স) প্রত্যেক বার বেদনার আক্রমণের সহিত কর্ণে গর্জ্জন-ধ্বনি (বেল, ক্যাক্ষ, গ্রাফ, কালী-কা)।

নাসিকা।—অতিশয় দাহ বিশিষ্ট নাসিকার কর্কটিকা। *জ্বালাকর জলবৎ স্রাব বিশিষ্ট তরল প্রতিশ্যায়, (* ব্রম, লাইক—শুষ্ক প্রতিশ্যায়, ডলক, নাইট্-এসি, * নক্স-ভ, সিপি।—মার্ক, দ্রষ্টব্য)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলে বিশেষতঃ চক্ষুর চারিদিকে স্ফীততা। *বিকৃত মুখাকৃতি সহ মুখমণ্ডলের পাণ্ডুর মৃতবৎ বর্ণ, (কাম্ফ, চায়না।—শীতল মুখমণ্ডল; সূক্ষ্ম, নীলবর্ণ নাসিকা, * ভেরেট।—বিকৃত, নীলবর্ণ মুখমণ্ডল ও বিকসিত মুখগহ্বর, হাইয়স)। ওষ্ঠ মলিন ও শুষ্ক, রোগী বারংবার উহা লেহন করে। * অত্যন্ত মানসিক অসুখ জ্ঞাপক মুখমণ্ডল। (কাফ, প্লস, ভিরেট) মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠের জ্বালা বিশিষ্ট কর্কটিকা।

মুখ-মধ্য।—ঈষৎ লোহিত মিশ্রিত নীলবর্ণ, প্রদাহিত ও ক্ষতযুক্ত মুখ-গহ্বর। দুর্গন্ধ রক্তময় লালা, [হাইয়স, নাইট এসি, নক্স-ভ, রস।—মার্ক দ্রষ্টব্য] ঈষৎ নীলবর্ণ, বা শুভ্র, কপিশ বা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা, [লাইক দ্রষ্টব্য] গলায় জ্বালা [* একন, * বেল, লেকে, নাইট্-এসি—গলায় শীতলতা, কার্কো-ভে, লরা, * ভিরেট] নিদ্রাকালে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ (হেলি, হাইয়োস, পডো)। দন্ত দীর্ঘ অনুভব, দন্তের শিথিলতা (* মার্ক, নাইট এসি, * রস)। দন্তে চাপ ও শীতল জল সহ্য হয় না। রাত্রিতে কর্ণ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত দন্ত-বেদনা। ওষ্ঠে বেদনা ও মুখে ক্ষত। জিহ্বার প্রান্তভাগ লেপাবৃত, মধ্যভাগে লোহিতবর্ণ রেখা ও অগ্রভাগ আরক্ত (আর্ম, ফাই, * রস), জিহ্বা ঈষৎ শুভ্র, অথবা আরক্ত, মসৃণ ও * শুষ্ক (বেল, রস); শুষ্ক ও কপিশবর্ণ। (ব্যাপ্টি, * রস)। জিহ্বা-মূলের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক স্ফীততা। * প্রবল পিপাসাসহ মুখ-শোষ। (* ব্রাই, রস)। মুখে ও জিহ্বায় বেদনাবিশিষ্ট ফোস্কা। * পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প জলপান। (হাইয়োস, সিঙ্ক; বারংবার অধিক পরিমাণ জলপান, ব্রাই)। মুখে উপক্ষত। * মুখে, গল-গহ্বরে ও অন্নবহানালীতে জ্বালা। (একা, কান্থ, কাপস, মার্ক করো)। অতিশয় পিপাসা, জলপানে পিপাসার নিবৃত্তি জন্মে না। জ্বালাকর পিপাসা কিন্তু জলপানের বিশেষ আগ্রহ নাই। আহারান্তে মুখে তিক্ত স্বাদ। (* ব্রাই, * সিঙ্ক, * কলো, * নক্স, * পলস, * সলফ)।

গল-মধ্য।—গলার অভ্যন্তরে শুষ্কতা ও জ্বালা। (একন, কাম্ব, বেল, ক্যান্থ)। গিলিতে অতিশয় কষ্ট ; আকুঞ্চন অনুভব (* বেল, হাই-য়স)। গিলিবার সময় জ্বালা।

আমাশয়।—আহারের স্বাদাভাব, (শুষ্ক তৃণের ন্যায় স্বাদ, *ষ্ট্রামো।—সমুদয় পানাহার তিক্ত বোধ হয়, * ব্রাই, কলো, পলস)। ক্ষুধার অভাব (এলম); * আহারে অপ্রবৃত্তি (এণ্ট ক্রু) জ্বর না আসিয়া জ্বরের সময় হিক্কা। ভুক্তদ্রব্য (*একন, *ফস, *ভিরেট), কপিশবর্ণ পদার্থ; এবং শ্লেষ্মা ও রক্ত বমন। * প্রবল পিপাসা, বারংবার অল্প অল্প জলপান, (চায়না।—বারংবার অধিক পরিমাণে জলপান, একন, বেল, ন্যাট মিউ, ভিরেট) * বমন, বিশেষতঃ আহার বা পানান্তে, (ব্রাই, নক্স, পলস, * ভিরেট,—ইপি দ্রষ্টব্য।—অল্প মাত্র অঙ্গ সঞ্চালনে পুনরায় বমন প্রকাশ, ভিরেট্,জিঙ্ক) - কৃষ্ণবর্ণ পিত্ত ও রক্ত বমন (হাইড-এসি, ইপি, সিক, * ভিরেট)। অতি-সার ও অতিশয় অবসন্নতাসহ বমন (ক্রেট্, এণ্ট-টার্ট, ভিরেট) * পাকাশয়ে অত্যন্ত জ্বালা, (কাম্ব, নক্স, * ফস, সিক।—পাকাশয়ের ঊর্দ্ধদেশে অত্যন্ত জ্বালাকর যন্ত্রণা * আইরিস, * ভিরেট-ভি।—পাকাশয়ে শীতলতা, আর্স, কলচ, লরো, ফস) * পাকাশয়ে প্রস্তরের চাপের ন্যায় চাপ অনুভব, বিশে-ষতঃ আহারের পরে, (ব্রাই, মার্ক, নক্স, সিপি) পাকাশয় স্পর্শ করিলে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়, (ব্রাই, লাইক, * মার্ক, নক্স) * ফল বা বরফ সেবনবশতঃ পাকাশয়ের পীড়া চায়না * পলস নক্স) পাকাশয়ে গ্রন্থী (আর্ক, এণ্ট-ক্রু)।

উদর।—* বর্দ্ধিত ও স্ফীত উদর (এপোসা, * মার্ক)। * অসহ্য মানসিক যাতনাসহ প্রবল জ্বালাকর বেদনা (আক, * কাম্ব)। উদরে কর্ত্ত-নবৎ বেদনা (আক, কলো)।

মল ও মলদ্বার।—মলিন সবুজ বর্ণ আমময় মল, (* আর্জ্জ-নাইট্র, ক্রোট-টি, * মার্ক।—শ্বেতবর্ণ আম, * কলচ * হেল) মলিন বা কৃষ্ণবর্ণ জল-ময় অতি দুর্গন্ধ মল, (কার্ব-বাই, লেপ, * ভিরেট) দাহক জলময় মল, (ক্যাম, মার্ক, সলফ) কুন্থনসহ অন্ত্রে কর্ত্তনবৎ বেদনা। * আকস্মিক দ্রুত

অবসাদন, (একন, ক্যাম্ফ, * ভিরেট) মলত্যাগ কালে ও তৎপরে মলদ্বারে ও সরলান্ত্রে জ্বালা। রাত্রিতে, ও আহার বা পানান্তে উহার বৃদ্ধি, (*ক্রোট-টি, ফির, পডো, * ভিরেট) * মল লাগিয়া মলদ্বারে ক্ষত (মার্ক, * সলফ)। গুদ ভ্রংশ (পডো)। জ্বালাকর বেদনাবিশিষ্ট অর্শ। অনিচ্ছায় মলস্রাব (আর্ণ), এবং মূত্রস্রাব (হাইয়স)। কৃষ্ণবর্ণ (আক); উগ্র (মার্ক-করো, কার্ব্বো * লেপ্ট, * সলফ), মলিন, রক্তময়; জলবৎ ও বেদনাশূন্য (এন্ট-ক্রু, সিঙ্ক, পডো), রক্তাক্ত জলময়; মলিনবর্ণ দুর্গন্ধি (ব্যাপ্ট); মল। মধ্য রাত্রির পরে ও প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে অতিসারের বৃদ্ধি। * কোষ্ঠবদ্ধ (ব্রাই, ক্যাল্ক, নক্স, ওপি, সলফ)।

মূত্রযন্ত্র।—* প্রস্রাবকালে মূত্রমার্গে জ্বালা (* ক্যান-সা, ক্যান্থ) * অনিচ্ছায় মূত্রস্রাব (বেল, হাইয়স)। * স্বল্প, কষ্টে নিঃসারিত, ত্যাগ-কালীন জ্বালাবিশিষ্ট মূত্র (একন, * ক্যান্থ)। মূত্রনাশ বা মূত্রস্তম্ভ (একন, হাইয়স, * ষ্ট্রামো), মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত। রক্ত মূত্র (ক্যান্থ, কলচ, টেরে, * ফস)।

জননেন্দ্রিয়।—(পুং)।—পুরুষাঙ্গের বেদনা বিশিষ্ট স্ফীততা ও কোথ (মার্ক-করো)। নীলবর্ণ, আরক্ত, স্ফীত ও বিদারিত লিঙ্গ-মুণ্ড। (স্ত্রী)।—প্রচুর, পীতবর্ণ, গাঢ় প্রদর (হাইড, কালী-বা), বিদাহী শ্বেতপ্রদর। রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে পাতলা, ঈষৎ শুভ্র দুর্গন্ধি স্রাব নিঃসরণ। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অধিক পরিমাণ রজঃস্রাব (এম্ব, এম-কা, * নক্স); তৎসহ অবসন্নতা (এলম, কার্ব্বো-এ, ককিউ); কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব। জ্বালাকর ও বিদীর্ণকর বেদনাসহ রক্তস্রাব। অনিচ্ছায় শ্লেষ্মা নিঃসরণ সহকারে প্রবর্দ্ধিত মৈথুন-প্রবৃত্তি। নিম্ন উদর হইতে অপত্য পথ পর্য্যন্ত বিদীর্ণকর বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাস রোধ অনুভব সহকারে কাস, বোধ হয় যেন গন্ধকের ধূম বশতঃ উহা উৎপন্ন হইয়াছে, (অপিচ, চায়না, ইগ্নে—বোধ হয় যেন গলার মধ্যে ধূলী থাকা বশতঃ কাস হইতেছে, বেল।—বোধ হয় যেন গলার মধ্যে পালক থাকা বশতঃ কাস হইতেছে, এম কা, ক্যাল্ক

ড্রোস, ইপে।—বক্ষঃস্থলে কণ্ডূয়নজনিত কাস, কস, রস, ষ্টান, * ভিরেট) * বক্ষঃস্থলে যাতনা সহ শুষ্ক কাস, (সিল-দ্রষ্টব্য) কষ্টে নিসারিত অল্প নিষ্ঠীবন, কখন কখন উহাতে রক্তের রেখা থাকে। * যন্ত্রণাজনক শ্বাস কৃচ্ছ্রতা, উচ্চ স্থানে উঠিতে এবং রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় উহা বিশেষ অনুভূত হয়। শ্বাস রোধের আশঙ্কায় শয়ন করিতে পারা যায় না, (একন ইউপেটোর, স্যাঙ্গ, টার্ট) বক্ষস্থলে আকুঞ্চন অনুভব, ক্যাক্ট, নক্স, ফস, *সলফ।—বিস্তারণ অনুভব, এপিস।—প্রসারণ অনুভব, ক্যাপ) বক্ষঃস্থলে শীতলতা অনুভব, কার্ব্ব এ, লেকে, রুটা, সলফ।—বক্ষঃস্থলে জ্বালা, এম কা, ক্যাপ-কা, মার্ক, ফস্ফ, সলফ) *হৃৎকম্প, (বিশেষতঃ রাত্রিতে ও চিৎ হইয়া শয়ন করিলে, [ডিজি, স্পিজি দ্রষ্টব্য]।

হৃৎপিণ্ড।—*প্রবল হৃৎস্পন্দন বিশেষতঃ রাত্রিতে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দেখা যায় ও শুনা যায়। একন, *স্পিজি, *ভিরেট)। দ্রুত, উপদাহিক; দ্রুত ও ক্ষুদ্র; * দ্রুত, ক্ষীণ ও বিষম (একন, এণ্ট-টার্ট), দুর্ব্বল ও প্রায় অননুভবনীয়, নাড়ী। (একন)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—ঘাড় বা মস্তকের পশ্চাৎগ্রীবার স্তব্ধতা। পৃষ্ঠ-বংশের স্তব্ধতা, কোকিল চঞ্চু অস্থি-প্রদেশ হইতে উহার আরম্ভ। কটি-দেশে ছিন্নবৎ বেদনা। (আর্ণ রাষ্ট)। * কটিদেশে শক্তির অভাব।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধ ফোস্কা বিশিষ্ট স্ফীত বাহু। অঙ্গুলীর অগ্রভাগে জ্বালাকর ক্ষত, (জ্বালাকর কণ্ডূয়নশীল আরক্তিমা, *এগার সি কার্ব্বো-এ) জঙ্ঘা এরূপ ভার বোধ হয় যে সহজে তোলা যায় না, (বেল, ক্যাল্ক, নাইট-এসি, রস।—জঙ্ঘার অবশতা, এ্যাকো, কাষ্টিক, নাক্স, পেট) জ্বালাকর বেদনা বিশিষ্ট জঙ্ঘার ক্ষত, (*লেকে, *কাষ্টিক, মার্ক) অগ্নির ন্যায় জ্বালা বিশিষ্ট প্রসারিত শিরা। * নিম্নাঙ্গে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব, রাত্রিতে স্থির হইয়া থাকিতে পারা যায় না, বারম্বার পদের অবস্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয়, অথবা উপশমার্থ বিচরণ করিতে হয়। (* রস)। নিম্নাঙ্গে শীতলতা। নিম্নাঙ্গে পদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিন্নকর অস্থি-বেষ্ট-বেদনা। দক্ষিণ পদে প্রবল ছিন্নকর বা আকর্ষণবৎ বেদনা। জঙ্ঘা-পৃষ্ঠে খল্লী। (সলফ, বাক্স,

কাম্ফ; নক্স, সিলি)। পদের জলপূর্ণ স্ফীততা। (এপিস, কলচি)। *অঙ্গের অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা, তজ্জন্য শয়ন করিয়া থাকিতে হয়।

দেহ।— অতিশয় শীর্ণতা। (ফির)। *অতিশয় অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা (একন)। * বেদনা বা অন্য কারণে সহসা শক্তি-ক্ষয় (একন, কাম্ফ, সিকে, *ভিরেট। *অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা (*ব্রাই, ফস, *সিকে); প্রায় বিচরণ করিতে পারা যায় না। (ফির)। * প্রত্যূষে দুর্ব্বলতা ও ব্যাকুলতা। অসহ্য সাময়িক বেদনা। * জ্বালাকর বেদনা (কার্ব্বো-ভে, ফস), বিশেষতঃ আভ্যন্তরিক যন্ত্রে, চর্ম্মে, ও ক্ষতস্থানে।

নিদ্রা।— * অবিরত পার্শ্বপরিবর্ত্তন সহ অনিদ্রা (* একন, বেল, ব্যাম) নিদ্রা আসিবার সঙ্গে চকিত হইয়া উঠা, (লাইক, ওপি, পলস, সিপি)। উদ্বেগ, দুঃখ, ও ভয়, ঝড়, অগ্নি, কৃষ্ণবর্ণ জল ও অন্ধকারাদি বিশিষ্ট স্বপ্ন।

চর্ম্ম।— রুক্ষ, পার্চমেণ্টের ন্যায় ত্বক। জ্বালাকর ও বেদনাবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ ফোস্কা। * রক্তবর্ণ, পূযপূর্ণ পীড়কা, এই সকল পীড়কা পরিবর্দ্ধিত হইয়া রসস্রাবী, চিপিটিকাযুক্ত, জ্বালাকর ও প্রসারণশীল ক্ষতে পরিণত হয়। * দুর্গন্ধ রসস্রাবী ও মাংসকন্দবিশিষ্ট গলিত ক্ষত, (কার্ব্বো-ভে, ক্রিয়ো, * সিল, সলফ * দগ্ধবৎ ক্ষত (অপিচ, সিক)। * রক্তময় পাতলা পূযস্রাবী ক্ষত, (এসাফ, বেল, ক্যাল, হিপ)। * অগ্নিদাহের ন্যায় জ্বালা বিশিষ্ট দাহিনী; (রাই, * মার্ক, রস, সিল)। রক্তবর্ণ ও জ্বালাকর ইন্দ্রবিদ্ধ, ছুরির ন্যায় শূল যুক্তপীড়কা।

জ্বর।— নাড়ী ক্ষীণ, দ্রুত ও পর্য্যায়শীল। * রুক্ষতা, অথবা অতিশয় শীতল ঘর্ম্ম সহ সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতা। *শীত, বিশেষতঃ জলপানের পর, (ক্যাপ, চায়না, নক্স, ভিরেট)। বাহ্য উত্তাপে উপশমিত হয় এরূপ শীত, (অপিচ, * ইগ্নে, ক্যালীকা), —বাহ্য উত্তাপে বৃদ্ধি পায় এরূপ শীত, ইপি) শীত ও দাহ মিশ্রিত, অথবা অন্তরে শীত, বাহিরে তাপ, (আর্ন, ক্যাম্ফ, থুজা)।—বাহিরে শীত, অন্তরে তাপ, ক্যাম্ফ, ইগ্নে, নাইট-এসি, সলফ।— এক বার শীত এক

হার দাহ, লেকে, নক্স ভ, ফস, ভিরেট) জ্বালাকর উত্তাপ, বোধ হয় যেন উত্তপ্ত জল শিরার অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে (ব্রাই, রস) **বিষম জ্বর।**—প্রত্যহ অপরাহ্ণ তিনটার সময় শীত, (এপিস, চায়না, নক্স-ভ, পলস, * স্যাবে) কেবল দাহাবস্থায় পিপাসা, বারংবার অল্প অল্প জলপান, (চায়না) জ্বর কালীন অতিশয় অস্থিরতা, অস্থিতে, কটিদেশে এবং কপালে বেদনা। নিদ্রার প্রারম্ভে শীতল, আঠাবৎ ও অম্ল গন্ধ ঘর্ম্ম। * জ্বরের আক্রমণের পরে অতিশয় দুর্ব্বলতা।

উপচয়।—* রাত্রিতে, বিশেষতঃ দুই প্রহর রাত্রির পরে (একটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত) বৃদ্ধি। সাধারণতঃ শীতলতায়, শীতল বাতাসে, শীতল আহারে (বরফাদি সেবনে) শীতল পানীয় দ্রব্যে, শীতল জলে স্নানে, আহার ও পানান্তে, মস্তক নিম্ন করিয়া শয়নে বৃদ্ধি।

উপশম।—সাধারণতঃ উষ্ণতায়, মস্তক উচ্চ করিয়া শয়নে; ও সঞ্চালনে উপশম প্রাপ্তি।

* বিশেষ লক্ষণ।—* শারীরিক শক্তির দ্রুত অবসাদন, (এপিস, একন, * ক্যাম্ফ, * ভিরেট) * অত্যন্ত অস্থিরতা ও মৃত্যুভয়, (একন, ব্রাই, রস) অতিশয় পিপাসা, এবং বারংবার অল্প অল্প জলপান, (চায়না,) * জ্বালাকর বেদনা (কার্ব্ব-এ, কার্ব্ব-ভে, ফস, সিক।—হুলবেধবৎ বেদনা, * এপিস, মার্ক, সলফ) উষ্ণগৃহে থাকিতে ইচ্ছা, (অধিকন্তু, হিপ, কালী-কা, বস।—শীতল গৃহে থাকিতে ইচ্ছা, ক্রোক, * পলস, সিক, ভিরেট) রাত্রিতে বৃদ্ধি, দুই প্রহর রাত্রির পরে বৃদ্ধি (বেল, কালক, * রস, সলফ।—দুই প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে বৃদ্ধি, (মস, স্যাবাড) সাধারণতঃ উত্তাপে উপশম প্রাপ্তি, (উত্তাপে বৃদ্ধি প্রাপ্তি, সিক, ভিরেট)। পর্য্যায়শীলতা। সাংঘাতিকতা অর্থাৎ রক্তের মালিন্য, মল মূত্রাদির দুর্গন্ধ ও স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদন।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—অল্প মাত্রায় পরিবর্ত্তক, বলকারক ও পর্য্যায়-নিবারক। বাহ্য-প্রয়োগে পচন নিবারক ও দাহক। অধিক মাত্রায় প্রাদাহিক ও দাহক বিষ-ক্রিয়া করে। কুষ্ঠ, সর্পদংশন, দুর্দম্য পর্য্যায়-জ্বর, স্নায়ুশূল ও বিবিধ পুরাতন চর্ম্ম-রোগে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ২—১০ মিনিম।

আয়ুর্ব্বেদীয় ক্রিয়া।—অরম্ম। জ্বরব্রহ্মাস্ত্র, দাক ব্রহ্মবস ও চণ্ডেশ্বর রস প্রভৃতি জ্বর রোগের কয়েকটী প্রধান ঔষধি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

আইওডাইড অব আর্সেনিক।

ডাক্তার মার্টিন বলেন যে কণ্ঠ-গ্রন্থি, বঙ্কণ ও হনু নিম্ন গ্রন্থির তরুণ শোথে (স্ফীতত্তা) আইওডাইড অব আর্সেনিক বিশেষ ফলপ্রদ। পূযোৎপাদন যুক্ত দপদপ বিশিষ্ট বেদনা আরম্ভ হইবার পরেও এই ঔষধি দ্বারা স্ফীততা বিশীর্ণ হইয়া কমিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। উপদংশজনিত ব্রধ্ন (বাদী) রোগে ইহা অমোঘ। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশমিক ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড বিবর্দ্ধনেও ইহা উপকারী।

ইউ পেটোরিয়ম পার্পিউরিয়ম—কুইন-অভ-দি-মেডো।

ইউপেটোরিয়ম পার্পিউরিয়ম কম্পোজিটী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহা আমেরিকার নিম্ন ও অনূপ ভূমিতে জন্মে। ইহার সরস মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মূত্রযন্ত্র ও পেশীসমূহে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে।

অধিকার।—জনন ও মূত্র যন্ত্রের পীড়া,—বহুমূত্র, মূত্রস্তম্ভ, মূত্রাশয়ের প্রাচীন প্রদাহ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র, বন্ধ্যাত্ব; স্বরভঙ্গ, রজঃস্তম্ভ, রজঃকৃচ্ছ্র (বাধক বেদনা), সঙ্গমেন্দ্রিয়ের ক্ষীণতা।

আময়িক প্রয়োগ।—মূত্র ও জনন যন্ত্রের রোগ।—এই সকল যন্ত্রের দুর্ব্বলতা ও মূত্রাশয়ের উপদাহ; মূত্রাশয়ের বেদনা সহ ঘন ঘন মূত্র-স্রাব, অধিক পরিমাণে জলবৎ মূত্রনিঃসরণ, মূত্রে শ্লেষ্মা মিশ্রিত অধঃপতিত পদার্থ, গর্ভাশয়ের স্থান বিচ্যুতিবশতঃ মূত্রকৃচ্ছ্র; বহুল পরিমাণ জলবৎ আস্রবযুক্ত শ্বেতপ্রদর, দুর্ব্বলতাজনিত রজঃস্তম্ভ; দৌর্ব্বল্যকর কারণে পুরুষত্বহীনতায় ইহা ব্যবহার্য্য। স্ত্রীলোকদিগের মূত্রাশয়ের উপদাহিতায় ডাঃ হিউজ এই ঔষধ বিশেষরূপে ব্যবহার করেন। বিষম জ্বর।—পৃষ্ঠদেশে শীত আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধ ও নিম্ন দিকে বিস্তৃতি; অল্প শীতে অধিক কম্পন; শীত ও উষ্ণাবস্থায় পিপাসা ও অঙ্গ বেদনা; শরীরের উর্দ্ধাংশে ঘর্ম্ম; শিরোঘূর্ণন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন সহ বাম পার্শ্বে পতিত হইবার ন্যায় অনুভব। **গল-মধ্য।**—গলরোধকর পূর্ণতা। গলার পৃষ্ঠের দিকে জ্বালা ও টনটনানি (কাষ্টি, কাপ্স)। **মূত্র-যন্ত্র।**—বৃক্ককে গভীর, অতীব্র বেদনা; অপিচ কর্ত্তনের ন্যায় বেদনা (বার্ব্ব, কাষ্টি)। প্রস্রাবকালীন মূত্রাশয়ে ও মূত্র-মার্গে তীব্র জ্বালা ও টনটনানি। (কাপ্স, কান, কাষ্টি)। মূত্রের পরিমাণ অত্যধিক বিবর্দ্ধিত। (ফস এসি)। **জ্বর।**—দিবসের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শীত, এক দিন পর এক দিন; * কটিদেশে শীতের আরম্ভ হয় (কাপ্স, লাক) ও তথা হইতে সর্ব্ব শরীরে শীত বিস্তৃত হইয়া পড়ে; * অপেক্ষাকৃত অল্প শীতে অধিক কম্প, অস্থি-বেদনা, ওষ্ঠ ও নখ নীলবর্ণ; শীত ও উত্তাপাবস্থায় পিপাসা, ঘর্ম্মাবস্থায় অবস্থান পরিবর্ত্তনে শীতানুভব।

ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটম—বোন-সেট।

ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটম কম্পোজিটী জাতীয় উদ্ভিদ। এই বৃক্ষ উত্তর আমেরিকায় জন্মে। কুসুমিত অবস্থায় ইহা হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—পাকাশয় ও যকৃৎমণ্ডলে, অস্থিসন্ধিস্থানে ও বায়ুনলী ভূজের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার ক্রিয়া দর্শে। ম্যালেরিয়া প্রবর্ত্তিত পৈত্তিক বিশৃঙ্খলা এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

অধিকার।—বিষম জ্বর, অস্থি বেদনা, পিত্ত জ্বর; স্বল্প বিরাম জ্বর, দেহব্যাপী প্রতিশ্যায়, বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্যায়, নাসিকা কণ্ঠনালীর ঝিল্লীর প্রদাহ; পাদ-শোথ; পিত্তাধিক্য, বাত।

আময়িক প্রয়োগ।—জ্বর।—নিম্ন লক্ষণ বিশিষ্ট বিষম জ্বরে এই ঔষধি ফলপ্রদ। সাধারণতঃ জ্বরাক্রমণের পূর্ব্ব রাত্রে বিবমিষা, প্রাতঃকালে শীত বোধ, শীতের পূর্ব্বে পিপাসা, শীত ও উত্তাপাবস্থায় পিপাসা, জ্বর কালে পৈত্তিক বমন ও অস্থির নিদ্রা, অল্প ঘর্ম্ম হইয়া উত্তাপাবস্থার বিরাম, পানীয় দ্রব্য, বিশেষতঃ জল সহ্য হয় না, অস্থিতে ভয়ঙ্কর বেদনা, রোগী ইচ্ছা করিলেও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, শরীর সঞ্চালনে উপশম বোধ হয় না।

পিত্ত-জ্বর বা স্বল্প বিরাম জ্বরে শিরঃপীড়া; চক্ষু ও মস্তকের উপরিভাগে অল্প অল্প বেদনা, মুখমণ্ডলের আরক্ততা, বিবমিষা ও পিত্ত বমন; যকৃতে মৃদু বেদনা; কটিদেশে দৃঢ়বদ্ধ পরিচ্ছদ ধারণে অসমর্থতা; কোষ্ঠবদ্ধ; আরক্ত মূত্র; অতিশয় অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণে ইউপেটোরিয়ম ব্যবহার্য্য। ডেঙ্গু জ্বরেও এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। প্রতিশ্যায়।—তরলস্রাব, হাঁচি, স্বরভঙ্গ, বক্ষঃগ্রহ সহ কাস, অঙ্গগ্রহ ও শ্বাসকৃচ্ছ্র, তন্নিবন্ধন মস্তক উন্নত করিয়া না রাখিলে রোগী শয়ন করিতে পারে না।

ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটম ও ব্রাইওনিয়ার প্রভেদ এই যে ব্রাইও-নিয়ায় ঘর্ম্ম অধিক হয় এবং বেদনায় রোগী স্থির হইয়া থাকে। ইউপেটো-রিয়মে ঘর্ম্ম অল্প হয় এবং বেদনায় রোগী অস্থির হইয়া থাকে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—অভ্যন্তরে বেদনানুভব বিশিষ্ট শিরঃপীড়া, গৃহে থাকিলে এই শিরঃপীড়ার প্রাবল্য অনুভূত হয় না; অনাবৃত বায়ুতে প্রথম যাইবার সময় বৃদ্ধি পায়; কথোপকথনে উপশমিত হয়। একদিন অন্তর একদিন প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে জাগিবামাত্র শিরঃপীড়া ও বিবমিষা। শয়নান্তে মস্তকের পশ্চাদ্দেশে বেদনা ও গুরুত্ব অনুভব, হাত দিয়া মাথা তুলিয়া রাখিতে হয়। (চেলি)। চক্ষু।—* অক্ষিগোলকে অল্প অল্প বেদনা। (একট, ব্রাই) আলোকে বিদ্বেষ। (আক, বেল, মার্ক)। নাসিকা।—হাঁচিসংযুক্ত প্রতিশ্যায় (আক, সাঙ্গ), প্রত্যেক অস্থিতে বেদনা। আমা-শয়।—* শীতল জলের পিপাসা। (আক, আর্স, ব্রাই)। বিবমিষা ও ভুক্তদ্রব্য বমন। (* এণ্ট-টার্ট, * ইপি)। আমাশয়ে কম্পন ও বেদনা, এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতাসহ * বমন-চেষ্টা ও পিত্তবমন (* আইরিস, পডো)। * বমনের পূর্ব্বে পিপাসা। প্রত্যেকবার জলপানান্তে বমন। (ফস, সিলি)। উদর।—যকৃদ্দেশে অসুখ। (এপিস, ব্রাই, মার্ক, চেল, পডো)। দৃঢ় বদ্ধ বসন কষ্টপ্রদান করে। (* কাক, কার্ব্বো)। মল।—গুহ্যদ্বারে টাটানি ও উত্তাপ সহ মলস্রাব। মূত্র।—মলিন বর্ণ পরিষ্কার মূত্র। শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ। (আক, * কার্ব্বো, হিপ, * ফস)। সন্ধ্যাকালে

থাকিয়া থাকিয়া হ্রস্বকাস। (কষ্ট)। বায়ু-নলী ভুজে উত্তাপ ও অসুখ অনুভব সহ কাস, উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল; অশ্রুপূর্ণ নয়ন। বিলুপ্ত বিষম জ্বর জনিত কাস। (সিক্ষ)। বক্ষঃস্থলে অসুখ অনুভব; নিশ্বাস গ্রহণে * উহার বৃদ্ধি। (আর্ণ)। **গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।**—গ্রীবা-পৃষ্ঠে আঘাতের ন্যায় বেদনা (চেলি); উত্থানের পর উপশম। * পৃষ্ঠে মুষ্টবৎবেদনা। (আর্ণ, ব্রাই, * সলফ)। কটিদেশের দুর্ব্বলতা। জ্বরকালে পৃষ্ঠে কম্প। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—*অঙ্গ ঘৃষ্ট ও আঘাতিতবৎ বেদনা। (আর্ণ, সিক্ষ)। * মণিবন্ধে ভগ্ন বা সন্ধিচ্যুতবৎ বেদনা। (একন, ব্রাই, কাষ্ঠ, রস)। **জ্বর।**—সারারাত্রি ও প্রাতঃকালে শীত; অল্পমাত্র নড়িলে চড়িলে কম্প ও বিবমিষা; পৃষ্ঠে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সুতীব্র বেদনা; শীতের পরিমাণাপেক্ষা কম্পের আধিক্য। শীতাবস্থার পর পিত্ত বমন। * শীতাবস্থার কতিপয় ঘটিকা পূর্ব্ব হইতে পিপাসা আরম্ভ হইয়া শীত ও উষ্ণাবস্থা পর্য্যন্ত পিপাসা থাকে। প্রাতঃকালে জ্বরের আরম্ভ; তৎসহকারে গাত্র-বেদনা, কম্প ও দুর্ব্বলতা, * কিন্তু অল্প ঘর্ম্ম বা ঘর্ম্মাভাব।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—উত্তেজক; মূত্রকর ও স্বেদজনক। ১৫ গ্রেণ মাত্রায় মৃদু বিরেচক, তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় বমনকারক। বহু ব্যাপী প্রতিশ্যায় রোগে ব্যবহৃত হয়।

ইউফ্রেসিয়া অফিসিনেলিস্—কমন আইব্রাইট্।

ইউফ্রেসিয়া স্ক্রফিউলেরিয়েসী জাতীয় উদ্ভিদ। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দীতে এই সুন্দর ক্ষুদ্র বৃক্ষ, আইব্রাইট আই কম্ফর্ট, স্পেক্টেকেলস-ব্রেকার প্রভৃতি যে সকল নামে অভিহিত হইয়াছে সে সকলই ইহার দৃষ্টিশক্তির পুনরুদ্ধার ও উৎকর্ষ-সাধন-গুণের পরিচায়ক। ইহার সমগ্র বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অভ্যন্তর দিয়া শ্বাসযন্ত্রের ঊর্দ্ধভাগে অর্থাৎ চক্ষু, নাসিকা ও স্বরযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এবং তজ্জন্য অধিক পরিমাণে জলবৎ স্রাব নিঃসরণশীল এক প্রকার প্রতিশ্যায়ের ন্যায় প্রদাহ জন্মে।

অধিকার।—তরুণ প্রতিশ্যায় জনিত রোগ; শিরঃপীড়া; অভিষ্যন্দ; নাসিকার ও বায়ুনলীভুজের প্রতিশ্যায়; সর্দিজ্বর; ব্যাপক প্রতিশ্যায়; তিমির।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

অভিষ্যন্দ [অপ্‌থ্যালমিয়া]।—প্রচুর অশ্রুস্রাব, আলোকাসহ্যতা, নাসিকা ও কপালের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ, হাঁচি, নাসিকা হইতে অতিশয় জলস্রাব প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত সামান্য অথবা প্রতিশ্যায় জনিত চক্ষুপ্রদাহরোগে এতদ্বারা উপকার দর্শে। অধিক পরিমাণ অশ্রুস্রাব লক্ষণ বিশিষ্ট প্রতিশ্যায় জনিত সামান্য অক্ষি-প্রদাহ কেবল এই ঔষধি সেবনেই আরোগ্য হয়। রোগ একটু কঠিন হইলে ইহার স্থানিক প্রয়োগেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। গণ্ডমালাজনিত অভিষ্যন্দে ইউফ্রেসিয়া সলফার সহকারে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয় এবং চক্ষের প্রচ্ছন্ন ক্ষত নিবারণ করে। কনীনিকার দাগ দূরীকরণেও ইহা অতিশয় উপযোগী।

তিমির [আমোরোসিস]।—নাসিকার প্রতিশ্যায় লোপ জন্য অতিশয় অশ্রুস্রাব লক্ষণযুক্ত তিমিররোগে ইহা ফলপ্রদ।

ওষধি গন্ধজ-জ্বর [হেফিবার]।—এই জ্বরে যখন অধিক পরিমাণে অশ্রুস্রাব হইতে থাকে তখন ইউফ্রেসিয়া প্রয়োজিত হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

আলোক বা শীতল বায়ু বশতঃ চক্ষে সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা; রোমান্তিক (হাম) প্রথমাবস্থায় প্রতিশ্যায়জনিতপ্রদাহ (একোনাইট সহ পর্য্যায়ক্রমে); পুরাতন অক্ষি বেদনা, বিদগ্ধ দৃষ্টি (ছানি), তরল প্রতিশ্যায় প্রভৃতিতে এই ঔষধির ব্যবহার আছে। অধিক পরিমাণে অশ্রুস্রাব ইউফ্রেসিয়া প্রয়োগের একটী বিশেষ লক্ষণ। ডাঃ এলান্ ও নর্টন বলেন যে শুক্রমণ্ডলের রোগে অধিক পরিমাণে তীব্র ও জ্বালাকর অশ্রু এই ঔষধি ব্যবস্থার একটী উত্তম লক্ষণ। তাঁহারা বলেন যে ইউফ্রেসিয়া জ্বালক স্রাব আর্সেনিকম ও মারকিউরিয়স জ্বালক স্রাব অপেক্ষা গাঢ়তর, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে চক্ষুর উপর ক্রিয়ায় এই ঔষধ দ্বয়ের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

দুই কাঁচ্চা জলে ১০। ১২ বিন্দু ঔষধি মিশ্রিত করিয়া ইহার স্থানিক প্রয়োগ হইয়া থাকে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকে মুষ্টবৎ বেদনা ও জড়তা। (* জেলস, সম্মুখদিকে অতীব শিরঃপীড়া। (হাইড, কালীবা, নক্স, * পলস, সাস্)

চক্ষু ;—অশ্রুস্রাব সহকারে চক্ষুতে জ্বালা। (আর্স)। অশ্রুস্রাব সহকারে চক্ষুতে চাপ। বারংবার জ্বালাকর চক্ষুকামড়ান, * চক্ষুহইতে কামড়ান জলস্রাব। (আর্স, মার্ককরো)। চক্ষুতে কণ্ডূয়ন ও জ্বালা, তজ্জন্য বারংবার চক্ষু মিটমিট করিতে ও মুছিতে হয়। (ক্রোকস পলস)। * অক্ষিপুটের প্রান্তভাগের স্ফীততা, আরক্ততা, ও জ্বালা। (মার্ক-করো, * সলফ)। * বারংবার চক্ষু মিটমিট করিতে প্রবৃত্তি। (ক্রোক)। চক্ষুর পাতার স্পর্শাধিক্য ও স্ফীততা। প্রচুর পরিমাণে বিদাহী অশ্রু ক্ষরণ ও তজ্জন্য রোগীর প্রায় দৃষ্টিশক্তি লোপ। (মার্ক করো)। সন্ধ্যাকালে অবগুণ্ঠনের মধ্যদিয়া দেখার ন্যায় ঝাপসা দৃষ্টি (কষ্ট, মার্ক, পেট, *পলস, *সলফ)। *কনীনিকা অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃতের ন্যায় অনুভূত হয়, উহাতে রোগীর দৃষ্টি অস্পষ্ট হয ও তাহাকে পুনঃ পুনঃ চক্ষু মুদিত ও চক্ষুর পাতা একত্র করিয়া চাপিতে হয়। (ক্রোকস, পলস)। অতিশয় আলোক-দ্বেষ। (আক, *বেল, *মার্ক)। কনীনিকার দাগ, ফোস্কা ও ক্ষত। (মার্ক, সিলি, সলফ)। চক্ষুর লোম ঝুলিয়া থাকিবার ন্যায় অনুভব ও উহা মুছিয়া ফেলিতে হয়।

নাসিকা।—*অমৃদু স্রাববিশিষ্ট (উগ্রস্রাব, সিপি) তরল প্রতিশ্যায় (আর্স, মার্ক), তৎসহ দাহক অশ্রু ও আলোকে বৈবক্তি; সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি। সর্দ্দি বা দৃশ্যমান কারণ ব্যতীত প্রবল হাঁচির উদ্রেক। (ক্যাম্মো)।

শ্বাস যন্ত্র।—সর্দ্দিজনিত স্বরভঙ্গ। (আক, কার্ব্বো,, হিপা, ফস), স্বরযন্ত্রের উপদাহ, তজ্জন্য রোগীকে কাসিতে হয, কাসের পরে বুকাস্থির নিম্নে চাপ অনুভূত হয। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিবার পর কাস ও

প্রভূত পরিমাণে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। *ইচ্ছাপূর্ব্বক কাসিয়া প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। কষ্ট-সাধ্য গভীর নিশ্বাস। বুকাস্থির নিম্নে চাপক বেদনা।

নিদ্রা।—অনাবৃত বায়ুতে বিচরণ সময়ে অতিশয় জৃম্ভণ। রাত্রিতে ভয়ে বারংবার নিদ্রা হইতে জাগরণ।

উপচয়।—প্রাতঃকালে, শয্যায়; গৃহের অভ্যন্তরে, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

উপশম।—শয্যা হইতে উঠিলে, ও গৃহের বাহিরে; এবং আহার করিলে উপশম।

ইউভা আর্সাই—বেয়ারবেরি।

পৃথিবীর উত্তরভাগে এই বৃক্ষ জন্মে। ইহার পত্র হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া—মূত্র যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এতদ্দ্বারা মূত্রাশয় ও মূত্র-পথের শৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রাদাহিক উপদাহ জন্মে।

অধিকার।—বৃক্ক ও মূত্রপথের পীড়া; সকষ্ট মূত্রস্রাব; মূত্র নিঃসরণ সময়ে জ্বালা, এবং রক্তময় ও সপূয মূত্রস্রাব, মূত্রনলী ও বৃক্ক প্রদেশে সুতীব্র বেদনা, মূত্রস্রাবের পর দুর্ব্বলতা ও মূর্চ্ছার উপক্রম।

আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ ফিলিপস বলেন যে মূত্রাশয়ের পুরাতন রোগে শ্লেষ্মা, রক্ত বা পূযময় স্রাব নিঃসরণ হইলে ও মূত্রত্যাগকালে মূত্র পথে জ্বালা থাকিলে, বিশেষতঃ এই সকল লক্ষণ অশ্মরি বশতঃ জন্মিলে ইউভা আর্সাই বিশেষ ফলপ্রদ। ডাঃ হিউজ বলেন যে তাঁহার সংস্কার এই যে মূত্রাশয় অপেক্ষা মূত্র-পিণ্ডেই ইহার ক্রিয়া অধিক। সুতরাং মূত্র-পিণ্ডের পীড়ার লক্ষণ স্বরূপ মূত্রাশয়ের রোগেই এই ঔষধ উপকারী। মূত্র-পিণ্ডের রোগজনিত রক্ত মূত্র এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে, এবং ওযেষ্ট ইণ্ডিয়ার কাইলুরিয়া (অন্ন-রস স্রাবী-মূত্র) রোগে ইহার বিলক্ষণ খ্যাতি আছে।

উত্তেজিত হয় সুতরাং বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়জ্ঞানসাধিনী স্নায়ুর অতিশয় তীব্রতা এবং বাহ্যভাব গ্রহণে শরীর ও মনের অনুভবাধিক্য জন্মে। স্নায়ুমণ্ডলে ইগ্নেসিয়ার ক্রিয়া স্থায়ী নহে বলিয়া এতদ্দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে উত্তেজনা ও অবসাদ উৎপন্ন হয়। অতিশয় অনুভবাধিক্য, বিমর্ষতা, ও নীরব শোক প্রবণতা এবং কাল্পনিক উপদ্রব সম্বন্ধে অবিরত চিন্তা ইগ্নেসিয়ার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।—স্নায়বীয় ও পরিপাকসম্বন্ধীয় পীড়া। শোক, অমঙ্গল সংবাদ, সংযত মানসিক অসুখ বা প্রেমভঙ্গজনিত পীড়া। বিষাদ-বায়ু। গুল্ম-বায়ু। আক্ষেপ। খল্লী। সাধারণতঃ আক্ষেপ ও আক্ষেপিক-পীড়া। অপস্মার। তাণ্ডব। পক্ষাঘাত। স্নায়ুশূল। স্নায়বীয় পীড়া। পাকাশয়-শূল। অর্শ। গুদ-ভ্রংশ। স্নায়বীয় অগ্নিমান্দ্য। বিষম ও স্নায়বীয় জ্বর। আক্ষেপিক কাস।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

গুল্মবায়ু [হিষ্টিরিয়া]।—গলাভ্যন্তরে বর্ত্তুলবৎ অনুভব, শ্বাসরোধক আকুঞ্চন ও গলাধঃকরণে কষ্টসহ আক্ষেপ, স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজিত অবস্থা, বিমর্ষচিত্ততা, অশ্রুপূর্ণ নয়ন ও কখন বিষণ্ণতা কখন প্রফুল্লতা লক্ষণযুক্ত, এবং নিরাশা, শোক বা অন্য কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনাজনিত গুল্মবায়ু রোগে ইগ্নেসিয়া ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হানিমান বলেন যে পর্য্যায়ক্রমে প্রফুল্লতা ও বিমর্ষতা এই রোগে ইগ্নেসিয়া প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। এতদ্দ্বারা যদিও গুল্মবায়ুর সমুদায় উপসর্গ সর্ব্বদা বিদূরিত হয় না কিন্তু আক্ষেপ ও স্নায়ুর ক্রিয়াবিকার, বিশেষতঃ মনোভাবের অস্থিরতা অনেকটা নিবারিত হইয়া থাকে।

অবসাদ-বায়ু।—প্রিয়জন-বিয়োগ, অর্থনাশ অথবা অন্য কোন সন্তাপজনক ঘটনাবশতঃ রোগ জন্মিলে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে।

জ্বর।—পুরাতন বিষম জ্বরে শীতাবস্থায় পিপাসা ও উষ্ণাবস্থার পিপাসার অভাব এবং স্নায়বীয় লক্ষণ থাকিলে ইগ্নেসিয়া ফলপ্রদ। ইগ্নেসিয়া জ্ঞাপক জ্বরের শীত বাহ্য উত্তাপ প্রয়োগে সহজেই দূরীকৃত হয়।

অপস্মার [এপিলেপ্সি]।—শোক, ভয়, আত্মগ্লানি, বিরক্তি প্রভৃতি মানসিক কারণজনিত অথবা ঐসমস্ত কারণে উদ্রিক্ত তরুণ অপস্মার রোগে ইহার ব্যবহার আছে। পুরাতন রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় না। শিশুদিগের ও সূতিকাবস্থার স্ত্রীদিগের পূর্ব্বোক্ত মানসিক কারণসম্ভূত আক্ষেপেও ইগ্নেসিয়া উপযোগী। মস্তিষ্ক-মূলক অপেক্ষা প্রতিক্ষিপ্ত উপদাহ জনিত পৃষ্ঠবংশমূলক আক্ষেপই ইহার বিশেষ আয়ত্ত। অন্য কর্ত্তৃক উত্ত্যক্ত বা অপকৃত হইলে যাহারা উত্তেজিত হয় না অথবা প্রতিহিংসার চেষ্টা করেন। কিন্তু গোপন করিয়া রাখিয়া মনে মনে তাহা চিন্তা করে তাহাদের রোগেই ডাঃ হানিমান ইগ্নেসিয়া উপযুক্ত মনে করেন।

কাস।—শুষ্কবায়ুজনিত কাস। কাসিবার পর নিদ্রার আক্রমণ।

কৃমি।—নম্র প্রকৃতি বালকদিগের অতিশয় গুহ্যদেশ কণ্ডূয়ন, গুহ্য ভ্রংশ, স্নায়বীয়তা, অবসাদ, অপস্মারবৎ আক্রমণ প্রভৃতি কৃমি লক্ষণে ইগ্নেসিয়া ফলপ্রদ।

গুদভ্রংশ (সরলান্ত্র নির্গমন)।—এই রোগে ইগ্নেসিয়া প্রায় অমোঘ। সাধারণতঃ সর্ব্বাগ্রে এই ঔষধি প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। শিশু ও বালকদিগের পীড়াযই এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। নিম্নলিখিত লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়, যথা,—মুহুর্মুহুঃ নিরর্থক মলত্যাগ প্রবৃত্তি, কুন্থন, কষ্টে মল নিঃসরণ, কণ্ডূয়ন ও সরলান্ত্র নির্গমন। দুই তিন দিন ক্রমান্বয়ে প্রত্যহ তিন মাত্রা, অনন্তর প্রাতে ও রাত্রে এক মাত্রা ব্যবস্থেয়। যুবকদিগের গুহ্যদ্বার বেদনাও এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয়।

সূতিকোন্মাদ।—প্রতিনিয়ত নীরব বিষাদ, শুক্রস্রাব, অবসাদ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

পরিপাক যন্ত্র।—অত্যন্ত স্নায়বীয় অবসাদন যুক্ত অজীর্ণ; কোষ্ঠ-বদ্ধ সহকারে উদরাধ্মান, ঘন ঘন মলত্যাগের বিফল ইচ্ছা সহ কোষ্ঠবদ্ধ; এই কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে উৎপন্ন হইলে ইগ্নেসিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার জন্মে। স্নায়ু-মণ্ডল।—শিশুদিগের অপস্মারের ন্যায় ও অন্যান্য প্রকার আক্ষেপ জনক পীড়া; এই সকল পীড়া ভয় বা কৃমি হইতে উৎপন্ন

হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কশেরুক মজ্জার উপদাহ জন্য পৃষ্ঠবংশের অনম্যতা। গৃধ্রসী রোগে যখন রোগী যন্ত্রণার উপশমার্থে রাত্রে উঠিয়া বিচরণ করে তখন ইগ্নেসিয়া ব্যবহার্য্য। স্ত্রী ও শিশুদিগের ভয় ও শোকের মন্দ ফল। অতিরিক্ত আক্ষেপিক জৃম্ভণ। সীমা বিশিষ্ট স্থানে স্থান-পরিবর্ত্তনশীল ও অধিক পরিমাণ মূত্র ত্যাগের পর বিরামপ্রাপ্ত শিরঃপীড়া। নিম্নান্ত্রের দুর্ব্বলতা জনিত ও তথায় কৃমি থাকা নিবন্ধন কোষ্ঠবদ্ধ। গলার অভ্যন্তরে পিণ্ডবৎ অনুভব বিশিষ্ট স্নায়বীয় গলা-বেদনা।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* সংযত শোক, (ফস এসি, পলস।—প্রফুল্লতা, ক্রোক, ল্যাকে) সকল বিষয়েই অতিশয় উদাসীনতা, (* ফস-এসি, ল্যাকে, মার্ক) আলাপে অপ্রবৃত্তি, (কোন, বেল, ফস-এসি।—অবিরত কথা বলিতে ইচ্ছা, ষ্ট্রামো) * পরিবর্ত্তন শীল প্রকৃতি, একবার হাস্য পরিহাস, একবার বিমর্ষতা ও ক্রন্দন, (অনিচ্ছায় গানকরা ও তৎপরে হাস্য, ক্রোক) গোলমাল সহ্য হয়না, (বেল) * বিবেকের অতিশয় তীব্রতা (সিপি)। * যৎসামান্য নিন্দা বা প্রতিবাদে ক্রোধের উদ্রেক। (অর, নাক্স, ফির, * নক্স)। * অস্থিরতা, অধীরতা, ও দ্রুতপ্রতিজ্ঞতা। (বারাইট)।

মস্তক।—মস্তকে শূন্য গর্ভতা অনুভব, (ওপি দ্রষ্টব্য) মস্তকে গুরুত্ব অনুভব, (লঘুত্ব অনুভব, * ষ্ট্রামো) মস্তক অবনত করিলে বৃদ্ধি পায় এ প্রকার শিরঃপীড়া, (মস্তক অবনত করিলে হ্রাস পড়ে এ প্রকার শিরঃপীড়া, হাইয়োস) কপালে ছিদ্রকর বেদনা, চিৎ হইয়া শয়ন করিলে এই বেদনা উপশমিত হয়। * বোধ হয় যেন কপালের পার্শ্বভাগে প্রেক বিদ্ধ হইতেছে, ব্যথিত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে যাতনা উপশমিত হয়। নাসামূলের ঊর্দ্ধভাগে আক্ষেপবৎ বেদনা, (অক্ষিকোটরের উপরিভাগের অস্থিতে ছিদ্রকর বেদনা, বেল, হিপার) মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে আঘাতবৎ বেদনা; তামাক খাইলে অথবা তামাকের ধূম আঘ্রাণ করিলে এই বেদনা বৃদ্ধিপায়, (তামাক খাইলে বেদনা উপশমিত হয়, ডায়েড-আর)। প্রাতঃকালে জাগিবামাত্র দুষ্ট বা আঘাতিতবৎ শিরঃপীড়া (নক্স-ভ), উত্থান করিলে

এই শিরঃপীড়া প্রথমতঃ দন্তবেদনায়, অনন্তর মুষ্ট ও আঘাতিতবৎ কটি বেদনায় পরিবর্তিত হয়, বেদনার বিষয় ভাবিলে বেদনা বৃদ্ধি পায়। (ক্যামো)। কফি, তাম্রকূট বা সুরা সেবন বশতঃ শিরঃপীড়া।

চক্ষু।—চক্ষের উপর পাতার নীচে বালুকা কণার ন্যায় অনুভব, (কার্ব্বো-ভে. কষ্ট. ইউফ্রে। –লবণের ন্যায় জ্বালা, নক্স-ভ) চক্ষে আলোকের দীপ্তি সহ্য হয় না, আলোকে বিরক্তি বা অনুরক্তি, (একন. বেল.)। চক্ষুর সম্মুখে আলোক-রেখা দর্শন, (নাট-মি)। চক্ষে জ্বালা ও অশ্রুস্রাব (আর্স, ইউফ্রে, মার্ক করো)। চক্ষু ও চক্ষুর পাতার আক্ষেপিক সঞ্চালন। (এগেরিয়স,)।

কর্ণ।—কর্ণ-কণ্ডুয়ন।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক স্পন্দন। (এগার, এন্টি-টার্ট, সিকিউ, ষ্ট্রামো) শুষ্ক, বিদারিত ও রক্তস্রাবী ওষ্ঠ। অধরের অভ্যন্তর ভাগে ক্ষতের ন্যায় বেদনা।

মুখ-মধ্য।—সম্মুখের দাঁত বেদনা, কফি বা তাম্রকূট সেবনে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়. (নক্স ভ দ্রষ্টব্য) * দন্ত-শূল, বোধ হয় যেন দন্তগুলি পেষিত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। মুখের কোণের স্পন্দন (ওপি)। আক্ষেপিক হনু-রোধ (সিকিউ, হাইয়োস, লরো, * নক্স-ভ)। অম্ললালা সঞ্চয়। চর্ব্বণ করিবার বা কথা বলিবার সময় সহজে গালের অভ্যন্তর ভাগ দন্তদ্বারা দংশিত হয় (নাইট-এসি)। * মুখে অম্ল আস্বাদ (ক্যাক, সিফ, নাইট-এসি, নক্স ভম. সিপি)। অতিরিক্ত লালাস্রাব; মুখে ফেণা।

গল-মধ্য।—গলাধঃকরণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে গলার মধ্যে সূচীবেধ অনুভব, (গিলিবার সময় সূচীবেধ অনুভব, হিপার।—গিলিবার সময় হুল-বেধ অনুভব, বেল) যখন কিছু গিলা যায়না তখন গলার মধ্যে পিণ্ডবৎ অনুভব, (ক্যাম. নক্স, গিলিবার সময় পিণ্ডবৎ অনুভব, বেল, হিপার, মার্ক)।

আমাশয়।—খটিকার ন্যায় আস্বাদ, (নক্স-ম) খাদ্য দ্রব্যের কোন স্বাদ পাওয়া যায় না, (খাদ্য দ্রব্যের শুষ্ক তৃণের ন্যায় আস্বাদ, * ষ্ট্রামো) উষ্ণ দ্রব্য, মাংস ও তামাকে অরুচি, (হিপার দেখুন) মুখে তিক্ত জলোদগম.

(অপিচ, ব্রাই, নক্স, পলস।—অম্ল উদ্গার, নাইট-এসি, ফস, সলফ এসি।—মিষ্ট জল উদ্গম, সার্ক, প্লম্ব) * পাকাশয়ে দুর্ব্বলতা ও শূন্যতা অনুভব, আহার করিলেও উহা নিবারিত হয় না, (মিউর-এসি, * সিপি।—অল্পমাত্র আহার গ্রহণেই সহসা উদর পূর্ণ বোধ হয়, চায়, * লাইকো, নক্স-ভ, ফস, সলফ।—আহারান্তে শূন্যতা অনুভব, সাঙ্গ, সার্স) পাকাশয়ে আক্ষেপিক বেদনা। হুলবেধবৎ বেদনা, (রস)। * তামাক; উষ্ণ খাদ্য দ্রব্য ও উষ্ণ দুগ্ধ; এবং মদিরায় অরুচি। তিক্ত জলোদ্গার। আহারান্তে (ব্রাই, হাইয়ো); পানান্তে; ও তাম্রকূট সেবনবশতঃ হিক্কা। পাকাশয় গহ্বরে ও প্লীহা প্রদেশে চাপানুভব।

উদর।—নাভীপ্রদেশে আকর্ষণ ও নখাঘাত। কুক্ষিদেশে পূর্ণতা। উদরে দপ দপ। গড় গড় শব্দ। প্রথমতঃ কামড়ান, পরে সূচীবেধের ন্যায় বেদনাবিশিষ্ট শূল।

মলদ্বার ও মল।—*কঠিন মল, মল নিঃসরণ কালে সরলান্ত্র নির্গমন, (* উদরাময় সহকারে সরলান্ত্র নির্গমন, পডো) মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বার হইতে সরলান্ত্র পর্য্যন্ত তীব্র সূচীবেধবৎ বেদনা, (মেজ) মলত্যাগের পর ও মলত্যাগ কালে রক্তস্রাব। * অর্শ; প্রত্যেকবার মলত্যাগ কালে বলি নির্গত হয়, এবং উহাতে অবদরণবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে; তরল মল নির্গত হইলে রক্তস্রাব ও যাতনা বর্দ্ধিত হয়। * বৃহৎ, কোমল ও কষ্টে নিঃসারিত মল (কার্ব্বো, সিঙ্ক,)। * নিষ্ফল মলপ্রবৃত্তি ও মলত্যাগ চেষ্টা।

মূত্র।—* বারংবার অধিক পরিমাণ জলবৎ মূত্রস্রাব (ফস এসি)।

জননেন্দ্রিয়।—(পুং)।—মলত্যাগকালে লিঙ্গোদ্রেক। মেঢ্রত্বকের প্রান্তভাগে ক্ষতের ন্যায় বেদনা ও কণ্ডূয়ন। মৈথুনে সম্পূর্ণ অপ্রবৃত্তি। (স্ত্রী)।—অতিরিক্ত ও অসাময়িক রজঃস্রাব। * স্বল্প কৃষ্ণবর্ণ, পূতিগন্ধরজঃ, (পলস।—বিলম্বিত, স্বল্প ও পাণ্ডুবর্ণ রজঃ, গ্রাফ)। ঋতুকালে অতিশয় অবসন্নতা এবং পাকাশয়ে ও নিম্নোদরে আক্ষেপিক বেদনা, (ক্যাম, কক, নক্স) *জরায়ুতে সূচীবেধবৎ আক্ষেপিক বেদনা (অপিচ, কক) জরায়ু হইতে রক্তস্রাব। প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা; তৎপরে পূযময় বিদাহী প্রদর-স্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—গলায় আকুঞ্চন অনুভব ও গন্ধকের ধূম গ্রহণজনিত কাসের ন্যায় কাসের উদ্রেক (অপিচ আর্স, চায়না।—গলায় যেন পশম বা ধুলি রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব, বেল) দিবারাত্রি শুষ্ক আক্ষেপিক কাস ও তৎসহকারে তরল সর্দ্দি। বাম পার্শ্বে সূচীবেধ, (অধিকন্তু ফস।—দক্ষিণ পার্শ্বে সূচীবেধ, বেল) বক্ষঃস্থলে যাতনা ও শ্বাসকষ্ট। * নিদ্রাবস্থায় নাক-ডাকা। * দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা (ল্যাকে)। * বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগ (ক্যাল্ক, ফস, সিকেল)। * যত অধিকক্ষণ কাসা যায় ততই কাসের উদ্রেক বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেকবার কাসের আক্রমণের পর নিদ্রালুতা (এন্ট-টার্ট)।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎ-কম্প (একন, আর্স, এসাফে, ককিউ)।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—ঘাড়ের অনম্যতা (কালী-কা, ল্যাক, রস)। চিৎ হইয়া শয়ন করিলে ও প্রাতে ত্রিকাস্থি স্থলে বেদনা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—সঞ্চালনে স্কন্ধ-সন্ধিতে বেদনা, বোধ হয় যেন সন্ধি বিচ্যুত হইয়াছে, (ব্রাই, রুটা) উঠিবার সময় জানু ও পদের অস্থিতে অনম্যতা অনুভব। পদের গুরুত্ব।

দেহ।—শরীরের পেশীতে স্থানে স্থানে স্পন্দন (ক্যাল্ক, হাইয়ো, * ষ্ট্রামো)। ভয় বা শোকের পর আক্ষেপিক স্পন্দন (জেলস, ওপি); পর্য্যায়ক্রমে শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও আক্ষেপ। দন্তোদ্ভেদ কালীন; শাসনের পর; ভয় বা শোকবশতঃ আক্ষেপ (জেলস, ওপি)। মানসিক কারণে বা রাত্রিজাগরণে পক্ষাঘাত। বেদনায় অতিরিক্ত অনুভাবকতা (অর, কফি, * ক্যামো, সিপি)। রাত্রিতে শয্যায় বারংবার অবস্থান পরিবর্ত্তন (রস)। শুষ্কবায়ু-জনিত দুর্ব্বলতা, ও মূর্চ্ছাবেশ (নক্স ম)। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা (আর্স, সিঙ্ক, কির, ফস, সিকেল)। সীমা বিশিষ্ট অল্প স্থানে বেদনা।

নিদ্রা।—অতিশয় জৃম্ভণ। অস্থির নিদ্রা ও স্বপ্নে বাকরোধ, (অধিকন্তু পলস, সলফ) নিদ্রাবস্থায় কোঁ কোঁ ও গোঁ গোঁ শব্দ। (নিদ্রা যাইবার জন্য চক্ষু নিমীলিত করিলে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন, বেল।—নিদ্রা হইতে চক্ষু উন্মীলিত করিবার সময় ভয়ঙ্কর স্বপ্ন, ক্যাল্ক-কা, চায়না) সারারাত্রি একই বিষয়ের স্বপ্ন।

জ্বর।—বাহ্য উত্তাপে শীতের উপশম, (অধিকন্তু আর্স, কালী-কা। —বাহ্য উত্তাপে শীতের অনুপশম, বেল, ফস, নক্স,) বাহিরে শীত অন্তরে তাপ, এবং অন্তরে শীত বাহিরে তাপ। সবিরাম জ্বর। জ্বরকালীন গাত্র কণ্ডুয়ন, সর্ব্বাঙ্গে শিতপিত্ত প্রকাশ। মুখমণ্ডলের কেবল একপার্শ্বে জ্বালাকর উত্তাপ। (একগাল লাল ও উত্তপ্ত অপর গাল শীতল ও পাণ্ডুবর্ণ *ক্যামো): *মুখমণ্ডলের আরক্ততা সহ কম্পনবিশিষ্ট শীত। *অপরাহ্নে পিপাসা ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গের উত্তাপ (পলস): *আভ্যন্তরিক তাপ ব্যতীত বাহ্যিক তাপ ও আরক্ততা। স্বল্প ঘর্ম্ম অথবা কেবল মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম। শীতাবস্থায় পিপাসা ও উষ্ণাবস্থায় পিপাসার অভাব।

ত্বক।—কণ্ডুয়ন, অল্প অল্প নখঘর্ষণে উহার উপশম। চর্ম্মের অবদরণ (*গ্রাফ, লাইকো)।

উপচয়।—প্রাতে নিদ্রা হইতে জাগিবামাত্র, সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে, আহারান্তে, মৃদু স্পর্শে, এবং তাম্রকূট, বাফি ও মদিরা সেবনে বৃদ্ধি।

উপশম।—উত্তানভাবে বা ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে, অবস্থান পরিবর্ত্তনে, ও কঠিন চাপ প্রদানে উপশম প্রাপ্তি।

উপযোগিতা।—স্নায়বীয়, উন্মবায়ুগ্রস্ত, মৃদুপ্রকৃতি কিন্তু সহজে উত্তেজনাশীল স্ত্রী, ও স্নায়বীয় বালকদিগের পক্ষে এই ঔষধি অধিক উপযোগী। *(রক্তপ্রধান, দ্বেষ ও ক্রোধপ্রবণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে নক্স-ভ উপযোগী)।

ইথুসা সাইনেপিয়ম—গার্ডেন হেমলক।

ইথুসা অম্বেলিফেরি জাতীয় উদ্ভিদ। ইহা ইউরোপখণ্ডে জন্মে। ইহার সমগ্র সরস বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—ইথুসা তীব্র মাদক বিষ। এতদ্দ্বারা প্রথমে মস্তিষ্ক ও তৎপরে যকৃৎ আক্রান্ত হয় এবং ইহার উত্তেজক শক্তিবশতঃ যকৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য ও নিঃসরণ-ক্রিয়ার প্রতিরোধ জন্মিয়া নানা প্রকার পিত্ত-

লক্ষণ উপস্থিত হয়। দুগ্ধাসহ্যতা, বিশেষতঃ শিশুদিগের দুগ্ধ-বমন, অর্থাৎ দুগ্ধ পান করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ প্রবলবেগে উঠিয়া পড়া ইথুসার প্রধান প্রকৃতি-গত লক্ষণ।

অধিকার।—মস্তিষ্ক-লক্ষণ সহ পৈত্তিক ও সান্নিপাতিক অবস্থা; মৃদুপ্রকৃতি উদর-পীড়া, শিশুদিগের গ্রীষ্মকালের পীড়া, আক্ষেপ, ও অন্যান্য রোগ।

আময়িক প্রয়োগ।—দুগ্ধবমন।—শিশুদিগের দুগ্ধ-বমন রোগে ডাঃ ক্যালেনব্যাক ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। শিশু-বিসূচিকা।—ডাঃ গবেন্সি বলেন যে এই রোগে ইথুসা বিশেষ উপযোগী। অতিশয় অস্বচ্ছন্দতা ও ক্রন্দন, শয্যা হইতে লম্ফদিয়া উঠা বা গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা, ব্যাকুল মুখমণ্ডল, আহার করিবার এক ঘটিকা পরে পুনরায় উহা বমন; গ্রন্থির স্ফীততা ও বেদনা, নিদ্রা-নিবারক চকিততা, এবং পিপাসাব্যতীত দাহ এই ঔষধির প্রয়োগ-লক্ষণ। বালাক্ষেপ।—ডাঃ ক্লিফটন বলেন যে আমাশয় ও অন্ত্রের উপদাহ সম্বলিত বালাক্ষেপ রোগে ইহা ফলপ্রদ। সাধারণতঃ এই সমস্ত রোগে এই ঔষধের ষষ্ঠক্রম ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—চিন্তা করিতে অসমর্থতা (এক্ট, জেলস, ব্যাপ্টি, *নক্স, ফস-এসি)। অতিশয় ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা, (এক, মার্ক, আর্স *রস) তৎপরে মস্তকে ও উদরে প্রবল বেদনা। কোপনতা, (ব্রাই, ক্যামো, নক্স)। প্রলাপ, অবাস্তব বিড়াল ও কুকুর দর্শন, গবাক্ষদিয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক বাহির হইবার চেষ্টা। মস্তক।—মস্তকের বিশৃঙ্খলা, মস্তিষ্ক বাক্সার ন্যায় অনুভব। নিদ্রালুতাসহ ভ্রমি। মস্তক সোজা করিয়া রাখিতে পারা যায়না। মস্তক-পৃষ্ঠে ও গ্রীবা-পৃষ্ঠে যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা। বোধ হয় যেন মস্তকের পার্শ্ব অতিশয় দৃঢ়রূপে চাপিত হইতেছে। চক্ষু।—প্রসারিত কনীনিকা। (এইল, বেল, হাইয়স; ওপি, ষ্ট্রামো) উজ্জ্বল ও বহির্মুখ চক্ষু। (বেল, হাইয়স, ষ্ট্রামো)। গণ্ডমালাজ অভিষ্যন্দ। মুখমণ্ডল।—* নাসা-প্রান্ত

হইতে মুখের কোণ পর্য্যন্ত এক প্রকার আকৃষ্টবৎ অবস্থা, ও তদ্দ্বারা মুখমণ্ডলের উৎকণ্ঠা ও বেদনাসূচক ভাব। **মুখ।**—আর্দ্র জিহ্বা, বিরক্তিকর, তিক্ত আস্বাদ, মুখ ও গলার মধ্যে উপক্ষত। **আমাশয়।**—* দুগ্ধপায়ী শিশুর দুগ্ধাসহ্যতা; দুধ গিলিবামাত্র প্রায় তৎক্ষণাৎ সবেগে উঠিয়া পড়ে, তৎপরে দুর্ব্বলতা বশতঃ তন্দ্রা জন্মে। * প্রবলবেগে দধিবৎ (আইবিস), বা পনিরবৎ পদার্থ বমন। পাকাশয়ের বেদনাজনক আকুঞ্চন, এই আকুঞ্চন এত প্রবল যে তদ্দ্বারা বমন নিবারিত হয়। বিবমিষাসহ উদরোর্দ্ধ দেশে বেদনা। **উদর।**—উদর ও নিম্নাঙ্গের শীতলতা। উদরের স্ফীততা ও আততি। (মার্ক, সিঙ্ক)। বমন, শিরো-ঘূর্ণন ও দুর্ব্বলতার পূর্ব্ববর্ত্তী শূল। **মল।**—উজ্জ্বল পীতবর্ণ, (চেল) অথবা হরিতাভ জলবৎ আঠাআঠা, প্রবল কুন্থনসংযুক্ত (মার্ক), মল বিশিষ্ট অতিসার। দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ। **শ্বাস-যন্ত্র।**—কষ্টসাধ্য ও হ্রস্ব শ্বাস। বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে সূচী-বেধ। **হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।**—প্রবল হৃৎস্পন্দ। পূর্ণ ও দ্রুত; কঠিন, ক্ষুদ্র, ও দ্রুত; ক্ষুদ্র ও তীব্র; অনিয়মিত; অননুভবনীয় নাড়ী। **গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।**—মস্তক পৃষ্ঠে ও গ্রীবা-পৃষ্ঠে যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা; এই বেদনার পৃষ্ঠবংশ পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ। **দেহ।**—অঙ্গুষ্ঠের আকুঞ্চন; আরক্ত মুখমণ্ডল; নিম্ন-মুখ চক্ষু, প্রসারিত, একদৃষ্টিবিশিষ্ট, অচল কনীনিকা; মুখে ফেণা, রুদ্ধ দন্ত; ক্ষুদ্র, কঠিন ও দ্রুতনাড়ী লক্ষণাপন্ন অপস্মারের ন্যায় আক্ষেপ। অতিশয় দুর্ব্বলতা; শিশুরা দাড়াইতে পারে না, মাথা সোজা করিয়া রাখিতে পারেনা। **নিদ্রা।**—বমনের পর (এন্ট টার্ট) অথবা মলত্যাগের পর (নক্স-ম) শিশুর তন্দ্রা। নিদ্রিত হইলে চক্ষু ঘূর্ণন বা ঈষৎ আক্ষেপ। **উপচয়।**—প্রাতে, রাত্রিতে, আহারান্তে; স্তন্যপানে, ও দীর্ঘ নিশ্বাসে বৃদ্ধি। **উপশম।**—অনাবৃত বায়ুতে, নিদ্রান্তে; পশ্চাৎদিকে অবনত হইলে; ও সঞ্চালনে উপশম প্রাপ্তি। **উপযোগিতা।**—গ্রীষ্মকালেই এই ঔষধ সমধিক উপযোগী।

ইপিকাকুয়ান্‌হা—ইপিকাকুয়ান্‌হা।

রুবিয়েসী জাতীয় এই লতিকা দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যে, বিশেষতঃ ব্রেজিল দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহার মূলের চূর্ণ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—ফুসফুস-পাকাশয়িক স্নায়ুর শাখায় ইপিকাকের বিশেষ ক্রিয়া দর্শিয়া প্রধানতঃ বক্ষঃস্থলে ও আমাশয়ে আক্ষেপিক উপদাহ জন্মে। বক্ষঃস্থলের উপদাহবশতঃ শ্বাস এবং আমাশয়ের উপদাহবশতঃ বিবমিষা ও বমন উৎপন্ন হয়। অপিচ, ইপিকাকের ক্রিয়ায় শ্বাসযন্ত্র ও পরিপাক-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী উপদাহিত হইয়া সেই সকল যন্ত্রের প্রতিশ্যায়ের ন্যায় অবস্থা জন্মে, এবং এই প্রকার উপদাহ নিবন্ধনই ইপিকাক দ্বারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতেও রক্তস্রাব হয়। দুর্নিবার বিবমিষা ও বমন ইপিকাকের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।—অবিরাম বিবমিষা, ক্ষণে ক্ষণে উদগার ও বমনসহ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ। নিশ্বাস যন্ত্র ও আমাশয়ের পর্য্যায়শীল পীড়া, সচরাচর রাত্রিকালে উপস্থিত হয়; জ্বরারম্ভে পাকাশয়িক লক্ষণের প্রাবল্য সহ বিষম জ্বর; রক্তস্রাব, বিশেষতঃ বক্ষোৎকাস, শ্বাস, স্বরঘ্ন; অতিসার, কাস; বিবমিষা ও বমন লক্ষণাপন্ন সকল প্রকার রোগ।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

বিষম জ্বর।—বিবমিষা, বমন ও অন্যান্য পাকাশয়িক উপদ্রব, গাঢ় লেপাবৃত, পীতাভ, আর্দ্র মলাচ্ছন্ন জিহ্বা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত বিষম জ্বরে ইহা বিশেষ উপযোগী। বিবমিষা ও বমনাদি লক্ষণযুক্ত স্বল্প বিরাম জ্বরেও ইহার ব্যবহার আছে। কেহ কেহ বলেন এতদ্দ্বারা পূতি-বাষ্প গ্রহণ ও কুইনাইন সেবনের দোষ প্রশমিত হয়। ডাঃ জার বলেন যে বিষমজ্বরে অন্য কোন বিশেষ ঔষধজ্ঞাপক লক্ষণ সুস্পষ্ট না থাকিলে তিনি প্রথমেই ইপিকাক ব্যবস্থা করেন এবং কেবল ইপিকাক দ্বারা তিনি এই প্রকার অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ বার সাধারণতঃ ম্যালেরিয়াবিহীন প্রদেশের ব্যাপক জ্বরে ইহা ব্যবস্থা করিতে বিধি দেন। ডাঃ টেষ্ট বলেন যে ইপি

কাকের জ্বরাদি সমুদায় লক্ষণ রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়। ডাঃ চার্জ্জি এই নিমিত্ত চৈতন্যাধিক্য বিশিষ্ট বালকদিগকে সায়াহ্নে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে নিষেধ করেন।

কাস।—ইপিকাক সেবনে যেমন আমাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ জন্মিয়া বমন হয়, ইহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু আঘ্রাণ করিলেও কোন কোন বিশেষ প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির শ্বাস যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ জন্মিয়া অবিরত হাঁচিবিশিষ্ট প্রতিশ্যায়, আক্ষেপিক কাস, *শ্বাস-রোগের ন্যায় শ্বাস-কষ্ট লক্ষণ উপস্থিত হয়। অতএব স্রাববীয়, আক্ষেপিক শ্বাসরোধক কাস, ও তৎসহ শ্বাসকষ্ট, বিবমিষা, ভুক্তদ্রব্য বমন এবং স্বরযন্ত্রে শ্লেষ্মার শব্দ, এবং নাভী প্রদেশে বেদনা সহ কাস, ইপিকাকের আয়ত্ত। হুপশব্দক কাসের প্রথমাবস্থায় যে পর্য্যন্ত প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে সে পর্য্যন্ত ইপিকাক ব্যবহার্য্য; একোনাইটের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে নিঃসন্দেহই উপকার দর্শে; কেবল আক্ষেপিক কাসে ড্রোসিরা, কোরেলিয়ম; বা কুপ্রম উপযোগী। হাম সহকারে বালকদিগের প্রতি শ্বাসে শ্বাসে প্রবল কাসে ডাঃ গবেন্সি ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। বায়ুনলীভুজ প্রদাহেও শ্লেষ্মা নিঃসারণার্থ ইপিকাক ব্যবহৃত হয়; শ্বাসরোগের প্রবণতা থাকিলেই ইহা বিশেষ উপযোগী। তরুণ কৈশিক-বায়ুনলীভুজ প্রদাহে ডাঃ হোসেট ইপিকাক ও ব্রাইওনিয়া (উভয়ই দ্বাদশক্রম) পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করেন। ফলতঃ পরিপাক যন্ত্রের ও শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মৃদু প্রদাহ জনিত উপদাহে ইপিকাক বিশেষ উপযোগী।

প্রতিশ্যায়।—ডাঃ হিউজ অতিশয় হাঁচি বিশিষ্ট প্রতিশ্যায়ে এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। ওষধি-গন্ধজ জ্বরেও তিনি ইপিকাক উপশমকর বলেন। যদিও ইপিকাক আঘ্রাণে ওষধিগন্ধজ জ্বরের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায় কিন্তু এই রোগ যে পুষ্প-রেণুবশতঃ জন্মে ডাঃ ব্লাক্লি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে তাহাতে জীবাণু থাকে অতএব যে ঔষধের এই জীবিত পদার্থ বিনষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে কেবল তদ্দারাই হে-ফিভার সম্যক আরোগ্য হইতে পারে।

শ্বাস [হাঁপকাস]।—বক্ষঃস্থলে আকুষ্টতা, ঘনশ্বাস, বায়ুনলীতে ঘড় ঘড় শব্দ, বোধ হয় যেন বায়ুনলী শ্লেষ্মা পূর্ণ রহিয়াছে, শীতলতা, পাণ্ডুরতা, ব্যাকুলতা ও বিবমিষা, বিরক্তিকর কাস প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত শ্বাস রোগের আক্রমণ কালে ১০। ১৫ মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা, তৎপরে ৩ ৪ ঘণ্টা পরে এক এক মাত্রা ইপিকাক ব্যবস্থেয়।

অতিসার।—অতিশয় উদর বেদনা ও আক্ষেপ বিশিষ্ট, গ্রীষ্মকালীন অতিসারে ইপিকাক, কলোসিন্থ সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়। বিবমিষা, বমন এবং রক্তাক্ত অথবা দুর্গন্ধময় মলস্রাব বিশিষ্ট অতিসারেও ইহা ব্যবহার্য্য। ইপিকাকের অতিক্রিয়া বশতঃ আমাতিসার জন্মে এবং তাহাতে হরিদ্বর্ণ বা হরিৎমিশ্রিতপীতবর্ণ মল লক্ষণ থাকে অতএব শিশুদিগের আমাতিসারে ইপিকাক ব্যবহৃত হয়।

রক্তাতিসার (আমরক্ত)।—পিচকারী দ্বারা ত্বকের নিম্নে ইপিকাক প্রবিষ্ট করিলে অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ জন্মে, অতএব বিবমিষা, বমন, গ্লানি, কুন্থন ও উদর বেদনা; প্রথমতঃ ফেণিল, দুর্গন্ধ, অনন্তর রক্তময় মল এবং সময়ে সময়ে আম মিশ্রিত ও ঈষৎ হরিৎ বর্ণ মল বিশিষ্ট শরৎকালীন রক্তাতিসারে ইপিকাকুয়ানহা ব্যবস্থেয়। ব্রাইওনিয়া সহ পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিলে এতদ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসক ডঃ রিংগার বলেন যে বিন্দু মাত্রায় এক ঘণ্টা অন্তর ইপিকাকুয়ানহা ওয়াইন ব্যবহার করিলে বালকদিগের তরুণ ও পুরাতন রক্তাতিসারে উপকার দর্শে।

বিসূচিকা।—ডাঃ সরকার বলেন যে ৩৫ গ্রেণ ইপিকাক চূর্ণ দ্বারা বিষাক্ত হওয়াতে একজন লোকের ওলাউঠার প্রারম্ভাবস্থার ন্যায় প্রায় সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। কেবল বিরেচনের হরিতাভ বর্ণ ছিল। শিশুদিগের বিসূচিকায়, ও উপবিসূচিকায় এই ঔষধের প্রয়োগ হয়। নিয়ত বিবমিষা বা দুর্নিবার বমন ইপিকাকের একটী বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

বমন।—অধিক পরিমাণে জলবৎ লালা উদ্গম, অল্প অল্প বিবমিষা, পাকাশয়ে শূন্যতা অনুভব এবং আর্দ্র, পীতাভ বা শুভ্রবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা

লক্ষণাপন্ন বমন। গর্ভাবস্থায় ঈদৃশ লক্ষণ বিশিষ্ট বমন। বিবমিষা সহ প্রচুর পরিমাণে সামান্য বমন; ঈষৎ সবুজ বা কৃষ্ণ বর্ণ এবং শ্লেষ্মা মিশ্রিত বমন, অতিসার। ইপিকাকেরক্রিয়া বশতঃ পাকাশয়ে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা উৎপন্ন হইয়া বমন জন্মে সুতরাং পাকাশয়িক বমনেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। মস্তিষ্ক রোগ জনিত বমনে এতদ্দ্বারা কোন উপকার দর্শে না। গর্ভাবস্থার বমনে প্রতিক্ষিপ্ত স্নায়বীয় উপদাহ প্রশমনার্থে ইপিকাক সহকারে নক্স ভমিকা ব্যবহার করিলে ইপিকাকের ক্রিয়ার অনেকটা সাহায্য হয়। হানিম্যান বমন শূন্য পুরাতন বমন প্রভৃতিতে ইপিকাক ব্যবহার করিতে বলেন। ডাঃ গরেন্সি অনিবার বিবমিষা এই ঔষধের প্রকৃতিগত লক্ষণ মনে করেন। ইপিকাক দ্বারা যে পাকাশয়ের উপদাহ জনিত বমনই কেবল নিবারিত হয় এমন নহে, পাকাশয়ের তরুণ প্রতিশ্যায়ে, বিশেষতঃ বালকদিগের এই প্রকার রোগে, এবং পাকাশয়ের পুরাতন প্রতিশ্যায় জনিত অনেক প্রকার অগ্নিমান্দ্যে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

রক্তবমন।—উজ্জ্বল লোহিতবর্ণরক্ত, পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল, বিবমিষা, ঘন ঘন অনবরত স্থায়ী কাস; লবণাক্ত আস্বাদ ও রক্তের রেখাযুক্ত নিষ্ঠীবন লক্ষণে ইপিকাক একোনাইটের পরে কিম্বা তৎসহ পর্য্যায়ক্রমে বিশেষ ফলপ্রদ। ক্ষত ব্যতীত অস্ত্র হইতে শোণিতস্রাব। আর্দ্র জিহ্বা ও লালা নিঃসরণ সহকারে রক্তবমন।

রজসাধিক্য [মেনোরেজিয়া]—বিবমিষা, শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া, শীতল ও পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডলসহ প্রসবান্তে জরায়ু হইতে আকস্মিক উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ শোণিতস্রাব ও ঈদৃশ লক্ষণ যুক্ত অতি-রজঃ রোগে ইপিকাক উপকারজনক। অনিয়মিত ঋতু অথবা স্বাভাবিক রজোনিবৃত্তি কালের আনুষঙ্গিক রক্তবমনেও ইহা প্রযোজ্য। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে অনিবার বিবমিষা, নাভীপ্রদেশে বেদনা ও সেই বেদনায় জরায়ুতে গতি এবং উজ্জ্বল রক্তস্রাব, জরায়ু হইতে রক্তস্রাবে ইপিকাক প্রয়োগের অবধারিত লক্ষণ।

গর্ভপাত।—উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব, বিবমিষা ও মূর্চ্ছাপ্রবণতা লক্ষণে এই ঔষধি ব্যবহেয়। গর্ভস্রাব নিবারণেও ইহা উপযোগী। রোগিণী

নিম্ন দিকে চাপ, বিবমিষা ও শীতলতা বোধ করিলে এবং শোণিত স্রাবাক্তে ইহার প্রয়োগ হয়।

স্বরঘ্ন [ক্রূপ]।—হেট বলেন যে পর্য্যায়ক্রমে ইপিকাক ও ব্রাইওনিয়া এই রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। অধিকাংশ ক্রূপ রোগেই আক্ষেপিক ও প্রাদাহিক এই উভয়বিধ প্রকৃতি বিদ্যমান থাকে সুতরাং ব্রাইওনিয়া দ্বারা ঝিল্লী উৎপাদক প্রদাহ ও ইপিকাকুয়ানহা দ্বারা আক্ষেপ প্রশমিত হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

মস্তক।—হুল-বেধবৎ বেদনা ও বমনেচ্ছা বিশিষ্ট সাময়িক অৰ্দ্ধাবভেদক (অৰ্দ্ধশিরোবেদনা)। চক্ষুর দ্বিতীয় পটলের প্রদাহে উজ্জল বস্তুর চারি দিকে বর্ত্তিত মণ্ডল দর্শন লক্ষণে এত ঔষধ সম্যক্রমে উপযোগী। মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠ বংশীয় মেনেঞ্জাইটিস (মূল অবিষ্ট)। **শ্বাসযন্ত্র**।—নাসিকা হইতে রক্ত বা জলস্রাব এবং চক্ষুদ্বয়ের আরক্ততা, সজলতা ও বেদনাসহ আক্ষেপিক হাঁচি; প্রচুর শ্লেষা নিঃসরণসহ বক্ষঃস্থলের প্রতিশ্যায়, শ্লেষা তুলিতে চেষ্টা করিলে বমন হয়। যক্ষ্মারোগে ফুসফুস হইতে সহসা রক্তস্রাব। **মূত্রযন্ত্র**।—পাকাশয়জ ও অন্ত্রজ বিবমিষাসহ রক্তমেহ।

অহিফেণ সেবীদিগকে অহিফেণ ছাড়াইতে হইলে কিছুকাল পর্য্যন্ত ইপিকাক সেবন করান কর্ত্তব্য।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—বিরক্তচিত্ততা; ক্রন্দনশীলতা; অনভিজ্ঞতা, বিমর্ষতা।

মস্তক।—বিচরণ করিবার ও নড়িবার সময় শিরোঘূর্ণন। * বিবমিষা ও বমন সহকারে শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক ঘৃষ্ট হইয়াছে। মস্তকের অস্থিতে ও জিহ্বামূলে বেদনা।

মুখমণ্ডল।—চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ মণ্ডল সহ পাণ্ডুবর্ণ, স্ফীত বা নিমগ্ন মুখমণ্ডল, (আর্স, চায়না, পীতবর্ণ, স্পিজি; মুখের চারিদিকে নীলবর্ণ, সিনা)।

নাসিকা।—নাসাবোধ ও বিবমিষা সহকারে প্রতিশ্যায়। নাসিকা হইতে উজ্জল লোহিত রক্তস্রাব।

মুখমধ্য।—মুখবৈরস্য ও তৎসহকারে শ্বেতবর্ণ, গাঢ় লেপাবৃত্ত জিহ্বা, (অপিচ এণ্টক্রু, নক্স।—মলিন পীতবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা, চায়না, মার্ক।—গলার আক্ষেপিক আকুঞ্চন অনুভব, * বেল * হাইয়স) অতিশয় লালাসঞ্চয় ও * অবিরত লালা গলাধঃকরণ।

আমাশয়।—আহারে অরুচি; সুস্বাদু ও মিষ্ট দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা, (হিপার দ্রষ্টব্য) * অবিরত বিবমিষা, (কস, * এন্ট-টার্ট, * ভিরেট) কাষ্ঠ বমি। ভুক্ত দ্রব্য বমন, (* ব্রাই, * নক্স, পলস) পিত্ত মিশ্রিত, তিক্ত তরল পদার্থ বমন, (ক্যাম, মার্ক, ফস, ভিরেট।—মিষ্ট তরল পদার্থ বমন, আই-রিস, ক্রিয়ো—অম্ল শ্লেষ্মা বমন, * নক্স, * ফস, পলস, সলফ) হরিদ্বর্ণ মণ্ডের ন্যায় শ্লেষ্মা বমন, (মার্ক, ভিরেট, ঈষৎ রক্তবর্ণ তরল পদার্থ বমন, কালী-বা) রক্ত বমন, (ব্রাই, হেমে, হাইয়স, নক্স) কৃষ্ণবর্ণ আলকাতরার ন্যায় পদার্থ বমন, * আর্স, সিক, * ভিরেট।—মল ও মূত্র বমন, * ওপি, প্লম্ব) মস্তক অবনত করিলে বমন (এলম, রস—শকট বা নৌকারোহণবশতঃ বমন, আর্স * কক, পেট্র।—আহারান্তে বমন, আর্স, ব্রাই, নক্স, পলস।—পানান্তে বমন, * আর্স * ব্রাই, ক্রোট টিগ, * ভিরেট।—আর্সও দ্রষ্টব্য) পাকাশয়ে অত্যন্ত শূন্যতা ও শিথিলতা অনুভব, (ইগ্নে, মিউর-এসি, সিপি।—অতিশয় পূর্ণতা অনুভব * চায়না, * লাইক, নক্স, ফস) + পাকাশয়ে ভয়ানক বেদনা ও বমনপ্রবৃত্তি। পাকাশয় যেন শিথিল হইয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে এরূপ অনুভব। (টারেক)।

উদর।—উভয় কুক্ষিতে ও পাকাশয়গহ্বরে নখাঘাতের ন্যায় বেদনা। (বেল)। অন্ত্রে হস্তাঙ্গুলী দ্বারা ধৃতবৎ তীব্র বেদনা; এই বেদনা বিশ্রামে উপশমিত ও নড়িলে চরিলে বৃদ্ধি পায়। (বেল)। প্রত্যেকবার সঞ্চালনে প্রায় অবিরত বাম হইতে দক্ষিণ দিকে কর্ত্তনের ন্যায় বেদনা।

মল।—অতিসার; *উচ্ছলিতবৎ মল, (রিউম, স্যাবে।—অভিষবের ন্যায় মল, আর্ণ) তৎসহকারে বিবমিষা ও উদর বেদনা। তৃণের ন্যায় হরিদ্বর্ণ মল, (মলিন হরিদ্বর্ণ আম, মার্ক) কুন্থন বিশিষ্ট রক্তাতিসারের মল। গুহ্যদ্বারে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও জ্বালা সংযুক্ত রক্তময় মল, (মার্ক দ্রষ্টব্য)। * বারংবার হরিতাভ আম নিঃসরণ (আর্জ্জ-নাই, বেল, পলস, এপিস,আর্স)।

মূত্র।—* রক্তময় মূত্র; (অধিকন্ত ক্যান্থ, মিলিফো, নাইট-এসিসিক) ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট আবিল মূত্র (বেল, ফস, ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট ঈষৎ লোহিত বর্ণ মূত্র, নক্স—ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট মলিন মূত্র, চায়না)।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।—নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অত্যন্ত অধিক পরিমাণ রজঃস্রাব. (বেল, ক্যাল্ক, স্যাবি) শ্বাসকষ্ট সহকারে জরায়ু হইতে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ সংযুক্ত রক্তস্রাব। নাভী হইতে জরায়ুপর্য্যন্ত সূচীবেধবৎ বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র।—নিশ্বাস ত্যাগকালে বায়ুনলীভুজে ঘড় ঘড় শব্দ। (এন্ট-টার্ট, ফস, ষ্ট্যান)। *বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মা পূর্ণ বোধ হয়, কিন্তু কাসিলে শ্লেষ্মা উঠেনা, (এন্ট-টার্ট) শ্বাসরোধক কাস, গলকণ্ডূয়ন সহকারে কাস উদ্রিক্ত হয় ও সময়ে সময়ে শ্লেষ্মা বমন হয়। (অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মা বমন, এন্ট-টার্ট) গলা ও বক্ষস্থলের আকুঞ্চন বশতঃ শ্বাস রোধের আশঙ্কা, (শ্বাস-কাস)। শ্বাসরোধক কাস, কাস বশতঃ শিশু আড়ষ্ট ও নীলবর্ণ মুখমণ্ডল-বিশিষ্ট হইয়া উঠে, (কোরাল) * অল্প মাত্র শ্রমে রক্তকাস, আস্তে আস্তে বিচরণে উপশম প্রাপ্তি, *ফির)। বক্ষঃস্থলের সম্মুখভাগে অতিশয় গুরুত্ব ও উৎকণ্ঠা এবং হাস কাস সহকারে শ্বাস-কষ্ট। *নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, মুখ হইতে রক্তস্রাব, বমন করিতে করিতে শ্বাস-রোধ, পাণ্ডু বা নীলবর্ণ ধারণ, ও আড়ষ্টতা লক্ষণাপন্ন হুপশব্দক কাস।

ঊর্দ্ধাঙ্গ।—এক হস্ত উত্তপ্ত অপর হস্ত শীতল। সমুদয় অস্থিতে ঘৃষ্ট-বৎ বেদনা।

দেহ। অতিশয় দুর্ব্বলতা, আর্স, ক্যাম্ফ, ফস, সিকে)। অনম্য শরীর (হাইয়স); ও তৎপরে বাহুর আক্ষেপিক সঞ্চালন। উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ রক্তস্রাব। সমুদায় অস্থিতে ছিন্নকর বেদনা। আভ্যন্তরিক শোথ।

জ্বর।—শীত, কিন্তু অত্যল্প উত্তাপ সহ্য হয় না, (বাহ্য উত্তাপ প্রদানে উপশম প্রাপ্তি, আর্স, *ইগ্নে, কালী কা) প্রায় অপরাহ্ণ চারিটার সময় সহসা উত্তাপের আক্রমণ, পিপাসার অভাব। পাকাশয়িক লক্ষণের প্রাবল্য।

পৃষ্ঠবেদনা, অল্প কাল স্থায়ী শীত, দীর্ঘকাল স্থায়ী জ্বর। বাহিরে শীত, অন্তরে দাহ।

উপচয়।—শয়নের পর, প্রাতঃকালে; ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

বিশেষ লক্ষণ। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও সকল প্রকার আহারে অরুচি। *সকল রোগ সহকারেই বিবমিষা ও বমন, (এণ্টি-টার্ট, ভিরেট) শরীরের সকল দ্বার হইতেই রক্তস্রাব. (ক্রোটালস, ইরিজ, হেমে)—অত্যন্ত রক্তস্রবের পর, আর্স, *চায়না)।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—অল্প মাত্রায় স্বেদজনক ও কফ-নিঃসারক। অধিক মাত্রায় বমন কারক। বমন না হয় এরূপ মাত্রায় বিবমিষা জনক। স্থানিক প্রয়োগে উগ্রতাসাধক। বিবিধ কাসরোগে, উদরাময় ও অতিসারে এবং বক্ষোৎকাস ও রক্তবমনাদিতে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা, বমন করণার্থ ২০। ৩০ গ্রেণ; শৈশবাবস্থায়, ২। ৫ গ্রেণ; বিবমিষা জনন, স্বেদজনন ও কফনিঃসারণার্থ ৷৷০ গ্রেণ হইতে ৩ গ্রেণ।

ইরিজারণ—হর্স উইড।

ইরিজারণ ক্যানেডেন্স কম্পোজিটী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহা আমেরিকায় জন্মে।

ক্রিয়া—ইরিজারণের ক্রিয়াবশতঃ বিবিধ যন্ত্রে প্রবল রক্ত সঞ্চয় জন্মে ও সেই সকল যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হয়।

অধিকার।—রক্তস্রাব। মূত্রকষ্ট।

আময়িক প্রয়োগ।—মূত্রযন্ত্রের অতিশয় উপদাহ, মূত্র-কৃচ্ছ্র বা মূত্রস্তম্ভ, অতিশয় কুন্থন, বারংবার রক্তময় মলস্রাব, গ্রন্থিল মল, এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট রক্তাতিসার। নিম্নোদরে ও উরুদেশে অতিশয় বেদনা বিশিষ্ট অতিরজঃ। রক্তমেহ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়, আরক্ত মুখমণ্ডল, নাসিকা হইতে রক্ত-স্রাব। **নাসিকা।**—নাসিকা হইতে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ রক্তস্রাব।

আমাশয়।—আমাশয়ে প্রবল বমন-বেগ ও জ্বালা, এবং তৎসহকারে রক্তবমন। **মল।**—অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব; অথবা অর্শবলি হইতে রক্তস্রাব। (হেলে)। **মূত্রযন্ত্র।**—মূত্রত্যাগে যাতনা বা মূত্র-নাশ। (একন)। দন্তোদ্ভেদ কালীন শিশুদিগের মূত্র-কষ্ট, বারংবার মূত্র-প্রবৃত্তি ও মূত্রত্যাগ কালে ক্রন্দন; মূত্রের আধিক্য ও তীব্রগন্ধ, বাহ্য মূত্র-যন্ত্র অতিশয় প্রদাহিত ও স্ফীত। **স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।**—গর্ভস্রাব; বা প্রসবের পর জরায়ু হইতে উজ্জ্বল, লোহিত বর্ণ, অধিক পরিমাণ রক্তস্রাব; তৎসহ মলদ্বার ও মূত্রাশয়ের প্রবল উপদাহ, কন্দ, এবং পাণ্ডুবর্ণ ও দুর্বলতা, সঞ্চালনে রক্তস্রাবের বৃদ্ধি।

এইলান্থস্ গ্লাণ্ডুলোসস্—ট্রী অভ্ হেভেন্।

এইলান্থস্ সিমারুবী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার ফুল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ু-কেন্দ্রে এইলান্থসের মুখ্য ক্রিয়া দর্শে এবং তদ্দ্বারা সাংঘাতিক আরক্ত-জ্বরের ন্যায় অবসন্নতা ও দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ত্বকের সহিতও ইহার ক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে; কারণ এতদ্দ্বারা গাত্রে স্ফোটিক জ্বর ন্যায় পীড়কা উৎপন্ন হয়।

অধিকার।—সহসা অত্যন্ত অবসাদ, অচৈতন্য, বমন; চর্ম্মে বা তাম্রবর্ণ পীড়কা বিশিষ্ট দুর্বলকর সান্নিপাতিক রোগ। সাংঘাতিক আরক্তজ্বর, ও অন্যান্য স্ফোটিক জ্বর। সন্নিপাতজ্বর। মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় মস্তিষ্ক ঝিল্লী-প্রদাহ।

আময়িক প্রয়োগ।—কৃষ্ণবর্ণ বা অসম্যকোৎপন্ন পীড়কা বিশিষ্ট আরক্তজ্বরে এই ঔষধ প্রয়োজিত হয়। পীড়কা হ্রাস পড়িতে আরম্ভ করিলে আর ইহা ব্যবহার করা বিহিত নহে। ডাঃ ব্রাউন্ বলেন যে রোমান্তীরোগে, পীড়কা সম্যক উৎপন্ন না হইলে অথবা সহসা বিলুপ্ত হইলে কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। তিনি ইহাও বলেন যে এইলান্থসের লক্ষণের সহিত মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশে রক্ত সঞ্চয়ের লক্ষণের অনেকটা সাদৃশ্য আছে, অতএব মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশমূলক মস্তিষ্ক-ঝিল্লী-প্রদাহে ও ডিফ্থিরিয়া আদির গলাবেদনায় ইহা উপযোগী।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অর্দ্ধচৈতন্য, কেহ কিছু বলিলে বুঝিতে পারা যায় না। (ব্যাপ্ট জেল, ফস-এসি, রস)। সুপ্তি, প্রলাপ ও অচৈতন্য। (বেল, হাইয়স, ওপি)। অনিদ্রা ও অস্থিরতা সহ অবিরত মৃদু প্রলাপ। (এগার, বেল, হাইয়স)। **মস্তক।**—শিরোঘূর্ণন এবং আরক্ত ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল সহ তীব্র শিরঃপীড়া (বেল)। **চক্ষু।**—* রক্ত-সঞ্চয় বিশিষ্ট চক্ষু; জাগরিত হইলে চকিত-দৃষ্টি; প্রসারিত ও মন্দ গতি অক্ষি তারা। (বেল, হাইয়স, ষ্ট্রামো)। **নাসিকা।**—* নাসিকা হইতে অধিক পরিমাণে রস ও রক্তময় স্রাব নিঃসরণ। (আর্স, এরম, নেপ)। নাসারন্ধ্রে রক্তসঞ্চয়; নাসাস্রাব অবরুদ্ধ। **মুখমণ্ডল।**—আরক্ত, উত্তপ্ত, পীড়কাবৃত মুখমণ্ডল। (বেল, রস) মেহগনি কাষ্ঠের ন্যায় বর্ণ। **মুখ-মধ্য।**—* দন্ত-শর্করাবৃত দন্ত। (ব্যাপ্ট, রস)। * শুষ্ক, বিদারিত জিহ্বা। (আর্স, বেল, ব্যাপ্ট, রস)। আর্দ্র ও শুভ্র লেপাবৃত জিহ্বা, (এন্ট-ক্রু, মার্ক) ওষ্ঠ ও ওষ্ঠ-প্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ। (বেল)। **গলমধ্য।**—গিলিবার সময় বা বায়ু আকর্ষণ কালীন গলা বেদনা। গলার অভ্যন্তরে মলিন, প্রায় বার্ত্তাকুবর্ণ স্ফীততা, তালুমূলে গভীর ক্ষত (এপিস), উহা হইতে অল্প অল্প দুর্গন্ধিস্রাব ক্ষরণ; গ্রীবা-পৃষ্ঠের স্ফীততা ও স্পর্শাধিক্য। (ব্যাপ্ট)। গল-মধ্যের উপদাহিতা ও শ্লেষ্মার উদ্গম। গলার অভ্যন্তরে রুক্ষতা, কর্কশতা ও অবদরণ। **আমাশয়।**—উঠিয়া বসিলে প্রবল বমন। (এন্ট-টার্ট)। **মল।**—তরল, জলবৎ, দুর্গন্ধময় অতিসার (আর্স); প্রস্রাব-কালীন অনিচ্ছায় মলস্রাব। (হাইয়স, মিউ-এসি)। **শ্বাস-যন্ত্র।** *দ্রুত, বিষম, আয়াসিত শ্বাস। *শুষ্ক কাস। **নাড়ী।**—অতি দ্রুত, ক্ষুদ্র, ক্ষীণ, অথবা দ্রুত ও বিষম নাড়ী। **চর্ম্ম।**—* গাত্রে, বিশেষতঃ কপালে ও মুখমণ্ডলে মলিন, ঈষৎ নীলবর্ণ পীড়কা। চাপ দিলে পীড়কা বিলীন হয়, এবং পরে আস্তে আস্তে পুনরায় প্রকাশ পায়। **উপচয়।**—সাধারণতঃ প্রাতে বৃদ্ধি। (মিউর-এসি)। **উপযোগিতা।**—স্ত্রী ও বালক, এবং বায়ু-প্রধান ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

একোনাইটম্ নেপেলাস্—একোনাইট—মঙ্কসহুড, উল্ফস্‌বেন, মিঠা, কাঠবিষ, অমৃত, বৎসনাভ।

রেণন্ কিউলেসি জাতীয় একোনাইট নেপেলাস নামক বৃক্ষ। এই বৃক্ষ আসিয়া ও মধ্য ইউরোপে জন্মে। পর্ব্বত শিখর ও উচ্চ ভূমিতে যে সকল বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তাহাই হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে কার্য্যকর। ইহার পত্র, ফুল ও মূল ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কেবল মূল হইতে পরিশোধিত সুরা সহযোগে অরিষ্টও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হোমিওপেথি চিকিৎসায় একোনাইট সর্ব্ব প্রধান ঔষধি। এজন্যই ডাক্তার হেম্পেল ইহাকে হোমিওপেথিক ভৈষজ্যতত্ত্বের মেরুদণ্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রায় সকল প্রকার তরুণ রোগেই ইহার ন্যূনাধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। যাঁহাদের হোমিওপেথিতে বিশ্বাস নাই, সামান্য নবজ্বরে নিয়মানুসারে একোনাইট পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই তাঁহাদের কুসংস্কার বিদূরিত হইবে। পূর্ব্বে যে সকল প্রদাহনাশক উপায় প্রচলিত ছিল তৎপরিবর্ত্তে এলোপেথি চিকিৎসকেরা সম্প্রতি একোনাইটের ব্যবহার করিতেছেন। একোনাইট হোমিওপেথিক ল্যানসেট (ছুরিকা). এই বাক্য এক্ষণ বিলক্ষণ সার্থক হইতেছে।

ক্রিয়া।—একোনাইট প্রধানতঃ মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া দর্শাইয়া ধামনিক রক্ত-সঞ্চলনের আধিক্য ও ধমনীর কৈশিকার পক্ষাঘাত জন্মায় এবং তাহার ফল স্বরূপ নানা স্থানে, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক, পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুগুচ্ছ, মাস্তক ও শৈষ্মিক ঝিল্লী, পেশী ও সন্ধিতে রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহ উৎপন্ন করে।

জ্বর সংযুক্ত ও স্নায়বীয় অস্থিরতা একোনাইটের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।—এলোপ্যাথিমতে রক্ত-মোক্ষণাদি প্রদাহঘ্ন চিকিৎসা যে সকল রোগে উপযোগী সেই সকল রোগে হোমিওপ্যাথিমতে সাধারণতঃ একোনাইট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ প্রাদাহিক জ্বর এবং মস্তিষ্ক-ঝিল্লী প্রদাহ, বায়ুনলীভুজ প্রদাহ, ফুসফুসবেষ্ট-প্রদাহ, ফুসফুস প্রদাহ, অন্ত্র বেষ্ট প্রদাহ, জরায়ু প্রদাহ, যকৃৎ-প্রদাহ, আমবাত, স্বরঘ্ন ও প্রতিশ্যায় সংসৃষ্ট

জ্বরে একোনাইট প্রযোজ্য। হৃৎপিণ্ডের অন্তরাবরণ ও বহিরাবরণ প্রদাহ; রোমান্তি; ও বালকদিগের ঘর্ম্ম শূন্য জ্বর বিশিষ্ট অন্যান্য রোগে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

ধামনিক উত্তেজনা অথবা ধামনিক রক্ত-সঞ্চয় জনিত বা তৎসহবর্ত্তী যে সকল রোগ রক্ত বিষাক্ত না হইয়া উৎপন্ন হয় তাহাতেই এই ঔষধি বিশেষ ব্যবহার্য্য। উত্তেজনান্তে অবসাদন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়ার অবস্থায়ও ইহা বিলক্ষণ উপকারী। ফলতঃ যে সকল রোগে বেদনা, দ্রুত ও সবল নাড়ী, গাত্রে ঘর্ম্মহীন উত্তাপ; জ্বালাকর উত্তাপের পূর্ব্বে শীত, অস্থিরতা, স্বল্প ও আরক্ত মূত্র, কোষ্ঠবদ্ধ এবং রাত্রির প্রারম্ভে রোগের বৃদ্ধি; এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তাহাতেই রোগারম্ভে বা রোগকালে একোনাইটের ব্যবহার হইয়া থাকে। তরুণবাত; কফ জ্বর; বিসর্প, পূর্ণ নাড়ী সহ আভ্যন্তরিক বা বাহ্যিক ধামনিক রক্তস্রাবেও ইহা বিশেষ উপকার করে। এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত-সঞ্চালনের সামঞ্জস্য সম্পাদিত হয় সুতরাং ইহা সেবনে স্থানিক, বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রক্ত-সঞ্চয় দূরীকৃত হয়।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

প্রদাহ।—তরুণ প্রদাহ, তরুণ রক্ত সঞ্চয় ও প্রাদাহিক জ্বরেই একোনাইটের বিশেষ অধিকার দৃষ্ট হয়। ফলতঃ সকল প্রকার ও সকল স্থানের প্রদাহেই একোনাইট স্বয়ং অথবা স্থান বিশেষের প্রদাহনিবারক অন্য কোন বিশেষ ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জ্বর।—১৮১১ খৃষ্টাব্দে হানিমান লিখিয়াছেন যে কুইনাইনের ন্যায় একোনাইটেরও শারীরিক তাপোদ্ভাবনের ক্ষমতা আছে। একোনাইটের বিষ-লক্ষণের প্রতি ভালরূপে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে এতদ্দ্বারা জ্বরের শীত ও বিসূচিকার হিমাঙ্গের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায়। সমস্ত শরীরের ভেসোমোটর স্নায়ুর (রক্তবহানাড়ীর ক্রিয়ানিয়ামক স্নায়ু) উত্তেজনার চিহ্ন স্বরূপ পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল, দ্রুত ও সঙ্কুচিত নাড়ী, অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতা, এবং মৃত্যু হইলে অত্যন্ত শৈরিক রক্ত-সঞ্চয়, এবং প্রতি-ক্রিয়া জন্মিলে রক্ত-সঞ্চলন, শ্বাস-ক্রিয়া, ও শারীরিক তাপের আতিশয্য

দ্বারা জানা যায় যে একোনাইটের জরোৎপাদনশক্তি আছে। জর্ম্মান সমিতির পরীক্ষায় ইহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে একোনাইটের অতিক্রিয়াবশতঃ মস্তক ও বক্ষঃস্থলের ধামনিক রক্ত সঞ্চয় লক্ষণাপন্ন জর উৎপন্ন হয়। অধ্যাপক স্ক্রোফ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে পঞ্চম স্নায়ু-যুগের শাখাত্রয়ে একোনাটের প্রভাব নিবন্ধন জর-লক্ষণ জন্মে। ডাঃ ম্যাকেঞ্জি বলেন যে ইহার বিষ-ক্রিয়ায় শশকের কর্ণের তাপ দুই ডিগ্রী হইতে চারি ডিগ্রী পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। ফলতঃ একোনাইট জরোৎপাদক, সুতরাং জরঘ্ন। সকল প্রকার জরেই একোনাইট উপযোগী নহে। স্নায়বীয় জরেই ইহা ফলপ্রদ। শোণিততন্ত বর্দ্ধিত হইয়া যে জরে শোণকণা (করপসেল) বিষাক্ত এবং বিধান তন্ত বিনষ্ট হয় না অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রাদাহিক জরেই এই ঔষধি অমোঘ। কিন্তু রক্ত দূষিত হইয়া যে সকল বিশেষ জর উৎপন্ন হয়, যথা—মোহজর, সন্নিপাত জর, ম্যালেরিয়া জনিত বিষম জর, ও বিলেপিজর প্রভৃতিতে একোনাইট দ্বারা কোন উপকার দর্শে না। আরক্ত জর প্রভৃতি স্ফোট জরেও যে পর্য্যন্ত উদ্ভেদ সকল বহির্গত না হয় সে পর্য্যন্ত এতদ্দ্বারা নাড়ীর বেগের হ্রাস হয় না। ডাক্তার হিউজ বলেন যে, যে সকল জর কোন স্থানিক তরুণ প্রদাহের আনুষঙ্গিক তাহাতে একোনাইট দ্বারা কোন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যথা,—ফুসফুস প্রদাহরোগে একোনাইট নাড়ীর বেগ দমন করিতে পারে না, কিন্তু ব্রাইওনিয়া বা ফসফরাস বিকারস্থান স্পর্শ করিবামাত্র নাড়ী সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক, প্রদাহজনিত বিধান-বিকার যে পরিমাণে বাড়িতে থাকে একোনাইটের আরোগ্যকর গুণও সেই পরিমাণে কমিতে থাকে। তিনি ইহাও বলেন যে আমবাতজনিত জর ভিন্ন অন্য কোন প্রকার জর, একোনাইট প্রয়োগ আরম্ভ করিবার চব্বিশ ঘটিকার মধ্যেও যদি অধিক উপশম প্রাপ্ত না হয় তবে একোনাইট সে জরের উপযুক্ত ঔষধ নহে। কিন্তু অঙ্গ বিশেষের বাতজনিত প্রদাহ, বিশেষতঃ সন্ধিবাত কেবল একোনাইট দ্বারাই আরোগ্য হইতে পারে। বস্তুতঃ অবিরাম তরুণ জরে একোনাইট অমোঘ ঔষধি।

সামান্য জ্বর হইলে কেবল একোনাইট দ্বারাই তাহা আরোগ্য হয় ; অন্য কোন প্রধান রোগের পূর্ব্ববর্ত্তী জ্বরেও একোনাইট সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ । উষ্ণ ও শুষ্ক ত্বক ; পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ ; বেগবতী নাড়ী ; কোষ্ঠবদ্ধ, হাঁচি, অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ সত্ত্বে একোনাইট দুই ঘণ্টা অন্তর একমাত্রা অথবা অত্যন্ত আবশ্যক হইলে এক বা অর্দ্ধ ঘটিকা অন্তর যে পর্য্যন্ত শরীর ঘর্ম্মাভিষিক্ত ও নাড়ীর বেগ ন্যূন না হয় এক এক বার প্রয়োগ করিতে হইবে। অত্যন্ত শিরোবেদনা, শঙ্খদেশের শিরাস্পন্দ, রাত্রিকালে প্রলাপ প্রভৃতি মস্তিষ্ক লক্ষণ থাকিলে এতৎসহ পর্য্যায়ক্রমে বেলেডোনা ব্যবহার্য্য। কফজ্বরে একোনাইট বিশেষ ফলপ্রদ। শুদ্ধ শীতলাগা, অথবা মূত্র মার্গে শলাকা প্রবেশ জনিত জ্বরে এই ঔষধ অত্যন্ত উপযোগী। ফলতঃ জ্বর রোগে স্নায়ু ও ধমনিসমূহের প্রসারণ (টেনশন) বশতঃ অস্থিরতা ও শীতোত্তাপ ইহার বিশেষ লক্ষণ।

আমবাত (বাত)। —একোনাইট যেমন স্নায়ুর বিকারজনক তেমনই দেহতন্তুর উত্তেজনার বিষ। রক্তসঞ্চালনে একোনাইট প্রবিষ্ট হইলে উহার উপাদানে যে সকল বিধান-তন্তু আক্রান্ত হয় তাহাতে স্পষ্ট আমবাতের লক্ষণ উৎপন্ন হয়। এতদ্দ্বারা সন্ধি, পেশী, ও তন্তুতে কর্ত্তন, ছেদন, ও দ্রুত সঞ্চরণ (চিবিক মারা) লক্ষণাপন্ন বেদনা জন্মে এবং কখন কখন হৃৎপিণ্ডও আক্রান্ত হয়। অতএব তরুণ আমবাত রোগে, বিশেষতঃ রোগের প্রথমাবস্থায় যখন প্রবল জ্বর ও অত্যন্ত বেদনা থাকে এবং সেই বেদনা রাত্রে অথবা স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি পায় তখন একোনাইট ব্যবহৃত হইয়া থাকে; অধিকন্তু পীড়িত স্থান স্ফীত ও আরক্ত, ক্ষুধামান্দ্য এবং আরক্ত মূত্রাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে কেবল একোনাইট অথবা ব্রাইওনিয়ার সহিত পর্য্যায়ক্রমে এক হইতে তিন ঘণ্টা অন্তর, কিম্বা দিবাভাগে ব্রাইওনিয়া ও রাত্রিকালে একোনাইট প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদি রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করা যায় তবে অন্য কোন ঔষধের সাহায্য ভিন্ন কেবল একোনাইট দ্বারাই আমবাত আরোগ্য হয়। ইহা নিম্ন ক্রমে প্রয়োগ করা উচিত। বাতগ্রস্ত স্থানে একোনাইট মর্দ্দনরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তরুণ আমবাতের জ্বর রক্ত-তন্তু বিবর্দ্ধিত ও রক্ত-[illegible] হইয়া উৎপন্ন হয়। রক্ত-তন্তুর বিবর্দ্ধিত অবস্থা একোনাইটের আয়ত্ত, কিন্তু রক্তের বিষ দুষ্টতায় ইহার বিশেষ অধিকার নাই। এই নিমিত্ত আমবাতের জ্বর এই ঔষধে বিলম্বে আরোগ্য হয়। হৃৎপিণ্ডে ও মস্তিষ্ক ঝিল্লীতেও একোনাইটের ক্রিয়া দর্শে। অতএব আমবাতে এই সকল যন্ত্রের উপসর্গ উপস্থিত হইলে একোনাইট পরিত্যাজ্য নহে। তবে সময়ে সময়ে ইহার সহিত ঐ সকল স্থলে বিশেষ ক্রিয়াকর অন্যান্য ঔষধ যথা, ফুসফুস-বেষ্ট-প্রদাহে ব্রাইওনিয়া, হৃৎপিণ্ডের বহিরাবরণ-প্রদাহে কলচিকম, ও হৃৎপিণ্ডের অন্তরাবরণ প্রদাহে স্পাইজিলিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। গ্রীবা স্তম্ভ কটিবাত ইত্যাদি স্থানিক বাতেও একোনাইট ফলপ্রদ।

বিসর্প (নারাঙ্গা)।—জ্বর ও স্থানিক প্রদাহ লক্ষণে, পীড়কা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে একোনাইট ব্যবস্থেয়। আবশ্যক হইলে অন্যান্য অবস্থায়ও দেওয়া যাইতে পারে। একোনাইট মূলের অরিষ্ট সমতল বা স্ফোটকবিশিষ্ট উভয়প্রকার বিসর্পেরই উৎকৃষ্ট ঔষধি।

বিসূচিকা।—বিসূচিকার পতনাবস্থায় হিমাঙ্গ ও প্রতিক্রিয়াবস্থায় গাত্রতাপ বর্দ্ধিত হয় অতএব উভয়ঠায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাক্তর হেম্পেল বলেন, সাংঘাতিক বিসূচিকার প্রথমাবস্থায় একোনাইট ব্যবহার করিলে নাড়ী উত্থিত ও জীবনীশক্তি উত্তেজিত হয়। প্রথম দশমিক ক্রম অথবা অমিশ্র অরিষ্ট এক এক বিন্দু মাত্রায় প্রযোজ্য। অতিশয় উদর বেদনা সহকারে ভেদ; শরীর শীতল; মৃতবৎ আকৃতি প্রভৃতি লক্ষণে ইহার প্রয়োগ করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। প্রথম আক্রমণের অবস্থায় ও হিমাঙ্গ সময়ে একোনাইট বিশেষ ফলপ্রদ। বিসূচিকার পরবর্ত্তী জ্বরে একোনাইট, বেলেডোনা সহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। ডাঃ সালজার বলেন যে একোনাইটের বিষ ক্রিয়ায় রক্ত বিষাক্ত হয় না, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের পেশী-বিধান, ও স্নায়ুর পক্ষাঘাতের উপক্রম জন্মে এবং স্নায়ুমূলের অবসাদন উপস্থিত হয়। অতএব পাক্ষাঘাতিক বিসূচিকা (প্যারালিটিক কলারা) শারীরিক শ্রান্তি ভিন্ন ভয়াদি অন্য কোন অবসাদক কারণে উৎপন্ন হইলে

রোগের প্রথমাবস্থায় উপর্য্যুপরি শীঘ্র শীঘ্র কয়েক মাত্রা একোনাইট প্রয়োগ করিলে ভিরেট্রম অপেক্ষা অধিক উপকার দর্শে। একোনাইটে ফল না দর্শিলে, অধিকন্তু ওলাউঠার ন্যায় জলবৎ ভেদ ও বমন হইতে থাকিলে ভিরেট্রম ব্যবহার করিতে বিধি দেন। সর্দ্দিলাগিয়া অথবা অকস্মাৎ শীতল বায়ু সেবন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী ও কৈশিকার সংকোচনবশতঃ যে অতিসার বা আতিসারিক বিসূচিকা (ডায়রিক কলারা) উৎপন্ন হয় তাহাতেও একোনাইট অত্যন্ত উপযোগী। পতনাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা, কিন্তু হৃৎ-স্পন্দনের সমতা; ব্যাকুলতা; মৃত্যুভয়; বায়ুভুকতা, প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণে বলিষ্ঠ যুবকদিগের পক্ষে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ সালজার বিসূচিকার এই অবস্থারই এক বিন্দু মূল অরিষ্ট তিন আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাঁচ হইতে ত্রিশ মিনিট অন্তর একড্রাম মাত্রায় ব্যবস্থা করিতে বলেন। ডাঃ সালজার এদেশে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেছেন; এদেশীয়দিগের পক্ষে উপযোগী মাত্রায় তাঁহারই বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভবপর।

অতিসার।—ডাঃ গরেন্সি বলেন যে শিশুদিগের জলবৎ অতিসারে ক্রন্দন, অঙ্গুলি-দংশন ও অনিদ্রাদি লক্ষণে এই ঔষধে সত্বর উপকার দর্শে। ডাঃ ম্যাডেন অষ্ট্রেলিয়ায় শিশু-বিসূচিকায় ইহার অতিশয় ফলবত্তা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

স্নায়ুশূল।—জ্ঞান-শক্তিসাধিনী স্নায়ুতেও একোনাইটের ক্রিয়াদর্শে। অধ্যাপক স্কোফ বলেন যে পঞ্চম স্নায়ু-যুগ্মে ইহার ক্রিয়াবশতঃ গণ্ডস্থলে, উপরের হনুতে, ও কপালে এক প্রকার বিশেষ আকর্ষণ ও প্রচাপন অনুভূত হয়। এই অনুভব ক্রমে ক্রমে তীব্রতর হইতে থাকে এবং প্রথমে স্বল্পবিরাম ও স্থানপরিবর্ত্তন বিশিষ্ট বেদনায় পরিবর্ত্তিত, অনন্তর অতিশয় উগ্র অবিরাম বেদনায় পরিণত হয়। অধ্যাপক গবলার রক্তসঞ্চয়জনিত মুখমণ্ডলের স্নায়ু-শূলে একোনাইট প্রায় অমোঘ বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু ডাঃ হিউজ বলেন যে একোনাইটের বিষাক্ততায় যে বেদনা জন্মে তাহা কিয়ৎপরিমাণে সর্ব্বশরীরেই অনুভূত হয়, অতএব সর্ব্বত্রই কিয়ৎপরিমাণে একোনাইটের

ক্রিয়াদর্শে। সুতরাং কেবল পঞ্চম স্নায়ু-যুগ্মের অধিকৃত স্থল অর্থাৎ মুখমণ্ডলাদিব্যতীত অন্যান্য স্থানের স্নায়ু-শূলেও একোনাইট উপযোগী। উৎকণ্ঠা ও অতিরিক্ত উত্তেজনাদিবশতঃ যে সকল ব্যক্তিরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং যাহাদের রক্ত সঞ্চালনের সামঞ্জস্য না থাকাতে স্থানিক রক্তসঞ্চয় হয় তাহাদের ধামনিক উত্তেজনা জনিত স্নায়ুশূলে একোনাইট প্রয়োজ্য। মুখমণ্ডলের শীতজাত স্নায়ুশূলে এবং তরুণ গৃধসী রোগে একোনাইট বিলক্ষণ ফলপ্রদ। অপেক্ষাকৃত যুবক ব্যক্তিদিগের তরুণ, বিশেষতঃ শীতল বাতাসজাত স্নায়ুশূলেই ইহা অত্যন্ত উপযোগী। স্নায়ুশূলে একোনাইট ধাবন আশু ফলপ্রদ। প্রয়োগের সুবিধা থাকিলে আট তোলা জলে দ্বাদশ বিন্দু উগ্র অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া রোগীর ইচ্ছানুসারে শীতল বা উত্তপ্ত করিয়া স্থানিক প্রয়োগ কর্ত্তব্য। স্থানিকপ্রয়োগ জ্ঞানশক্তিসাধিনী স্নায়ুর অবশতা অর্থাৎ বেদনানুভব নিবারিত হয়।

সন্ন্যাস।—একোনাইট দ্বারা রক্তসঞ্চালনের সামঞ্জস্য জন্মে। সুতরাং পূর্ণ দ্রুত ও সবল নাড়ী, শুষ্ক, ও তপ্ত গাত্র বিশিষ্ট রক্তসঞ্চয় জনিত সন্ন্যাস রোগের পূর্ব্বরূপ বা আক্রমণাবস্থায় একোনাইট প্রযোজ্য। অনিষ্টকর রক্তমোক্ষণ অপেক্ষা ইহা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

পক্ষাঘাত [অবশাঙ্গ] —জ্ঞানশক্তিসাধিনী স্নায়ুসমষ্টে একোনাইটের বিষক্রিয়াবশতঃ ত্বকের স্পর্শ-জ্ঞানের বিলোপ বা লাঘব জন্মে এবং বেদনানুভব শক্তি অন্তর্হিত হয়। বিষাক্ত ব্যক্তি অবশতা ও টনটনানি, অথবা কণ্টক বেধ ও জ্বালাজনিত অস্বচ্ছন্দতার কথা বলিতে পারে বটে কিন্তু বাহ্য স্পর্শ অনুভব করিতে পারেনা। সংন্যাস ও পক্ষাঘাত রোগের পূর্ব্বরূপ অবস্থায়ও হস্তপদে এই প্রকার টনটনানি ও অবশতা অনুভূত হয়। ডাঃ লাইগো ও হটট সম্প্রতি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে সম্ভবতঃ অপ্টিক্ থ্যালেমস নামক স্নায়ু-মূলে একোনাইটের ক্রিয়াবশতঃ এই প্রকার লক্ষণ জন্মে। আশঙ্কিত অর্দ্ধাঙ্গেও ঠিক এই প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হয়। হার্লিমান যে সকল বিষাক্ত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যেও দুই জনের প্রকৃত অর্দ্ধাঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছিল। সুতরাং সদৃশমতে শীত জনিত তরুণ পক্ষাঘাত, বিশে

বতঃ অর্দ্দিত প্রভৃতি স্থানিক পক্ষাঘাত রোগে পৃষ্ঠে অবশতা, প্রগণ্ড ও অঙ্গুলীতে সূচীবেধ প্রভৃতি লক্ষণে একোনাইটের ব্যবহার হইয়া থাকে। ডাক্তর হেম্পেল বলেন যে পক্ষাঘাত রোগে একোনাইটের অসাধারণ আরোগ্যকর শক্তি আছে, তিনি ইহার উগ্র অরিষ্ট (সেচুরেটেড্ টিংচার) দ্বারা মস্তিষ্কমূলক স্থানিক ও সর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাতগ্রস্ত বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। শীতোৎপন্ন মেরুদণ্ডাবরণ প্রদাহ বশতঃ পক্ষাঘাতেও এই ঔষধি দ্বারা উপকার দর্শে। ডাঃ হিউজ বলেন যে গুল্মবায়ু জ ব্যতীত অন্যান্য প্রকার স্থানিক বা সার্ব্বাঙ্গিক বেদনানুভবরাহিত্যেও একোনাইট ফলপ্রদ।

ধনুস্তম্ভ (টিঙ্কার)।—স্নায়ুমণ্ডলের মাস্কিউলো মোটর্ স্ফিয়ার অর্থাৎ পেশীর গতিশক্তিসাধক বিভাগে একোনাইটের ক্রিয়াবশতঃ প্রবল আক্ষেপ উপস্থিত হয়। এবং একোনাইট দ্বারা বিষাক্ত হইলে হনুস্তম্ভ, গলদেশের আকুঞ্চন, স্থানিক আক্ষেপ, অঙ্গের অনম্যতা, ও কৃত্রিম ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ প্রকাশ পায়। একোনাইট জনিত টঙ্কারে ষ্ট্রিকনিয়াজাত টঙ্কারের ন্যায় প্রতিক্ষিপ্ত উত্তেজনার লক্ষণ বিদ্যমান থাকে না। একোনাইটের এইরূপ আক্ষেপ উৎপাদক শক্তি আছে বলিয়াই ইহা স্বরঘ্ন, শ্বাস, সামান্য হনুস্তম্ভ, এবং নানাবিধ স্থানিক আক্ষেপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ হিউজ শীত বা সিক্ততাজনিত স্বয়ন্ভূত ধনুস্তম্ভে এই ঔষধ অতিশয় উপযোগী মনে করেন। আভিঘাতিক ধনুস্তম্ভেরও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, এতদ্দ্বারা এই রোগগ্রস্ত সাতজনের মধ্যে ছয় জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের স্নায়বীয় কম্পনেও একোনাইট ফলপ্রদ।

আক্ষেপ (খেঁচুনি)।—জ্বর, অস্থিরতা ও আরক্ত মুখমণ্ডল সহকারে শিশুদিগের আক্ষেপরোগে ও আশঙ্কিত আক্ষেপে একোনাইট বেলেডোনার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভয় বা উত্তেজনা জন্য আক্ষেপ রোগেও একোনাইট ব্যবস্থেয়।

আক্ষেপিক স্বরঘ্ন (ঘুংড়ীকাশী)।—কণ্ঠনালীর আক্ষেপ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ জন্মিলে ও জ্বর লক্ষণ থাকিলে একোনাইট ব্যবস্থেয়। বাস্ত-

বিক, আক্ষেপিক স্বরযন্ত্র রোগে একোনাইট অতুল্য ঔষধি। কেবল ইহার প্রয়োগ করিয়া অনেক সময় এই বিষম রোগ আরোগ্য হয়। যদি রোগের যথার্থ প্রকৃতি নির্দ্দেশে সন্দেহ জন্মে তবে একোনাইটের সহিত স্পঞ্জিয়া পর্য্যায়ে ব্যবহার করা উচিত; প্রকৃত স্বরযন্ত্রেও আক্ষেপ নিবারণার্থে একোনাইটের সহিত পর্য্যায়ক্রমে স্পঞ্জিয়ার ব্যবহার বিধেয়। প্রয়োজনানুসারে ১০।১৫।৩০ মিনিট অন্তর এক একবার ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

শিরঃপীড়া।—রক্তসঞ্চয়জাত শিরঃপীড়ায় মস্তিষ্ক আক্রান্ত না হইলে একোনাইট দ্বারা উপকার দর্শে।

অভিষ্যন্দ।—বেগবতী নাড়ী, শুষ্কত্বক, ও পিপাসা লক্ষণ বিশিষ্ট সর্দ্দিজনিত চক্ষু প্রদাহের প্রথম উপক্রমে একোনাইট সেবন করিলে ও চক্ষে শীতল জলের পটি দিলে সত্বর রোগ আরোগ্য হয়। প্রমেহ জনিত চক্ষু প্রদাহের প্রথম অবস্থায় চক্ষে বরফের জল প্রদান ও প্রতি ঘণ্টায় একোনাইট সেবন করিলে উপকার দর্শে। একোনাইটের বিষক্রিয়ায় আমবাতিক অভিষ্যন্দের ন্যায় চক্ষে অতিশয় বেদনাসংযুক্ত রক্তাধিক্য জন্মে এবং আমবাতিক অভিষ্যন্দের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধে অতিশয় উপকার দর্শে। উপঘাত জনিত চক্ষু-প্রদাহের পূর্ব্বকার অবস্থায় একোনাইট প্রয়োগ করিলে প্রদাহ প্রতিরুদ্ধ হয়।

হৃদ্রোগ।- অতিমাত্রায় একোনাইট সেবনে হৃৎপিণ্ডের অবসাদন ও অবশেষে পক্ষাঘাত জন্মে। কিন্তু অল্পমাত্রায় এতদ্দ্বারা প্রথমে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার দ্রুততা ও অনিয়ম আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। অধিক পরিমাণ উত্তাপ ও একোনাইট দ্বারা হৃৎপিণ্ডে একই প্রকার ক্রিয়া দর্শে। অতএব যে সকল হৃদ্রোগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিবর্দ্ধিত হয় ও বামপার্শ্ব বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হয় সেই সকল রোগে একোনাইট অতিশয় উপকারী। ক্রমাগত একোনাইট ব্যবহার করিলে হৃৎপিণ্ডের বিবর্দ্ধনজনিত যাতনা অনেক হ্রাস পড়ে। হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপেও ইহা ফলপ্রদ। রক্তপ্রধান ব্যক্তিদিগের তরুণ হৃৎশূলে শ্বাসরোধ অনুভব, ব্যাকুলতা ও স্পন্দন প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে একোনাইট ব্যবহার্য্য; উত্তপ্ত ও আরক্ত মুখমণ্ডল, হস্ত পদের অবশতা,

ঘন শ্বাস ও সামান্য উত্তেজনায় হৃৎকম্পের উদ্রেক হইলে, এবং হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা না জন্মিয়া থাকিলে হৃৎকম্প রোগে একোনাইট দ্বারা বিলক্ষণ শান্তি জন্মে।

প্রতিশ্যায়।—জ্বর ভাব, শ্বাসপথ শুষ্ক ও জ্বালাবিশিষ্ট, হাঁচি, চক্ষুতে জ্বালা ও পূর্ণতাবোধ, শিরোগ্রহ, শীত, ক্লান্তি ও গ্লানি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত প্রতিশ্যায় রোগের প্রথমাবস্থায় একোনাইট প্রয়োগ করিলে প্রায় আর অন্য কোন ঔষধের আবশ্যকতা থাকে না। ২।৩ ঘটিকা অন্তর এক একবার ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য। তরল শ্লেষ্মাস্রাবী প্রতিশ্যায়; গাঢ় শ্লেষ্মাস্রাবী পুরাতন প্রতিশ্যায় প্রভৃতিতেও একোনাইটের ব্যবহার আছে।

বায়ুনলী ভুজপ্রদাহ।—তরুণ বায়ুনলীভুজ প্রদাহের প্রথমাবস্থায় ঘন ঘন একোনাইট প্রয়োগ করিলে রোগ বৃদ্ধি পায় না এবং কেবল এই ঔষধি দ্বারাও আরোগ্য জন্মিতে পারে। বক্ষঃস্থলে ও কণ্ঠে কণ্ডূয়ন সহকারে হ্রস্ব কাস ও তজ্জন্য সম্মুখ কপালে বেদনা, বক্ষঃস্থলে জ্বালা ও স্ফুরণবৎ যাতনা একোনাইটের অন্যান্য লক্ষণ।

কাস।—শুষ্ক, কঠিন, তরুণ কাস রোগে—অস্থিরতা, শিরঃপীড়া বেগোচ্ছেদ, পিপাসা, কণ্ঠ-শোষ প্রভৃতি লক্ষণে একোনাইট ব্যবহেয়। কোন প্রাচীন রোগকালে সহসা কাস প্রকাশ পাইলেও এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে।

রক্তোৎকাস।—এই রোগে যথাসময়ে একোনাইট প্রয়োগ করিলে রক্ত সঞ্চয় বিদূরিত ও জ্বরের ক্রিয়া পরিবর্জ্জিত হয়। ফলতঃ যক্ষ্মা রোগে দ্রুতনাড়ী; ক্ষুধামান্দ্য, পিপাসা প্রভৃতি জ্বরলক্ষণে একোনাইট প্রধান ঔষধি। অন্যান্য প্রকার তরুণ রক্তস্রাব ও তরুণ রক্তসঞ্চয়েও একোনাইট সেবনে প্রায়ই উপকার দর্শে।

ফুসফুস-প্রদাহ।—এই ব্যাধির প্রথমাবস্থায় প্রতিশ্যায় ও জ্বরের আক্রমণ সময়ে, অস্থিরতা, গ্লানি, স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যভাগে বেদনা অথবা বক্ষঃস্থলে বেদনা ও অল্প অল্প কাস প্রভৃতি লক্ষণে একোনাইট ব্যবহার্য্য।

শ্বাস।—নিউমোগ্যাষ্ট্রিক্ (ফুসফুসামাশয়িক) স্নায়ুর পীড়ায় শ্বাস কষ্টে ও অসম্পূর্ণভাবে নির্গত হইলে একোনাইট দ্বারা আশ্চর্য্য উপকার দর্শে

সুতরাং আক্ষেপিক শ্বাস রোগের আক্রমণ সময়ে এই ঔষধি প্রয়োগ করিলে আশু উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্যাকুলতা, শ্বাসকৃচ্ছ, আয়াসযুক্ত হৃৎক্রিয়া একোনাইটের বিশেষ লক্ষণ। বায়ুনলীভুজের পীড়া জন্য শ্বাস রোগে একোনাইট সর্ব্বোৎকৃষ্ট যাপ্যকর ঔষধ। ফুস্‌ফুসাবরণ-প্রদাহ; ফুস্‌ফুসের রক্ত-সঞ্চয়; তরুণ গলাবেদনা; স্বরযন্ত্রপ্রদাহ প্রভৃতিতেও একোনাইটের ব্যবহার আছে।

পাণ্ডু (কামলা)।— প্রদাহ লক্ষণ ও যকৃৎ প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা।

মূত্রস্তম্ভ (মূত্ররোধ)।—প্রদাহ লক্ষণযুক্ত মূত্রস্তম্ভে একোনাইট ক্যান্থেরাইডিস্ সহকারে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

স্ত্রীরোগ।—প্রথম রজোদর্শনে বিলম্ব বশতঃ রক্তসঞ্চালনের বিশৃঙ্খলা। সর্দ্দি জন্য জ্বর লক্ষণ সহকারে আকস্মিক রজঃস্তম্ভ। রক্ত প্রধানা দিগের স্বল্প-রজঃ। প্রদাহ বা রক্ত-সঞ্চা জনিত কষ্ট রজঃ (বেলেডোনাসহ পর্য্যায়ক্রমে) শীতোত্তাপ প্রভৃতি জ্বরলক্ষণ সহকারে বস্তেরক-মজ্জার তরুণ উপদাহ; গর্ভাবস্থায় গুহ্যদ্বারে পূর্ণতা, উত্তাপ ও প্রদাহ সহকারে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ শোণিতস্রাবী অর্শ। প্রদাহ লক্ষণ সহকারে গর্ভাবস্থায় মূত্ররোধ। প্রসবকালে জ্বরভাব ও হৃৎকম্প। প্রসবান্তে দ্রুতনাড়ী ও স্বল্প মূত্রসহকারে অধিক পরিমাণে লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব। সূতিকা-জ্বরের প্রথমাবস্থা। জ্বরলক্ষণ সহ, শীত বা সর্দ্দিবশতঃ স্তন্যলোপ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

চক্ষু কর্ণ নাসিকা।—শীতজাত তরুণ কর্ণশূল, কর্ণ-প্রদাহ ও বধিরতা, প্রতিশ্যায় রোগের প্রথমাবস্থায় নাসা-প্রদাহ, মস্তকে রক্ত সঞ্চয় বশতঃ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। রক্তসঞ্চালনযন্ত্র।—হৃৎপিণ্ডের বাতজনিত বা প্রাদাহিক পীড়া; রক্তপ্রধান বা বায়ুপ্রধান ব্যক্তিদিগের স্নায়বীয়, শুল্মবায়ু জনিত অথবা জ্বরের উত্তেজনা সম্ভূত হৃৎস্পন্দন; উৎকণ্ঠা, উত্তাপ, ও বিষণ্ণতা সহকারে হৃৎপিণ্ডে রক্তাধিক্য, নাড়ীলোপ সহ মূর্চ্ছাবেশ। পরিপাকযন্ত্র।—আমবাত ও রক্তসঞ্চা জনিত দন্ত ও মুখমণ্ডলের বেদনা,

(বিশেষতঃ শীত ও বায়ুপ্রবাহ জাত); দন্তে বা মুখ-পার্শ্বে দপ্‌দপ্‌কারী চাপক বেদনা এবং এই বেদনা শীতল জল সংস্পর্শে উপশমিত বোধ হয় ; দন্তোদ্গম জ্বর। শীতজাত অতিশয় বেদনা বিশিষ্ট তরুণ দন্তশূলে যদি বেদনা, শীতল জল সংস্পর্শে কিঞ্চিৎকাল উপশমিত বোধ হয় তবে একোনাইটের উগ্র অরিষ্ট, বা প্রথম দশমিক ক্রম এক বা দুই বিন্দু এক খণ্ড লিণ্টে করিয়া দন্তে রাখিলে কখন কখন আশু প্রতিকার জন্মে। হৃৎকম্পন, মুখরোগ ও জ্বরলক্ষণ সহ রক্তবমন (আঘাতাদি জনিত হইলে আর্নিকাসহ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য); পাকাশয়, অন্ত্র ও অন্ত্রাবরণের শীতসম্ভূত প্রদাহ ; জ্বরসহ কোষ্ঠবদ্ধ , ঈষৎ জ্বর লক্ষণ সহকারে দন্তোদ্গম কালীন উদরাময় ; অতিরিক্ত শোণিতস্রাবী ও অত্যন্ত বেদনা বিশিষ্ট অর্শ (বেদনা নিবারণার্থ একোনাইট আভ্যন্তরিক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ধাবন (লোশন) রূপে বাহ্য প্রয়োগও হইয়া থাকে), যকৃতে তরুণ রক্তসঞ্চয় ও পাণ্ডুরোগাশঙ্কায় (মার্কিউরিয়াস সহ পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার্য্য, এলোপেথি মতে পারদ প্রয়োজিত হইয়া থাকিলে মার্কিউরিয়াসের পরিবর্ত্তে চায়না ব্যবহার করা কর্ত্তব্য)। **মূত্রযন্ত্র।**— মূত্রাশয় গ্রীবার জ্বালা ও বেগ ; বৃক্ক-প্রদাহ, জ্বর লক্ষণ সহকারে মূত্রমার্গ-প্রদাহ, তরুণ মুষ্ক-প্রদাহ (অতিশয় স্ফীততা ও বেদনা)। **ত্বক্।**— চর্ম্মে ক্ষণস্থায়ী কণ্ডূয়ন ও জ্বালা। শিশুদিগের ঘর্ম্মশূন্য জ্বালাকর গাত্রোত্তাপ বা পিপাসা সহকারে আরক্ত উদ্ভেদ একোনাইট সুব্যবস্থেয়। জ্বর লক্ষণ সহকারে দুর্নিবার গাত্র-কণ্ডূয়ন।

একোনাইট ব্যবহারের পর ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইলেই এতদ্বারা উপকার দর্শিল মনে করিতে হইবে। ঘর্ম্ম নিঃসরণের পর আর প্রয়োগ বিহিত নহে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।— অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা সহ ভয় ও ব্যাকুলতা, (বেল দ্রষ্টব্য) *মৃত্যুর ভয়, মৃত্যুর দিন পূর্ব্বে বলা, (মৃত্যুর ভয় অপেক্ষা মৃত্যুর ইচ্ছা অধিক, * অরম, বেল, রুস।—মরিতে অথবা একাকী থাকিতে ইচ্ছা, চায়না, *নক্স ভ.) চঞ্চলচিত্ততা, গানকরা, শীষ দেওয়া, ও বিলাপ করা, (বেল) প্রলাপ, বিশেষতঃ রাত্রিকালে।

মস্তক।—আসন হইতে উঠিলে, মস্তক অবনত করিলে অথবা ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে *শিরোঘূর্ণন, (ব্রাই, পেড়ো, * পলস,—কালী-বাই দ্রষ্টব্য) *মুখমণ্ডলের অতিশয় উত্তাপ ও আরক্তত্তা সহকারে মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়, (*বেল *ব্রাই) কপালেপূর্ণতা ও গুরুতা অনুভব, বোধ হয় যেন চক্ষু দিয়া মস্তিষ্ক নির্গত হইবে (*বেল, ব্রাই, মার্ক।—মস্তকে শূন্যতা অনুভব, ককিউ, ওপি,) *কপালে ভেদনবৎ ও দপদপ কর-বেদনা। অঙ্গ সঞ্চালনে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়। *জ্বালাকর শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক স্ফুটিত জলে সঞ্চালিত হইতেছে, (ইগ্নেশিয়া) *মস্তকের কেশ কণ্টকিত অনুভব হয়, (ব্যাবাই-কা, বোধ হয় যেন মস্তকের মধ্যভাগে এক গুচ্ছ কেশ আকৃষ্ট হইয়াছে, ম্যাগ কা ইগ্নেশিয়া)।

চক্ষু।—*তরুণ চক্ষু প্রদাহ। আলোক-দ্বেষ, (*বেল, কোন, ইউফ; —বিশেষতঃ প্রদীপের আলোকে দ্বেষ, জেলস,—আলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা, ষ্ট্রামো) অক্ষিপুটের কঠিন ও রক্তবর্ণ স্ফীততা, (অক্ষিপুটের প্রান্তে ক্ষত, মার্ক)।

কর্ণ।—*কর্ণে শব্দ, (চায়না দ্রষ্টব্য) শ্রুতিশক্তির তীব্রতা; *শব্দ-দ্বেষ, (ম্যাগ কা, ফস এসি, *সিপি,—শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা, আর্স, বেল, *ক্যাল্ক, ফস, *ষ্ট্রামো)।

নাসিকা।—*নাসিকা হইতে রক্ত-স্রাব; বিশেষতঃ রক্ত প্রধান ব্যক্তিদিগের (আর্নি, ব্রাই, *বেল, ফস দ্রষ্টব্য) *ঘ্রাণাধিক্য। হাঁচিসহ প্রতিশ্যায়।

মুখমণ্ডল।—স্ফীত, আরক্ত ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল (মলিনরক্তবর্ণ ও স্ফীত, *বেল, *হাইয়স, ওপি—মার্ক দ্রষ্টব্য) উত্থান করিলে রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হয়, *ভিরেট,—বিকৃত মুখাকৃতি সহকারে মৃত দেহের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল, *আর্স, ক্যাম্ফ, ফস)। *মুখমণ্ডল বড় হইতেছে এ প্রকার অনুভব। পঞ্চম স্নায়ু-যুগের স্নায়ু-শূল।

মুখ-মধ্য।—ওষ্ঠ শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ, (অধিকন্তু *আর্স, ব্রাই, *মার্ক। —*অবিরত শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন, আর্স) মুখ ও জিহ্বার অতিশয় শুষ্কতা, (অধিকন্তু *আর্স, ব্রাই, ক্যাম;—পিপাসা ব্যতীত শুষ্কতা, বেল, লাইক, *নক্স ম) জিহ্বা শ্বেতবর্ণ, গাঢ় পীত ও শ্বেত মিশ্রিত লেপাবৃত।

গল-মধ্য। — *গল প্রদাহ, (তালু, তালু-পার্শ্ব-গ্রন্থি ও গলকোষের) প্রবল জ্বর, পীড়াক্রান্ত স্থলের মলিন আরক্ততা, জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা, (অধিকন্তু, *এপিস, বেল, মার্ক) গিলিবার সময় গলায় হুল বেধবৎ অনুভব (গিলিবার সময় স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে বেদনা, * রস)।

আমাশয়। — জ্বালাকর দুর্নিবার পিপাসা। (আস, ব্রাই, সিক্ক, মার্ক, রস)। জল ভিন্ন অন্যান্য বস্তুর তিক্ত আস্বাদ, (সকল প্রকার আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যের তিক্ত আস্বাদ, *ব্রাই, কলো, চায়না, পলস)। দুর্নিবার পিপাসা। (বারংবার অল্প অল্প জল পান, *আস, চায়না, হাইওস। —অধিকক্ষণ পরে অধিক পরিমাণে জলপান ব্রাই) *পিত্তমিশ্রিত বমন ও তৎসহ শীতল ঘর্ম, (কপালে শীতল ঘর্ম, * ভিরেট — ইপি দ্রষ্টব্য)। কৃমি-বমন (স্পাঙ্গ), পিত্ত বমন, (আর্স, পডো), হরিদ্বর্ণ পদার্থ; ও শ্লেষ্মা বমন, (এণ্ট-টা, ইপি), পীত দ্রব্য বমন (আর্স, কস)। *পাকাশয়ের প্রদাহ, (আর্স, ক্যাম্ফ, * কস, নক্স) আহার বা পানান্তে পাকাশয়ের প্রবল বেদনা, (* আর্স ফেব, *নক্স, পলস)।

উদর। — তরুণ যকৃৎ প্রদাহ। যকৃৎ প্রদেশে চাপানুভব। * সমগ্র স্ফীত উদরে স্পর্শদ্বেষ ও তীব্র বেদনা সহ অন্ত্রের প্রদাহ। পিত্ত বমন সহ অন্ত্র-বৃদ্ধি জনিত প্রদাহ, (নক্স ভ দ্রষ্টব্য)। (অন্ত্র-কুঞ্চন, বমন, মূর্চ্ছা ও তাহা অসমর্থতা।

মল। — কুন্থন সহকারে বারংবার অল্প অল্প মলস্রাব, (অধিকন্তু, আস, বেল, কলচ, * মার্ক) *জলবৎ সবুজ মল। শ্বেতবর্ণ মল, (কাল্কে, চায়না, ডিজিটা। — কৃষ্ণবর্ণ মল, ক্যাম্ফ, চায়না, লেপ্ট, * ভিরেট)। গ্রীষ্মকালের উদরাময়ে কর্তিত শাকের ন্যায় মল।

মূত্র। — *মূত্রপিণ্ডে সূচীবেধ সহকারে মূত্ররোধ, (জ্বালাকর, হুলবেধ-বৎ বেদনা, * ক্যাম্ফ, টেরের — ক্যান্থ দ্রষ্টব্য) * কষ্টে অল্প পরিমাণে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ মূত্রস্রাব, (কপিশ, কৃষ্ণাভ মূত্র, কলচি, ষ্ট্যাটি নিউ, টেরের)।

জননেন্দ্রিয়। — (পুং) অণ্ডকোষের স্ফীততা ও কঠিনতা (এগ্নস, অরু, ক্লিমেটিস, কোন)। অণ্ডকোষে মুষ্টবৎ বেদনা (আর্জ, আর্ণ)। শুক্রস্রাব

ত্যাগকালে লিঙ্গ মুণ্ডে ভেদন বা নখাঘাতের ন্যায় বেদনা। (প্রস্রাব করিবার সময় মূত্রমার্গে জ্বালা, * ক্যান থ্যাটি, ক্যাপ, কষ্ট।—প্রস্রাব ত্যাগের পরে জ্বালা, * ক্যান্থ, ক্যাপ, নাইট্রি এসি।) (স্ত্রী)।—অধিক পরিমাণ ও অধিক কালস্থায়ী রজঃস্রাব, বিশেষতঃ যুবতী ও রক্তপ্রধানা স্ত্রীদিগের, (* বেল, ক্যালক।—পরে দ্রষ্টব্য)। ভয় বশতঃ রজোরোধ, (ক্যাইক।—সর্দ্দিজনিত, * ডল, পাল্‌স, * পলস, সল)। অত্যন্ত অল্প পরিমাণ বা অবরুদ্ধ প্রসবান্তিক স্রাব, (তৎসহ বিদীর্ণকর শিরঃপীড়া, * ব্রাই।—পরে দ্রষ্টব্য) * জরায়ুমুখের কাঠিন্য, (বেল, কোন, - ফেরম,) * অপত্য পথের নীরসতা, উত্তপ্ততা ও স্পর্শাসহতা। (বেল)। সহসা রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া শিরঃশোণিতের প্রবাহ। (এবটিয়া)।

শ্বাস-যন্ত্র।—ফুসফুস ও বায়ুনলীতে জর প্রদাহ, (বেল, ... ব্রম) শুষ্ক কাস এবং প্রশ্বাস ... উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট শ্বাস সহকারে স্বরযন্ত্রের প্রদাহ। ... প্রশ্বাসের ... বিশিষ্ট কাস। ... অথবা উত্থান সময়ে শ্বাসকৃচ্ছ্র। ... সহ ... জ্বর, ... (আর্স, ফিলাস, ...) অত্যন্ত উদ্বেগ, অতিশয় পিপাসা, ... ও আমবাত উত্তেজনা ... প্রবাহ ও ফুসফুস ... (ব্রাই, ... স্য) ... (ডিজি ফিলা ...) উজ্জল রক্ত ... ঠাই, ... ক, কস)।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—* ... অতিরিক্ত ও উৎকণ্ঠা সহকারে হৃৎস্পন্দন। * ... নাড়ী সহ হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ ... হৃৎপিণ্ডে আকুঞ্চিত ... বোধ, ... হৃৎস্পন্দনের আকুঞ্চন। জ্বরে নাড়ী সবল, পূর্ণ ও কঠিন। (বেল, ভিরেট্রাম ভি), শ্বাসকাস ক্ষুদ্র, বিষম, অনিয়মিত নাড়ী। (আর্স), অন্ত্র বেষ্ট প্রদাহে দ্রুত, কঠিন, ক্ষুদ্র নাড়ী, সঙ্কুচিত, পূর্ণ, প্রবল, প্রতি মিনিটে শতবারের উপর নাড়ী।

জ্বর।—নাড়ী কঠিন, পূর্ণ ও দ্রুতবেগ, (বেল, ব্রাই, হাইয়স, ক্লিমো।—মন্দবেগ ও পূর্ণ নাড়ী, ডিজি, মার্ক, * ওপি।—ক্ষুদ্র, সঙ্কুচিত, ক্ষীণ নাড়ী

(আর্স, কার্বো-ভে, কস-এসি, * ভেরাট) * রুক্ষ উত্তপ্ত ত্বক, প্রবল পিপাসা, আরক্ত মুখমণ্ডল, শ্বাস হ্রস্বতা ও অতিশয় স্নায়বীয় উত্তেজন। সহ শীত এবং প্রাদাহিক জ্বর, (বেল, ব্রাই দ্রষ্টব্য) রক্তবহা নাড়ীতে শীতলতা অনুভব, (ভিরেট।—উত্তপ্ত জলের গতির ন্যায় অনুভব, * আর্স, * রস) সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম, (কেবল উর্দ্ধাঙ্গে ঘর্ম, সিপি)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—* গ্রীবা পৃষ্ঠে ছিন্নবৎ বেদনা। গ্রীবা স্তব্ধ। পৃষ্ঠের অনম্যতা। * বাম বাহুর অবশতা, হাত প্রায় নাড়া যায় না। * উপবেশনাঙ্গে জঙ্ঘার অবশতা। * পদের, বিশেষতঃ পদাঙ্গুলীর শীতলতা। সমস্ত সন্ধিতে অত্যন্ত বহু ছিন্নবৎ বেদনা।

দেহ।—* শরীরের নানাস্থানে [illegible] বেদনা। * কটিদেশ [illegible] ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন। সমুদায় শরীর অবশ ও শিথিল। ক্লান্তি, শান্তি ও শক্তির অভাব, (সিঙ্ক)। উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলে মূর্চ্ছা, (ব্রাই) অস্থিরতা, [illegible] বা সঞ্চালিত হইতে অনিচ্ছা। শরীরের নানাস্থানে চিড়িক বেদনা, (আর্স)।

নিদ্রা।—অস্থিরতা ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন সহ অনিদ্রা, [illegible] (বেল, ক্যাম।—নিদ্রালুতা, কিন্তু নিদ্রা হয় না) [illegible] সহ স্বপ্ন (অধিকন্তু দৃশ্য)।

চর্ম্ম।—রক্তবর্ণ, উত্তপ্ত, শোথ উদ্ভেদ চর্ম্ম, [illegible], ঘামাচী, বসন্ত, সূচীবেধের ন্যায় ইতস্ততঃ কণ্টকভেদ অনুভব।

উপচয়।—সায়াহ্নে ও রাত্রিতে, বামপার্শ্বে বা চিৎ হইয়া শয়নে, শয্যায় শয়নে, উত্থানকালে, উষ্ণগৃহে, তামাকের ধূমে বৃদ্ধি।

উপশম।—অনাবৃত বায়ুতে, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে, (বাত) সুরাপানে; বিশ্রামকালে হ্রাস (কিন্তু রাত্রিতে শয্যায় বেদনার অসহ্যতা) (মার্ক)।

উপযোগিতা।—শুষ্ক শীতল বায়ুর মন্দফল, ঘাম রোধ, উত্তেজনা, ভয়, ক্রোধ, ও বিরক্তির মন্দফল নিবারণে; এবং রক্ত-প্রধান, [illegible], অল্প-ব্যায়ামী; কৃষ্ণবর্ণ কেশ ও চক্ষুবিশিষ্ট; ও দৃঢ় তন্তু ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—রক্তপ্রধান ধাতু (আর্ণ, বেল, হিপার, মার্ক।—শ্লেষ্মাপ্রধান ব্যক্তি, আর্স, ক্যাল্ক-কা, নাইট এসি, সলফ) অধিকাংশ রোগ লক্ষণের সহিত কম্প ও উৎকণ্ঠা। মস্তক, হৃৎপিণ্ড ও বক্ষঃস্থলের রক্ত-সঞ্চয় (বেল, ব্রাই) সর্দ্দি ও পশ্চিমদিগের শুষ্ক বায়ু-জনিত পীড়া। সামান্য স্পর্শে অতিশয় অনুভবাধিক্য, (এগার, বেল, ব্রাই, নক্স-ম) পিপাসা ও মুখমণ্ডলের আরক্ততা সহকারে বেদনার আক্রমণ, (শীতসহ বেদনার আক্রমণ, আর্স, * বেল, সিপি, * পলস।—বেদনার পর শীত, কালী-কা) ব্যথিত অঙ্গে জ্বালাবোধ ও যাতনা (- এপিস) * অসহ্য বেদনা, বিশেষতঃ রাত্রিতে, (অনিবদ্ধ * আর্স, ক্যাম, কফি, ল্যাকে) সন্ধ্যাকালে বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে (বক্ষোলক্ষণ) বৃদ্ধি, (ক্যাক্ট, ফস) উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি, (ক্রোক, * পলস, সিক, ভিরেট।—উষ্ণ গৃহে উপশম প্রাপ্তি, * আর্স, ক্রিয়ো, হিপার)।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—স্নায়বীয় ও ধামনিক অবসাদক, বেদনানিবারক, প্রদাহনাশক, স্বেদজনক ও কচিৎ মূত্রকারক। স্থানিক প্রয়োগে উগ্রতাসাধক, বেদনানিবারক ও স্পর্শহারক। বিষাক্ত লক্ষণ।—মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ও শীর্ণ ; নাড়ী ক্ষীণ, অব্যবস্থিত বা লুপ্ত ; শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাভিষিক্ত ; শ্বাসগতি ক্ষীণ ও দ্রুত, এবং দর্শন, শ্রবণ ও বাকশক্তি বিলুপ্ত। শেষ পর্য্যন্ত চৈতন্য থাকে। হৃৎপিণ্ডের অবসাদনবশতঃ মৃত্যু হয়। মৃত দেহে অতিশয় শৈরিক রক্তসঞ্চয়ের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই সকল লক্ষণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে বিষমাত্রায় একোনাইট সর্ব্ব শরীরের গতিশক্তি বিধায়িনী স্নায়ুর উত্তেজনা জন্মায়। তরুণ বাত, প্রদাহ, প্রাদাহিক জ্বর, একজ্বর, বিসর্প প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। এলোপ্যাথিমতে টিংচার একোনাইটের মাত্রা ৫—১৫ মিনিম।

আয়ুর্ব্বেদীয় ক্রিয়া।—উষ্ণ ও বাতশ্লেষ্মাঘ্ন। জ্বর, শিরঃপীড়া, শূলরোগ, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত প্রভৃতিতে বিশেষ ব্যবহৃত হয়। তরুণ জ্বরে মৃত্যুঞ্জয় রস, সন্নিপাত জ্বরে—পঞ্চবক্ত্র রস, প্রাচীন জ্বরে—সৌভাগ্য বটিকা,

অগ্নিমান্দ্যে—রামবান-রস, শ্বাস ও কাসাদিতে—কফকেতুরস, ও চর্ম্মরোগে—বিষ-তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সাধারণতঃ একোনাইট ব্যবহৃত হয়।

এগ্নস ক্যাষ্টস—চেষ্ট ট্রী।

ভাইটেক্স এগ্নস ক্যাষ্টস ভার্ব্বেনেসী জাতীয় উদ্ভিদ। এই বৃক্ষ ইউরোপ খণ্ডে জন্মে। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া—জননেন্দ্রিয়েই এগ্নসের বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বোত্তেজনা ব্যতীত সঙ্গম-প্রবৃত্তির নিস্তেজতা ও ধ্বজভঙ্গ জন্মে।

অধিকার।—মৈথুন শক্তির অপব্যবহারবশতঃ বিষণ্ণতা, উদাসীনতা, বিমনস্কতা, সর্ব্বাঙ্গীণ দুর্ব্বলতা, ও ঘন ঘন রেতঃক্ষয় লক্ষণাপন্ন যুবকদিগের অকাল বার্দ্ধক্য। সঙ্গম-শক্তির ক্ষীণতা। প্রমেহ, লালামেহ, অণ্ড-কাঠিন্য, প্রদর, রজোনাশ, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, স্তনোনাশ, ও বন্ধ্যাত্ব।

আময়িক প্রয়োগ।—পূর্ব্বকালে ইউরোপীয় সন্ন্যাসীরা কাম-প্রবৃত্তি সংযত করিবার নিমিত্ত এগ্নস ব্যবহার করিতেন। বাস্তবিক অতি মাত্রায় এতদ্দ্বারা কাম-প্রবৃত্তি ও সঙ্গম-শক্তি অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সুতরাং জননেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্যে এগ্নস হোমিওপ্যাথিক ঔষধ স্বরূপে প্রযোজিত হইয়া থাকে। ডাঃ টেক ও মার্সী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া উপদংশজনিত ধ্বজভঙ্গ রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। ডায়োসকোরাইডাস বলেন যে এগ্নস সেবনে রজঃস্রাব ও দুগ্ধস্রাব বর্দ্ধিত হয়। কখন কখন এতদ্দ্বারা প্রমেহ, লালামেহ, মুষ্ককাঠিন্য ও শ্বেতপ্রদরও আরোগ্য হয়। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে রোগী যখন সত্বর মৃত্যু হইবে আশঙ্কা করিয়া কার্য্যকর্ম্মে উদাসীন হইয়া পড়ে তখন এই ঔষধি ফলপ্রদ। সুতরাং জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য জনিত কোন কোন প্রকার বিষাদ-বায়ু রোগে এগ্নস ব্যবহার্য্য।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* অতিশয় অন্যমনস্কতা, কোন বিষয় স্মরণ করা যায় না। (এনাক, ক্রি, ল্যাক, মার্ক, ন্যাট, নক্স-ম, কস-এসি)। নিরাশাপন্ন বিমর্ষতা। নিরুৎসাহ, মৃত্যু ভয়। (একোন, এক্টি, আর্স)। **মস্তক।**—শঙ্খদেশে ও

কপালে চাপসহকারে ছিন্নকর বেদনা, সঞ্চালনে এই বেদনার বৃদ্ধি। [illegible] কর্ণে গর্জ্জনধ্বনি। **মুখমণ্ডল**।—বক্ষঃস্থলে ক্ষতকর কণ্ডূয়ন। দক্ষিণ [illegible] নিম্নদেশে বিদীর্ণকর ও ছিন্নকর যাতনা। **জ্বর**।—সর্ব্বাঙ্গ কম্পনসহ [illegible] স্থূরিক শীত, উত্তপ্ত গাত্র। **পুং-জননেন্দ্রিয়**।—* ক্ষীণ, বিলুপ্ত প্রায় মৈথুনেচ্ছা। (সলফ, মার্ক)। *শিশ্ন এত শিথিলিত যে কামোদ্দীপক কল্পনায় উহা উদ্রিক্ত হয় না। (এগেব, কোন)। * শীতল, স্ফীত, শক্ত, ও ব্যাথিত মুষ্ক। (একন, কোন, আইয়োড)। *ক্ষুদ্র ও কোমল শিশ্ন। (আর্জ্জ নাইট)। মৈথুন প্রবৃত্তিহীন ক্ষীণ লিঙ্গোদ্দাম। * লালামেহ সহকারে [illegible] ভঙ্গ। (সলফ)। * মূত্রনালী হইতে পীতবর্ণ স্রাব নিঃসরণ। (কাইউ, পলস)। * মৈথুনপ্রবৃত্তি বা লিঙ্গোদ্গমবিহীন লালামেহ। মলত্যাগকালে কুঞ্চনবশতঃ মূত্রাশয়ের মূলগ্রন্থি হইতে স্রাব নিঃসরণ। **স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়**।—স্বচ্ছস্রাববিশিষ্ট শ্বেতপ্রদর। এলম)। স্ত্রী-অঙ্গের অতিশয় শিথিলতা। * [illegible] বা সম্যক বিলুপ্ত স্তন। (একন, পলস)। **শাখা**।—দক্ষিণ বাহু-মূলের বাহুর উর্দ্ধভাগে কঠিন চাপানুভব, স্পর্শ করিলে ও সঞ্চালনে উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণ পদে উষ্ণ বস্তুর চাপের ন্যায় কেন্দ্র অনুভব। পদাঙ্গুলীর অগ্রভাগে ছিন্নকর বেদনা, বিচরণে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়। **ত্বক**।—[illegible] কণ্ডূয়ন, নখঘর্ষণে নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু সত্বর পুনরায় কণ্ডূয়ন আরম্ভ। **উপযোগিতা**।—লসিকা-প্রধান ধাতু; ও পুনঃ পুনঃ প্রমেহ রোগগ্রস্ত পুরাতন রোগীর পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

—— ৹ ——

এগেরিকস মস্কেরিয়স—বগ এগেরিক।

এগেরিকস ফঙ্গী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহা ইউরোপ খণ্ডে জন্মে। এই ছত্রিকা (কোঁড়) হইতে সরস অবস্থায় অরিষ্ট ও শুষ্কাবস্থায় বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মদিরা, অহিফেন, অথবা সিদ্ধির ন্যায় মস্তিষ্কের স্নায়ু-মণ্ডলে এগেরিকসের মুখ্য-ক্রিয়া দর্শিয়া প্রথমে মাদকতা ও অবশেষে সম্পূর্ণ অচৈতন্য জন্মে। অধিক কাল ক্রমাগত সুরাপান করিলে শরীরের যে প্রকার ধাতু

বিকার জন্মে এই ঔষধ দ্বারাও সেই প্রকার ধাতু বিকার উপস্থিত হয়। ইহার স্থানিক ক্রিয়া বিদাহী ও বিনষ্টকর বিষ-স্বরূপ এবং তদ্বারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীবন্ধের দাহ, বিকৃতি, ও কখন কখন কোথ জন্মে। পৃষ্ঠবংশের স্নায়ুতে, বিশেষতঃ গতিশক্তিসাধক স্নায়ু-মূলে এগেরিকসের প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ পায় ও তজ্জন্য নানা তাণ্ডব, আক্ষেপ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। জ্ঞানসাধক স্নায়ুও এতদ্দ্বারা উত্তেজিত হয় এবং তন্নিমিত্ত কশেরুকবজ্জু ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুতে বেদনা এবং পৃষ্ঠবংশে, বিশেষতঃ কটি প্রদেশে স্পর্শদ্বেষ জন্মে।

আধিপত্য।—তাণ্ডব, অপস্মার, সন্নিপাত জ্বর, মদাত্যয়, সংন্যাস; অগ্নি-মান্দ্য, বাত, স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিকার জনিত বিবিধ পীড়া, নানা প্রকার চক্ষু রোগ।

আময়িক প্রয়োগ।—তাণ্ডব।—ডাঃ হিউজ বলেন যে এতদ্দ্বারা তিনি অনেক তাণ্ডব রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। নিদ্রাকালে অঙ্গ স্পন্দন বন্ধ হওয়া এই ঔষধির বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। ইহা পূর্ব্বে অপস্মার রোগেও ব্যবহৃত হইত। সন্নিপাত জ্বর।—কম্প, অস্থিরতা, ও অবিরত শয্যা পরিত্যাগের ইচ্ছা লক্ষণে টাইফস জ্বরে কোন কোন চিকিৎসক এই ঔষধির মূল অরিষ্ট ব্যবহার করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—* উভয় পার্শ্বের কপালের অস্থি হইতে নাসা-মূল পর্য্যন্ত আকৃষ্টতা। চক্ষু।—অক্ষিপুট স্পন্দন। দ্বিত্ব-দর্শন। কলঙ্ক দৃষ্টি, কুজ্ঝটিকা দৃষ্টি। কর্ণ।—* কর্ণের আরক্ততা, জ্বালা ও কণ্ডূয়ন। মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের পেশীর স্পন্দন। (সিক্‌এণ্ট-টার্ট, বেল, ইগে, নক্স)। * জিহ্বার দীর্ঘতা। (আর্স, ব্যাপ্ট, বেল, কস, রস)। উদর।—* অধিক পরিমাণে, গন্ধশূন্য বায়ু নির্গমন। উচ্চ অন্ত্র কূজন। (লাইক, সিপি, সলফ,)। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।—* কিছু যেন বলপূর্ব্বক বহির্গত হইবে এপ্রকার অসহ্য বেদনা। গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—* অবনত হইবার সময় পৃষ্ঠবংশে বেদনা। * পৃষ্ঠবংশে আঘাতকর, স্থানপরিবর্ত্তন শীল গভীর বেদনা। * পৃষ্ঠবংশে ও অঙ্গে বেদনা। * পৃষ্ঠবংশে স্পর্শ সহ্য হয়না (একটিয়া, মক্স)। শাখা—

হস্ত-কম্পন (ফস)। * নিতম্ব পেশীর স্পন্দন। দেহ।—* ঊর্দ্ধ ও নিম্ন অঙ্গের পক্ষাঘাত। (ফস, প্লম্ব, জিঙ্ক)। * পেশীর প্রবল স্পন্দন (সিঙ্ক, ষ্ট্রামো)। * জাগ্রতাবস্থায় অনিচ্ছায় অঙ্গ-সঞ্চালন; নিদ্রিতাবস্থায় উহার বিরতি। উপচয়।—প্রাতে, আহারান্তে; অতিশয় মৈথুনান্তে, রাত্রিতে; শীতল বায়ুতে; মানসিক পরিশ্রমে; সূর্য্যোত্তাপে, বিশ্রামকালে; ঝড়ের পূর্ব্বে বৃদ্ধি। উপশম।—সঞ্চালনে ও বিচরণে হ্রাসপ্রাপ্তি। উপযোগিতা। সুক্ষ্মকেশ, শিথিল চর্ম্ম ও পেশী বিশিষ্ট ব্যক্তি; মন্দগতি রক্ত-সঞ্চলন বিশিষ্ট বৃদ্ধ; এবং সুরাপায়ীদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ তাহাদের শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ উপযোগী।

এট্রোপাইন—ডেডলি নাইট শেড।

এট্রোপাইন বেলেডোনার বীর্য্য ও উক্ত বৃক্ষের মূলজাত উপক্ষার।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থ ইহার বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—এট্রোপিয়া কেবল স্নায়ুমণ্ডলেই বেলেডোনার ন্যায় কার্য্য করে কিন্তু বিধান তন্তুর উপদাহ ও রক্তবহানাড়ীর উত্তেজনায় ইহার কোন অধিকার নাই।

অধিকার।—স্নায়বীয় শিরঃশূল; বুদ্ধিবিভ্রম; অপস্মার; মস্তিষ্ক, চক্ষু, গলা, স্বরযন্ত্র, শ্বাসোপনলী ও পাকাশয়ের উপদাহিত অবস্থা। পাকাশয়ের আক্ষেপ অথবা পাকাশয়ের ক্ষত বশতঃ বুক জ্বালা; আক্ষেপিক ও স্নায়বীয় শূল, তারকামণ্ডলের প্রদাহ; ধনুষ্টঙ্কার; স্নায়বীয় হৃৎস্পন্দন; জনন ও মূত্রযন্ত্রের স্নায়ুশূল; হুপ শব্দক কাস, পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার আবরণ-ঝিল্লির প্রদাহ। প্রসবান্তে অন্ত্র-বেষ্ট প্রদাহ, ও সূতিকাক্ষেপ প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োজ্য। বেলেডোনার ন্যায় এই ঔষধি বিবিধ রোগে ব্যবহৃত হয় না, কারণ শৈষ্মিক ঝিল্লী অপেক্ষা স্নায়ুমণ্ডলেই ইহার ক্রিয়া অধিক প্রকাশ পায়। জ্বর, পীড়কাজনক তরুণ রোগ, বিসর্প ও গ্রন্থিপীড়ায় ইহার প্রয়োগ হয় না।

আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ ক্যাসপার এতদ্দ্বারা স্বয়ম্ভুত ও জ্বরের

পরবর্ত্তী দীর্ঘকাল স্থায়ী শিরঃপীড়া, শ্বাস-কাস, আক্ষেপিক হুপশব্দ কাস, গল-মধ্য ও স্বরযন্ত্রের উপদাহ, এবং তিন ব্যক্তির অপস্মার রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে বক্ষোদর-ব্যবচ্ছেদক পেশীর নিম্নে ইহার কোন ক্রিয়া দর্শে না। কিন্তু ডাঃ ক্যাফকা বেদনা ও বমন লক্ষণাক্রান্ত পাকাশয়ের পুরাতন রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডাঃ বার পাকাশয়ের ক্ষতের বেদনা উপশমার্থ এই ঔষধ দিতে বিধি দেন। আমেরিকায় এই রোগগ্রস্ত এক জন রোগী এট্রোপিয়া সেবনে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছিল। তারকামণ্ডলপ্রদাহ।—এই রোগে এট্রোপিয়া বাহ্য প্রয়োগ করিলে অক্ষিমুকুরের কোষের সহিত তারকা মণ্ডল সংলগ্ন হইয়া পড়ে না এবং কনীনিকার স্থায়ী সংকোচ জন্মে না। এক গ্রেণের লক্ষাংশ এট্রোপিয়া মিশ্রিত জেলেটীনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন ও মস্তক।—অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য, বিভীষিকা দর্শন, ভয়ঙ্কর প্রলাপ ও তৎসহ বস্ত্র খুঁটন, গ্রীবা ও মস্তকের ধমনীর স্পন্দন ও দপ দপ, শঙ্খদেশে পূর্ণতা বোধ, পরিবেষ্টন সময়ে শিরোঘূর্ণন ও দোদুল্যমান গতি, স্নায়বীয় বেদনা, মস্তিষ্ক ও কশেরুকমজ্জার আবরণ ঝিল্লীর প্রদাহ: নিদ্রা হীনতাসহ তন্দ্রা, মৃদু প্রলাপসহ গভীর নিদ্রা। চক্ষু। উত্তাপ ও আরক্ততা সহ চক্ষুর পশ্চাদ্ভাগে খরপ্রখর বেদনা, নেত্র নিমীলিত করিলে সম্মুখে অগ্নিশিখাবৎ অনুভব, কনীনিকা প্রসারিত; তিমির দৃষ্টি, দ্বিত্ব-দৃষ্টি; মুদ্রাঙ্কিত ক্ষুদ্র অক্ষর পড়িতে অসমর্থতা, ভ্রূ কুঞ্চন, ভ্রূ শূল। নাসিকা, মুখ ও গলা।—এই সকল অঙ্গের প্রখর উত্তাপ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা, বিশেষতঃ রাত্রিকালে, পরদিন প্রাতে মন ও শরীর পরিচালনায় অসুখ অনুভূত হয়; জিহ্বার অসাড়তা ও প্রসারণকষ্ট; কঠিন দ্রব্য গলাধঃকরণে কষ্ট। ধনুষ্টংকার। পরিপাকযন্ত্র।—আস্বাদ ও ক্ষুধাহীনতা, উদ্গার, বমন, পাকাশয়ে ও উদরে স্নায়বীয় বেদনা; আকস্মিক অন্ত্রাবরণ ঝিল্লীর প্রদাহ; কোষ্ঠবদ্ধ। জনন ও মূত্রযন্ত্র।—মূত্রে গাঢ় পদার্থের আতিশয্য

সহকারে মুহুর্মুহু অধিক পরিমাণ মূত্রস্রাব; প্রস্রাব ত্যাগে বৃথা বেগ ও অসমর্থতা; অনৈচ্ছিক কুন্থন। মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রগ্রন্থির স্নায়ুশূল; গর্ভাশয় ও পুরুষজননেন্দ্রিয়ের স্নায়ুশূল। শ্বাসযন্ত্র।—নিষ্ঠীবন শূন্য, অবিরত কাশিবার ইচ্ছা সহ, স্বরযন্ত্র ও বায়ুনলীভুজের শুষ্কতা; বক্ষঃস্থলে জ্বালা, বক্ষঃসঙ্কোচ; থাকিয়া থাকিয়া কাস; হুপশব্দক কাসের ন্যায় ও বমনবিশিষ্ট আক্ষেপিক শ্বাস রোগ। রক্তসঞ্চালন-যন্ত্র।—সর্ব্বাঙ্গে অবিরত শীত অথবা পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ, ঘর্ম্ম; হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীর বেগের ক্ষীণতা ও দ্রুততা, সাময়িক হৃৎস্পন্দন। শাখা।—কম্পিত গতি, অবশতা, ঝিনঝিন ও কণ্টকবিদ্ধবৎ অনুভব, পেশীর আক্ষেপ ও সঙ্কোচন।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—বেলেডোনার ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা অতিশয় প্রবল। ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ প্রায় হয় না। কনীনিকা প্রসারণার্থ ইহা বেলেডোনা অপেক্ষা অধিক উপযোগী। স্নায়ুশূলে এট্রোপিয়ার মলম বিলক্ষণ উপকারজনক। মাত্রা, একশত ভাগের এক ভাগ ও পঞ্চাশ ভাগের একভাগ গ্রেণ।

এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম—ক্রুড এণ্টিমনি।

এই খনিজ দ্রব্য সীস, তাম্র, লৌহ ও হরিতাল সহকারে প্রায়ই মিশ্রিত থাকে সুতরাং বিশুদ্ধ না করিলে ইহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় না। এণ্টিমনি বিচূর্ণাকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিকঝিল্লী ও চর্ম্মোপরিই প্রধানতঃ ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় কিন্তু অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে তীব্র ক্রিয়া জন্মে ও উহার বিধানবিকার উৎপন্ন হয়। এণ্টিমোনিয়মের ক্রিয়া দ্বারা প্রদাহ জন্মে না বটে কিন্তু জীবনী শক্তির ক্ষীণতা জন্মে। এতদ্দারা শ্লৈষ্মিকঝিল্লী শ্লেষ্মাপূর্ণ হয় ও পরিপাকক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে।

অধিকার।—পরিপাক যন্ত্রের শ্লেষ্মাপূর্ণ শ্লৈষ্মিকঝিল্লী ও চর্ম্মোপরিই এই ঔষধের উপকারিতা প্রধানতঃ নিবদ্ধ; কিন্তু শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্ম্ম যুগপৎ পীড়িত হইলে এতদ্দারা বিশেষ উপকার দর্শে। শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর পীড়া,—

জ্বর ব্যতীত শ্লেষ্মাস্রাব (নাসিকা, বায়ুনলীভুজ, আমাশয়, ও অন্ত্রহইতে শ্লেষ্মা স্রাব) অগ্নিমান্দ্য ও অতিসারাদি। কণ্ডুয়ন ও কণ্টকভেদবৎ যাতনা সংযুক্ত পীড়কা বা কণ্ডুবিশিষ্ট কোন কোন প্রকার চর্ম্মরোগ। মুখমণ্ডল, কর্ণ, নাসিকা ও গণ্ডস্থলাদির পামা। কদর।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

অগ্নিমান্দ্য।—এণ্টিমণিয়মের বিষ-ক্রিয়াবশতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী শ্লেষ্মা পূর্ণ হয়, এবং পরিপাক-ক্রিয়ার মন্দতা; তন্দ্রালুতা, ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার; আহারে অপ্রবৃত্তি অথবা ক্ষুধাহীনতা; পাকাশয় পরিপূর্ণ বোধ; বিবমিষা, অথবা সময়ে সময়ে শ্লেষ্মা ও পিত্তবমন; দুর্গন্ধময় বাত নিঃসরণ; পর্য্যায়ক্রমে অতিসার ও কোষ্ঠবদ্ধ, মলদ্বার হইতে আমস্রাব, মূত্রাশয়ের উপদাহ; মুখমণ্ডলে পীড়কার উৎপত্তি অথবা ওষ্ঠে কিম্বা নাসারন্ধ্রে ক্ষত;—এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে অগ্নিমান্দ্যরোগে এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ হিউজ বলেন যে পাকাশয়ের পুরাতন প্রতিশ্যায রোগে জিহ্বায দুগ্ধবৎ গাঢ় লেপ অথবা দানাময় শুভ্রবর্ণ লেপ লক্ষণে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। ভুক্তদ্রব্যের আস্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার এস্থলে ইহার প্রয়োগ লক্ষণ।

ক্রিমি।—ডাঃ হেম্পেল বলেন যে অন্ত্রের যে বিকৃত অবস্থায ক্রিমি উৎপন্ন হয় সেই অবস্থা সংশোধনার্থ ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধি।

অতিসার।—শুভ্র লেপাবৃত জিহ্বা, উদ্গার, বিবমিষা, ক্ষুধামান্দ্য, আমাশয়ের ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত জলবৎ অতিসারে এই ঔষধি ব্যবস্থেয়। বৃদ্ধদিগের রোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে জলবৎ মলস্রাবের সহিত মধ্যে মধ্যে কঠিন নিরেট পিণ্ডবৎ মল নিঃসৃত হইলে এণ্ট-ক্রুড উপকারী।

দন্তশূল।—প্রতিদিন নিয়মিতরূপে সন্ধ্যাকালে দন্ত বেদনা উপস্থিত হইলে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে।

বিষম জ্বর।—পাকাশয়িক লক্ষণযুক্ত বিষম-জ্বর প্রতি দিন ঠিক এক সময়ে প্রকাশ পাইলে এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম দ্বারা উপকার দর্শে। কেহ

কেহ কেবল মধ্যাহ্ন কালীন বিষম জ্বরেই ইহার ব্যবহার করিতে বিধি দেন।

বমন।—বিবমিষা, পাকাশয়ে ভারবোধ, মলিন শুভ্র জিহ্বা এবং আহারে অপ্রবৃত্তি, অতিশয় বমনের পরেও এই সকল লক্ষণের বিদ্যমানতা এই ঔষধি জ্ঞাপক।

চর্ম্মরোগ।—ডাঃ ক্লোটার্ মুলার বলেন যে মুখ্য বা গৌণ অপচ্যমান পীড়কা, পচ্যমান পীড়কা, বসন্ত, বা স্ফোটকাদিতে এই ঔষধের অতিশয় উপকারিতা; বিশেষতঃ চর্ম্মে অবিরত কণ্টক-বেধবৎ কণ্ডূয়ন, ও ঘর্ষণান্তে যাতনা ও ক্ষত লক্ষণে, এবং এই সমস্ত চর্ম্ম রোগ মুখমণ্ডল বা জননেন্দ্রিয়ে জন্মিলে এতদ্দ্বারা বিশেষ ফল দর্শে। পদতলের চর্ম্মে, পদাঙ্গুলীর মূলদেশের নিকটে যে শৃঙ্গবৎ বৃহৎ বৃহৎ কদর(কড়া)জন্মে এবং যাহাতে প্রকৃত কদরের ন্যায় বেদনা থাকে ও যাহা কাটিয়া ফেলিলে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয় তাহাতে এই ঔষধ অতিশয় উপকার করে। ডাঃ এলভারেজ্ গঞ্জেল্স্ কুড়ি বৎসর স্থায়ী সমস্ত পদতলব্যাপ্ত এই রোগগ্রস্ত একজন রোগীকে এণ্টিমোনিয়ম্ ক্রুডম্ সেবন করাইয়া সত্বর আরোগ্য করিয়াছিলেন। হার্টলব্ ও ট্রিঙ্কস্ও কতকগুলি রোগীর আরোগ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

শ্বাসযন্ত্র।—উষ্ণবায়ুতে গমন করিলে স্বরলোপ। মূত্রযন্ত্র।—আবিল দুর্গন্ধি মূত্র ও কখন কখন মূত্রকৃচ্ছ্র সহকারে মূত্রাশয়ের পুরাতন শ্লেষ্মাস্রাব রোগ। ত্বক্।—পীড়কা; অজীর্ণের আনুষঙ্গিক শীতপিত্ত ও কোঠ; মসৃণ ও অনুন্নত কীলক, দুর্গন্ধ পূযস্রাবী ক্ষত, ও পাকাশয়ের পীড়া বিশিষ্ট মহাকুষ্ঠ; গলমালাগ্রস্ত বালকদিগের অক্ষিপুট, কর্ণ ও নাসিকার ক্ষত।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্ম্মের যুগপৎ পীড়া, এণ্টিক্রুড প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অতিশয় আনন্দ ও উন্নত প্রেমের ভাব। পাগলের ন্যায় আচরণ, (অঙ্গভঙ্গী, নৃত্য, গান এবং হাস্য করা, বেল, * ষ্ট্রামো)* শিশু স্পর্শ

কা দৃষ্টিপাত সহ্য করিতে পারে না। (কথা বলিলে কাঁদিয়া উঠে, সিলি।—স্পর্শ করিলে কাঁদিয়া উঠে, টার্ট-এমি, ক্যান দ্রষ্টব্য)। * অন্যের সহিত আলাপে অপ্রবৃত্তি।

মস্তক।—বিবমিষা বা নাসিকা হইতে রক্তস্রাব সহকারে শিরোঘূর্ণন, (বিবমিষা ও শিরঃপীড়া সহ শিরোঘূর্ণন, এপিস) মস্তকে রক্তসঞ্চয়, তৎপরে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, (নাসিকা হইতে রক্তস্রাব সহকারে শিরঃপীড়া, এলম, কর্ব্বো-এ, কফি, ডলক।) বিবমিষা সহকারে অচৈতন্যকর শিরঃপীড়া; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, আহার ও পানান্তে বৃদ্ধি, (পলস দ্রষ্টব্য) স্নান বশতঃ শিরঃপীড়া, (কাল্ক, পলস,—তাম্রকূট সেবন জনিত শিরঃপীড়া, একন, এণ্ট, ইগ্নে)।

চক্ষু।—* অক্ষিপুটের আরক্ততা ও প্রদাহ। (আর্জ্জ, গ্রাফ, মার্ক, লাইকো, সলফ)। চক্ষুর কোণের ক্ষত। চক্ষুপ্রদাহ।

মুখমণ্ডল।—* গণ্ডের উপর পুনোৎপাদনশীল ও দীর্ঘকালস্থায়ী পীড়কা। (গ্রাফ, মেজ)।

নাসিকা।—নিঃশ্বাসগ্রহণকালে নাসিকায় শীতলতা অনুভব। * নাসারন্ধ্র ও মুখের কোণ বিদারিত এবং চিপিটিকাযুক্ত, (নাসাগ্র বিদারিত, কার্ব্বো-এ) শিরঃপীড়ার পর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, (শিরঃপীড়া সহকারে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, এলম, কার্ব্ব-এ, ডলক)।

মুখ-মধ্য।—* জিহ্বাতে গাঢ়, দুগ্ধবৎ শুভ্র লেপ, (অধিকন্তু, আর্ণ, * ব্রাই, নক্স ভ, সিপি) ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে বেদনা, রাত্রিতে স্পর্শ করিলে ও শীতল জল সংস্পর্শে বৃদ্ধি পায়, (শীতল জল সংস্পর্শে উপশমিত হইলে, * কফি, পলস) দন্তমূল হইতে অতিশয় রক্তস্রাব, (অপিচ আর্স, * মার্ক, নাইট্‌ এসি, ফস)।

আমাশয়।—অতিরিক্ত আহার বশতঃ অসুখ, (ইপিক, নক্স, * পলস,—তৈলাক্ত দ্রব্য আহার জনিত অসুখ, কার্ব্বো-ভে, ইপি, * পলস) ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার (ক্যাক-কা, চায়না, কোনা, পলস দ্রষ্টব্য) প্রবল বিবমিষা, দুর্নিবার ভয়ঙ্কর বমন, (লোব, এণ্ট-টার্ট) পিত্ত

ও অজীর্ণবৎ পদার্থ বমন, (ইপি দ্রষ্টব্য) প্রবল বমন ও বিরেচন, (আর্স, এণ্ট টার্ট, ভিরেট) পাকাশয় ও অন্ন পথ শ্লেষ্মাপূর্ণ। অজীর্ণ বশতঃ পাকাশয়ে আক্ষেপিক বেদনা, (চায়না, * নক্স, পলস)। * পাকাশয়ের ক্ষীণতা, সহজে পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে। (আর্স, পলস)। * অরুচি, বিবমিষা, ও বমন প্রভৃতি। (আর্স, এণ্ট টার্ট, ইপি)।

উদর।— উদরের অতিশয় স্ফীততা।

মল।—বোধ হয় যেন অধিক পরিমাণে মল নির্গত হইবে, কিন্তু কেবল বায় নিঃসারিত হয় ; অবশেষে কঠিন মল বহির্গত হয়। * পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের (ব্রাই, লেকে * ফস, রস) অন্ত্রে কর্ত্তনবৎ বেদনা সহকারে জলবৎ উদরাময় (বেদনা ভিন্ন উদরাময়, আর্স-ফির, * পডো)। * ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন পিণ্ড, অথবা অজীর্ণদ্রব্য মিশ্রিত জলবৎ মল। (ব্যাপ্ট, পিক্র পডো)। অম্লদ্রব্য সেবন শীতল জলে স্নান, ও অতিশয় উত্তাপ ভোগে, এবং রাত্রি ও প্রাতঃকালে বর্দ্ধনশীল অতিসার। জ্বালা ও কণ্টক-বেধ লক্ষণাক্রান্ত আমস্রাবী মল, গুহ্যদ্বার হইতে অবিরত আমস্রাব। মলত্যাগকালে মলনালে উন্মুক্ত মতের ন্যায় যাতনা। মলদ্বার কণ্ডুয়ন।

শ্বাসযন্ত্র।—* অতিরিক্ত উত্তপ্ত হওয়াতে স্বরভঙ্গ (কার্ব্বো, কষ্ট, ফস) স্বরের ক্ষীণতা। স্বরযন্ত্রে ও বক্ষনালীতে প্রবল আক্ষেপ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।—* হস্তের অঙ্গুলীতে সন্ধিবাতের বেদনা। নখ পূর্ব্ববৎ শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় না। জঙ্ঘায় আমবাতের বেদনা। পদাঙ্গুলীর নিকটে পদতলে শৃঙ্গের ন্যায় শক্ত বৃহৎ বৃহৎ স্ফোট। বিচরণে পদতলের অতিশয় স্পর্শাধিক্য।

নিদ্রা।—দিবাভাগে, প্রধানতঃ পূর্ব্বাহ্নে অতিশয় নিদ্রালুতা।

জ্বর।—নাড়ী অতিশয় অনিয়মিত, (আর্স, ডিজি, লরো, মাক) শীতের প্রাবল্য, এমন কি উষ্ণ গৃহেও শীত, (এনেক, মেজ, * পলস) * অত্যন্ত বিমর্ষতা ও বিলাপিতা সহবর্ত্তী বিশেষণ, নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা,

এবং পিপাসার অভাব। — প্রাতে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে; শীতল শুষ্ক ঋতুর প্রাদুর্ভাবকালে আক্রান্ত হইবার সময় বর্দ্ধ।

চর্ম্ম। — কোড়া ও কোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ। শূকবৎ শক্ত উচ্চ স্থান, সহর্ষ-বাধক। কীটের হুল-বেধের ন্যায় পীড়কা ও স্ফোট। (এপিস, লিডম)। ঘামের ন্যায় পীড়কা (কফি, পলস)।

উপচয়। — প্রাতে; সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে; আহারান্তে; * সুরাপানে (মন); * স্নানে; সঞ্চরণে, সূর্য্যোত্তাপে (বেল); ও স্পর্শে বৃদ্ধি।

উপশম। — বিশ্রামকালে, ও অনাবৃত বায়ুতে হ্রাস।

উপযোগিতা। — বালক; বৃদ্ধ; স্থূলত্বপ্রবণ তরুণ বয়স্কদিগের পক্ষে, এবং সর্দ্দি লাগার, শীতল জলে স্নানাদি করার মন্দ ফলে এই ঔষধ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ। — স্থূলত্ব প্রবণতা (ব্যারাইট-কা, * ক্যাল-কা, গ্রাফ, কৃশত্ব প্রবণতা, চায়না, * আইওডাড, ফস) রোগলক্ষণ সকল পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইবার সময় উহাদের অবস্থান পরিবর্ত্তিত, অথবা শরীরের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে প্রকাশিত হয়, (পলস দ্রষ্টব্য)। জিহ্বায় দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ গাঢ় লেপ।

এণ্টিমোনিয়ম টার্টেরেকম — টার্টার-এমেটিক।

টার্টার এমেটিকের প্রথম দশমিক ক্রম বিচূর্ণাকারে, প্রথম ও দ্বিতীয় শততমক্রম জলীয় দ্রবাকারে, তৎপরবর্ত্তী ক্রম জলমিশ্রিত এলকোহল সহকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া। — মস্তিষ্কের ভূমিদেশে যে সকল স্নায়ুমূল আছে তাহাতে ও দীর্ঘীভূত মজ্জায় টার্টার এমেটিকের মুখ্য ক্রিয়া দর্শিয়া আমাশয়, ফুসফুস ও যকৃতের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে এবং ফুসফুস-পাকাশয়িক স্নায়ুতে ইহার প্রভাব প্রকাশ পায়। ফুসফুস-পাকাশয়িক স্নায়ুতে ক্রিয়া নিবন্ধন রক্তসঞ্চালন ও শ্বাস-যন্ত্রের অতিশয় অবসাদন জন্মে। এতদ্দ্বারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রতিশ্যায়জনিত প্রদাহ প্রতিষ্ঠিত হয়, অথবা ইহার ক্রিয়ার অন্যবিধ ফল সকল পূর্ব্বপূর্ণ

পীড়কাবিশিষ্ট প্রদাহ উৎপন্ন হয়। এই শেষোক্ত প্রদাহ চর্ম্ম পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হইয়া বসন্তের ন্যায় এক প্রকার অবস্থা উৎপাদন করে।

অধিকার।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বিশেষতঃ আমাশয় ও ফুসফুসের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রতিশ্যায়জনিত প্রদাহ; আমাশয়ের প্রতিশ্যায়; বায়ুনলী-ভুজপ্রদাহ। শিশুদিগের পূর্ব্বোক্ত রোগ; অপিচ মস্তকে জল সঞ্চয়; কাস; ঘড়ঘড় কাস; কৈশিক বায়ুনলীভুজপ্রদাহ; বায়ুনলী-ভুজ-ব্যাপ্ত-ফুসফুস-প্রদাহ; স্বরয়; আক্ষেপ; নীলপাণ্ডু; শ্বাসরোধ, ইত্যাদি। বসন্ত, উপবসন্ত এবং চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পূয়পূর্ণ পীড়কা সংযুক্ত প্রদাহ।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

প্রতিশ্যায়।—টার্টার এমেটিকের বিষক্রিয়ায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রতিশ্যায়ের ন্যায় প্রদাহ জন্মে, সুতরাং প্রতিশ্যায়জনিত প্রদাহ গলদেশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে আরম্ভ হইয়া গলনলী ও বায়ুনলীভুজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে এবং কখন কখন ফুসফুসের বিধানতন্তু উপদাহিত করিলে এই ঔষধ দ্বারা উপকার দর্শে। কষ্টে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট প্রতিশ্যায়েও ইহা উপযোগী। ডাঃ হিউজ বলেন যে পুরাতন প্রতিশ্যায়জনিত কাসে সরল ও প্রচুর নিষ্ঠীবন লক্ষণে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী।

স্বরয়।—ঘর্ঘর শব্দবিশিষ্ট তরল কাস, কষ্টে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন; শীতল নীলাক্ত মুখমণ্ডল; শীতল ঘর্ম্ম; ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণে টার্টার এমেটিক ব্যবস্থেয়। ডাঃ বেইস প্রতিশ্যায়জনিত স্বরয়ে ইহার প্রশংসা করেন।

বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ।—শ্বাস রোধক কাসের আক্রমণ, খণ্ড খণ্ড শিথিল শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, নিশ্বাস প্রশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ; হৃৎস্পন্দন, কটি, পৃষ্ঠ ও মস্তকে বেদনা লক্ষণে এই ঔষধ প্রযোজ্য। পুরাতন বায়ুনলীভুজ-প্রদাহে এতদ্দ্বারা শ্লেষ্মা নিঃসরণ বর্দ্ধিত হয়। বৃদ্ধদিগের কৈশিক বায়ুনলীভুজপ্রদাহে এণ্ট-টার্ট বিলক্ষণ উপকারজনক। শিশু ও বৃদ্ধদিগের বায়ুনলী ভুজ-প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থায় যখন প্রভূত পরিমাণে শ্লেষ্মা আবির্ভূত হয়, কিন্তু রোগীর তাহা তুলিয়া ফেলিবার শক্তির ক্ষীণতা বশতঃ শ্লেষ্মার অতিশয় ঘড় ঘড় শব্দ শুনা যায় তখন টার্টার এমেটিক বিশেষ কলপ্রদ।

ফুসফুস-প্রদাহ।—কৈশিকায় রক্ত-সঞ্চয়; কণ্ঠে উপদাহ; সাঁই সাঁই শ্বাস; সহজে প্রচুর পরিমাণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন; এই সকল লক্ষণযুক্ত ও শানা-ক্ষয় রোগের উপসর্গ স্বরূপ ফুসফুস-প্রদাহে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ মেরেণ্ডাই ও ডাঃ মোলিনের পরীক্ষায় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে টার্টার এমেটিক দ্বারা ধীরে ধীরে বিষাক্ত হইলে কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী, ও ফুসফুসের প্রদাহ জন্মে। উপসর্গ শূন্য ফুসফুস-প্রদাহের প্রথম অবস্থায় অথবা দ্বিতীয় অবস্থার প্রারম্ভে প্রায়ই এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় না। যখন ক্ষরিত স্রাব আস্তে আস্তে আশোষিত হইতে থাকে, এবং তজ্জন্য অতিশয় শ্বাস-কষ্ট ও উপশম প্রদ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট আক্ষেপিক কাস উপস্থিত হয় তখন ফুসফুস প্রদাহে টার্টার এমেটিক সুব্যবস্থেয়। ফুসফুস-প্রদাহের এইরূপ পরিণামাবস্থায় সাধারণতঃ নাড়ীর বেগের বৃদ্ধি সহকারে গাত্র-তাপের লাঘব, শীতল প্রচুর ঘর্ম্ম সহযোগে অতিশয় উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা; এবং মুখমণ্ডলের কৃষ্ণ বা পাণ্ডুবর্ণ সহ মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চয় লক্ষণ থাকে। প্রতিক্রিয়ার ন্যূনতা টার্টার এমেটিক জ্ঞাপক, ফসফরাস ইহার বিপরীত; অতএব যুবক ও বলিষ্ঠ অপেক্ষা বৃদ্ধদিগের পক্ষেই এই ঔষধ উপযোগী। বায়ুনলী-ভুজব্যাপ্ত ফুসফুস-প্রদাহের প্রথম অবস্থায় ফসফরাস টার্টার এমেটিক অপেক্ষা ফলপ্রদ। ফুসফুস-বেষ্ট ব্যাপ্ত ফুসফুস-প্রদাহে ডাঃ হিউজ এই ঔষধ একেবারেই ব্যবস্থেয় মনে করেন না, কিন্তু ডাঃ কাফকা ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন। সর্ব্বাঙ্গীন শোথের আনুষঙ্গিক ফুসফুসের তরল জল পূর্ণ স্ফীতত্ব দূরীকরণে ডাঃ হিউজ টার্টার এমেটিকের প্রতি বিশেষ নির্ভর করেন।

কাস।—কাস রোগে টার্টার এমিটিকের অত্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রতিকার। বিবিধ প্রকার কাসে ইহার ব্যবহার আছে। শুষ্ক, স্বরভঙ্গ যুক্ত, শ্রান্তিকর কাসে ইহা প্রথম শততম ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তরল ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট, কষ্টে নিঃসারিত কাসে তৃতীয় শততম ক্রম বিশেষ উপযোগী। আহারান্তে ভুক্ত দ্রব্য বমন বিশিষ্ট কাস, ফুসফুসের পক্ষাঘাতাশঙ্কা; দন্তোদ্গম সময়ে শিশুদিগের কাস; ফুসফুস-প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থা, বৃদ্ধদিগের বায়ুনলীভুজের পুরাতন প্রদাহ, বৃদ্ধ ও শিশুদিগের সশব্দ শ্বাস ও কাস, এই

কাসে অতিশয় শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় কিন্তু রোগীর তাহা তুলিয়া ফেলিবার তত সামর্থ্য থাকেনা; প্রচুর শ্লেষ্মানিষ্ঠীবন যুক্ত পুরাতন কাস এবং তৎসহ জ্বর ও মুখবিকাশ; এই সকল কাসে টার্টার-এমেটিক সুব্যবস্থেয়। সম্প্রতি এলোপেথিক চিকিৎসকেরাও শ্বাসযন্ত্রের পূর্ব্বোল্লিখিত অবস্থায় এই ঔষধি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ডাঃ রিংগার একগ্রেণের আশী ভাগের একভাগ মাত্রায় বালকদিগের বায়ুনলীভুজ-প্রদাহজনিত শ্বাসরোগে টার্টার এমেটিক ব্যবহার করিতে অনুরোধ করেন।

কটিবাত।—সঞ্চালনে তীব্র বেদনা এবং তজ্জন্য বিবমিষা, শীতল ঘর্ম্ম ও সময়ে সময়ে আক্ষেপ লক্ষণ বিশিষ্ট এবং স্বেদ নিঃসরণেও উপশম প্রাপ্ত হয় না এরূপ কটিবাতে ইহা ব্যবহার্য্য।

বিসূচিকা।—টার্টার এমিটিকের বিষ-ক্রিযায় আমাশয়ের ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ জন্মে। পীচকারী দিয়া দ্রবীভূত টার্টার এমেটিক রক্তের স্রোতের সহিত মিলিত করিলে মস্তিষ্কের স্নায়ু-মূল ও দীর্ঘীভূত মজ্জা আক্রান্ত হইয়া হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, ও আমাশয়ের ক্রিয়া বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়, সুতরাং রক্ত-সঞ্চলন, শ্বাস-প্রশ্বাস ও পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে। পরন্তু, বমন, বিরেচন, শরীরের শীতলতা, অতিশয় অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা ও পেশী-স্পন্দন ইত্যাদি ওলাউঠার লক্ষণের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায; তৎপরে আমাশয় ও পক্বাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ জন্মিয়া বলক্ষয় হয। এতদপেক্ষা অধিক মাত্রায় টার্টার এমেটিক সেবন করিলে মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত জন্মিয়া মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে আক্ষেপ উপস্থিত হয়। টার্টার এমেটিকের বমন মস্তিষ্ক মূলক এবং বিরেচন আমাশয় ও পক্বাশয়ের প্রদাহজনিত। ওলাউঠার বমন বিরেচন ঐ প্রকার কারণ সম্ভূত নহে। সুতরাং এই ঔষধ আক্ষেপিক বা আতিসারিক বিসূচিকায় উপযোগী নহে। পাক্ষাঘাতিক বিসূচিকায় কখন কখন ইহার আবশ্যক হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রারম্ভ বা বিকশিত অবস্থায় এই ঔষধ প্রায় কোন প্রকার ওলাউঠায়ই ব্যবহৃত হয় না। পতনাবস্থায় যে সময় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্তম্ভিত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয় তখন টার্টার এমেটিক ব্যবস্থেয়। যখন রোগের বিকাশের চরম অবস্থায়

প্রবল বমন; একবার বমন হইতে পুনর্ব্বার বমন পর্য্যন্ত মূর্চ্ছা; মস্তিষ্কে শৈরিক রক্ত-সঞ্চয়বশতঃ তন্দ্রা, কিন্তু কিছু বলিলে সম্পূর্ণ অচৈতন্য; হৃৎপিণ্ডের উর্দ্ধদেশে অতিশয় আকুলতা, তৎসহকারে বক্ষঃস্থলে যাতনা ও জ্বালা অনুভব; অতিশয় দুর্ব্বলতাবশতঃ নিশ্চেষ্টভাবে শয়ন, ও কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরদানে অসমর্থতা; ক্ষণে ক্ষণে কাতরোক্তি; প্রশ্বাসের সংখ্যার অতিশয় ন্যূনতা, এই সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তখন টার্টার এমেটিক অতিশয় ফলপ্রদ। ওলাউঠার প্রথম অবস্থার বমন মস্তিষ্কের উত্তেজনা জন্য জন্মেনা বলিয়া যে রোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় ও এপ্রকার বমন জন্মিতে পারে না এমন নহে অতএব এই শেষাবস্থার বমনে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। আভিঘাতিক বিসূচিকায় প্রায়ই মেডুলা অবলঙ্গেটার (গ্রীবা-পৃষ্ঠস্থ-মস্তিষ্ক) পক্ষাঘাতের উপক্রমবশতঃ পতনাবস্থা জন্মে, এবং আক্ষেপিক বিসূচিকাতেও সময় সময় এই প্রকার ঘটিতে পারে, এরূপ অবস্থায় টার্টার এমেটিক উপযুক্ত ঔষধ। বমনান্তর পরবর্ত্তী ওলাউঠায়ও টার্টার এমেটিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মসূরিকা (বসন্ত)।—চর্ম্মোপরি স্থানিক প্রয়োগে অথবা এলোপেথিক মাত্রায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগ কালে টার্টার এমেটিক দ্বারা আরক্ত ভূমিতে পূযপূর্ণ পীড়কা, বা মসূরিকা সদৃশ উদ্ভেদ জন্মে, অধিকন্তু মসূরিকা রোগের লক্ষণের ন্যায় বমন, মুখগহ্বর ও গলদেশে পীড়কা, বায়ুপথে নির্গাসবৎ শ্লেষ্মা-ক্ষরণ এবং রক্তের ন্যূন-স্কন্দতা (হাইপিনোসিস) উৎপন্ন হয়। অপর, টার্টার এমেটিকের বিষক্রিয়ায় যে পীড়কা জন্মে তাহার পূয দিয়া টিকা দিলে গোবসন্তবীজের ন্যায় ফলদর্শে এবং গোবসন্তের আকৃতি সদৃশ গুটিকা উৎপন্ন হয়। সুতরাং মসূরিকা রোগে এই ঔষধি অত্যন্ত উপকারী। বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্র আক্রান্ত হইলে এতদ্দ্বারা আশ্চর্য্য ফল দর্শে। বাস্তবিক এণ্টিমোনিয়ম টার্ট বসন্ত রোগের অমোঘ ঔষধি। রোগের প্রকৃতি নিরূপিত হইবামাত্রই ইহা ব্যবহার করা উচিত। পীড়কা উৎপন্ন হইলে এই ঔষধির প্রয়োগ হইয়া থাকে কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী জ্বরেও বিবমিষা, বমন ও আক্ষেপ থাকিলে ইহা ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ এই রোগের

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল এণ্ট-টার্ট কিম্বা এতৎসহ পর্য্যায়ক্রমে অন্য কোন ঔষধি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রোগ সুখসাধ্য হইলে অরকালে একোনাইট ও শঙ্কপাত সময়ে পরিণাম ফল নিবারণার্থ সলফার প্রয়োগ করিলে এণ্ট টার্ট ভিন্ন প্রায় অন্য কোন ঔষধির আবশ্যক হয় না। ডাঃ হিউজ বলেন যে তিনি বসন্ত রোগে এই ঔষধের প্রথম ক্রমের বিচূর্ণ ভিন্ন কদাচিৎ অন্য ঔষধ ব্যবহার করেন।

শৌনকণ্ডু, শ্মশ্রু-পীড়কা।—এণ্ট-টার্ট আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগে এই রোগ আরোগ্য হয়। এণ্ট-টার্ট অর্দ্ধ গ্রেণ, উষ্ণ জল অর্দ্ধ আউন্স, এণ্টিমনি যখন সম্পূর্ণরূপে দ্রব হইলে তাহাতে অর্দ্ধ আউন্স গ্লিসিরিণ সংযোগ করিয়া, পীড়িত স্থান ধৌত ও শুষ্ক করণান্তর প্রতিদিন ২।৩ বার প্রয়োজিত হইবে।

একথিমা (উন্নত বটিকা)।—এই রোগেও ইহা উপকারী। কারণ, ইবান্সমস উইলসন বলেন যে টার্টার এমেটিকের উপদাহজাত উদ্ভেদ একথিমার ন্যায়। ফলতঃ পূয পূর্ণ পীড়কায় এণ্টিমনি, পূযশূন্য পীড়কায় সলফার ও জলপূর্ণ পীড়কা রসটক্স প্রধান ঔষধ। বিসর্পাকার চর্ম্মদলেও এই ঔষধ আরোগ্যকর।

জ্বর।—শীতাবস্থায় পিপাসা শূন্য বিষম-জ্বরে; ও জন্ত্বায় বেদনাযুক্ত জ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

শূনশুটি ও প্রতিশ্যায়জনিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ। আমাশয়িক বমনাপেক্ষা, শিরঃপীড়া, আচ্ছন্নতা, পাণ্ডুর ত্বক, নক্তবর্ণ আর্দ্র জিহ্বা ও অত্যন্ত অবসন্নতা বিশিষ্ট স্নায়বীয় ও সহানুভৌতিক বমনেই এই ঔষধি সদৃশ-চিকিৎসা মতে সমধিক উপযোগী। শ্লৈষ্মিক বর্ম্মের অতিশয় গুরুতা বিশিষ্ট কোষ্ঠ-বদ্ধে প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ এক গ্রেণ মাত্রায় দিনে তিন বার বিশেষ উপকারী। অর্শোকাতঙ্ক রোগে ডাঃ এঞ্জেল ইহা প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য করেন। বক্ষ্মাদি অবসন্নকর রোগে মুখের ও গলার উপক্ষতেও এই ঔষধ উপকারী।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—কপালে যেন কোন প্রকার বন্ধন বাঁধা হইয়াছে এ প্রকার শিরঃপীড়া (জেলস, নাইট-এসি, মার্ক, সলফ)। কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে দপদপ। দক্ষিণ শঙ্খ-দেশে আকর্ষণ। কাসিবার সময় বিশিষ্টরূপে শিরঃকম্প।

চক্ষু।—আন্ধার দৃষ্টি; মিথ্যা দর্শন। চক্ষু রক্তপূর্ণ। চক্ষু এত শ্রান্ত যে আপনিই মুদিত হইয়া আইসে। চক্ষু দৃঢ়রূপে নিমীলনে প্রবৃত্তি।

নাসিকা।—হাঁচি, তরল প্রতিশ্যায, ও শীত, এবং তৎসহ স্বাদ ও ঘ্রাণের অভাব। (পলস)। নাসা-মূলে বন্ধনের ন্যায় আকৃষ্টতা। (আর্স, ক্যাল্ক, ভিরেট)।

মুখ-মণ্ডল।—* পাণ্ডুবর্ণ, নিমগ্ন মুখমণ্ডল। (আস, কার্ব্বো, ভিরেট)। মুখমণ্ডলের প্রায় প্রত্যেক পেশীতে আক্ষেপিক স্পন্দন। (এগার, সিকি, ইগ্নে)। শুষ্ক, মৃত চর্ম্মবিশিষ্ট বা বিদারিত ওষ্ঠ। (আর্স)।

মুখ-মধ্য।—* গাঢ়, শ্বেতবর্ণ, লেহবৎ লেপে জিহ্বা আবৃত, জিহ্বার লাল লাল দাগ, জিহ্বার মধ্যস্থল শুষ্ক। (বস)। জিহ্বা সঞ্চালনে কষ্ট বা বেদনা।

গল-মধ্য।—গলায় তীব্র বেদনা। গিলিতে যাতনা, বা অসাধ্যতা।

আমাশয়।—অম্লদ্রব্যে প্রবৃত্তি। (এণ্টক্রু, সিক্ক)। * সম্পূর্ণ পিপাসাভাব। (এপিস, নক্স-ম, পলস)। পূতোদ্গার, রাত্রিতে পচা ডিম্বের আস্বাদের ন্যায় উদ্গার। (এগার, আর্ণ, সিপি)। আহারান্তে আমাশয়ে বমন-প্রবৃত্তি। * উৎকণ্ঠাজনক বিবমিষা, বমনসহ অবিরত বিবমিষা। * অতিশয় উদ্যমবিশিষ্ট; অনেকক্ষণ স্থায়ী (ইপি) বমন; বমনান্তে ক্লান্তি, তন্দ্রা, ও অরুচি; এবং তৎসহকারে শিরঃপীড়া ও হস্ত কম্প। (প্লাট)। আমাশয় গহ্বরে, বা উদরে দপদপ ও স্পন্দন (এসাফ, পলস, সিপি)।

উদর।—কিছু আহার না করিলেও উদর প্রস্তর-পূর্ণবৎ অনুভূত হয়। মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা। (কলোস)। অন্ত্র-কূজন।

মল।—জলবৎ, আঠা আঠা, রক্তসংযুক্ত অতিসার। অতিসার ও বমন। (ইপি)। অতিশয় দুর্গন্ধময় আতিসারিক মল।

মূত্র-যন্ত্র।—মূত্রত্যাগকালে ও তৎপরে মূত্রমার্গে জ্বালা। (ক্যান্থ-ক্যান-স্থাট)। মূত্র-বেগ, স্বল্প মূত্রস্রাব, শেষ বিন্দুগুলি রক্তাক্ত, তৎসহ মূত্রাশয়ে প্রবল বেদনা। মলিন, কপিশের আভাযুক্ত লোহিত, আবিল মূত্র (চেল), মূত্রে অতিশয় তীব্রগন্ধ, (বেঞ্জ, এসি, নাইট-এসি)।

শ্বাস-যন্ত্র।—হ্রস্ব,দ্রুত, গুরু, ব্যাকুলিত, আযাস সাধ্য শ্বাস, শয্যায় ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিতে হয় (একন, আর্স)। * শ্বাস-রোধ-অনুভব, বায়ু-প্রাপ্তিতে অসমর্থতা, শয্যায় উঠিয়া বসিতে হয়। (একন, আর্স- স্যাম্ব) * নিষ্ঠীবনবিলোপ বশতঃ শ্বাস হ্রস্বতা। * নিষ্ঠীবন পরিত্যাগে উপশমিত হয় এপ্রকার শ্বাস-কষ্ট। * বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার অতিশয় ঘড়ঘড় শব্দ। (ইপি, ফস, ষ্ট্রামো)। বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মাপূর্ণ বোধ হয় কিন্তু তাহা তুলিয়া ফেলিতে পারা যায় না। বক্ষঃস্থলে আকুঞ্চন অনুভব। * পর্য্যায়ক্রমে কাস ও মুখ-বিকাস, (ওপি) বিশেষতঃ শিশুদিগের, এবং তৎসহ ক্রন্দন বা তন্দ্রা, ও মুখমণ্ডলের স্পন্দন।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃৎস্পন্দ (একন, আর্স, স্পিজি, সলফ)। * দ্রুত, ক্ষীণ ও কম্পনশীল নাড়ী। হৃৎপিণ্ডে যাতনা। পূর্ণ ও মন্দ নাড়ী (ডিজি) অথবা সঙ্কুচিত, প্রায় অননুভবনীয় নাড়ী। (একন)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—সমস্ত অঙ্গের চৈতন্যহীনতা ও শীতলতা, এবং দুর্ব্বলতা। হস্তকম্প। শীতল ও আর্দ্র হস্ত, অঙ্গুলীর অগ্রভাগগুলি বরফের ন্যায় শীতল। বসিবামাত্র পায় ঝিঁঝিঁ লাগে।

দেহ।—সর্ব্বাঙ্গের, বা হস্ত পদের কম্প, আভ্যন্তরিক কম্প। শিশু ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া বেড়াইতে চায় (ক্যাম); স্পর্শ করিলে কাঁদে (এণ্ট-ক্রু); নাড়ী দেখিতে দেয়না। অত্যন্ত অস্থিরতা। (একন, আর্স, রস)। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অলসতা। অবসন্নতা ও শরীরের স্ফূর্ত্তিহীনতা। শ্রান্তি বা মূর্চ্ছা।

ত্বক।—* বসন্তের ন্যায়, পূযপূর্ণ, মটরের মত বড়, ঘন পীড়কা। সর্ব্বাঙ্গে স্ফোটবৎ উদ্ভেদ। * মুখমণ্ডলে নীলাভ রক্তবর্ণ দাগ থাকে এরূপ পূযপূর্ণ পীড়কা; জননাঙ্গে ও উরু-দেশাদিতে এই প্রকার বেদনা বিশিষ্ট পীড়কা।

নিদ্রা।—* অতিশয় নিদ্রালুতা (এপিস), নিদ্রা যাইবার প্রবৃত্তি (নক্স-ম)। জৃম্ভণ; নিদ্রাবস্থায় অঙ্গোৎক্ষেপ।

জ্বর।—সর্ব্বশরীরে শীত ও কম্প। অসাধারণ গাত্র-তাপ। সর্ব্বশরীরে শীতল আঠাবৎ ঘর্ম্ম। অতিশয় ঘর্ম্ম।

উপচয়।—আহার বা পানান্তে, সঞ্চরণে, রাত্রিতে, উষ্ণতায়, আর্দ্র ও শীত ঋতুতে বৃদ্ধি।

উপশম।—উদ্গারে, কফ-নিষ্ঠীবনে; সোজা হইয়া বসিলে অনাবৃত শীতল বায়ুতে হ্রাস।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—ধামনিক অবসাদক, শৈত্যকারক, বিবমিষাজনক, স্বেদ-জনক, কফ নিঃসারক, মূত্রজনক ও পরিবর্ত্তক, কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় বমনকারক ও বিরেচক। বাহ্য-প্রয়োগে চর্ম্মে প্রত্যুগ্রতা সাধক। বিষমাত্রায় প্রাদাহিক বিষ-ক্রিয়া জন্মে অর্থাৎ অত্যন্ত ভেদ ও বমন; পাকাশয় ও গলদেশে জ্বালা এবং বেদনা, অন্ত্র মধ্যে বেদনা, জ্বালা ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়। অধিকন্তু, নাড়ীর ক্ষীণতা, বিবমিষা, দৌর্ব্বল্য, অবসাদন, পেশীর শিথিলতা, শরীরের শীতলতা, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা ও হস্ত পদাদির আক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রাদাহিক জ্বর, অবিরাম জ্বর, তরুণ ফুসফুস প্রদাহ, স্বরভঙ্গ, ও উন্মাদাদি রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা, বমন করণার্থ ১—২ গ্রেণ; অবসাদন ও বিবমিষা-জননার্থ এক গ্রেণের অষ্টমাংশ হইতে দ্বাদশাংশ; স্বেদজনন ও কফ নিঃসারণার্থ দ্বাদশাংশ হইতে অষ্টাংশ।

এনাকার্ডিয়ম — মার্কিংনট — ভল্লাতক — ভেলা।

এনাকার্ডিয়ম এনাকার্ডিয়েসিয়া জাতীয় উদ্ভিদ। ইহা আসিয়া খণ্ডে জন্মে। ভল্লাতকের তৈলবৎ পদার্থ দুগ্ধ শর্করার সহিত খল করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্কে ভল্লাতকের মুখ্য ক্রিয়া দর্শে ও তদ্দ্বারা মস্তিষ্কের স্নায়ুমূল এবং বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়সমূহের অবসাদ জন্মিয়া মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা ও সাধারণ স্নায়বীয় অবসন্নতা উৎপন্ন হয়। চর্ম্মেও ইহার প্রবল ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

অধিকার।—অবসাদ বায়ু হইতে উন্মত্ততা পর্য্যন্ত বিবিধ উন্মাদ রোগে; নানা প্রকার স্নায়বীয় পীড়ায়, ও হৃদ্রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—ভল্লাতকের বিষ-ক্রিয়া বশতঃ মস্তিষ্কের অবসাদ ও স্মৃতি শক্তির ক্ষীণতা জন্মে বলিয়া হস্ত-মৈথুন জনিত অথবা তরুণ রোগের পরবর্ত্তী মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতায় এই ঔষধি ফলপ্রদ। ডাঃ বেইস বলেন যে অতিশয় অধ্যয়ন জনিত স্নায়বীয় অবসন্নতায় ইহা বিশেষ উপযোগী। জননেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য, এবং শুক্রস্রাব জনিত স্নায়বীয় অবসাদে এনাকার্ডিয়ম অতিশয় উপকারী। ডাঃ বেইস এই সকল রোগে ইহার দ্বাদশ ক্রম ব্যবহার করিয়া থাকেন। বৃদ্ধদিগের মানসিক শক্তি ও স্মৃতি-শক্তির ক্ষীণতায় এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ উপকার দর্শে। ক্ষীণ-দৃষ্টি ও স্নায়বীয় বধিরতায়ও এনাকার্ডিয়ম উপযোগী। অগ্নিমান্দ্য-গ্রস্ত একজন রোগীর এই প্রকার বোধ হইত যে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভূত বিচরণ করিতেছে, এই ঔষধ সেবন করাতে তাহার রোগ আরোগ্য হইয়াছিল। ডাঃ সরকার বলেন যে কুষ্ঠরোগে তিনি এনাকার্ডিয়মের ষষ্ঠক্রম ব্যবহার করিয়া বিলক্ষণ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদে ভল্লাতকের বিষ-ক্রিয়াজনিত ভল্লাতক-শোথ নামে যে রোগের উল্লেখ আছে এবং যাহার চিকিৎসায় ভল্লাতক বৃক্ষের নিম্নস্থ মৃত্তিকা লেপনের বিধি আছে বোধ হয় তাহাও কুষ্ঠরোগের ন্যায় কোন প্রকার চর্ম্মরোগ। ডাঃ মার্টিন অগ্নিমান্দ্য রোগে এই ঔষধের বিস্তর প্রশংসা করেন। আহার কালে রোগ লক্ষণের নিবৃত্তি এবং দুই ঘটিকা পরে পুনরায় উহার আবির্ভাব অগ্নিমান্দ্যে এনাকার্ডিয়মের প্রয়োগ লক্ষণ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* অতিশয় স্মৃতিক্ষীণতা (এম্ব, ক্রিয়ো, ল্যাক, মার্ক, স্ট্যাট, নক্স ম, ফস-এসি)। উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাগ্য সমাগম-আশঙ্কা (আর্স, এলম,

ক্যাল)। অভিসম্পাত ও শপথ করিবার দুর্নিবার ইচ্ছা (ভিরেট এল)। অতিশয় কোপনতা ও প্রতিবাদশীলতা। (ব্রাই, ক্যাম, নক্স, হিপার, কালী-কা)। বিচরণকালে যেন কেহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে এরূপ অনুভব। আত্মনির্ভরের অভাব। দৃষ্টি-বিভ্রম (হাইস, ষ্ট্রামো)। মস্তক।—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্ষীণতা। * মূর্দ্ধাদেশের বামপার্শ্বে গোঁজের ন্যায় অতীব্র চাপানুভব। কাসিবার বা দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় মস্তকের মধ্যস্থলে চাপক বেদনা। শঙ্খদেশে প্রেকবিদ্ধের ন্যায় বেদনা। (এগার, আর্ণ, কফ, ইগ্নে)। চক্ষু।—দক্ষিণ অক্ষিগোলকের উপর প্রান্তে গোঁজ বিদ্ধের ন্যায় অতীব্র চাপানুভব। অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, কনীনিকার সঙ্কোচন। সন্ধ্যাকালে আলোক মণ্ডল-পরিবেষ্টিত দৃষ্ট হয়। কর্ণ।—দন্তে দন্তে দংশন করিবার সময় কর্ণে ক্ষতবৎ বেদনা। কর্ণে গুন্ গুন্ শব্দ। নাসিকা।—প্রাতঃকালে উঠিবার সময় গন্ধ-বিভ্রম। নাসিকার সমীপে সর্ব্বদা বিশেষতঃ স্বীয় গাত্র-বস্ত্র আঘ্রাণকালে, কপোত বা কুক্কুট-বিষ্ঠার গন্ধ। মুখ-মধ্য।—যৎসামান্য ঘর্ষণে দন্ত-মূল হইতে রক্তস্রাব। মুখে বেদনা বিশিষ্ট ফোস্কা, (নাইট এসি)। গলমধ্য।—গলায় অবদবণ অনুভব। আমাশয়।—আহার-কালে রোগ-লক্ষণের নিবৃত্তি; দুই ঘণ্টাপরে পুনরায় প্রকাশ। উদর।—* নাভীর চতুর্দ্দিকে বেদনা, বোধ হয় যেন একটা স্থূলমুখ গোঁজ অন্ত্রে প্রবিষ্ট হইতেছে। উদরে অবিরত আটাঁপ। (লাইকো)। মল ও মলদ্বার।—অতিশয় মলপ্রবৃত্তি কিন্তু চেষ্টা করিলে আর প্রবৃত্তি থাকে না এবং মলত্যাগও হয় না; মলদ্বার অবরুদ্ধবৎ বোধ হয়। (এলো) শ্বাসযন্ত্র।—বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে গোঁজবিদ্ধের ন্যায় চাপানুভব। হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে সূচীবেধ। গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবা-পৃষ্ঠের স্তব্ধতা। (নস)। বামস্কন্ধাস্থিতে সূচীবেধ। শাখা।—বামবাহুর মধ্যস্থলে বেদনা। হস্তে অতিশয় গুরুতা অনুভব। অঙ্গুলী-সন্ধিতে আক্ষেপবৎ বেদনা। জানুদেশে অস্বচ্ছন্দতা ও স্তব্ধতা অনুভব। জানুতে অবশতানুভব। বিচরণ সময়ে জঙ্ঘা-পৃষ্ঠে খল্লী। দেহ।—শরীরে দুর্ব্বলতা, সকল সময় শুইয়া বা বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা। (কফ)। * শরীরের নানাস্থানে গোঁজ-বিদ্ধের ন্যায়

বেদনা। * সেই সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে বন্ধনের ন্যায় অনুভব। শীতল বাতাস সহ্য হয়না; সহজে সর্দ্দি লাগে। (বেল)। ত্বক্।—শুভ্র, দদ্রু জনিত পীড়কা। অত্যন্ত কণ্ডূয়নশীল পীড়কা। গাত্র-কণ্ডূয়ন, নখঘর্ষণে উহার বৃদ্ধি। **উপচয়।**—প্রাতে, সন্ধ্যাহইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত; ও নিদ্রা হইতে উঠিলে বৃদ্ধি। **উপশম।**—মধ্যরাত্রের পরে, দিবসে; শয়নে; ও ঘর্ষণে উপশম প্রাপ্তি। **উপযোগিতা।**—স্নায়ুপ্রধানা, গুল্মবায়ু-গ্রস্তা স্ত্রীলোক; বৃদ্ধ, ও অবসাদ-বায়ু গ্রস্তদিগের পক্ষে উপযোগী।

এপিস মেলিফিকা—হনিবী-মধুমক্ষী।

মধুমক্ষিকাকে ক্রোধাবিষ্ট করিয়া রেক্টিফায়েড স্পিরিট দ্বারা অচেতন করিতে হয়, অনন্তর হুলযুক্ত অংশ ছেদন ও পেষণ পূর্ব্বক ঔষধি প্রস্তুত হয়। ইহা বিচূর্ণ ও অরিষ্ট উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া—সেলুলার টিসু অর্থাৎ কোষময় বিধানে এপিসের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে, এবং তন্নিবন্ধন চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর তরুণ স্ফীততা জন্মে। অধিকন্তু এতদ্দ্বারা চর্ম্মে শীতপিত্তের ন্যায় উদ্ভেদ এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে উপদাহ উৎপন্ন হয়। এই উপদাহ মৃদু প্রদাহে পরিণত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক ঝিল্লীতেও এপিসের ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহের ফল স্বরূপ মস্তকোদক, বক্ষোদক, উদরোদক (উদরী) প্রভৃতি যে সকল রোগ জন্মে এপিস তৎসদৃশ অবস্থা উৎপন্ন করে। কিন্তু ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ জন্মাইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। ডিম্বাশয় ও জরায়ুতেও এপিসের বিলক্ষণ ক্রিয়া দর্শে এবং তজ্জন্য এই সকল যন্ত্রের উপদাহ, রক্তসঞ্চয়, মৃদু প্রদাহ ও শোথ জন্মে।

অধিকার।—হুলবেধ; আইওডিন, সিঙ্কোনা, টর্পেন্টাইন, ও ক্যান্থেরাইডিস অপব্যবহারজনিত অসুখ; চর্ম্ম ও শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর তরুণ স্ফীততা (ইডিমা); দাহিকা, বিসর্প, শীতপিত্ত; রোমান্তিকা; আরক্তিকা (স্কার্লেটিনা); ঝিল্লীকপ্রদাহ; মস্তকোদক, বক্ষোদক, উদরোদক; মস্তিষ্ক-ঝিল্লীপ্রদাহ, মূত্রাশয়-প্রদাহ, মূত্র-রোধ, মূত্রকৃচ্ছ্র; ডিম্বাশয় ও গর্ভাশয়ের

উপদাহ, রক্ত-সঞ্চয়, এবং শোথ। টাইফস ও বিষম জ্বর। ক্ষতাদি। গো মস্তুর্ব্ব্যাধানের মন্দ ফল (সিলি) ; বিলুপ্ত বা বিলম্বিত উদ্ভেদের মন্দ ফল।

যে সকল রোগে এপিস প্রয়োগ করা যায় সেই সকল রোগে মূত্র স্বাস্ত, মূত্রাশয়ের উপদাহ প্রভৃতি মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

শোথ।—মূত্রপিণ্ড এপিসের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে সুতরাং মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রস্তম্ভাদিযুক্ত শোথে ইহা বিলক্ষণ উপকার করে। জ্বর সহবর্ত্তী তরুণ শোথ, আরক্ত জ্বরের পরবর্ত্তী শোথ, গর্ভাবস্থায় পাদশোথ, প্রদাহ মূত্রপিণ্ড প্রদাহজনিত শোথ প্রভৃতিতে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। তরুণ শোথ রোগে পিপাসাভাব এপিস প্রয়োগের একটী বিশেষ লক্ষণ। মূত্র বিবর্দ্ধিত হইয়া এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। কিন্তু রক্তসঞ্চালনের প্রতিবন্ধকতা জন্মিয়া যে উদর-শোথ, বক্ষঃশোথ, ও মস্তিষ্কশোথ উৎপন্ন হয় তাহাতে এপিস প্রয়োগে কোন ফল দর্শে না। মাস্তক ঝিল্লীতে এপিসের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে এবং মাস্তক ঝিল্লীর প্রদাহের পর ক্ষরিত মস্ত শোষিত না হওয়াতে যে শোথ জন্মে অর্থাৎ অন্ত্র-বেষ্টপ্রদাহের পরবর্ত্তী উদর-শোথ ও ফুস্ফুসবেষ্ট প্রদাহের পরবর্ত্তী বক্ষঃশোথ এপিস দ্বারা আরোগ্য হয়। গুটিকাবিহীন মস্তিষ্ক-ঝিল্লী-প্রদাহের ক্ষরিতস্রাব দূরীকরণে বিশেষ ক্ষমতা আছে বলিয়া ডাঃ উলফ এপিসের অতিশয় ব্যাখ্যা করেন। ডাঃ হিউজ বলেন যে পূর্ণমাত্রায় এপিস মূত্রকর, অতএব এতদ্দ্বারা মূত্র পিণ্ড বা মাস্তক ঝিল্লীর সহিত অসংসৃষ্ট, যথা, হৃৎপিণ্ড ও ডিম্বাশয়িক শোথেও উপকার জন্মে। এই প্রকার শোথে একটী সম্যক মধুমক্ষিকার ফাণ্ট বা বিচূর্ণ ব্যবহৃত হওয়া উচিত, হোমিওপ্যাথিক ক্রম ব্যবহার বিহিত নহে।

বিসর্প।—মধুমক্ষির হুল-বেধে স্থানিক স্ফীততা, উত্তপ্ততা, আরক্ততা, কণ্ডূয়নাদি বিশিষ্ট বেদনা জন্মে অর্থাৎ তরুণ ইডিমা বা রসপূর্ণ স্ফীততার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই স্ফীততায় চর্ম্ম অপেক্ষা কোষময় বিধানতন্তু অধিক আক্রান্ত হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বা চর্ম্মে আপনাহইতে এইরূপ অবস্থা জন্মিলে

এপিস সেবনে কাজেই তাহা আরোগ্য হয়। চর্ম্মের তরুণ ইডিমা একপ্রকার বিসর্প রোগ, সুতরাং বিসর্প রোগে যদি বেলেডোনা সূচক প্রাদাহিক আর রক্ততা অথবা রসটক্স জ্ঞাপক জলপূর্ণ পীড়কা না থাকে, কিন্তু কেবল ক্রমবর্দ্ধনশীল স্ফীততা মাত্র লক্ষিত হয় তবে এপিস ব্যবহার্য্য। ডাঃ হিউজ বলেন যে আভিঘাতিক বিসর্পেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ত্বকচ্ছেদের পর বিসর্পে, এবং সদ্যজাত শিশুর নাভী-চ্ছেদের পর বিসর্পে ডাঃ কাককা ও ডাঃ উলফ ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন।

শীতপিত্ত।—মধুমক্ষিব হুল বেধে শীতপিত্তের ন্যায় লক্ষণ জন্মে। এজন্য এই রোগে এপিস অতি প্রধান ঔষধি, বিশেষতঃ যদি হুল-বেধবৎ দাহযুক্ত কণ্ডূয়ন, জ্বালা ও তরুণ স্ফীততা বিদ্যমান থাকে তবে এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

পচনশীল বিস্ফোটক (কার্ব্বঙ্কেল)।—বিস্তীর্ণ বিসর্পজনিত রক্তিমাযুক্ত বিস্ফোটকে ইহার প্রয়োগ হয়।

জ্বালা, বেধন ও কণ্ডূয়নাদি লক্ষণ বিশিষ্ট অন্যান্য চর্ম্ম-রোগেও ইহা উপযোগী।

শীত ঋতুতে, রাত্রিকালে (বিশেষতঃ অর্দ্ধরাত্রির পর) এবং উষ্ণ গৃহে উত্তাপবশতঃ যে সকল রোগের লক্ষণ বৃদ্ধি পায় তাহাও এপিসের ক্রিয়ায়ত্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

গলদেশাদি।—তালুপার্শ্ব, উপজিহ্বা ও তালুকার স্ফীততা এবং গলাধঃকরণে হুলবিদ্ধবৎ বেদনা সহ গলাবেদনা ; এই গলা-বেদনায় বেলেডোনার ন্যায় অতিশয় আরক্ততা বা বেদনা থাকেনা, অথবা ল্যাকেসিস কার্ব্বলিক জ্ঞাপক তালু-মূলের গাঢ়র বিধান প্রদাহিত হয় না, কিন্তু কেবল তালু-মূল, উপজিহ্বা, ও কোমল তালুকাদিতে মধুমক্ষিব হুল-বেধের ন্যায় স্ফীততা দেখা যায়। ঝিল্লিকপ্রদাহ ও আরক্ত জ্বরেও এই প্রকার গলাবেদনা জন্মে। এই দুই রোগেই এপিস বিশেষ উপকার জনক। অনেক বিধ্যাতনামা চিকিৎসক ঝিল্লিক প্রদাহে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ মনে করেন কেননা মধুমক্ষিকার হুলবেধ বশতঃ ঝিল্লিক প্রদাহের ন্যায় অতিশয় অব

সাদাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়। এপিসের বিষ ক্রিয়ায় কাহার কাহার চর্ম্মে আ-রক্ত জ্বরের ন্যায় পীড়কা ও শোথ জন্মে; অতএব আরক্তজ্বরে পীড়কা বসিয়া গেলে অথবা ভালরূপে বাহির না হইলে এপিস ব্যবহৃত হয়। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে গাত্রের পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম ও শুষ্কতা আরক্ত জ্বরে এপিসের প্রয়োগ লক্ষণ। শরীরের অন্যান্য স্থানে মধুমক্ষিকার হুল বিদ্ধ হইলেও অনেক সময় জিহ্বার প্রদাহ জন্মে অতএব জিহ্বার প্রদাহে অর্থাৎ তরুণ গ্লসাস (জিহ্বার শোথ) রোগে এপিস পরমোপকারী ঔষধি। **চক্ষু।**—প্রতিশ্যায় ও গণ্ডমালা জনিত চক্ষুপ্রদাহে কনীনিকা আক্রান্ত হইলে এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। ডাঃ জোসেট এই রোগে মধুমক্ষির বিষের দ্রব ব্যবহারের বিধি দেন। স্বরভঙ্গ ও শুষ্ককাস বিশিষ্ট স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীর অপ্রবৃদ্ধ ও পুরাতন উপদাহ। **পরিপাক যন্ত্র।**—এপিসের বিষ-ক্রিয়ায় আমাশয়ের এবং কিয়ৎপরিমাণে অন্ত্রের উপদাহ জন্মে এজন্য হরিতাভ পীতবর্ণ মলবিশিষ্ট বেদনাশূন্য প্রাতঃকালীন অতিসারে রুমেক্সের ন্যায় এপিসও উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ উলফ তরুণ আমাশয়ান্ত্রিক প্রতিশ্যায় ও রক্তামাশয়ে ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর তরুণ প্রদাহ, নাসিকার ও স্বরযন্ত্রের শুষ্ক প্রতিশ্যায়; পিপাসাভাব, ও শীতাবস্থায় হস্তের অবশতানুভব লক্ষণাপন্ন আপরাহ্লিক বিষমজ্বর (ম্যালেরিয়া জনিত নহে) প্রভৃতিতেও এপিস উপকারী। **মূত্রযন্ত্র।**—মূত্রগ্রন্থি ও মূত্রাশয় গ্রীবার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে এপিসের অব্য-বহিত ক্রিয়া প্রকাশ পায়। বৃক্ক প্রদাহ, মূত্রত্যাগে অসমর্থতা ও ঘন ঘন মূত্রবেগ সম্বলিত মূত্রযন্ত্রের প্রদাহ রোগে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। **জননে-ন্দ্রিয়।**—ডিম্বাশয় ও জরায়ুতে এপিসের প্রবল ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং কখন কখন গর্ভবতীদিগের গর্ভস্রাব হয়; এজন্য গর্ভস্রাবের আশঙ্কায়; ডিম্বাশয়ের তরুণ রক্ত সঞ্চয় বশতঃ রজঃস্তম্ভ, রজঃকৃচ্ছ্র ও রজসাধিক্য; এবং ডিম্বাশয়ের শোথে এপিস ব্যবহেয়। এই সকল রোগে হুলবেধবৎ বেদনা এপিসের প্রয়োগ লক্ষণ। ভগাধরের স্ফীততায়ও এই ঔষধ আ-রোগ্যকর।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—কোন বিষয়ে চিত্ত স্থির করিতে অসমর্থতা, (চিন্তাসংযোগে অক্ষমতা, মনের বিশৃঙ্খলা, *জেলস,—চিত্তনাশের আশঙ্কা সহ ব্যাকুলতা, নার্ক ভি) আরক্ত জ্বরের পীড়কা বিলোপ বশতঃ প্রলাপ, (বেল, ব্রাই, ওপি) *বিষন্নতা। (এনাক, নক্স-ম, কস-এসি)। অভিভূতত্তা ও মধ্যে মধ্যে চিৎকার।

মস্তক।—বিবমিষা ও শিরঃপীড়া সহ শিরোঘূর্ণন, (বিবমিষা নাসিকা হইতে রক্তস্রাব সহ, শিরোঘূর্ণন, এন্ট-ক্রুড) কপালে ও কপাল-প্রান্তে বেদনা, উত্থান সময়ে ও উষ্ণ শয্যায় সেই বেদনার বৃদ্ধি ও চাপপ্রদানে উপশম প্রাপ্তি, (পলস) * বালকদিগের মস্তিষ্কোদক রোগ। * বালক নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে, প্রলাপবকে, সহসা তীব্র চিৎকার করিয়া উঠে; তির্য্যক দৃষ্টিপাত, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, ও বালিশে মস্তক প্রবিষ্ট করে (হেলি), এক পার্শ্বের স্পন্দন, অন্য পার্শ্বের পক্ষাঘাত, মস্তক ঘর্ম্ম সিক্ত, মূত্র স্বল্প ও দুগ্ধবৎ।

আমাশয় ও অন্ত্র।—পাকাশয়ের প্রদাহ সহ বমন। পাকাশয়ে প্রবল বেদনা ও অনুভবাধিক্য * বোধ হয় যেন মলত্যাগের অধিক চেষ্টা করিলে নিম্নউদরে দৃঢ় বদ্ধ কিছু ছিন্ন হইবে। নিম্ন উদরে যাতনা, (একন, * বেল, মার্ক, নকস), * উত্তাপ সত্বেও পিপাসার অভাব (পলস)

চক্ষু।—আলোক দ্বেষ ও স্রাবাধিক্যবিশিষ্ট চক্ষুপ্রদাহ, (আস, বেল, * ইউফ, মার্ক) অক্ষিপুটের উপরের পাতার জলপূর্ণ স্ফীততা (আর্স, ক্রো, টি, কালীকার্ব—প্রাতঃকালে উপরের পাতায় থলীর ন্যায় স্ফীততা, * কালী কা)।

কর্ণ ও নাসা।—* উভয় কর্ণের আরক্ততা ও স্ফীততা (বেল, পলস)। নাসার স্ফীততা ও আরক্ততা (বস)।

মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—ওষ্ঠের, বিশেষতঃ উপরের ওষ্ঠের স্ফীততা। বাধঃকরণে অসমর্থতাসহ * শুষ্ক, স্ফীত ও প্রদাহিত জিহ্বা, (বেল, মার্ক)

(১৭)

গলায় হুলবেধ ও জ্বালা, (একন)। * রক্তবর্ণ ও অতিশয় প্রদাহিত তালু পার্শ্বগ্রন্থি, (একন, * বেল, ক্যাপ) তালুপার্শ্বগ্রন্থির ক্ষত (এইল, মার্ক আই য়োডন্)। ঝিল্লিক-প্রদাহ ; কৃত্রিম ঝিল্লির মলিন ধূসরবর্ণ। * পশ্চাৎ গ্রীবায় কোন বস্তুর স্পর্শ সহ্য হয় না (* লেকে)।

মল ও মলদ্বার।—* ঈষৎ হরিৎবর্ণ ; ঈষৎ পীতবর্ণ আঠাবৎ আম; অথবা পীতবর্ণ, জলবৎ, বেদনা বিবর্জ্জিত, উদরাময়, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি। * হুলবেধবৎ যাতনা সহ অর্শ, (অপিচ, আর্স, নাইট্র এসি, সলফ)। * উদরাময় সহ মলদ্বারে অবদরণ অনুভব। * শরীর সঞ্চালন মাত্র মলনিঃসরণ, বোধ হয় যেন মলদ্বার অবিরত বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। (ফস)।

মূত্র।—মূত্রকৃচ্ছ্র * মলিনবর্ণ ও অল্প পরিমাণ মূত্র, (বেল, লাইক, নাইট-এসি।—রুধির স্থায় কৃষ্ণবর্ণ মূত্র, কলচ, ন্যাট-মিউ, টেরেব।) অবারিত মূত্রস্রাব, রাত্রে ও কাসিবার সময় বৃদ্ধি। কাসিবার ও হাঁচিবার সময় অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব (* কষ্ট, পলস, ভিরেট)।

জননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষের স্ফীততা। তীব্র কর্ত্তন ও হুলবেধবৎ বেদনা সহকারে দক্ষিণ ডিম্বাশয়ে (ও:বিবি) * প্রদাহ, কাঠিন্য, স্ফীততা ও শোথ, (* বেল - সূচীবেধবৎ বেদনা সহ বাম ডিম্বাশয়ের স্ফীততা। গ্রাফ ল্যাক)। গর্ভস্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে, (* বষ্ট, * আইয়োড কস, সলফ।—সন্ধ্যাকালে, ক্যাল-কা, ব্রোম, বাসী-বা) বক্ষঃস্থলে দুষ্টবৎ যাতনা (* আর্স, ক্রিয়োজ, লাইক, ফস) দ্রুত যন্ত্রণাপ্রদ, আক্ষেপিক শ্বাস, শয়ন করিলে বৃদ্ধি পায়। বক্ষশোথ, বোধ হয় যেন আর নিশ্বাস পরিত্যাগ করা যাইবে না। নিদ্রার পর কাস, (ল্যাক)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—হস্ত নীলবর্ণ ও শীতল হয়। জঙ্ঘা শীতল, (এম-ব্রি, লক্স, সিল।—জঙ্ঘায় জ্বালা, এগার, বোরাক্স, লাইক) পদ, গুল্ফ-সন্ধি ও জঙ্ঘায় স্ফীততা, (ব্রাই, ক্যালক-কা, মার্ক, পলস)। * পদ ও পদাঙ্গুলী অতিশয় স্ফীত, বড় ও অনম্য অনুভূত হয়।

দেহ।—* কম্প সহ সর্ব্বাঙ্গীন আলস্য। * সময়ে সময়ে মধুমক্ষিকার হুল বেধের ন্যায় জ্বালাকর ও হুল বেধবৎ বেদনা।

জ্বর।—নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত—ক্ষুদ্র ও কম্পনশীল—পর্য্যায়শীল, (ভিন্ন দ্রষ্টব্য) অপরাহ্ণ গাত্রে সঞ্চালনে শীত, (বার্ক-ক্র, * নক্স-ভ, রস, পল্‌স)—চুলীর উত্তাপ বশতঃ শীত, (সিমা, ডলক, মার্ক, রুটা)। * বিষমজ্বর; প্রায় অপরাহ্ণ চারিটার সময় শীত; উষ্ণগৃহে বা অগ্নির নিকটে শীতের বৃদ্ধি; (বাহ্য উত্তাপে শীতের উপশম প্রাপ্তি, আর্স, ইগ্নে, বাহ্য উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি প্রাপ্তি, এপিস, ইপি) জ্বর ত্যাগের পর প্রগাঢ় নিদ্রা। পর্য্যায়ক্রমে গাত্রের রুক্ষতা ও ঘর্ম্মসিক্ততা, (ন্যাট-কা)।

চর্ম্ম।—হুলবেধ ও জ্বালাকর বেদনা সহ চর্ম্মে রক্তবর্ণ পীড়কা; (ডলক, রস, * আর্ট-ইউ) স্কারলেট জ্বরের উদ্ভেদ, (বেল, সলফ) ডিম্বা-শয়িক শোথ বশতঃ * চর্ম্মের শুভ্রতা ও ঈষৎ স্বচ্ছতা। পিপাসা ব্যতীত শোথ। * মধু মক্ষিকা বা অন্য কীটের হুল-বেধের ন্যায় রাত্রিকালে অসহ্য কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট শীতপিত্ত। (এন্ট-ক্র কার্ব, লেড)। * জ্বালাকর ও হুল বেধবৎ বেদনা বিশিষ্ট দাহিকা (কার্ব্বঙ্কল)। (আর্স)।

নিদ্রা।—* নিদ্রা যাইবার অতিশয় ইচ্ছা, অত্যন্ত নিদ্রালুতা। (এন্ট-টার্ট, নক্স-ম) নিদ্রাবস্থায় চিৎকার, সহসা চমকিত হইয়া উঠা। (বেল, ষ্ট্রামো)।

উপচয়।—বেদনা, অতিসার, মুখের শ্লেষ্মা, স্বরভঙ্গ, নিদ্রালুতা, প্রাতে, বিষমজ্বর, অপরাহ্ণে; শিরঃপীড়া, চক্ষু ও বক্ষঃ বেদনা রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়।

উপশম।—বেদনা, স্ফীততা ও জ্বালা শীতল জলে; * শিরঃপীড়া চাপ প্রদানে হ্রাস পড়ে।

বিশেষ লক্ষণ।—পীড়াক্রান্তস্থলে মধুমক্ষিকার হুলবেধের ন্যায় যাতনা, (জ্বালাকর হুলবেধবৎ যন্ত্রণা, মার্ক, পলস।) স্পর্শকরিলে অতিশয় অনুভবাধিক্য, (* একন, এগার, * বেল, ব্রাই।—দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিলে উপশম প্রাপ্তি ন্যাট-কা, * নক্স ভ) নিদ্রার পরে বৃদ্ধি, (* ল্যাক, ষ্ট্রাম, ওপি, ভিরেট) প্রাতঃকালে উত্তাপে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ উষ্ণগৃহে, শীতল গৃহে উপশম প্রাপ্তি, * আর্স, হিপ, কালী-বা, রস)। লেডম দ্বারা এপিসের ক্রিয়া নষ্ট হয়।

এপোসাইনম ক্যানেবিনম — ইণ্ডিয়ান হেম্প — সিদ্ধি — গাঁজা।

ইহা এপোসাইনেসী জাতীয় উদ্ভিদ। এই বৃক্ষ ক্যানেডায় জন্মে। ভারতবর্ষীয় ক্যানেবিস ইণ্ডিকা ও ইহা এক নহে। ইহার মূল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।— বৃক্ক, চর্ম ও মাস্তক ঝিল্লীতে ইহার ক্রিয়া দর্শে, সুতরাং এতদ্দ্বারা নানা প্রকার শোথ রোগ জন্মে। অপিচ, পরিপাক-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও কিয়ৎপরিমাণে এপোসাইনমের ক্রিয়া দর্শিয়া থাকে।

অধিকার।— স্বয়ম্ভূত বা গৌণফলস্বরূপ সকল প্রকার শোথ, বিশেষতঃ উদর-শোথ, বক্ষ-শোথ, ও চর্ম-শোথ।

আময়িক প্রয়োগ।— শোথ।— শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, মাস্তক ঝিল্লী চর্ম ও বৃক্ককে প্রধানতঃ ইহার ক্রিয়া দর্শে। সুতরাং উদরী ও শোথ রোগে ইহা দ্বারা বিলক্ষণ উপকার হয়। যে সকল শোথ রোগে পিপাসা জন্মে কিন্তু জলপানে অপকার হয় তাহাতে এপোসাইনম বিশেষ ব্যবহৃত হয়। বৃক্কের নিশ্চেষ্টতাও ইহার বিলক্ষণ ক্রিয়াধীন। এই ঔষধি দ্বারা মূত্র প্রকৃতিস্থ ও বর্দ্ধিত হইয়া উপকার দর্শে। কোন কোন রোগীর পক্ষে ইহা আশু আরোগ্যকর হইয়া উঠে; এমন কি এপিস, আর্সেনিক, হেলিবোরস, ডিজিটেলিস প্রভৃতি শোথঘ্ন ঔষধ ব্যর্থ হইলেও এতদ্দ্বারা ফল দর্শে। কিন্তু যকৃত কাঠিন্য (সিরোসিস), সগুটিক মাতৃকাপ্রদাহ (টিউবারকিউলার মেনিঞ্জাইটিস) প্রভৃতি যান্ত্রিক রোগের বর্দ্ধিত অবস্থায় যে শোথ জন্মে তাহার প্রতীকারে অন্যান্য ঔষধের ন্যায় ক্যানেবিনমও অনুপযোগী। যাহা হউক, এই ঔষধি অতীব নিরাশাজনক লক্ষণেও প্রয়োজ্য। ডাক্তার হেল বলেন, হৃদ্রোগ জন্য শোথে ইহা পরম উপকারী। শোথরোগে ইহার উগ্র অরিষ্ট এক হইতে চারি পাঁচ বিন্দু পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা যায়। প্রতিশ্যায়।— নাসিকার প্রতিশ্যায় রোগে প্রথম দশমিক ক্রমের অরিষ্ট এক হইতে পাঁচ বিন্দু মাত্রায় সেবন করিলে উপকার জন্মে। রজসাধিক্য।— রজসাধিক্য এবং গর্ভাশয় হইতে কোন কোন প্রকার শোণিত-স্রাবে, দুর্ব্বলতা, দ্রুত ও ক্ষীণ নাড়ী, হৃৎস্পন্দন, পাকাশয়ের উগ্রতা এবং মূত্র-স্তম্ভ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধি ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—বিশৃঙ্খলা, স্বাধবীয়তা; নিরুৎসাহিতা। (ল্যাকেসিস, ক্যাট, পলস)। মস্তক।—মস্তকোদক, স্ফুর্ত্তি; এক চক্ষুর সম্যক দৃষ্টি-হীনতা, অপর চক্ষুর ঈষৎ চৈতন্য; একবাহু ও এক জঙ্ঘার অবিরত অনৈচ্ছিক সঞ্চালন; কপাল উন্নত; করোটীর সংযোগ-স্থল উদ্ঘাটিত। রসক্ষরণাবস্থা। আমাশয়।—অতিশয় পিপাসা কিন্তু জল সহ্য হয়না, জলপান করিলে যাতনা জন্মে, অথবা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়ে। (আর্স)। থাকিয়া থাকিয়া যন্ত্রণাপ্রদ বমন। পাকাশয়ের অতিশয় উপদাহিতা এবং বমন। উদর।—উদরী। উদর প্রসারিত ও বেদনা বিশিষ্ট। (আর্স, মার্ক)। মল।—অতি অল্প মল নিঃসরণ। মূত্রযন্ত্র।—অল্প মূত্রস্রাব, তজ্জন্য কোন প্রকার অসুখ অনুভব হয় না। অধঃক্ষেপ পরিশূন্য অপ্রগাঢ় বর্ণ অধিক পরিমাণ মূত্রস্রাব (এপিস, আর্জ্জ-নাইট)। শ্বাসযন্ত্র।—হ্রস্ব ও শুষ্ক কাস, যাতনাসংযুক্ত তরল ও ঘড়ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাস। পাকাশয়ের উর্দ্ধদেশে ও বক্ষঃস্থলে চাপানুভব। (এণ্ট টার্ট, আর্স)। হ্রস্ব ও অস্বচ্ছন্দতাজনক শ্বাস। দেহ।—স্বাভাবিক শারীরিক নিঃস্রবের, বিশেষতঃ মূত্র ও ঘর্ম্মের বন্ধতা।

এমোনিয়ম কার্ব্বনিকম — সেস্কুই কার্ব্বনেট অভ এমোনিয়া — সেল-ভোলেটাইল।

নিসাদল ও খটিকা একত্র মিশ্রিত করিয়া উর্দ্ধপাতন করিলে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার্থ প্রথমতঃ ডক্ত দনকর দ্রবা দ্বারা ইহার ক্রম প্রস্তুত হয়

ক্রিয়া।—রক্তে এমোনিয়ার প্রবল ক্রিয়া দর্শিয়া রক্তের তরলতা, শোণ কণার বিনাশ ও বিগলিত অবস্থা জন্মায় এবং তাহার ফলস্বরূপ রক্তস্রাব ও অতিশয় অবসন্নতা উৎপন্ন করে। পরন্তু এমোনিয়া প্রস্থিল স্নায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া, মস্তিষ্ক আক্রমণ না করিয়া হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর ক্রিয়া অস্থায়ীরূপে বৃদ্ধি করে এবং কিয়ৎপরিমাণে শরীরের প্রায় সমস্ত যন্ত্রেরই ক্রিয়াধিক্য জন্মায়।

অধিকার।—অতিশয় দুর্ব্বলতা, শ্বাসকৃচ্ছ্র ও অত্যন্ত অবসন্নতা; বিশেষতঃ এই সকল লক্ষণ যদি উদ্ভেদ বিলোপ বা আসন্ন মৃত্যু বশতঃ জন্মে তবে এমোনিয়া সমধিক উপযোগী। গললক্ষণের প্রাবল্যসহ আরক্ত জ্বর; বায়ুনলীভুজের উপদাহ ও শ্বাসরোগের উপক্রমবিশিষ্ট প্রাচীন কাস, বোধ হয় যেন স্বরযন্ত্রে কোমল পালক অবস্থিত রহিয়াছে; নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব। শুল্ম বায়ু ও শুল্ম বায়ু জনিত অন্যান্য রোগ। অস্থি-এক্সঃ; কুষ্ঠ রক্তঃ; শ্বেতপ্রদর। শীতাদ রোগ জনিত পীড়া। মস্তিষ্ক-কোমলতা। কীটাদির হুল-বেধ জনিত পীড়া।

আময়িক প্রয়োগ।—**শ্বাসকৃচ্ছ্র।**—শ্বাসকৃচ্ছ্রে এই ঔষধি আঘ্রাণ দ্বারা প্রয়োগ করা উচিত। শ্বাসনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সহিত এমোনিয়ার সম্বন্ধ বশতঃ এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। ক্ষীণাঙ্গী স্ত্রীদিগের এবং শ্লেষ্মা প্রকৃতি-বায়ুপ্রধান দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। **ঝিল্লিক-প্রদাহ।**—সাংঘাতিক অবস্থায় এমোনিয়া ও আর্সেনিক পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার্য্য। সাংঘাতিক গল-লক্ষণ বিশিষ্ট আরক্ত জ্বরেও ইহা উপকারী। **প্রতিশ্যায়।**—ডাঃ হুয়েন বলেন যে বালকদিগের সর্দ্দিতে নাসাপথ অবরুদ্ধ হইলে এই ঔষধি উপযোগী। **শিরঃপীড়া।**—পূর্ণমাত্রায় এমোনিয়া সেবনে শিরঃপীড়া জন্মে। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায় দন্ত অবরুদ্ধ করিলে বেদনা বৃদ্ধি পাইলে এমোনিয়া দ্বারা উপকার দর্শে। **সর্প-দংশন।**—অধ্যাপক হ্যালফোর্ড বলেন যে পিচকারী দ্বারা শিরার অভ্যন্তরে এমোনিয়া প্রবিষ্ট করিলে সর্প বিষে অতিশয় উপকার দর্শে। **কাস।**—এমোনিয়ার বিষ-ক্রিয়া বশতঃ কাস জন্মে, বায়ুনলী-ভুজের শ্লেষ্মা-নিঃস্রব বর্দ্ধিত হয়, ও বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ উৎপন্ন হয়। অতএব স্বরযন্ত্রে কোমল পালক থাকার ন্যায় অনুভব লক্ষণে অবিরাম কাসে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অমনোযোগিতা ও নিশ্চেষ্টতা, সম্পূর্ণ অপ্রসন্নতা। **মস্তক।**—আহারান্তে কপালে গুরুত্ব ও স্পন্দন। কপালে ও মূর্দ্ধাদেশে যন্ত্রণাজনক

পূর্ণতা বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইবে। (এক, ব্রাই, ন্যাট্)। মস্তকে লঘুতা অনুভব। অতিশয় করোটি কণ্ডূয়ন। **কর্ণ**।—কর্ণের সম্মুখে গুণ গুণ শব্দ। **নাসিকা**।—প্রাতঃকালে মুখ ধুইবার সময় * নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। (এক, বেল, ব্রাই)। নাসিকা হইতে উগ্রস্রাব নিঃসরণ। (আর্স, এরম)। নাসিকা হইতে জ্বালাকর জলস্রাব। রাত্রিতে নাসিকা রুদ্ধ হইয়া থাকে, মুখ দিয়া শ্বাস ফেলিতে হয়। (নক্স-ভ)। মস্তক অবনত করিলে নাসাগ্রে রক্ত ধাবিত হয়। **মুখ-মণ্ডল**।—মানসিক পরিশ্রমের সময়, অপর, আহার করিবার সময় ও আহারান্তে মুখমণ্ডলে উত্তাপ। **মুখ-মধ্য**।—সন্ধ্যাকালে শয্যায় যাইবা মাত্র দন্ত-বেদনা। দন্তে দন্তে দংশন করিলে বেদনা, দন্ত দীর্ঘ অনুভূত হয়। (কার্ব্বো-এ, নাইট-এসি, মার্ক)। জিহ্বায় ফোস্কা। অতিশয় লালা নিঃসরণ। খাদ্য দ্রব্যের অম্ল বা ধাতব আস্বাদ। **গল-মধ্য**।—গলার অভ্যন্তরে ক্ষুরাব ন্যায় জ্বালা। গলায় অবদরণ। (কার্ব্বো-ভে, কষ্ট, ফস, পলস, কমেক্স)। গিলিবার সময় গলায় বেদনা, বোধ হয় যেন দক্ষিণ তালু-মূল স্ফীত হইয়াছে। বিগলিত গল-ক্ষত; তালুমূলের পচাক্ষত। (এইল, ব্যাপ্ট, মিউর-এসি)। ঝিল্লিক-প্রদাহ, নাসিকা অবরুদ্ধ, শিশু নিদ্রা হইতে চমকিত হইয়া উঠে, শ্বাস ছাড়িতে পারে না। **আমাশয়**।—আহারান্তে অথবা রাত্রিতে আমাশয়ে চাপ। আমাশয়ে চাপ দিলে বেদনা। প্রচণ্ড ক্ষুধা, কিন্তু অল্পমাত্র আহার গ্রহণেই পরিতৃপ্তি জন্মে। শূন্য; অসম্যক উদ্গার। **মল ও মলদ্বার**।—অর্শের বলি বহির্গত হয়। মলদ্বার কণ্ডূয়ন করে। পাতলা মল ত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা। মলত্যাগকালে ও মলত্যাগান্তে রক্তস্রাব। কঠিন মল, বাহির হইতে হইতে বাহির হয় না; শেষে কোমল মল নির্গত হয়। **মূত্র-যন্ত্র**।—মূত্রাশয়ে প্রবল বেগ। নিদ্রাকালে অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব। **জননেন্দ্রিয়**।—(স্ত্রী)।—বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের স্ফীততা, কণ্ডূয়ন ও জ্বালা। (আর্স, ক্যান্থ, ক্রিয়োজ, মার্ক, সলফ)। অতি শীঘ্র অধিক পরিমাণ রজঃস্রাব। (এলো, এম্ব, ক্যাল্ক, কষ্ট)। ঋতুর প্রারম্ভে কলেরার ন্যায় লক্ষণ। ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, সংযুক্ত ঋতু শোণিত (ক্রোক, ইগ্নে প্লাট)। বিদাহী ঋতু-শোণিত, উহার সংস্পর্শে উরু

দেশে ক্ষত জন্মে। (সলফ)। ঋতুকালে সর্ব্বাঙ্গের বিশেষতঃ উরু-দেশের অতিশয় শ্রান্তি (কার্ব্ব এ, কক), তৎসহ জৃম্ভণ, দন্ত-শূল, কটিবেদনা, ও শীত।

শ্বাস যন্ত্র।—শ্বাস-কষ্ট, বিশেষতঃ উপরে উঠিবার সময়। (এবন, আর্স, ক্যাক্ট, ক্যাক)। শুষ্ক কাস, বিশেষতঃ রাত্রিতে, বোধহয় যেন গলার অভ্যন্তরে ধূলি-কণা রহিয়াছে। প্রতিদিন শেষ-রাত্রে ৩।৪ টার সময় প্রবল কাস; (ড্রোস, কালী-কা)। বক্ষঃস্থলের আক্ষেপিক সঙ্কোচনসহ স্বরযন্ত্রের উপদাহ জনিত শ্বাসরোগজাত হ্রস্ব কাস। রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবনসহ কাস। বক্ষঃস্থলে গুরুত্ব অনুভব। অনবরত হইলে দক্ষিণ বক্ষে সূচী-বেধ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—দক্ষিণ বাহুতে খল্লী। দক্ষিণবাহু অতিশয় গুরু ও শক্তি-শূন্য বোধ হয়। শীতল পদ, বিশেষতঃ শয়ন করিবার সময়। রাত্রে শয্যায় পদাঙ্গুষ্ঠ আরক্ত, স্ফীত, ও বেদনাবিশিষ্ট, এবং সমগ্র পদ স্ফীত হয়।

দেহ।—সমস্ত দিন শ্রান্তি ও ক্লান্তি। অনাবৃত বায়ুতে অতিশয় অনুভবাধিক্য। (কক, সিপি, সিলি)। বাম পার্শ্ব অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক আক্রান্ত। স্নানে; ও অনাবৃত বায়ুতে বিচরণে অপ্রবৃত্তি।

ত্বক।—প্রবল কণ্ডূয়ন; কণ্ডূয়নের পর জালাকর ফোস্কার উৎপত্তি। শরীরের ঊর্দ্ধাংশ অতিশয় আরক্ত। (বেল)। শক্ত পাত।

নিদ্রা।—নিদ্রাবস্থায় বারংবার চকিত হইয়া জাগরণ, ও তৎপরে অতিশয় ভয়। (এক, আর্স, বেল, গ্রাফ, হাইওস)। প্রতিরাত্রে বুক-চাপা (স্বপ্নদোষ রোগ)।

জ্বর।—সন্ধ্যাকালে শীত। প্রত্যহ প্রাতে ঘর্ম।

উপচয়।—প্রাতে, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রে, আর্দ্র কালীন ও আহারান্তে, উপরে আরোহণে; মস্তক অবনমনে; অনাবৃত বায়ুতে; ঝঞ্ঝাবাতে, ও বিশ্রামে বৃদ্ধি। (ডলক, রোডো, বস)।

উপশম।—উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুতে, গৃহের অভ্যন্তরে, এবং চাপ প্রদানে উপশম।

উপযোগিতা।—স্থূলদেহ বায়ু প্রধান, শ্লৈষ্মিক বা শৈথিক ধাতু; যে সকল স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা স্মেলিং বোতল (আঘ্রাণার্থ এমোনিয়াদি পূর্ণ শীশি) হাতে করিয়া বেড়ায়, গণ্ডমালা-গ্রস্ত শিশু; এবং বৃদ্ধদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—উত্তেজক; অম্লনাশক; স্বেদজনক; কফ নিঃসারক কিছুকাল সেবন করিলে রক্ত পাতলা ও শ্লেষ্মাদি তরল হয়। অল

সন্ন জীবনী শক্তির উত্তেজনার্থ এমোনিয়া মহোপকারক। সান্নিপাতিক জ্বর, বসন্ত, পচিত মুখক্ষত, পুরাতন বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ, মধু-মেহ, হৃদ্রোগজনিত শ্বাস কাস, গুল্মবায়ু, আরক্ত জ্বর, সূতিকোন্মাদ, অবসাদকর বিষদ্বারা বিষাক্ততা প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ৫ হইতে ১৫ গ্রেণ উত্তেজক, ঘর্ম্মকারক ও কফ নিঃসারক। ৩০ গ্রেণ মাত্রায় বমনকারক।

এমোনিয়ম মিউরিয়েটিকম—স্যাল এমোনিয়াক।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে বিচূর্ণ অথবা শোধিত সুরা দ্বারা প্রস্তুত দ্রব ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া।—এমোনিয়ম মিউরিয়েটিকম দ্বারা রক্তের নির্ম্মাণকর ক্ষমতার হ্রাস, গ্রন্থির নিঃস্রবের আধিক্য, ও তন্তুময় ক্ষরিত পদার্থের শোষণ জন্মে। এতদ্বারা ইউরিয়া নামক মূত্র-বিষ নিঃসরণ ও বিবর্দ্ধিত হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায় ও তন্নিবন্ধন উহার স্রাব নিঃসরণ অতিশয় বৃদ্ধি পায়।

অধিকার।—স্রাবধাবিক্য যুক্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পীড়া। শরীরের সকল অংশের প্রাতিশ্যায়িক অবস্থা। যক্ষ্মা। গৃধ্রসী। বিষম জ্বর। পাণ্ডু।

আময়িক প্রয়োগ।—জ্বর।—প্রাত্যহিক জ্বর কুইনাইন সেবন বশতঃ বন্ধ হইয়া সপ্তাহে এক একবার প্রত্যাবৃত্ত হইলে এই ঔষধে উপকার দর্শে। পাণ্ডু।—পিত্তস্রাব নিরোধ ও অবসাদকর মনোভাব জন্য তরুণ পাণ্ডুরোগ। যকৃৎ-বেদনা।—চিত্তের অবসন্নতাসহ সামান্য যকৃৎবেদনায় ডাঃ এলেন্সী এই ঔষধের অতিশয় উপকারিতা দেখিতে পাইয়াছেন। গৃধ্রসী।—ডাঃ ডনহাম বলেন যে বসিলে বেদনার বৃদ্ধি, বেড়াইলে কিঞ্চিৎ উপশম, এবং শুইলে সম্পূর্ণ শান্তি লক্ষণে গৃধ্রসী রোগে এমন-মিউর অতিশয় ফলপ্রদ। ডাঃ গরেন্সি জঙ্ঘার আকুঞ্চন অনুভব বা প্রকৃত আকুঞ্চন ইহার প্রয়োগ-লক্ষণ মনে করেন। স্নায়ু-শূল।—মস্তক, কপাল, ও মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল দূরীকরণে ইহার অতিশয় প্রতিপত্তি আছে।

...তেও ইহা বিশেষ উপযোগী বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। স্ত্রী-রোগ।—...সিনেজি ...কণ্ডূয়নে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। অক...ক্রোধের উদ্রেক বশতঃ ঋতুস্রাব প্রবণতায় এগ্নস ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—স্মৃতি শক্তির ক্ষীণতা, (* এনাক, * নক্স ম) পরিগ্রহণ শক্তির ...; চিন্তা শক্তির ক্ষীণতা (জেলস, নক্স, ফস), বিষণ্ণতা। মস্তক।—শিরোঘূর্ণন ও আমাশয়ে দুর্ব্বলতা বশতঃ শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। কেশ পতন। (* গ্রাফ * সিপি, হিপ, ন্যাট, ফস)। নাসিকা।—প্রত্যূষে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। (এগার, ব্রাই)। নাসিকায় শুষ্ক রক্ত সংলগ্ন থাকে। উদর।—* উদরে শীতলতা অনুভব। (ইথু, ক্যাম্ফ)। মল।—...বৃথা মল প্রবৃত্তি (নক্স ভ), তন্নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠা, * এই সময় অন্য লোকের বিদ্যমানতা সহ্য হয় না। (এলম, ব্রাই, নক্স, কস, ...)। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়।—* বাহ্য স্ত্রী অঙ্গে অতিশয় কণ্ডূয়ন (কাষ্ঠ, ক্রিয়োজ, মার্ক, সলফ), কণ্ডূয়ন বশতঃ ঘর্ষণ করিতে হয়। * ক্রিয়োজ)। কঠিন মলত্যাগ অথবা বিবরণাদি সামান্য ঘটনার পর ঋতুর অন্তর্বর্তী কালে রজঃস্রাব (ক্যাক্টস)। শ্বাস-যন্ত্র।—* বারংবার উদগার ও স্বর-... সহ প্রবল আক্ষেপিক কাস। উপচয়।—প্রাতে, রাত্রিতে, উষ্ণ পানীয় সেবনে; উষ্ণ গৃহে; উচ্চস্বরে পাঠে বা আলাপে, শয়নে, গীতে ... বৃদ্ধি। উপশম।—আহারান্তে, শীতল বায়ু সেবনে, শীতল আহার্য্য পানীয় দ্রব্য গ্রহণে উপশম। উপযোগীতা।—* বৃদ্ধ ও বালক, স্নায়ু ... ব্যক্তি; শিশু বা যুবক, এবং ক্ষীণকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী।

এরম।

...এরেসী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহা দুই প্রকার, যথা, এরম ম্যাকিউলেটম এবং ট্রিফিলম। প্রথমোক্তের সরস মূলের রস হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত

ক্রিয়া।—মুখ-মধ্য ও গল-কোষের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে বিশিষ্টরূপে, এবং স্বরযন্ত্রে ও বায়ুনলীভুজে কিয়ৎপরিমাণে এরমের ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়াবশতঃ এই সকল স্থানের প্রদাহ, স্ফীততা ও ক্ষত জন্মে।

অধিকার। সাংঘাতিক আরক্ত জ্বর ও ধর্ম্মযাজকদিগের গলা-বেদনা। মুখ মধ্য ও জিহ্বাদির প্রদাহ। সন্নিপাত জ্বর।

আময়িক প্রয়োগ।—এরম ম্যাকিউলেটমের একটী তরুণ পত্র চর্ব্বণে জিহ্বা, ওষ্ঠ, ও গলার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে শত শত ক্ষুদ্র সূচীবেধবৎ বেদনা ও জ্বালা উৎপন্ন হইয়াছিল। এরম ট্রিফিলম দ্বারা মুখে ক্ষতবৎ অনুভব, জিহ্বার আরক্ততা, জিহ্বাকণ্টকের উন্নতত্ব, এবং ওষ্ঠ ও মুখের কোণের বিদারণ জন্মে। সুতরাং আরক্তজ্বর প্রভৃতিতে এই প্রকার মুখ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এরম ব্যবহৃত হয়। ডাঃ গারেন্সি বলেন যে বালকদিগের এই সকল স্থানের রক্তাক্ত মর্দ্দন ও তাহাতে অতিশয় কণ্ডূয়ন এই ঔষধি জ্ঞাপক। তীব্রস্রাববিশিষ্ট প্রতিশ্যায় ও ধর্ম্মযাজকদিগের গলা-বেদনায় এই ঔষধ ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

নাসিকা।—* নাসিকা হইতে জ্বালাকর বিদাহী স্রাব নিঃসরণ ও তাহা লাগিয়া নাসারন্ধ্র ও উপরের ওষ্ঠের অবদরণ (এইল, আর্স, সিপা, মার্ক-ক)। * নাসিকা অবরুদ্ধ, মুখ দিয়া শ্বাস ত্যাগ করিতে হয়। (অব)। * নাসা রন্ধ্রে ক্ষত ও অবদরণ। (এট ক্রু, গ্রাফ, নাইট্ এসি)। **মুখমণ্ডল।**—নাসিকা, ওষ্ঠ, ও মুখমণ্ডল শীতল বাতাস সংস্পর্শে ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বিদারিত। (এট ক্রু, গ্রাফ)। অপরাহ্নে মুখমণ্ডল ও মস্তকে অতিশয় উত্তাপ, তৎসহ তৃষ্ণা প্রতিশ্যায়। * রক্তস্রাব না হওয়া পর্য্যন্ত ওষ্ঠ খুঁটন। * মুখের কোণে ক্ষত ও বিদারণ এবং উহা হইতে রক্তস্রাব। (এণ্ট-ক্রু, * গ্রাফ, মার্ক, নাইট্ এসি)। মুখ-মধ্য।—* জিহ্বামূল ও তালুতে অবদরণ অনুভব। * কপোল গহ্বর হইতে রক্তস্রাব ও উহাতে ক্ষত। গলমধ্য।—* হনু-নিম্ন গ্রন্থির স্ফীততা। (অব, ব্যারাই-কা)। **শ্বাসযন্ত্র।**—* সঙ্গীত বা বক্তৃতাদিতে অতিরিক্ত স্বরচালনা বশতঃ স্বরভঙ্গ। (কার্ব্ব

রে, আর্জ-না, রুস)। ত্বক্। * আরক্ত জ্বরের পীড়কার ন্যায় কণ্ডূয়ন বিশিষ্ট পীড়কা; তৎপরে চর্ম উঠিয়া যায়। (এপিস, বেল, রস, ষ্ট্রামো)। **উপচয়।**—প্রাতে; শয়নে, ও উত্তর পশ্চিমদিগের বায়ুতে বৃদ্ধি। **উপশম।**—উত্থানে উপশম।

এলুমিনা।

ঔষধার্থে এই খনিজ দ্রব্যের বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—গতিশক্তি দায়ক স্নায়ুমণ্ডলে এলুমিনার মুখ্য ক্রিয়া দর্শিয়া পক্ষাঘাতের ন্যায় অবস্থা জন্মে। কিন্তু শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে বিশেষতঃ অন্ত্র ও অপত্য-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এবং তন্নিবন্ধন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অত্যধিক উপদাহ সহকারে অত্যন্ত নীরস ও নিঃস্রব শুষ্ক এক প্রকার অবস্থা উৎপন্ন হয়।

অধিকার।—বায়ু-নলী ভুজ প্রদাহ গল নলী প্রদাহ শ্বেতপ্রদর, প্রমেহ প্রভৃতি পুরাতন অতিশ্রাব প্রবৃত্তি রোগে। কোষ্ঠবদ্ধ। শীর্ষ শূল, যকৃদ্দোষ, পৃষ্ঠবংশের পীড়া। হরিৎপাণ্ডু। বন্ধ

আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ হেল্ট বলেন যে তিনি এতদ্দ্বারা পুরাতন প্রমেহ, শ্বেত প্রদর, প্রমেহ রোগের পরবর্তী মুষ্ক-কাঠিন্য, এবং ভগ ও যোনীর উত্তপ্ত ও কণ্ডূয়নশীল পীড়কা আরোগ্য করিয়াছেন। অল্প বা অধিক উপদাহ ও নীরসতা শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর রোগে ইহার প্রায় লক্ষণ। সুতরাং নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রতিশ্যায় প্রবণতা, ঝিল্লীর শুষ্ক উজ্জ্বল ও রক্তবর্ণ আকৃতি বিশিষ্ট পুরাতন গলনলীপ্রদাহ; গল নলী বা স্বরযন্ত্রের উপদাহ বশতঃ শুষ্ক কাস, আমাশয়িক রসস্রাবের স্বল্পতা বশতঃ অগ্নিমান্দ্য, অন্ত্র রসের অভাব বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি রোগে এলুমিনা ব্যবহৃত হয়। ডাঃ গারেন্সি বলেন যে সহজে মল নিঃসৃত না হইলে, এবং মলত্যাগ কাল ভিন্ন অন্য সময় প্রস্রাব না হইলে এই ঔষধি প্রযোজ্য। একজন বৃদ্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর রাত্রিকালে বারংবার মূত্র-প্রবৃত্তি এই ঔষধ সেবনে আরোগ্য হইয়াছিল। ডাঃ ডনহাম বলেন যে বিবর্দ্ধিত উপজিহ্বা জনিত কাসে, ক্ষীণকায় ধর্ম্ম-প্রচারক

ও বক্তাদিগের গলা-বেদনায়; এবং শিশুদিগের কোষ্ঠ-রোধে এলুমিনার সমতুল্য ঔষধ আর নাই। ইহার উচ্চক্রম ব্যবহার্য্য।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

গলমধ্য।—* গল-মধ্যের অতিশয় শুষ্কতা, তন্নিমিত্ত সন্ধ্যাকালে বারংবার গলা পরিষ্কার করিতে হয়। মল।—* সরলান্ত্রের নিশ্চেষ্টতা (ক্যাল্ক, * ওপি, সিপি); এমন কি নরম মলও অতিশয় বেগ না দিলে বাহির হয় না। (কার্ব্বো ভে, সিপিয়া)। * মেষের বিষ্ঠার ন্যায় কঠিন গ্রন্থিল মল (* ওপি, প্লম্ব); তৎসহ গুহ্যদ্বারে কর্ত্তনবৎ যাতনা, অনন্তর রক্ত-স্রাব। (নার্ক, * নক্স)। জননেন্দ্রিয়।—* প্রভূত, স্বচ্ছ (এগার) বিদাহী শ্বেতপ্রদর দিবাভাগে পা পর্য্যন্ত বাহিয়া পড়ে। শ্বাস-যন্ত্র।—* অবিরত শুষ্ক কাস, তৎসহ বমন ও শ্বাস রোধ। শাখা।—* সন্ধ্যাকালে নিম্নাঙ্গের অতিশয় গুরুত্ব, সহজে টানিয়া আনা যায়না; বিচরণ সময়ে শরীর আন্দোলিত হয় বলিয়া বসিতে হয়। * বসিয়া থাকিলে জঙ্ঘায় অতিশয় শান্তি অনুভব। দেহ।—অত্যন্ত ক্লান্তি ও শ্রান্তি, বাধ্য হইয়া শয়ন করিতে হয়। (সিঙ্ক)। উপচয়।—প্রাতে জাগিবামাত্র; সন্ধ্যাকালে; দিবাভাগে (শ্বেত-প্রদর), শীতকালে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়; এক দিন পরে একদিন, সঞ্চালনে, শীতল খাদ্য গ্রহণে; গোলআলু আহারে; সুরাপান সেবনে বৃদ্ধি প্রাপ্তি। উপশম।—অনাবৃত বায়ুতে, শীতল জলে স্নানে, উষ্ণ আহার্য্যদ্রব্য ভোজনকালে উপশম প্রাপ্তি। উপযোগিতা।—শুষ্ক ক্ষীণকায় ব্যক্তি, বৃদ্ধ; শিশু (কোষ্ঠবদ্ধ), যুবতী (হরিৎপাণ্ডু), ও পুনঃ পুনঃ রোগাক্রমণ বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

এলো সকোট্রিনা—এলোজ—মুসব্বর—ঘৃতকুমারী—কন্যা।

এলোজ লিলিয়েসি জাতীয় এলোনামক বৃক্ষ পত্রের শুষ্ক নির্য্যাস। গন্ধবোলের ন্যায় গন্ধ ও অত্যন্ত তিক্ত আস্বাদ। এই বৃক্ষ অধিকাংশ সকোট্রা দ্বীপে জন্মে। ইহার পত্রের ঘনীভূত রস হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—বৃহদন্ত্রে, বিশেষতঃ সরলান্ত্রের পেশীচ্ছদে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় সুতরাং এতদ্দ্বারা সরলান্ত্রে ও গুহ্যদ্বারে উপদাহ, বস্তিদেশে রক্তসঞ্চার জন্মে এবং কুন্থন, অর্শ, মূত্রপ্রবৃত্তি, রজঃপ্রবৃত্তি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। যকৃতেই ইহার প্রধান ক্রিয়া দর্শে। এবং যকৃত-দ্বারের শিরায় রক্ত-সঞ্চয় উপস্থিত হইয়া তাহার গৌণফল স্বরূপ সরলান্ত্র ও জননেন্দ্রিয় আক্রান্ত হয়।

অধিকার।—অর্শ, রক্তাতিসার, অতিসার, জরায়ুর দুর্ব্বলতা, ও রজঃসাধিক্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—অর্শ—অধিক পরিমাণে তপ্ত, মলিনবর্ণ রক্তস্রাব, অতিশয় কুন্থন জ্বালাকর ও কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং মস্তকে রক্তের গতি; পাতলা মল, এই সকল লক্ষণে অর্শরোগে এই ঔষধি সলফারের পূর্ব্বে বা পরে অথবা তৎসহকারে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **রক্তাতিসার।**—পূর্ব্বোক্ত অর্শবৎ লক্ষণযুক্ত রক্তাতিসারে, নাভির নিকটে বেদনা, মুখশোষ, পিপাসা, উদরের নিম্নদেশে স্ফীততা, মলত্যাগের পর মূর্চ্ছা, অতিশয় কুন্থন, সরলান্ত্রে ও কটিদেশে বেদনা এবং উরুদেশের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে এলোজ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। **অতিসার।**—অতিরিক্ত মাত্রায় মুসব্বর সেবন করিলে মলের পৈত্তিক প্রকৃতি ও তরলতা, যকৃদ্দেশে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব, অবিরত মলত্যাগ প্রবৃত্তি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত প্রাতঃকালীন অতিসার জন্মে। সুতরাং এই প্রকার অতিসারে এই ঔষধি ফলপ্রদ। ডাঃ [illegible] বলেন যে প্রাতঃকালের অতিসারে (রাত্রি দুইটা হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত) মুসব্বর বিশেষ উপযোগী। সরলান্ত্রে মুসব্বরের বিক্রিয়া বশতঃ গুহ্যদ্বারের মুখাবরোধক পেশীর অতিশয় দুর্ব্বলতা জন্মে, সুতরাং অজ্ঞাতসারে মলস্রাব হয়। অতএব বেগীর অপান নিঃসরণে, মূত্রত্যাগে বেগ দিলে ও পায়খানায় যাইতে বিলম্ব করিলে কাপড় নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিলে এলো ব্যবহার্য্য। ডাঃ গারেন্সি সরল স্রাব প্রতিশ্যায়ে অর্থাৎ মলের সহিত অধিক পরিমাণ আমস্রাবেও এই ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুমোদন করেন। **রজঃসাধিক্য।**—মুসব্বর সূচক লক্ষণ বিশিষ্ট অর্শরোগের সহিত রজঃসাধিক্য বিদ্যমান থাকিলে এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার জন্মে। **শিরঃ**

পীড়া।—মুসব্বর দ্বারা কপালে গুরুত্ব ও মৃদু প্রচাপন বিশিষ্ট এক প্রকার অনুগ্র শিরোবেদনা জন্মে। এই শিরোবেদনা বশতঃ রোগী শারীরিক বিশেষতঃ মানসিক পরিশ্রম করিতে পারে না। ঈদৃশ শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ ফলপ্রদ। ডাঃ ডনহাম বলেন যে দেখিবার নিমিত্ত যেন চক্ষু সঙ্কুচিত করিয়া ক্ষুদ্রতর করা আবশ্যক রোগীর এই প্রকার অনুভব শিরঃপীড়ায় মুসব্বর প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—* মানসিক পরিশ্রমে অতিশয় অপ্রবৃত্তি (নক্স ভ), মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্তি জন্মে। সঙ্গদানে অপ্রবৃত্তি। পর্য্যায়ক্রমে অবসন্নতা ও উদ্যমশীলতা। মস্তক।—চক্ষুতে গুরুত্ব ও বিবমিষা সহ সম্মুখ কপালে অতীব্র শিরপীড়া (নাক্স, পডো)। —অক্ষি কোটরের উদ্ধদেশে বেদনা। মূদ্ধাদেশে গুরুত্ব অনুভব। (ব্যাপ্টি, সাল)। *উত্তাপে বৃদ্ধি ও শীত প্রয়োগে উপশমিত হয় এ প্রকার শিরঃপীড়া। (আর্সের বিপরীত)। চক্ষু। অক্ষিকোটরে গভীরস্থ বেদনা, বোধ হয় যেন পেশীর অভ্যন্তরে, দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক। (এষ্ট, স্পিজি)। চক্ষুর সম্মুখে যেন পীতবর্ণ অম্বরী সঞ্চরণ। *চক্ষু ক্ষুদ্র করিয়া রাখিতে হয় ও তৎসহ কপালে বেদনা থাকে। মুখমধ্য।—দন্তের বৃন্তপ্রান্ত ভগ্ন বোধ হয় এবং জিহ্বা আঘাতিত করে। মুখে বাত্তর আস্বাদ ও তৎসহ শুষ্ক খক খক কাস। আমাশয়।—তিক্ত উদ্গার। বুকাস্থির নিম্নে বেদনা বিশিষ্ট চাপ। উদর।—যকৃদ্দেশে অস্বচ্ছন্দতা, উত্তাপ, চাপ বা আকৃষ্টতা। দক্ষিণ পার্শ্বে নাভির নিম্নে অতীব্র বেদনা, এই বেদনা দাঁড়াইলে বাড়ে। নাভীর নিকটে মোচড়ান ও কামড়ান বেদনা তন্নিমিত্ত সম্মুখদিকে অবনত হইয়া বসিতে হয় (বষ্ট, কলোস, আইরিস, ভিরেট), মল প্রবৃত্তি, কিন্তু কেবল দুর্গন্ধি অপান নিঃসৃত হয়। (ব্রাই)। উদরের স্ফীততা (এণ্ট ক্রুড, ব্রাই, লিক্ষ), ও তৎসহ ইতস্ততঃ বায়ু সঞ্চরণ। (লাইকো, হিপার, পলস)। * অত্যাকর দুর্গন্ধময় অতিশয় অপান নিঃসরণ, এবং তাহাতে উদরের বেদনার উপশম। মলত্যাগের পূর্ব্বে, পরে ও মল-

ত্যাগকালে পেট কামড়ানি (মার্ক); মলের সহিত উচ্চরবে অপান নিঃসরণ। (এগার, থুজা)। * উদরে দুর্ব্বলতা অনুভব, বোধ হয় যেন উদরাময় জন্মিবে। * নিম্নোদরে ও সরলান্ত্রে গুরুত্ব অনুভব। স্পর্শ করিলে, মলত্যাগ কালে বেগ দিলে, অথবা শয়নাবস্থা হইতে উত্থানকালে উদরের পেশীতে বেদনা। **মল ও মল-দ্বার।**—সরলান্ত্রে উত্তাপ, অবদরণ ও গুরুত্ব অনুভব। * সরলান্ত্রে উত্তাপ ও দাহ অনুভব। (আর্স, সলফ)। মলদ্বারে কণ্ডূয়ন ও * জ্বালা (আর্স, ক্যাম্ব, * সলফ); গুহ্যদ্বারের মুখাবরক পেশীর দুর্ব্বলতা বা শক্তি-শূন্যতা। * দিবাভাগে অবিরত মলপ্রবৃত্তি, রাত্রিতে জাগিয়া মলত্যাগ করিতে হয়; পূর্ব্বাহ্ন ছয়টার সময় শয্যা হইতে উঠিয়া মলত্যাগ করিতে হয়। (এগার, পডো, * কমেক্স, * সলফ)। * মূত্রত্যাগকালে মল বেগ। অতিসারের ন্যায় মল-বেগ, কিন্তু কেবল মাত্র উত্তপ্ত অপান নিঃসৃত হয়। * মলত্যাগের পর সরলান্ত্রে আরও মল আছে বলিয়া অনুভব। (নক্স-ভ)। * অপান নিঃসরণকালে অজ্ঞাতসারে মল নিঃসরণ। (* মিউর-এসি)। * পানাহারের পরে তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি মলত্যাগ করিতে যাইতে হয় (* কলোস)। * চেষ্টা ব্যতীত মল নির্গত হয়; মল এত ভারী বোধ হয় যে উহা আপনিই অন্ত্র হইতে নিপতিত হয়। * মল-মূত্র এক সময়ে নির্গত হয়। (হাইয়স)। * মলত্যাগকালে দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। ক্ষুদ্র, ঈষৎ কপিশ, আঠা আঠা, অর্দ্ধ তরল; উজ্জ্বল, পীতবর্ণ (চেল), নরম, পিণ্ডময়, জলবৎ, * জেলীবৎ শ্লেষ্মা পিণ্ডের ন্যায় মল। * দ্রাক্ষাস্তবকের ন্যায় অর্শবলী নিঃসরণ (পলস, মিউর এসি) ও তৎসহ সরলান্ত্রে অবিরত বেগ। **মূত্র-যন্ত্র।**—প্রস্রাব করিবার সময় জ্বালা। **স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—নিম্নোদরে বেদনা, বোধ হয় যেন রজঃনিঃসরণ হইবে (* কলো, * পলস)। জরায়ু-প্রদেশে পূর্ণত্ব ও গুরুত্ব, তৎসহ কটি, ও কুঁচকিতে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা; দণ্ডায়মানে এই বেদনার বৃদ্ধি। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অধিক পরিমাণ রজঃস্রাব। ক্যান্স, নক্স-ভ)। উদর বেদনা পূর্ব্বক রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণশীল শ্বেতপ্রদর। **গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।**—পর্য্যায়ক্রমে শিরোবেদনা ও কটিবেদনা। উপবিষ্ট অবস্থায় ত্রিকদেশে চাপ ও গুরুত্ব। **দেহ।**—

পৃষ্ঠ বেদনা। (এষ্ট, * বেল, নক্স, পলস। * ঘর্ম্মসহ অত্যন্ত অবসন্নতা।) (সিঙ্কো)। উপচয়।—উত্তাপে; উষ্ণ, আর্দ্র ঋতুতে; প্রাতে, অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে, অনাবৃত বায়ুতে; সঞ্চরণে, দণ্ডায়মানে; এবং আহারান্তে বৃদ্ধি। উপশম।—শীত প্রয়োগে; শীত ঋতুতে; ও অপান নিঃসরণে উপশম। উপযোগিতা।—শ্লেষ্মা-প্রধান অলস প্রকৃতি; বৃদ্ধ; বায়ু-প্রধান, শ্লৈষ্মিক প্রকৃতি, বিশেষতঃ রজঃ-নিবৃত্তিকালের সমীপবর্ত্তী স্ত্রীলোক; ইহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

আয়ুর্ব্বেদীয় ক্রিয়া।—ভেদক, পরিবর্ত্তক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর ও বাতহর। গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, বমজ্বর, অগ্নিদাহ, বিস্ফোট, রক্তপিত্ত ও চর্ম্মরোগ নাশক।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—অল্প মাত্রায় বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও পিত্তনিঃসারক। কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় বিরেচক ও রজোনিঃসারক। অতি-রিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অতিসারের লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং কিছুদিন সেবন করিলে অর্শরোগ জন্মে। কোষ্ঠরোধ; রজোলোপ; ও সংন্যাসাদি শিরোরোগে বিরেচনার্থ ইহার ব্যবহার হয়। মাত্রা ৩-৫ গ্রেণ। ডাক্তার হেম্পেল বলেন যে এলোপ্যাথিক মাত্রায় মুসব্বর সেবনজনিত উপদ্রব এলোনাইট দ্বারা নিবারিত হয়।

এসকিউলাস হিপোকেষ্টেনম—হর্স চেসনট।

এসকিউলাস সেপিণ্ডেসী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার সুপক্ক নিস্তক ফল হইতে শিচূর্ণ ও অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—এসকিউলাস যকৃৎ ও যকৃৎ দ্বারের শিরামণ্ডলীতে প্রধানতঃ ক্রিয়া করে এবং তথা হইতে সরলান্ত্রে ও গুহ্যদ্বারে ইহার ক্রিয়া দর্শে।

কটিদেশে ও ত্রিকদেশে বেদনা ইহার প্রধান প্রকৃতি-গত লক্ষণ।

অধিকার।—সরলান্ত্র ও মলদ্বারের সর্ব্বপ্রকার পীড়া। কোষ্ঠবদ্ধ; গুদ-ভ্রংস। অর্শ। যকৃতে রক্তসঞ্চয়। মস্তকের প্রতিশ্যায়। শ্বেতপ্রদর।

আময়িক প্রয়োগ।—অর্শ।—এসকিউলাস অর্শোৎপাদক ও অ-

শ্ম। উদরে প্রচুর রক্তসঞ্চয় সহ অর্শরোগে নক্সভমিকা, সলফার বা বো-লিন এস্কিউলাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অতিশয় রক্তস্রাবী অর্শে হেমেমেলিস সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এসকিউলাস্ কেবল কোষ্ঠবদ্ধ, অত্যন্ত বেদনা ও স্বল্প শোণিত-স্রাবযুক্ত অর্শেই বিশেষ উপকারী। বাহ্যবলি অর্শে এস্কিউলাসের মলম স্থানিক প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। এক ভাগ এসকিউলাস, নয় ভাগ জলপাইয়ের তৈল ও গাঢ় করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ মোম সংযুক্ত করিয়া এই মলম প্রস্তুত হয়। ডাঃ মার্টিনব বলেন যে কোষ্ঠবদ্ধ না থাকিলেও এই ঔষধে উপকার দর্শে। ডাঃ হিউজ বলেন যে প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের "অশধাতু" অর্থাৎ-অপ্রফুল্লতা, কোপনতা, যকৃৎদ্বারের শিরায় রক্ত সঞ্চয়, ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রতিশ্যায় প্রভৃতি লক্ষণাপন্ন বাতরক্ত প্রায় প্রকৃতি এসকিউলাসের আয়ত্তাধীন। বাস্তবিক এসকিউলাস একটী বিশেষ অশঘ্ন ঔষধ। অর্শ ও কোষ্ঠবদ্ধ সহকারে গল কোষ ও স্বরযন্ত্রের প্রদাহেও ইহা উপকারী। **কোষ্ঠবদ্ধ।**—অর্শ সহবর্ত্তী অত্যন্ত বেদনা বিশিষ্ট কোষ্ঠবদ্ধ রোগে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। মলদ্বারে ও গুহ্যদ্বারে বেদনা, আকুঞ্চন, ভারবোধ, কণ্টক বিদ্ধবৎ যাতনা, কণ্ডূয়ন এবং বলি নির্গমন, শুষ্ক, কঠিন, গ্রন্থিল ও শ্লেষ্মাস্রাব মিশ্রিত মল ইহার প্রয়োগলক্ষণ। **শ্বেতপ্রদর।**—কটিদেশে বেদনা ও খঞ্জতা সহ শ্বেতপ্রদর। **কটিবেদনা।**—বেদনা, শ্বেতপ্রদর কিম্বা অর্শ সংযুক্ত কটিবেদনায় এসকিউলাস প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শে, এই কটিবেদনা ভ্রান্তিক্রমে বাতজনিত বলিয়া বোধ হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অপ্রফুল্লতা, অবসন্নতা, কোপনতা। (ব্রাই, নক্স, ক্যামো)। **মস্তক।**—কপালে অতীব চাপ, অল্প অল্প বিবমিষা ও তৎপরে দক্ষিণ কুক্ষিতে সূচী বেধ। (ব্রাই)। শিরোঘূর্ণন সহ বিঘূর্ণন ভাব। কপালে-পার্শ্বে বারংবার বিরামশীল বেদনা। মস্তক পৃষ্ঠে, গ্রীবায় ও স্কন্ধে তাপানুভব। **চক্ষু।**—চক্ষুতে গুরুত্ব, চক্ষু ভার ও নিস্তেজ বোধ হয়। বামচক্ষে বেদনা। চক্ষুর সম্মুখে মিথ্যা-দর্শন (সাইক্লো)। **নাসিকা।**—নাসারন্ধ্রের পশ্চাদ্ভাগে, ও কোমল তালুতে হুলবেধ ও জ্বালা। নাসা শোষ। **মুখমণ্ডল।**—

পাণ্ডুবর্ণ, ম্লান মুখাকৃতি। (আর্স)। **মুখ-মধ্য।**—শ্বেত বা পীত লেপাবৃত জিহ্বা। (ব্রাই, * নক্স, পলস)। মুখে গাঢ পীতবর্ণ শ্লেষ্মা। মিষ্ট (মার্ক, সল), তিক্ত (এক, * সিঙ্ক, কলোস, ব্রাই, * নক্স, * পলস, * সলফ), ধাতব (মার্ক, সল) আস্বাদ। জিহ্বা ঝলসানবৎ অনুভূত হয়। **গল-মধ্য।**—গলায় সর্দির ন্যায় শুষ্কতা ও রুক্ষতা অনুভব (একন, এলম)। গল-গহ্বরে আকুঞ্চন অনুভব। **আমাশয়।**—প্রবল বমন (এণ্ট টার্ট, ইপি); আমাশয়ে অতিশয় জ্বালা ও যন্ত্রণা। (আর্স, কাম্ব, আইরিস, ফস); আমাশয়ে প্রস্তরের ন্যায় চাপানুভব। (এক, আর্স, * ব্রাই. * নক্স, পলস)। শূন্য বা বাত উদ্গার। **উদর।**—দক্ষিণ কুক্ষিতে স্পর্শদ্বেষ। (* ব্রাই, * চেল, মার্ক, * সিঙ্ক)। যকৃৎ বা উদরের দক্ষিণ দেশে অতিশয় যাতনা। (* চেল, * নক্স), আমাশয়-গহ্বর হইতে যকৃতের দক্ষিণ খণ্ড পর্য্যন্ত অবিরত তীব্র বেদনা। উদরে স্পর্শাসহতা। দুর্গন্ধময় অপান নিঃসরণ। বক্ষঃস্থলে অশিথিলতা। **মল ও মলদ্বার।**—* মলনাড়ীতে শুষ্কতা ও অস্বচ্ছন্দতা অনুভব, বোধ হয় যেন উহার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড রহিয়াছে। * মলদ্বারে পূর্ণতা, কণ্ডুয়ন, জ্বালা ও অবদরণ অনুভব। * বিচূর্ণিত বাদামের ন্যায় ও বেগুণিরঙ্গের অর্শবলী, যন্ত্রণাজনক জ্বালা; রক্তস্রাব শূন্য অর্শ; পৃষ্ঠে বেদনা ও খঞ্জতা। * কঠিন, শুষ্ক, ও আয়াস-নিঃসারিত মল। (* ব্রাই)। **মূত্র-যন্ত্র।**—বারংবার অল্প অল্প মূত্রত্যাগ। (এক, * কাম্ব, * কলোস, ডিজি)। মলিন, ও আবিল, মলিন কপিশবর্ণ অধোক্ষেপ বিশিষ্ট, পীতবর্ণ, (এম) ও তৎসহ গাঢ় শ্লেষ্মামস অধোক্ষেপ বিশিষ্ট মূত্র। (বার্ব)। **জননেন্দ্রিয়।**—গাঢ়, মলিন, বিদাহী স্রাব বিশিষ্ট শ্বেতপ্রদর, তৎসহ পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা ও খঞ্জতা। **শ্বাস-যন্ত্র।**—হ্রস্ব কাস, এই কাস গলাধঃকরণে ও গভীর শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি পায়। বক্ষঃস্থলে অবদরণ অনুভব। (* ফস, * রুমেক্স)। **হৃৎপিণ্ড।**—অর্শজনিত হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বিকার। **পৃষ্ঠ।**—* অবিরত পৃষ্ঠবেদনা, এই বেদনা ত্রিক ও উরুদেশ আক্রমণ করে এবং বিচরণে ও সম্মুখদিকে অবনত হইলে বৃদ্ধি পায়। * বিচরণ সময়ে পৃষ্ঠে বল পাওয়া যায়না। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।**—দক্ষিণ স্কন্ধাস্থি ও দক্ষিণ বক্ষে বেদনা।

জঙ্ঘার অতিশয় দুর্ব্বলতা। দেহ।—বাহু, জঙ্ঘা ও মেরুদণ্ডে পক্ষাঘাতের ন্যায় অনুভব। দুর্ব্বলতা ও শ্রান্তি (সিঙ্ক, সলফ)। অঙ্গ-মর্দ্দ ও জৃম্ভণ। বিবিধ যন্ত্রের পূর্ণতা, বোধহয় যেন উহাতে অত্যন্ত অধিক রক্ত রহিয়াছে। উপচয়।—প্রাতে ও সঞ্চরণে; বিচরণে, গভীর শ্বাসে; আহারান্তে; গলাধঃকরণে বৃদ্ধি। উপযোগিতা।—অর্শ-গ্রস্ত, এবং আমাশয়িক, পৈত্তিক ও প্রাতিশ্যায়িক উপদ্রব গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপকারী।

এসাফিটিডা—হিঙ্গু।

এসাফিটিডা অম্বেলিফেরি জাতীয় উদ্ভিদ। এই বৃক্ষ পারস্য ও ভারতবর্ষে জন্মে। ইহার মূলের নির্য্যাসকে হিঙ্গু বলে। হিঙ্গু হইতে সাধারণ নিয়মানুসারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থ অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—এসাফিটিডা স্নায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া বিশেষরূপে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়, ও শ্বাস যন্ত্রে ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং হিষ্টিরিয়ার উপদাহ, গুল্ম বায়ু, ও অন্ত্র সঙ্কোচনাদি রোগের ন্যায় অবস্থা জন্মায়। অস্থি ও চর্ম্মেও ইহার ক্রিয়া দর্শে।

অধিকার।—গুল্ম বায়ু। অবসাদ বায়ু। শ্বাস কাশ। অগ্নি মান্দ্য। হৃদ্-দাহ। অতিসার। অস্থি ক্ষত। গৌণ উপদংশ।

আময়িক-প্রয়োগ।—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এই ঔষধ প্রধানতঃ গুল্ম বায়ু রোগে ব্যবহৃত হয়। গুল্ম বায়ু রোগে উদ্গার, বমন, শূল, আধ্মান প্রভৃতি লক্ষণে এই ব্যাধিতে এসাফিটিডা ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। ডাঃ হিউজ বলেন যে তিনি ইহার সমগুণান্বিত মস্ক অর্থাৎ মৃগনাভীই গুল্ম বায়ুতে অধিক ব্যবহার করেন। কেবল আধ্মান থাকিলে মৃগনাভীর পরিবর্ত্তে হিঙ্গু দিয়া থাকেন। ডাঃ গরেন্সি গল লক্ষণের প্রাবল্যে গুল্ম বায়ু রোগে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে বলেন। ডাঃ হলকোম পারদাপব্যবহার জনিত অস্থি ক্ষতে হিঙ্গুর দ্বাদশ ক্রম ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তরুণ অস্থি বেষ্ট প্রদাহেও ইহার ব্যবহার আছে। ডাঃ হিউজ বলেন যে তিনি পুরাতন অস্থি-ক্ষতে এতদ্বারা কোন ফল প্রাপ্ত হন নাই। ডাঃ হেম্পেল বলেন যে

সর্দ্দি বা ধাতু বিকৃতি বশতঃ স্তন্য স্রাব অবরুদ্ধ হইলে এসাফিটিডা মধ্য-ক্রমে বিশেষ উপকারক। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে এই সকল রোগে অতিরিক্ত অনুভবাধিক্য ইহার প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা কোপনতা। আশঙ্কাশীলতা

মস্তক।—* কপালে অভ্যন্তর হইতে বহির্দ্দিক চাপক বেদনা। **গল-মধ্য**—* গলার অভ্যন্তরে গোলার ন্যায় কিছু উঠিতেছে এ প্রকার অনুভব। (লাইক, সলফ ম্যাগ মি), এবং উহা নীচে রাখিবার নিমিত্ত বারম্বার গলাধঃকরণ, এই গোলা দ্বারা কখন কখন শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয়। **আমাশয়।**—আমাশয়ে পূর্ণতা ও স্ফীততা অনুভব (সিঙ্ক)। উদ্গারে বায়ু নিঃসরণ, নিম্ন পথে একেবারেই নয়। **উদর।**—উদরের অতিশয় স্ফীততা। (এণ্টক্রু, সিঙ্ক) উদরে শূন্যতা অনুভব। (মার্ক)। উদরের পেশীতে চাপক বা অবরুদ্ধকর বেদনা। **মল।**—প্রভূত জলবৎ মল, অথবা গাঢ় আঠাবৎ কর্দমবৎ অতিশয় দুর্গন্ধ মল। (আর্স, লেপ্ট বাপ্টি) **মূত্র-যন্ত্র।**—কর্দমবৎ ও তীব্র গন্ধ মূত্র। (বেঞ্জ এসি)। মলত্যাগকালে ও তৎপরে মলাশয়ে আক্ষেপ। **স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।**—জরায়ু-প্রদেশে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা তৎসহ কর্ত্তন ও কুন্থন (এণ্টিম ক্রু না, একটিয়া, পলস)। ইহা প্রায়ই মৈথুনস্পৃহা (ক্যান্থ)। প্রভূত, হরিদ্রাভ, পাতলা, দুর্গন্ধ স্রাব বিশিষ্ট শ্বেত প্রদর। স্ত্রী স্তনের প্রদাহ ও স্ফীততা। **শ্বাস-যন্ত্র।**—* বক্ষঃস্থলের আক্ষেপিক আকৃষ্টতা বোধ হয় যেন ফুসফুস সমাকরূপে প্রসারিত হইতে পারে না। (ক্রোটি, ইপি ল্যাক)। **শাখা।**—জঙ্ঘার দীর্ঘাস্থি ও পদের অস্থির স্ফীততা ও ক্ষত (ফিস্ক কার্ব মার্ক মেজ, নাইট এসি, ফস এসি, সিলি)। পদাঙ্গুষ্ঠে বেদনাজনক দপদপ। **ত্বক।**—উচ্চ ও শক্ত প্রান্ত বিশিষ্ট ক্ষত, * এই ক্ষতে স্পর্শ সহ্য হয় না এবং সহজে ইহা হইতে রক্তস্রাব হয় (হিপ, মার্ক, মেজ) প্রভূত, হরিদ্রাভ পাতলা, দুর্গন্ধময় পূয। **উপচয়।**—বসিয়া থাকিলে অধিকাংশ রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পায়। **উপশম।**—মুক্ত বায়ুতে, ও সঞ্চালনে হ্রাস পড়ে। **উপযোগিতা।**—স্নায়বীয়

জরায়ু গ্রস্ত, গণ্ডমালাধাতু, অর্শবিশিষ্ট ব্যক্তি; গণ্ডমালাগ্রস্ত, স্ফীত, কুৎসিত বালক; ও অতিশয় পারদসেবী উপদংশগ্রস্ত রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

এসিডম কার্ব্বলিকম—কার্ব্বলিক এসিড।

বিলাতি পাথরিয়া কয়লা হইতে প্রস্তুত আল কাতরা চুয়াইলে কার্ব্বলিক এসিড পাওয়া যায়। শোধিত সুরা (রেক্টিফায়েড স্পিরিট) সহযোগে ঔষধার্থে ইহার দ্রব প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ু মূলে কার্ব্বলিক এসিডের মুখ্য ক্রিয়া বর্ত্তে এবং এই ক্রিয়াবশতঃ সেই সকল স্নায়ু মূলের জীবনী-শক্তি বিনষ্ট হয়। শরীরের তরল ও অতরল বিধানের গুণের অপকর্ষ জন্মে। অপর তরল-বিধানে এতদ্বারা উদ্ভিজ্জ ও জৈব জীবাণু উৎপন্ন হয়। অতএব কেমিওপ্যাথিকমতে কার্ব্বলিক্ এসিড্ আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিজ্জ ও জৈব জীবাণুর বিনাশ সংসাধিত হইতে পারে। ইহার অতিশয় মৃত্যুবীর্য্য প্রবেও উদ্ভিজ্জ জীবাণু ও আনুবীক্ষণিক কীটানু তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। এবং এই শক্তি বশতঃই এতদ্দারা অন্তরুৎসেচন প্রতিরুদ্ধ হইয়া বিগলন ও সংক্রমণ নিবারিত হয়। জীব-পদার্থের পচন নিবারণে কার্ব্বলিক্ এসিডের আশ্চর্য্য ক্ষমতা। এই ক্ষমতা নিবন্ধন দুষ্ট পূয সংস্পর্শে এবং বিষাক্ত ও দোষিত দ্রব্যাদি হইতে সজীব মনুষ্য-দেহে যে অন্তরুৎসেচন-প্রক্রিয়া (ফারমেণ্টেশন) জন্মে তাহা সংশোধিত বা প্রতিরুদ্ধ হয়।

অধিকার।—আরক্তজ্বর; ঝিল্লীক প্রদাহ, সন্নিপাত জ্বরাদি পচনোপক্রম বিশিষ্ট রোগ। *শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে বিগলিত স্রাবনিঃসরণ।* প্রতিশ্যায়। মুখের উপক্ষত। দোষিত পয়ঃপ্রণালীর কল। কণ্ডূ।—শিরঃ-শূল। উপদাংশীয় ক্ষত। সংশ্লিষ্ট বসন্ত। স্বর-যন্ত্র প্রদাহ। বায়ুনলী ভুজ-প্রদাহ। যক্ষ্মা। অগ্নি-মান্দ্য। গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালীন বমন। অতি-সার। সবমন শিরঃপীড়া। মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় উপদাহ। জরায়ু-গ্রীবার ক্ষত।

আময়িক প্রয়োগ।—কার্ব্বলিক এসিড ক্ষতের দুর্গন্ধহারক ও আ-

রোগ্যকারক। ক্ষত।—জলমিশ্রিত কার্ব্বলিক্ এসিড দ্বারা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। ঝিল্লিক-প্রদাহ।—জলমিশ্রিত এসিডের কবল বা মূল এসিডের ধূমগ্রহণ। ডাঃ ডেভিড্‌সন ও ডাঃ বার্ ঝিল্লিক-প্রদাহ রোগে ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন। কর্ণস্রাব।—কার্ব্বলিক্ এসিড এক ড্রাম, গ্লিসারিণ এক আউন্স, পরিস্রুত জল পাঁচ আউন্স; পিচকারী প্রদান। জিহ্বা-ক্ষত।—পাঁচবিন্দু কার্ব্বলিক্ এসিড এক পোয়া জলে মিশ্রিত করিয়া বারংবার কবল। অগ্নি-দগ্ধ।—একভাগ কার্ব্বলিক্ এসিড্ ও ছয় ভাগ জলপাইয়ের তৈল মিশ্রিত করিয়া স্থানিক প্রয়োগ, অথবা এক ড্রাম এসিড কুড়ি আউন্স তিসীর তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রখণ্ডসহযোগে স্থানিক প্রয়োগ। কর্কটিকা রোগে সুবাসিত কার্ব্বলিক্ এসিড্ স্থানিক প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। সুবাসিত কার্ব্বলিক্ এসিড্ জলে মিশ্রিত করিয়া মুখপ্রক্ষালন করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূরীকৃত হয়; এবং মস্তক ধৌত করিলে খুস্কী আরোগ্য হয়। বমন, উদরাধ্মান, ও উপসর্গ সংযুক্ত কোন কোন প্রকার অগ্নিমান্দ্য, দক্ষিণ চক্ষের উপরিস্থ স্নায়ু-শূলে, ও বিচর্চ্চিকারোগে হোমিওপ্যাথিকমতে কার্ব্বলিক্ এসিডের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—মানসিক পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তি। মস্তক।—* কপালের চতুর্দ্দিকে একটা রবার বা ফিতা দৃঢ়রূপে প্রসারিত রহিয়াছে এপ্রকার অনুভব বিশিষ্ট মৃদু শিরঃপীড়া। (এণ্টটা, চেলি, মার্ক, নাইট এসি, সলফ)। মস্তক কণ্ডূয়ন। (কষ্ট, গ্রাফ, সিপি, সিলি, সলফ) মস্তকের মধ্যভাগের বামপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূয়পূর্ণ ফোস্কা। চক্ষু।—দক্ষিণ চক্ষুর উপরিভাগে তীব্র স্নায়ু-শূল। (কলোস)। নাসিকা।—ঘ্রাণশক্তির অতিশয় তীব্রতা। নাসারন্ধ্রের অবরুদ্ধতা। অতিশয় দুর্গন্ধি, ও ক্ষতসহ পূতিনস্য রোগ। মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুর বা আরক্ত ও জ্বালাবিশিষ্ট। গলমধ্য।—গলবেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে বৃদ্ধি। পরিষ্কার শুভ্র শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন। আমাশয়।—সম্পূর্ণ

ক্ষুধাহীনতা। অবিরত অধিক পরিমাণ বাতোদগার। অতিশয় বিবমিষা, ও কম্পন প্রভৃতি। (এণ্ট-টার্ট, ইপি)। উদর।—দক্ষিণ কুক্ষিতে, ও ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষাংশের উভয় পার্শ্বে বেদনা। স্ফীততা অনুভব সহ অন্ত্র-কূজন। (সিক, লাইক)। মল।—দূষিত অণ্ডের ন্যায় দুর্গন্ধি মলস্রাব বিশিষ্ট শিশু বিসূচিকা। মূত্র।—মলিন, মলিন হরিতাভ বর্ণবিশিষ্ট, মলিন ধমর, ক্ষার বিশিষ্ট মূত্র। স্ত্রী জননেন্দ্রিয়।—প্রভূত মলিনবর্ণ আর্ত্তব। অনাবৃত বায়ুতে বিচরণ সময়ে বাম ডিম্বাশয়-প্রদেশে বেদনা, এই বেদনা শীঘ্র বিরাম পায়। বিগলিত লক্ষণ সহ দুর্গন্ধ প্রদর। জরায়ু-গ্রীবার ক্ষত। (হাইড)। শ্বাসযন্ত্র।—সশব্দ শ্বাস। (ডেপ)। গলকণ্ডুয়নসহ হ্রস্ব কাস। বক্ষঃস্থলের অপ্রশস্ততা অনুভব, যেন বক্ষের বন্ধনকারী মাংসপেশী (ডায়েফ্রাম) দ্বারা ফুসফুস চাপিত হইয়াছে। পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পেশীর বেদনা। (আর্ণ, র‍্যাপ্টে)। শাখা।—বাহুদ্বয়ে গুরুত্ব অনুভব। দক্ষিণবাহুর পেশীতে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব। বাম প্রকোষ্ঠে বেদনা। অধঃশাখায় সীসের ন্যায় গুরুত্ব অনুভব। বাম জঙ্ঘার সম্মুখভাগের অস্থিতে বেদনা। দেহ।—অতিশয় ক্লান্তি ও অবসন্নতা। সামান্য বিচরণে সহজে শ্রান্তি। যেন প্রবল সর্দ্দি হইয়াছে এরূপ অনুভব। ত্বক্।—শরীরের স্থানে স্থানে কণ্ডূয়ন। (সলফ)। * সর্ব্বশরীরের নানাস্থানে কণ্ডূয়ন। (সলফ)। * সর্ব্বশরীরে জলপূর্ণ পীড়কা, এই পীড়কায় অতিশয় কণ্ডূয়ন, ঘর্ষণের পর উপশম বোধ হয়, কিন্তু এক প্রকার জ্বালাকর বেদনা থাকে। (সলফ)।

এসিডম্ নাইট্রিকম্—নাইট্রিক্ এসিড।

গন্ধক দ্রাবক সহ যবক্ষার সংমিলনে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। ব্রিটিস ফার্ম্মাকোপিয়া অনুসারে প্রস্তুত দশ বিন্দু উগ্র নাইট্রিক এসিড, বাট বিন্দু জলের সহিত মিশ্রিত করিলেই হোমিওপ্যাথি মতের প্রথম দশমিক ক্রম প্রস্তুত হয়। ইহার অন্যান্য ক্রমও জলদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—রক্ত, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, অস্থি, অন্থি ও চর্ম্মে এই এসিড ক্রিয়া করে, কিন্তু যে সকল স্থলে ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী পরস্পর সম্মিলিত সেই সেই

স্থানে অর্থাৎ মুখ-গহ্বর সরলান্ত্র, গুহ্যদ্বার ও প্রসবদ্বারে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়াবশতঃ তীব্র উপদাহ জন্মে এবং সেই উপদাহ প্রযুক্ত বিধান বিনষ্ট হইতে থাকে, এমন কি কোথে (গ্যাংগ্রিণ) পরিণত হয়। উপদংশ বিষ, ও গণ্ডমালা বা পারদ-দোষ জনিত শরীর বিকারের সহিত নাইট্রিক এসিডের সম ক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে।

অধিকার।—যে সকল স্থলে ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী পরস্পর সম্মিলিত, সেই সেই স্থানের অর্থাৎ মুখগহ্বর, গলাভ্যন্তর, নাসিকার ও স্বরযন্ত্রের ঝিল্লী, মলদ্বার ও প্রসবদ্বারের পীড়া; প্রাচীন গণ্ডমালা, উপদংশ জনিত ও পারদ সেবন জনিত ব্যাধি; ক্ষত প্রবণ পুরাতন শিরাপ্রসারণ; বিষাক্ত রক্তসঞ্চয় জ্বর, বিশেষতঃ সান্নিপাতিক বা সাংঘাতিক আরক্ত জ্বর, এবং মসূরিকা প্রভৃতি রোগে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। অভিষ্যন্দ; প্রতিশ্যায়; ঝিল্লীর প্রদাহ, কোষ্ঠ-বদ্ধ, অর্শ, শ্বেতপ্রদর, পাণ্ডু; বাত প্রভৃতি রোগেও নাইট্রিক এসিড প্রযোজিত হয়।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

অভিষ্যন্দ।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও অক্ষিপুটের স্ফীততা এবং আরক্ততা পিচ্ছিল নেত্রমল বা পূয় নিঃসরণ চক্ষে জ্বালা ও বেদনা; আলোকাতঙ্ক, রাত্রিকালে অক্ষিপুটরোধ, চক্ষুর চতুর্দ্দিকস্থ অস্থিতে বেদনাযুক্ত পূয়স্রাবী অভিষ্যন্দ, উপদংশ জাত অথবা পারদঘটিত ঔষধি প্রয়োগবশতঃ বিবর্দ্ধিত অভিষ্যন্দ রোগে নাইট্রিক এসিড প্রযোজনীয়। সদ্যোজাত শিশুদিগের অভিষ্যন্দ রোগেও ইহা বিশেষ উপযোগী।

পূতিনস্য।—উপদংশ জনিত ও অধিক পরিমাণ পারদপ্রয়োজিত পূতিনস্য রোগে এতদ্বারা উপকার দর্শে। কোন কোন প্রকার কর্ণস্রাবেও ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

কাস।—সর্ব্বাঙ্গীন রক্তহীনতা, দৌর্ব্বল্য, অতিশয় ক্লান্তি ও উদ্যমহীনতা, মানসিক অবসাদ; সময়ে সময়ে শিরঃপীড়া; পাকাশয়ের উপাদানহীনতা, ক্ষুধামান্দ্য, ভোজনান্তে পূর্ণতাবোধ, আমাশয়ে যাতনা, কোষ্ঠরোধ; শীর্ণতা; রাত্রে গাত্রোত্তাপ, পিপাসা, ঘর্ম্ম ও অতৃপ্তিকর নিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণাপন্ন পুরা-

তন কাস। স্বরযন্ত্রের শুষ্ক, উগ্র পুরাতন কাস ও তৎসহ এক পার্শ্বে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, বোধ হয় যেন তথায় একটী ক্ষুদ্র ক্ষত হইয়াছে; যক্ষ্মাজনিত নহে, দিবাভাগে প্রকাশ পায়, প্রায় শুষ্ক এবং কষ্টে অল্প পরিমাণে শ্লেষ্মা অথবা সহজে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়, এরূপ কাস, বক্ষঃস্থলে অসুখ ও বক্ষাস্থির নিম্নভাগে বেদনা সহ অল্পক্ষণ স্থায়ী কাস অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মাস্রাবযুক্ত প্রাতঃকালে অতিশয় কাস, এই কাস দিবাভাগে প্রায় থাকে না, শয়নকালে পুনর্ব্বার প্রকাশ পায়। অতৃটিক যক্ষ্মাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রোগের তরুণাবস্থার অবসানের পর পূয়মিশ্রিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবনবিশিষ্ট কাস, এই কাস প্রাতে ও রাত্রিতে শয়ন করিলে বৃদ্ধি পায়। ডাঃ ব্রাউন বলেন যে কাসরোগে কোষ্ঠরোধ নাইট্রিক এসিড প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। তিনি এতদ্দ্বারা প্রায়ই কাসরোগে কোষ্ঠরোধ অন্তর্হিত হইতে দেখিয়াছেন। হানিমানের মতে পুরাতন কাসরোগে উদরাময় থাকিলেই এই ঔষধি উপযোগী। হানিমানের উচ্চক্রমের ঔষধের এপ্রকার কোন বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব নহে। ডাঃ ব্রাউন প্রথম দশমিক ক্রমের ১। ২ বিন্দু মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

যকৃত পীড়া।—দীর্ঘকাল স্থায়ী কষ্টসাধ্য যকৃদ্রোগে যকৃতের বিধানবিকৃতি, পাণ্ডু, বিশেষতঃ শোথ জন্মিলে এই ঔষধি ব্যবহেয়। অপিচ, রোগী পারদ বা কুইনাইন দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা নিতান্ত বিহিত।

গুহ্যদ্বার-বিদারণ।—ডাক্তার হেলমথ বলেন যে এই রোগে অন্যান্য ঔষধ বিফল হইলেও নাইট্রিক এসিড দ্বারা উপকার দর্শে। গুহ্যদ্বার ও সরলান্ত্রের রোগে হানিমানের ত্রিংশ ক্রম ফলপ্রদ।

শ্বেতপ্রদর।—ডাঃ মার্সি বলেন যে বিকৃতধাতু রোগিণীদিগের জননদ্বারের (ভেজাইনা) প্রাচীন শ্বেতপ্রদরে নাইট্রিক এসিড অতিশয় ফলপ্রদ। ডাঃ গবেন্সী ভগ-কণ্ডূয়নে ইহার উপকারিতা উল্লেখ করেন।

রক্ত-মাত্রী।—ডাঃ লড্লাম বলেন যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপত্বক বিনষ্ট বা বিচ্যুত হইলে যে রক্তস্রাব হয় সেই রক্তস্রাবে নাইট্রিক এসিড উপযোগী

সুতরাং গর্ভস্রাব বা প্রতিনিয়ত রজঃকৃচ্ছ্রের পর অতিশয় রক্তঃস্রাবে নাইট্রিক এসিড বিশেষ উপকারী।

উপদংশ।—ডাঃ হেম্পেল বলেন যে শরীরে কোন প্রকার বিষ-দোষ থাকিলে, বিশেষতঃ গণ্ডমালা, উপদংশ, ও পারদ দোষে নাইট্রিক এসিড প্রধানতঃ উপযোগী। ফলতঃ যে সকল স্থানে শৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্ম্ম সম্মিলিত হইয়াছে সেই সকল স্থানের এই সমস্ত দোষে নাইট্রিক এসিড দ্বারা বিলক্ষণ উপকার দর্শে। সর্ব্বাঙ্গীন উপদংশ ক্ষতে বিশেষতঃ বালক বালিকাদিগের কৌলিক উপদংশে এই ঔষধি সুপ্রযোজ্য। সাস্তর, উন্নত প্রান্ত, বেদনাহীন, সহজে অধিক পরিমাণ শোণিতস্রাবী প্রাথমিক উপদংশ ক্ষতেও ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। দুর্ব্বল ও গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের কোমল উপদংশে পারদের পরিবর্ত্তে এবং গৌণ উপদংশ জনিত শৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষতে পারদের পরে নাইট্রিক এসিড উপকারী। প্রদাহিত গ্রন্থিরোগেও (বাঘী) ডাঃ জার ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। উচ্চ ও নিম্ন উভয় প্রকার ক্রমেই ব্যবহার করা উচিত। এক ক্রমের ঔষধ দ্বারা উপকার না দর্শিলে ক্রমান্তর প্রয়োগ না করিয়া অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত নহে। প্রসারণশীল উপদংশ ক্ষতে মৃতদাহক আকারে নাইট্রিক এসিড, পুনঃপুনঃ স্থানিক প্রয়োগ ও সেবন করিলে সত্বর উপকার দর্শে। ডাঃ বিগার বলেন যে এক বা দুই ড্রাম জলমিশ্রিত নাইট্রিক এসিড এক পাইন্ট জলে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা উপদংশজনিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁচিল (ওয়ার্টস) ও মাংসাঙ্কুর (কণ্ডাইলোমেটা) অবিরত আর্দ্র রাখিলে উহা অল্প সময়ে ও নিশ্চয়রূপে দূরীকৃত হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

পরিপাকযন্ত্র।—ঝিল্লিকপ্রদাহ রোগ জনিত গলক্ষত, ও গলাভ্যন্তরের অন্যান্য প্রকার ক্ষতরোগে এই ঔষধ আভ্যন্তরিক ও কবলরূপে বাহ্যিক প্রয়োগ হয়, লালাস্রাব; দন্তমূল হইতে শোণিতস্রাব, অম্লোদ্গারযুক্ত বুকজ্বালা, সুরাপায়ীদিগের আমাশয়-প্রদাহ ও বুকজ্বালা। তৎপরবর্ত্তী পুরাতন যকৃত-প্রদাহ ও উদরী। শিশুদিগের উদরাময়, এই উদরাময়ে আম মিশ্রিত হরিদ্বর্ণ ছাঁকড়া মল কুন্থনসহ বিনির্গত হয়; পুরাতন অতিসার ও

পুরাতন রক্তাতিসার। কয়েক দিন স্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধ; আমমিশ্রিত কঠিন মল; মেষের বিষ্ঠার ন্যায় মল, কঠিন স্বল্প মল; মলত্যাগান্তে দীর্ঘকাল স্থায়ী চাপবোধ, উদরের স্ফীততা, দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ, ভগন্দর, গুহ্যভ্রংশ; বিধান তন্তুর সঙ্কোচন শক্তির হ্রাস বশতঃ অনুগ্র অর্শ। পারদ সেবনজনিত শ্বাসদুর্গন্ধ। পারদজনিত মুখগহ্বরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষত। **মূত্র ও জনন যন্ত্র।**—মূত্রগ্রন্থিপ্রদাহের প্রারম্ভাবস্থা। দুর্গন্ধময় সপূয মূত্র বিশিষ্ট অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাবরোগ। ফসফেটিক অশ্মরীরোগে ও দুর্গন্ধি, দাহক, পুরাতন শ্বেতপ্রদরে অধিক পরিমাণ জলের সহিত নাইট্রিক এসিড মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দিলে উপকার দর্শে; কোমল উপদংশ ও উপদংশ ক্ষতে এক পাইন্ট জল, দুই ড্রাম জলমিশ্রিত নাইট্রিক এসিড মিশ্রিত করিয়া বাহ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। প্রমেহের পরবর্ত্তী পুরাতন মূত্রদ্বার কণ্ডূয়ন রোগে এই ঔষধ সেবনে উপকার জন্মে। **চর্ম্ম।**—শীঘ্র প্রসারণশীল, কোমল প্রান্ত ধূসরাভ হরিদ্রা, দুর্গন্ধময় ক্ষত, ছিদ্র পূর্ণ মাংসাঙ্কুর প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—দুঃখিত ও নিরাশচিত্ততা, (অরিবস্থ ন্যাট-মি, * পলস, রস-টক্স।—প্রফুল্লতা, ক্রোক, ন্যাকা, অক্সজেলএসি) মৃত্যু ভয় সম্বন্ধে ব্যাকুলতা, আর্স, নক্স ভ। মৃত্যুর দিন পূর্ব্বে বলা, * একন) অতিশয় স্নায়বীয়তা, (কাষ্ট) কার্য্য করিতে অপ্রবৃত্তি, (কোন, ফস।—আলাপে অপ্রবৃত্তি, ডিজি, ফস এসি, ষ্ট্যান). * কোপনতা, সামান্য বিষয়ে বিরক্ত চিত্ততা।

মস্তক।—প্রাতে জাগিবামাত্র শিরঃপীড়া, (ক্যাল্ক-কা, ন্যাট-মি, * সলফ) * শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন মস্তক দৃঢ় বন্ধনে বেষ্টিত রহিয়াছে, (মার্ক।—শিরঃপীড়া, চাপিয়া বাঁধিলে উপশম বোধ হয়, আর্জ্জ না * পলস। কপালপ্রান্তে বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকে সূচীবেধবৎ যাতনা, (কালী-কা, ল্যাকো।—কষ্ট দ্রষ্টব্য) * কপাল প্রান্তে দপদপ, (* একন, * বেল)। * অতিশয় কেশ পতন। (গ্রাফ, হিপ, মার্ক, ল্যাক, ন্যাট-মি, ল্যাকো, সেপ, কস, * সিপিয়া, সলফ)।

চক্ষু।—চক্ষে সূচীবেধবৎ যন্ত্রনা, (ব্রাই, কালী-কা, লাইকো) চক্ষে তীব্র বেদনা, (লবণ পতনের ন্যায় জ্বালা, নক্স-ভ। বালুকাপতনের ন্যায় অনুভব, কষ্ট, ইউফ্রে) চক্ষুর উপরের পাতার পক্ষাঘাত, (জেল দ্রষ্টব্য) চক্ষুর সম্মুখে উড্ডীয়মান কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু দর্শন, (কার্ব্বো ভে, মার্ক) দ্বিত্ব-দৃষ্টি, (হাইয়স) নিকট-দৃষ্টি, (দূর-দৃষ্টি, ন্যাট-মি, ব্যাল কা, পেট) অশ্রুস্রাবী গ্রন্থির নাড়ী ব্রণ, (* পেট, পলস) * পড়িবার সময় ঝাপসা দৃষ্টি।

কর্ণ।—দক্ষিণ কর্ণে সূচীবেধ, (কালী-কা দ্রষ্টব্য) * শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা, বিশেষতঃ পারদ সেবন বশতঃ তালুপার্শ্ব গ্রন্থির কাঠিন্য জনিত ক্ষীণতা, (কুইনাইন অপব্যবহারজনিত ক্ষীণতা, পলস) কর্ণে গড় গড়, দপ দপ, ও চড় চড় শব্দ, (মার্ক দ্রষ্টব্য)।

নাসিকা।—নাসিকায় বেদনা, জ্বালা ও চিপিটিকা। নাসিকা হইতে দুর্গন্ধি হরিদ্রাবর্ণ স্রাব নিঃসরণ, (অরম, পলস।—দুর্গন্ধি সবুজবর্ণ স্রাব নিঃসরণ, গ্রাফ, কালী-বা, * মার্ক, পলস।—কালী-বা দেখুন) মস্তকের প্রবল তরল সর্দ্দি ও তৎসহভাবে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, (আর্স, মার্ক, পেট।—শুষ্ক সর্দ্দি, ভলক, * নকস, * সিপি)। নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। নাসিকা হইতে রক্ত নিঃসরণ সহ প্রবল প্রতিশ্যায়। (ব্রোম)। * স্পর্শ করিলে নাসিকায় সূচীবেধ অনুভব।

মুখমণ্ডল।—মলিন পীতবর্ণ, প্রায় কপিশ মুখাকৃতি। *মুখমণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র, (ডিজি, স্যাবি) মুখমণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ। গণ্ডস্থলের অস্থিতে আকর্ষণী বেদনা। হনু নিম্ন গ্রন্থির স্ফীততা।

মুখ-মধ্য।—শ্বেতবর্ণ, স্ফীত, রক্তস্রাবী দন্তমূল, (নক্স ভ) পিপাসা সহকারে অত্যন্ত মুখ-শোষ, পিপাসা ব্যতীত মুখ-শোষ, বেল, * নক্স-ম,) মুখগহ্বরে ও গলগহ্বরে কণ্টকাঘাতবৎ বেদনাবিশিষ্ট পারদ ও উপদংশ জনিত ক্ষত, (মার্ক দ্রষ্টব্য) * মুখ দুর্গন্ধ ক্ষতে পূর্ণ; রক্তাক্ত লালা; পূতিগন্ধ নিশ্বাস নক্স-ভ) জিহ্বার ফোস্কা ও ক্ষত। (বোরাক্স, নক্স, সিপি, থুজা)। স্পর্শ করিলে ঐ সমস্ত ক্ষতে জ্বালা, (মার্ক)। * গালের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত। মুখের কোণে ক্ষত। (এন্ট-ক্রু, *গ্রাফ, লাইকো, মার্ক)।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। (আর্স, অরম, আইয়োড)। *অতিশয় লালা নিঃসরণ। (আইয়োড, ইগে, কালী-আইয়োড, * মার্ক)।

গল-মধ্য।—গলায় কণ্টক-বেধবৎ যাতনা (এলম, আর্জ্জ-নাইট, হিপ)। * চর্ব্বণ সময়ে হনু-সন্ধিতে কড় কড় শব্দ। *তালু মূল ও গল-কোষে ঝিল্লীক প্রদাহ রোগের কৃত্রিম ঝিল্লী এবং উহার মুখ, ওষ্ঠ ও নাসিকা পর্য্যন্ত প্রসারণ। (মার্ক-আইয়োড, কাইটো)। *গল নলীর আকুঞ্চন নিবন্ধন গলাধঃকরণে কষ্ট। (বেল)।

আমাশয়।—*তিক্ত আস্বাদ বিশেষতঃ আহারান্তে (আর্স ব্রাই পলস) আহার্য্য দ্রব্য তিক্ত বোধ হয়, (নক্স, পলস। মার্ক, দেখুন) ঘৃত, খটিকা, চূর্ণ, মৃত্তিকা খাইবার ইচ্ছা, (নক্স।—হিপার দেখুন)। অতিশয় পিপাসা, (ভিরেট দেখুন) অম্ল উদ্গার (ব্রাই, কার্ব্ব-ভে, কালী-কা, নক্স।—ইগ্নে দেখুন) * অতিশয় বমনেচ্ছা ও পাকাশয়িক উপদ্রব, বিচরণে বা শকটারোহণে উহা উপশমিত হয়, (ককিউ দেখুন)।

উদর।—যকৃৎপ্রদেশে সূচীবেধ, (কালী-কা দেখুন) রাত্রে শয্যায় থাকিবার সময় ও উত্থান করিলে নিম্ন উদরে কর্ত্তনের ন্যায় বেদনা। * বঙ্ক্ষণ গ্রন্থির (কুচকির) স্ফীততা ও পূযোৎপত্তি, (মার্ক, থুজা)।

মল ও মলদ্বার।—কঠিন ও অল্প মল, (এলম, লাইকো, কষ্টি।—) বৃহৎ, কঠিন, কাষ্ঠ নিঃসারিত মল, মলদ্বার হইতে নির্গত হইবার সময় খণ্ড খণ্ড হইয়া নির্গত হয়, এম মি, ম্যাগমি) অতিসার; পচা বা আমময়, ও দুর্গন্ধি অথবা অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত মল। রক্তময় মল ও কুন্থন বিশিষ্ট রক্তাতিসার, (মার্ক দেখুন) * সন্নিপাত জ্বরে অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, (কৃষ্ণবর্ণ গলিত রক্তস্রাব, হম।—অন্ত্রাতসারে অতিশয় দুর্গন্ধ রক্তস্রাব, * আর্স * কার্ব্ব-ভে।) পুরাতন অর্শবলী, এবং উহা হইতে স্রাবনিঃসরণ ও মলত্যাগের পর অতিশয় রক্তস্রাব। গুহ্যদ্বার বিদারণ। * সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে জ্বালা অনুভব। (* আর্স, কার্ব্ব, * আইরিস।) * মলত্যাগ-কালে মলদ্বার আক্ষেপিক আকুঞ্চন। মলত্যাগকালে বোধ হয় যেন * বেদনায় সরলান্ত্র বিদীর্ণ হইবে।

মূত্রযন্ত্র।—মলিন কপিশবর্ণ, দুর্গন্ধ মূত্রস্রাব। * মূত্রে ঘোড়ার প্রস্রা-

যের ন্যায় অসহ তীব্র গন্ধ, (চায়না।—মলিনবর্ণ, ভারী ও অত্যন্ত উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট মূত্র, * বেন-এসি।—মূত্রে বিড়ালের প্রস্রাবের ন্যায় গন্ধ, ভ্যালেরিয়ানিক।—ভ্যালেরিয়েনেটের ন্যায় গন্ধ, নক্স ম,টেবের।—এমোনিয়ার ন্যায় গন্ধ, এসাফ, আইয়োডি।—অম্ল গন্ধ এম্ব্রা, মার্ক।—গাঢ়, পূযময়, মৃগনাভীর ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট মূত্র, ওসিম-ক্যান।—পলাণ্ডুর ন্যায় গন্ধ, গম) * তরুণ রক্তমূত্র, (ক্যান্থ দেখুন) * মূত্র মার্গের মুখে সূচী-বেধের ন্যায় যাতনা। মূত্র-মার্গ হইতে রক্তাক্ত শ্লেষ্মা ও পূযস্রাব। (স্ট্যাট-মি. মার্ক-ক)।

জনন-যন্ত্র।—(পুং) মেট-ত্বক ও লিঙ্গমণি-মূলে উপদংশের ন্যায় এবং কন্টক ভেদ ও হুল ভেদবৎ যাতনা বিশিষ্ট ক্ষত (মার্ক দেখুন) * গৌণ উপদংশ, পারদ অপব্যবহারের পর। লিঙ্গমণিতে মাংস-স্ফীত (থুজা, ষ্ট্যাফ), * স্পর্শ করিলে তাহা হইতে রক্তস্রাব। * মেঢ় ত্বকে শাখা ও উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক চিপিটিকা। * মেঢ়-ত্বকে তীব্র সূচী বেধ। (স্ত্রী)।—যোনিতে জ্বালা ও কণ্ডূয়নকর ক্ষত, (বেদনাশূন্য ক্ষত, * সলফ) * নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব, (* বেল, * ক্যাল্ক, সিপি।—নিয়মিত সময়ের অনেক পরে অতিশয় অল্প পরিমাণ রজঃস্রাব, গ্রাফ, * পলস, সলফ।—পলস দেখুন) * অতিশয় চাপানুভব, বোধ হয় যেন উদর হইতে সকল বাহির হইয়া পড়িবে, (* বেল, ন্যাট মি, সিপি) এবং তৎসহকারে কটি ও উরুদেশে বেদনা। কপিশবর্ণ দুর্গন্ধি স্রাববিশিষ্ট শ্বেতপ্রদর (এম-মি, চায়না।—সবুজ বর্ণ দাহক স্রাব, বোভিস, মার্ক, সিপি।—দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ স্রাব, কোন, যস, পলস) মাংসের বর্ণের ন্যায় স্রাববিশিষ্ট শ্বেতপ্রদর।

শ্বাস-যন্ত্র।—সন্ধ্যাকালে, শয়ন করিবার পর শুষ্ক, কুকুর রবরবে কাস (হিপার দেখুন) রক্ত-খণ্ড মিশ্রিত, অথবা পীতবর্ণ পূয মিশ্রিত, তিক্ত, অম্ল বা লবণাস্বাদ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট প্রবল কাস। উপরে উঠিবার সময় শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, হৃৎকম্প ও মানসিক অসুখ, (আর্স, * ক্যাল্ক, মার্ক) স্তন-ক্ষয়, (* আয়োড।—স্তনের স্ফীততা ও কঠিনতা, বেল, কোন, গ্রাফ)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—* নিম্নাঙ্গে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে ছিন্নকর বেদনা। পায়ে দুর্গন্ধি প্রচুর ঘর্ম্ম (বার সিপি, *সিলি) তদ্দারা পায় ক্ষত জন্মে এবং রোগীর অনুভব হয় যে সে আলপীনের উপর দিয়া হাঁটিতেছে। পায়ের অতি-রিক্ত শীতলতা।

দেহ।—অতিশয় শীর্ণতা। (আর্স, ফিব, গাফ, কস, ন্যাট-মি)। এত দুর্ব্বলতা যে প্রায়ই শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। (সিপি ষ্ট্যানো)। শরীরের প্রায় সর্ব্বস্থানে বারংবার * সহসা আবির্ভূত ও সহসা তিরোহিত হয় এ প্রকার আক্ষেপবৎ বেদনা। শরীরের সর্ব্বত্র সূচীবেধবৎ বেদনা * বিশে-ষতঃ স্পর্শ করিলে বোধ হয় যেন চোঁচ ফুটিয়া রহিয়াছে।

জ্বর।—নাড়ীর অতিশয় অনিয়মিত গতি (বিশেষতঃ বামপার্শ্বে শয়ন করিলে, ন্যাট মি) উত্তাপ ও শীতবিশিষ্ট আভ্যন্তরিক জ্বর। আহারান্তে উত্তাপ, ঘর্ম্ম, ও দুর্ব্বলতা। (মুখমণ্ডল ও মস্তকের এক পার্শ্বে ঘর্ম্ম, পালস) বিষম জ্বর, অপরাহ্নে শীত, তৎপরে সর্ব্বাঙ্গে দাহ; অনন্তর ঘর্ম্ম; কোন অবস্থায়ই ঘর্ম্ম থাকে না, (পলস দেখুন। মূত্রের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম্ম, কলো।—গন্ধকের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম্ম, কস। পচা গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম্ম, ষ্টেফ।—অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম, মর্ক, সিপি)। * এক দিন পরে এক দিন রাত্রিতে প্রভূত দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম। * প্রাতে ঘর্ম্ম (ক্যাল্ক, রস)।

চর্ম্ম।—সহজে রক্তস্রাবী ক্ষত, কাঁচা মাংসের ন্যায় দেখায়, (মার্ক) রক্তময় দুষ্ট পূযস্রাবী ক্ষত, (ল্যাকে দেখুন) * পারদ জনিত ক্ষত ও অস্থি-ক্ষত (অরম, সলফ) চর্ম্মে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র, (সলফ)।

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে, প্রাতে, শীতাতপ বা ঋতুর পরিবর্ত্তনে, জাগরণে, বিচরণে; আসন হইতে উত্থানে, স্পর্শে, বৃদ্ধি প্রাপ্তি।

উপশম।—শকটারোহণে হ্রাস প্রাপ্তি।

উপযোগিতা।—শ্যামবর্ণ ব্যক্তি, ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে বিশেষ উপ-যোগী।

সিম্বন্ধ সম্বন্ধে।—* শ্রেষ্মস্রাবী নালী অর্থাৎ সরলান্ত্র অন্ত্রের

দসবৰার, মুখগহ্বর প্রভৃতিতেই নাইট্রিক এসিডের বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ। তীব্র বিষ জনিত অর্থাৎ উপদংশ, পারদ ও গণ্ডমালা জন্য রোগেই ইহা অতিশয় উপযোগী। কৃষ্ণবর্ণ কেশ ও চক্ষু এবং শ্যামবর্ণ মুখমণ্ডল বিশিষ্ট ক্ষীণকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধের সমধিক উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। (যাহারা অবনত হইয়া চলে এরূপ শীর্ণকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমধিক উপযোগী) অঙ্গের কম্পন ও গুরুত্ব সহকারে অতিশয় দুর্ব্বলতা। সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি প্রাপ্তি, শকটারোহণে উপশম প্রাপ্তি, (এতদ্বিপরীত, ককিউ), এই ঔষধের প্রয়োগ লক্ষণ।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—* নাইট্রিক এসিড সেবনে লালাস্রাব হয় ও কখন কখন তৎসহকারে দন্তমূলের পীড়া জন্মে, কিন্তু এই লালায় পারদ জনিত লালার ন্যায় দুর্গন্ধ থাকে না। এই দ্রাবক কিয়ৎ পরিমাণে মূত্রকারক। জলমিশ্রিত নাইট্রিক এসিড অল্পমাত্রায় বলকারক, আগ্নেয়, শৈত্যকারক, পরিবর্ত্তক, পিত্তনিঃসারক ও ক্ষারনাশক। অধিক দিন সেবন করিলে অজীর্ণ ও উদর বেদনা উপস্থিত হয় এবং কখন কখন মুখ আইসে। অগ্নিমান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, প্রাচীন যকৃৎ-প্রদাহ, মূত্রে ক্ষারদোষ প্রভৃতি রোগে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়। নির্জ্জল দ্রাবক দাহক। অর্শবলী, মাংসাঙ্কুর ও দুষ্ট ক্ষতাদিতে বাহ্য প্রয়োগ করা যায়। জলমিশ্রিত যবক্ষারদ্রাবকের মাত্রা ৫—২০ মিনিম।

এসিডম্‌ ফসফরিকম্‌—ফসফরিক্‌ এসিড্‌।

ফসফরিক এসিড গন্ধ ও বর্ণবিহীন অম্ল আস্বাদবিশিষ্ট এক প্রকার দ্রাবক পদার্থ। পরিস্কৃত জলে ফস্‌ফরাস্‌ ও নাইট্রিক এসিড চোয়াইলে পরস্পর সংমিলনে ইহা উৎপন্ন হয়। ব্রিটিশ ফার্ম্মেকোপিয়া মতে প্রস্তুত জলমিশ্রিত ফস্‌ফরিক এসিড হোমিওপ্যাথির ১ম ক্রম স্বরূপ পরিগণিত হয় এবং জল দ্বারা ইহার দ্বিতীয় শততম ক্রম পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—স্নায়ুমণ্ডলেই প্রধানতঃ ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং এতদ্দ্বারা স্নায়ুর বিধানের ক্ষয় বা স্নায়ুর অবসাদ জন্মিয়া উপদাহিতা পরিস্ফুট

দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয়। অবিরত শোক, অতিরিক্ত মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম, এবং ইন্দ্রিয়-সেবার আতিশয্য বশতঃ যে প্রকার অবস্থা জন্মে তাহার সহিত এই দুর্ব্বলতার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। স্নায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া ফসফরিক এসিড বৃক্ক ও পুং জননেন্দ্রিয়ে স্থানিক ক্রিয়া করে এবং তৎপরে অস্থি ও চর্ম্মে ইহার বিষ-ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

অধিকার।—স্নায়ুমণ্ডল ও জননেন্দ্রিয়ের পীড়া। জলবৎ অতিসার সহ সান্নিপাতিক জ্বর; শীতল পিচ্ছিল ঘর্ম্ম অথবা অতিশয় ঘর্ম্মযুক্ত সর্ব্বপ্রকার স্নায়বীয় বা শারীরিক দুর্ব্বলতা; রক্তস্রাব, দীর্ঘকাল স্থায়ী উদরাময় ও শুক্রমেহ প্রভৃতি কারণে শরীরের তরল বিধানের অপচয় বশতঃ অবসন্নতা; দৈহিক শোণিতস্রাব, শোক, দুশ্চিন্তা, অতি দ্রুত বর্দ্ধন ও হস্তমৈথুনাদির কুফল; অতি ঘর্ম্ম, অত্যন্ত অবসন্নতা ও উদরাময় সহ যক্ষ্মা। পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্তি ও ঘন ঘন মূত্রপ্রবৃত্তি সম্বলিত মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা; পৃষ্ঠবংশের বক্রতা; গণ্ডমালা জনিত অস্থিক্ষত রোগ ও তাহার আনুষঙ্গিক বিলেপী জ্বর। উৎকট রোগের পর অথবা সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা বশতঃ কেশ পতন। গুল্ম বায়ু; অবসাদ বায়ু, গ্রহণী; ধ্বজভঙ্গ; শুক্রমেহ; ডিম্বাশয়-প্রদাহ; জরায়ু প্রদাহ; বাধক, রক্তমাত্রী; শ্বেতপ্রদর, মধু-মেহ।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

দুর্ব্বলতা।—নীরক্ততায় লৌহ যেরূপ উপযোগী, স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যে ফসফরিক এসিডও সেইরূপ উপকারী। উপদাহ বা উত্তেজনাশূন্য অবস্থায়ই ইহা ফলপ্রদ, উপদাহ থাকিলে চায়না উপযোগী।

সান্নিপাতিক জ্বর।—মৃদু প্রকৃতি জ্বরে স্নায়বীয় অবসন্নতায় এবং উৎকট জ্বরে অন্যান্য ঔষধি দ্বারা জ্বরের উগ্রতা হ্রাস প্রাপ্ত হইলে এসিডফস ব্যবহৃত হয়। ঘর্ম্ম প্রধান বিষম জ্বরেও ইহা উপকারী।

মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্য।—সন্তানোৎপাদনশক্তির হ্রস্বতা, শীতল ঘর্ম্ম, বা রাত্রিকালে অধিক ঘর্ম্ম, পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্তি ও কেশ-পতন প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে মানসিক দুর্ব্বলতায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। মস্তিষ্কের অবসাদে স্মৃতি-ক্ষীণতা ইহার একটি বিশেষ নির্ব্বাচন-লক্ষণ।

উন্মাদ।—অতি মৈথুন বা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম বশতঃ উন্মাদ রোগে এই ঔষধি ব্যবস্থেয়।

মধুমেহ (বহুমূত্র)।—এসিড্-ফস সেবনে এই রোগ উপশমিত ও অনেক সময় আরোগ্য হয়। ঘন ঘন মূত্র প্রবৃত্তি, কটিবেদনা; শীর্ণতা ও অবসন্নতা এই ঔষধি প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। এতদ্দ্বারা শীঘ্রই সাধারণ স্বাস্থ্যের ও মূত্রের অবস্থার উৎকর্ষ জন্মে। স্নায়বীয় কারণ জনিত মধুমেহেই ইহা বিশেষ উপকারী। ১ম ক্রম, প্রতিদিন ৩। ৪ বার ব্যবস্থেয়। অধিক পরিমাণে অর্থাৎ প্রতিদিন এক আউন্স মাত্রায় ফসফরিক এসিড সেবন করিলে মূত্রে শর্করার ভাগ বর্দ্ধিত হয় এবং শিরামণ্ডলে পিচকারী দিয়া অথবা অন্ত্রে এসিড-ফসফরিক প্রবিষ্ট করাইলে মূত্রে শর্করা জন্মে। সুতরাং হোমিওপ্যাথিমতে শর্করাবিশিষ্ট মূত্রে ইহা উপযোগী। মূত্রমেহ অর্থাৎ রাত্রিতে অধিক পরিমাণে বর্ণশূন্য মূত্রস্রাব মূত্র-রোগ ও অন্যান্য রোগে এই ঔষধের একটি প্রয়োগ-লক্ষণ।

স্বপ্ন-দোষ।—ডাক্তার স্নাব বলেন যে জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা ও কাম-প্রবৃত্তির ক্ষীণতা সহকারে স্বপ্নাবস্থায় শুক্র-পাত রোগে এসিডফস ১৮শ ক্রম সেবনে বিলক্ষণ উপকার দর্শে।

ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য।—পুং জননেন্দ্রিয়ের স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে এই ঔষধি বিশেষ উপকারী, প্রদাহিত অবস্থার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না; অতি মৈথুন, বা কৃত্রিম মৈথুন বশতঃ জননেন্দ্রিয়ের ক্ষীণতা, শিথিলতা বা স্তব্ধতায়ই ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

মস্তকাদি।—স্নায়বীয় অবসন্নতা বশতঃ মস্তক ও পশ্চাৎ গ্রীবায় বেদনা ও তৎসহ পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল; মস্তিষ্কের অতিরিক্ত পরিচালনা, শুক্রশোণিতাদির অতিক্ষয়; অথবা দৌর্ব্বল্যকর রোগ জন্য স্থূল বা বিশৃঙ্খল বুদ্ধি, স্মৃতি-শক্তির হ্রস্বতা ও চিত্তের বিষণ্ণতা। জ্বর রোগের পর দুর্ব্বলতা জন্য কেশ-পতনে ডাঃ হিউজ, এবং অবসাদকর মনোভাব জনিত কেশ-পতনে ডাঃ হয়েন্ এই ঔষধ উপকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উৎকট রোগকালে

অথবা রোগের পরিণামে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ও শ্রবণশক্তির ন্যূনতা। নিকট অপেক্ষা দূরের শব্দ ভাল শুনা যায় এরূপ বধিরতা। **পরিপাক-যন্ত্র।** —ফসফরিক এসিড প্রয়োগোপযোগী রোগে চায়না ও আইয়োডিনের ন্যায় চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে স্রাব নিঃসরণে প্রবণতা থাকে, অতএব রেকাইটিস রোগগ্রস্ত অথবা অন্য প্রকারে দুর্ব্বলীভূত বালকদিগের ধূসরাভ শুভ্রবর্ণ মলবিশিষ্ট ও বেদনাশূন্য অতিসারে এবং যক্ষ্মার ঘর্ম্মে এতদ্দ্বারা উপকার দর্শে। **শ্বাস-যন্ত্র।**—রক্তমিশ্রিত সপূয় কাস ও রাত্রিকালে ঘর্ম্মসহ পুরাতন বায়ু-নলী-ভুজ প্রদাহ; শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা, শরীরের দুর্ব্বলতা মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও অতিসার লক্ষণাপন্ন ফুস্ফুসপ্রদাহ। **মূত্র-যন্ত্র।**— মুহুর্মুহুঃ মূত্রবেগ, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে; স্নায়বীয় লক্ষণ সহ অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব; মূত্রে অর্দ্ধ ফসফেটিক অধঃপতিত পদার্থ (ডিপজিটস) অথবা স্নায়বীয় অবসন্নতা বশতঃ ক্ষার-দোষ; বালকদিগের দুগ্ধবৎ মূত্র। **জননে-ন্দ্রিয়।**—পুরুষদিগের জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা; হস্ত-মৈথুনজনিত শুক্রমেহ (অনৈচ্ছিক শুক্রস্রাব); মৈথুন কালে অতি শীঘ্র শুক্র ক্ষরণ বশতঃ ক্লীবতা; অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা অথবা শুক্রমেহজনিত দৌর্ব্বল্য। পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল সহ তরল, দাহক ও পুরাতন শ্বেতপ্রদর। জরায়ুর বাতাধ্মানে ডাঃ গরেন্সি ফসফরিক এসিড ব্যবহার করিতে বলেন। তিনি বলেন যে ঋতুকালে যকৃত প্রদেশে বেদনা স্ত্রী-রোগে ইহার একটী প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—*সম্পূর্ণ উদাসীনতা, (চায়না, লাইকো, মার্ক, সিপি) *আলাপে অপ্রবৃত্তি, (*বেল, কোন, ইগে, নাইট-এসি।—দ্রুত কথা ল্যাকে মার্ক *ষ্ট্রামো) নীরব দুঃখ, (*ইগে, পলস) নিরুৎসাহ ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে ব্যাকুলতা, (লাইক, ন্যাট-মি, নাইট-এসি) ইন্দ্রিয় বিভ্রম। * প্রলাপ, তন্দ্রা ও অচৈতন্য। * চিন্তা করিতে অসমর্থতা। (এক্ট, *জেলস, নক্স ভ)।

মস্তক।—মস্তকে গুণ গুণ শব্দ সহকারে মত্ততার ন্যায় অনুভব, (নক্স-ভ:-মেল দ্রষ্টব্য)+ দীর্ঘকাল শোক ভোগের পর মূর্দ্ধাদেশে ভয়ঙ্কর যাতনা, বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক পেষিত হইয়াছে। মস্তকের অতিশয়

গুরুত্ব, (ক্যাল্ক-কা, ন্যাট-মি, রস, সলফ।—মস্তকে লঘুত্ব অনুভব, হিপা, ষ্ট্রামো) শিরঃপীড়া বশতঃ শয়ন করিয়া থাকিতে হয়; এবং সামান্য সঞ্চালন বা গোলমালে ইহা বর্দ্ধিত হয়, (বেল, কফি বা) মস্তকে গুণ গুণ শব্দ। *অস্থিবেষ্টের কোমল ও স্ফীত অংশ যেন ছুরিকা দ্বারা চাচিয়া লওয়া হইয়াছে মস্তকের অস্থিতে এ প্রকার অনুভব। *শোক দুঃখাদির পর কেশ পতন।

চক্ষু।—চক্ষুর প্রদাহ, এবং উপরের পাতায় অঞ্জনী, (লাইক, পলস। নিম্নের পাতায় অঞ্জনী, রস) উজ্জ্বল বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষু ধরিয়া যায়। চক্ষুর পাতার মধ্যদিকে শীতলতা, (এলম, কালী-কা।—চক্ষুর পাতায় জ্বালা, বেল, ক্রোক, ফস)। প্রসারিত কনীনিকা (হাইয়স, ষ্ট্রামো, বেল)।

কর্ণ।—কর্ণে ঘণ্টাধ্বনি, (চায়না দ্রষ্টব্য) কর্ণে গর্জ্জন ও গুণ গুণ ধ্বনি, (বেল, লাইকো, নাইট-এসি) আলাপ ও গোলমালে অসহ্যতা, (একন, আর্স।—বাদ্যে অসহ্যতা, লাইক ফস, সলফ)। *শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতাসহ কর্ণে গর্জ্জন-ধ্বনি। (ক্যাল্ক, মার্ক, সিকেল, *সলফ)।

মুখ-মধ্য।—রাত্রিতে সম্মুখের দন্তে জ্বালাকর বেদনা; উত্তপ্ত বা শীতল বস্তু সংস্পর্শে উহার বৃদ্ধি। দন্ত হইতে দন্ত-মূলের বিচ্যুতি, এবং ঘর্ষণ করিলে উহা হইতে রক্তস্রাব, (কার্ব্বো-ভে, মার্ক, নাইট-এসি, নকস-ভ।—দন্তমূলের জ্বালা বিশিষ্ট স্ফীততা, বেল, চায়না, মার্ক, ষ্ট্যাফ)। *মুখে ও জিহ্বায় আঠাবৎ শ্লেষ্মা (মার্ক, নকস-ম, পলস।—শুষ্ক ও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা আর্স, ল্যাক, লাইকো, মার্ক।—লাইকো দেখুন) পিপাসা ব্যতীত জিহ্বা ও গলমধ্যের শুষ্কতা, (বেল, নক্স-ম—পিপাসা সহ, নাইট-এসি, ফস)। *অজ্ঞাতসারে জিহ্বা-প্রান্ত দংশন।

আমাশয়।—বিবমিষা, (বোধ হয় যেন তালুতে) শীতল বা রসাল বস্তু খাইবার ইচ্ছা, (ভিরেট—হিপার দেখুন)* রুটি তিক্ত বোধ হয়, (সমুদায় আহারীয় ও পানীয় তিক্ত বোধ হয়, *ব্রাই, কলো, পলস) পাকাশয়ে কোন গুরু বস্তুর ন্যায় চাপ অনুভব, ও তৎসহকারে নিদ্রালুতা,

আর্জ, ব্রাই, নক্স ভ, সিপি—একস।) * বোধ হয় যেন পাকাশয় ঊর্দ্ধে ও নিম্নে আন্দোলিত হইতেছে, (বোধ হয় যেন পাকাশয় ঝুলিয়া পড়িয়াছে, আর্জ নাইট, * ষ্ট্যাফ।—বোধ হয় যেন পাকাশয়ে কৃমি আছে, ক্রোক, ল্যাক যকৃৎ প্রদেশে গুরুত্ব অনুভব, (পডো, দেখুন)।

উদর।—নিম্ন উদরে আক্ষেপিক বেদনা (নক্স দেখুন) * নিম্ন উদরের স্ফীততা ও আটোপ।

মল।—* বহুব্যাপী বিসূচিকা রোগের পূর্ব্ববর্ত্তী অতিসার, (অধিবক্ষ ক্লস, সিকেল, ভিরেট) * অধিক পরিমাণে জলবৎ সাদা মল, বেদনা শূন্য মলস্রাব, (বেন এসি, এগাষ্ট, ফস, পডো।—কৃষ্ণবর্ণ মল, ক্যাম্ফ, চায়না, * স্ট্রেপ, ভিরেট) দুর্ব্বলকর অতিসার, (* অতিশয় দুর্ব্বলকর অতিসার, * আর্স, চায়না, সিকে, * ভিরেট) বায়ু নিঃসরণের সহিত * অজ্ঞাতসারে মলস্রাব। * পাতলা, ধূসরবর্ণ ঈষৎ শুভ্র মল (ফস)।

মূত্রযন্ত্র।—* দুগ্ধের ন্যায় মূত্র, তৎসহকারে লেহবৎ রক্তময় খণ্ড মিশ্রিত, এবং মূত্রপিণ্ডে বেদনা। (মূত্র খানিক ক্ষণ রাখিলে দুগ্ধের ন্যায় হইয়া উঠে, সিনা।—দধির ন্যায় মূত্র, ও তৎসহকারে ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ, ফস।—* স্বচ্ছ লেহবৎ, অথবা ঈষৎ রক্তবর্ণ ভূসির ন্যায় অধঃপতিত পদার্থ, কার্ব্ব-ভে।—গাঢ়, সাদা, ঘোলা অধঃপতিত পদার্থ কোন।—রক্তবর্ণ অধঃপতিত পদার্থ, কলচ, ন্যাট মি, টেরেব) * রাত্রিতে অধিক পরিমাণ বর্ণহীন মূত্রস্রাব, (* ক্যাম।) মধুমেহ (আর্জেণ্ট, বোভিস, ইউরেনিয়ম)।

জননযন্ত্র।—(পুং)।—লিঙ্গমুণ্ডে কণ্ডূয়ন ও হুলবেধ। অণ্ডকোষে দংশনবৎ যাতনা, (প্লাট।—অণ্ডকোষে আকুঞ্চক বেদনা, নক্স ভ) * অনিচ্ছায় শুক্রঃস্রাব, বিশেষতঃ কৃত্রিম মৈথুনের পর, (চায়না, জেল, ফস) * স্বপ্নাবস্থায় ঘন ঘন দুর্ব্বলকর শুক্রস্রাব। (সিক্ষ)। জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা (এগার, ক্যালাস, বার, কোন, ফস, সলফ)। (স্ত্রী)।—যকৃতে বেদনা সহকারে নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অধিক দিন ব্যাপী রক্তঃস্রাব। জরায়ুর ক্ষত; উহা হইতে অধিক পরিমাণে গলিত রক্তময় স্রাব নিঃসরণ, তৎসহকারে জ্বলন ও বেদনা, (হিপার, সিক, ক্রিক্ষ)। * জরায়ুর কূজন ও স্ফীততা।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বর ভঙ্গ এবং গলার কর্কশতা, (অধিকন্তু কার্ব্বো-ফস।—* গলায় বেদনা ও অবদরণ অনুভব, এসকিউ. আইরিস) গল-নলী ও পাকাশয় গহ্বরে তুর তুর সহ কাস এবং কেবল প্রাতঃকালে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, (* ম্যাগ কা, নক্স-ভ, পলস, সিপি।—কেবল রাত্রিতে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, * কষ্টি, ষ্ট্যাফ, সিপি।—কেবল সন্ধ্যাকালে পীতবর্ণ, লেহবৎ, মিষ্টস্বাদ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, ডিজি) পূযময় দুর্গন্ধ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস, (আর্স. ক্যালক-কা, ষ্টান, সলফ।—স্বরভঙ্গ বিশিষ্ট কুক্কুররববৎ কাস (বেল, ড্রোস, * রুমেকস, * বার্ব্বান্ধ) * বক্ষঃস্থলে দুর্ব্বলতার ন্যায় বেদনা। (ষ্টাণ)।

হৃৎপিণ্ড।—কৃত্রিম-মৈথুনের পর দ্রুত বর্দ্ধনশীল যুবকদিগের হৃৎকম্প।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—প্রাতে সমস্ত সন্ধিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। হস্ত পদের অস্থিতে জ্বালা, দংশন ও ছেদনবৎ বেদনা। শারীরিক তরল বিধানের অপচয় বশতঃ হস্ত পদের দুর্ব্বলতা। (ক্যাল্ক, * সিঙ্ক, ফস)।

দেহ।—প্রাতে অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা। যে কোন কার্য্য করিতে অপ্রবৃত্তি। (সিঙ্ক, নক্স)। অস্থির স্ফীততা ও সান্তরতা। (এসাফ, হিপার)। গ্রন্থির বেদনা শূন্য স্ফীততা। (আইযোড)। জ্বালা, দংশন ও ছেদনবৎ বেদনা সহকারে অস্থিবেষ্টের প্রদাহ। (ষ্ট্যাফ)। অবিরত সঞ্চরণে প্রবৃত্তি। (একন, রস)।

নিদ্রা।—দিবাভাগে অতিশয় নিদ্রালুতা, দুই প্রহর রাত্রির পর অনিদ্রা, (লাইক. মার্ক. * সলফ।—* নিদ্রালুতা, কিন্তু নিদ্রা হয় না, বেল, * ওপি) ব্যাকুলিত স্বপ্ন। * অশ্লীল স্বপ্ন, (সিলি), ও রেতঃস্রাব।

জ্বর।—নাড়ীর গতি বিষম ও বারংবার পর্য্যায়শীল, (কালী-কা, ল্যাকে, ন্যাট মিউ, ডিজি) সন্ধ্যাকালে কম্প সহ শীত, তৎপরে অবসন্নকর ঘর্ম্ম। সন্নিপাত জ্বর। বিষম জ্বর।—কম্প কর সর্ব্বাঙ্গীন শীত; পিপাসা ব্যতীত অঙ্গুলীর বরফের ন্যায় শীতলতা, অনন্তর পিপাসা ভিন্ন দাহ অথবা প্রায় চৈতন্য বিলোপকর অতিশয় উত্তাপ। * প্রাতে অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম, চায়না, সলফ এসি।—দুর্ব্বলকর নৈশ ঘর্ম্ম (ক্যাল্ক, মার্ক, সিল, ষ্টান)।

চর্ম্ম।—আরক্ত জরের ন্যায় পীড়কা, (এম-কা. বেল।—বসন্তের আকৃতি কৃষ্ণবর্ণ পীড়কা, (আর্স, রস) সর্ব্বাঙ্গে উদ্ভেদ, উহাতে কণ্ডূয়ন অপেক্ষা জ্বালা অধিক। কণ্ডূয়নশীল, দুর্দ্দম্য বা চেপ্টা, মলিন পূয বিশিষ্ট ক্ষত, (মার্ক দেখুন)।

উপচয়।—বিশ্রামকালে, রাত্রিতে, গাত্রাবরণ উন্মোচনে, উষ্ণ আহার গ্রহণে বৃদ্ধি।

উপশম।—সঞ্চালনে, ও উষ্ণতায় হ্রাস।

উপযোগিতা।—দ্রুত বর্দ্ধনশীল যুবক ব্যক্তিদিগের পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—স্নায়ুমণ্ডলে এই ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে (কক, প্লাট, * ভেরে বি।—অস্থিমণ্ডল আক্রান্ত হইলে সিপিয়া, আয়োড, কালী-বা, * মার্ক উপযোগী) * পাণ্ডুবর্ণ, কশ আকৃতি, অতিশয় দুর্ব্বলতা, বেদনা শূন্য উদরাময় এবং কম্পিতগতি বিশিষ্ট বালকদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী। যে সকল বালক ও যুবকেরা শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে তাহাদের পক্ষেও ইহা সুপ্রযোজ্য, (যাহারা অতিশয় স্থূল হয়, * ক্যাল্ক-কা।—যাহারা কৃশ হয়, আর্স, ব্যারাইটা-কা, ফস) * শারীরিক বলের অতিশয় হ্রাসহেতু দুর্ব্বলতা, (ক্যাল্ক-কা, * চায়না, * ফস) শোক, বিরক্তি ও প্রেমভঙ্গের মন্দ ফল, (ইগ্নেশ, * ইগ্নে।—ভয়ের মন্দ ফল, হাইয়স, * ওপি, ভিরেট।—ক্রোধ দেখুন) * অস্থি-বেষ্ঠে চাঁচার ন্যায় বেদনা, (রস) বিশ্রাম কালে বেদনা বৃদ্ধি; ও সঞ্চালনে হ্রাস প্রাপ্তি, (ডস্ক, কালী-কা, * রস, সম।—বিশ্রামে হ্রাস ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি প্রাপ্তি, একন, * ব্রাই, হিপার, মার্ক)।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—বলকারক, শৈত্যকারক, কামোদ্দীপক ও অধিক মাত্রায় স্নায়বীয় ও ধামনিক উত্তেজক। বিষমাত্রায় প্রদাহিক বিক্রিয়া করে এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে আক্ষেপ ও অচৈতন্য উপস্থিত হয়। ডিওডিনমের মধ্যে পিচকারী দ্বারা ফসফরিক এসিড প্রয়োগ করিলে প্রস্রাবে মধুমেহের চিহ্ন উপস্থিত হয়। মোহজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, মধুমেহ ও অস্থি-ক্ষত প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। স্নায়ুমণ্ডলে, পুরুষ জননেন্দ্রিয়ে, মূত্রপিণ্ডে,

অস্থিতে ও চর্ম্মে ইহার প্রধান ক্রিয়া দর্শে। জলমিশ্রিত ফস্ফরিক্ এসিডের মাত্রা ২০-৪০ মিনিম।

এসিডম্ ফ্লোরিকম্—ফ্লোরিক এসিড।

এই দ্রাবক প্রায়ই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। ইহার ন্যায় দাহক দ্রাবক অদ্যাপি বিদিত হয় নাই। ইহার বাষ্প অতিশয় উগ্র। এই ঔষধের প্রাথমিক ক্রম জলসহকারে প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—পরিপোষণযন্ত্র মণ্ডলেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে; এবং তদ্দ্বারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, গ্রন্থিবিধান ও অস্থি প্রবলরূপে আক্রান্ত হইয়া বিকৃত পরিপোষণ ক্রিয়ার ফল সদৃশ অবস্থা উৎপন্ন হয়।

অধিকার।—জননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিকার; বহুদিন স্থায়ী পূযস্রাব। অস্থিক্ষতরোগ (কেরিজ)। দৈহিক বিধানের অস্বাভাবিক বর্দ্ধন। বিকৃত পরিপোষণ জনিত রোগ। অগ্নিমন্দ্য; বহুমূত্র; আঙ্গুল-হাড়া; পারদ দোষ।

আময়িক প্রযোগ।—এই এসিডের পঞ্চম দশমিক ও তদূর্দ্ধ ক্রম দ্বারা পুরাতন অতিসার, গলার ও জিহ্বার দ্বিতীয় অবস্থার উপদংশ, ও অস্থিক্ষত আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ডাঃ হেরিং লিখিয়াছেন, যে এই ঔষধ ব্যবহারে আঙ্গুলহাড়া, নেত্রের ও দন্তের নালীঘা শিরার স্ফীততা, ও করতলের আর্দ্রতা এবং সরলান্ত্রের পীড়া আরোগ্য হইয়াছে। ডাঃ হিউজ বলেন যে জঙ্ঘার পুরাতন শিরা স্ফীততায় ইহা উপকারী। ডাঃ ময়েনি বিশ্বাস করেন যে পানীয় জলে ফ্লোরাইড থাকিলে গলগণ্ড জন্মে। তিনি বলেন যে গলগণ্ড প্রধান প্রদেশের জলে এই পদার্থ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। তিনি একটা কুকুরকে পাঁচ মাস পর্য্যন্ত ফ্লোরাইড্ অব্ পটাসিয়ম সেবন করাইয়া উহার প্রকৃত ও স্থায়ী গলগণ্ড উৎপন্ন করিয়াছিলেন। অতএব গলগণ্ডে এই ঔষধ পরীক্ষিত হওয়া উচিত।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অতিশয় উৎসাহ ও নির্ভয়তা। উৎকণ্ঠাপূর্ণ মনোভাব।

মস্তকাদি।—শঙ্খদেশে অভ্যন্তর হইতে বহির্দিকে তীব্র বেদনা,

মস্তকের পৃষ্ঠদেশে চাপানুভব। চক্ষুর পাতা যেন বলে বিকসিত হইল ও তাহাতে বাতাস প্রবেশ করিতেছে এরূপ অনুভব; চক্ষুতে বালুকা অনুভব (কষ্ট, হিপার, থুজা)। নাসিকা হইতে তরল শ্লেষ্মা নির্গমন। **পরিপাক যন্ত্র।** দন্ত ও দন্তমূলে নাড়ি ব্রণ এবং দন্তের চৈতন্যাধিক্য সহকারে দন্তশূল; জিহ্বা ও গলকোষের উপদংশ ক্ষত, পাকাশয়ের পুরাতন প্রদাহ; অতিসার ও পৈত্তিক বমন; লালাস্রাব; দন্তে উষ্ণতা অনুভব; ক্ষুধাধিক্য; পিপাসা, শীতল পানীয় দ্রব্যে অভিলাষ; বারংবার উদ্গার; বিবমিষা, উদ্গার ও আলস্য। বার বার বায়ু নিঃসরণ ও উদ্গার এবং তাহাতে উপশম অনুভব। কঠিন মল। যকৃত রোগজনিত উদরি (যখন আর্সেনিক দ্বারা উপকার দর্শে না); মলত্যাগ সময়ে সবলান্ত্র বহির্গমন, শিশুদিগের গুহ্যভ্রংশ। **মূত্র ও জনন যন্ত্র।**—মূত্রে উগ্রগন্ধ ও রক্তাক্ত বর্ণের অধঃপতিত পদার্থ (ডিপজিট), পুরুষের কামোন্মাদ, স্ত্রীলোকের কামোন্মাদ; নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে অতিরিক্ত রজঃস্রাব। মূত্রত্যাগকালে ও তৎপরে মূত্রমার্গে অসহ্য জ্বালা (ক্যান্থ)। সহবাস সময়ে অত্যন্ত সুখানুভব। রেতঃস্রাব বিলম্বে হয় বটে কিন্তু বিমুক্তভাবে হয় ও তন্নিমিত্ত পরে কোন প্রকার অসুখ অনুভব হয় না। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।**—হস্ত পদের জড়তা; হস্তের অসাড়তা, আঙ্গুলহাড়া, নখের ভঙ্গপ্রবণতা, গলগণ্ড, শিরা প্রসারণ; বামপার্শ্বে তীব্র বেদনা, অস্থিশূল, অস্থিক্ষত। অত্যন্ত দুর্গন্ধ ঘর্ম। **নিদ্রা।**—রাত্রির প্রারম্ভে নিদ্রালুতা, নিদ্রাহীনতা, নিদ্রার ইচ্ছার অভাব; অল্পক্ষণ নিদ্রাগেলেই পরিতৃপ্তি জন্মে। প্রাতঃকালের প্রাক্কালে স্বপ্ন। **জ্বর।**—বিবমিষা সহকারে সর্ব্বাঙ্গীন উত্তাপ, অপরাহ্নে অধিক পরিমাণে অম্ল ও দুর্গন্ধি ঘর্ম। **উপচয়।**—প্রাতঃকালে; বিশ্রামকালে; উত্থান করিলে, দণ্ডায়মান হইলে, বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি। **উপশম।**—নড়িলে চড়িলে ও বেড়াইলে উপশম প্রাপ্তি। **উপযোগিতা।**—বৃদ্ধাবস্থার, অথবা উপদংশ ও পারদ জনিত অকাল বার্দ্ধক্যের রোগে উপযোগী। (মার্ক)

এসিডম্ বেঞ্জোয়িকম্—বেঞ্জোয়িক এসিড।

ষ্টাইরেক্স বেঞ্জয়েন্ নামক বৃক্ষের বঙ্কল জাত ধূপ হইতে এই এসিড প্রাপ্ত হওয়া যায়। শোধিত সুরায় দ্রবীভূত করিয়া, অথবা বিচূর্ণাকারে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া।—মূত্র-যন্ত্র, সন্ধি ও তন্তুময় বিধানে বেঞ্জোয়িক এসিডের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। গাঢ় লোহিতবর্ণ ও অতিশয় তীব্র মূত্র-গন্ধবিশিষ্ট মূত্র এই ঔষধের বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।—মুখ ও জিহ্বার ক্ষত, তালুমূল-প্রদাহ; শ্বাস-কাশ; শিশুদিগের অতিসার; বার্দ্ধক্যবশতঃ মূত্র-মেহ; শিশুদিগের শয্যা মূত্র; অবরুদ্ধ প্রমেহ; লালা-মেহ; সন্ধি-বাত, বাতরক্ত; কোথেরার মন্দফল; বৃক্কক-শূল।

আময়িক প্রয়োগ।—অতিমাত্র বেঞ্জোয়িক এসিড সেবনে মূত্রে হিপিউরিক এসিড জন্মে। শিশু ও বৃদ্ধদিগের রক্তবর্ণ উগ্র-গন্ধ মূত্রবিশিষ্ট অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাবে; এবং এই প্রকার মূত্রলক্ষণাপন্ন তরুণ সন্ধিবাতরোগে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। ডাঃ জেবিং বলেন যে বাতরক্ত-রোগে যতই এই ঔষধ অধিক ব্যবহৃত হইবে ততই ইহার ফলবত্তা অধিক উপলব্ধ হইবে। মণি-বন্ধের পৃষ্ঠদেশস্থ অর্ব্বুদ (গ্যাংগ্লিয়ন) বেঞ্জোয়িক এসিডের মলম (একড্রামে পাঁচ গ্রেণ) মর্দ্দনে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ডাঃ টবেল বলেন যে এই ঔষধের ১২শ হইতে ৩০শ ক্রম সেবনেও এই সকল অর্ব্বুদ বিলীন হইয়া যায়। ডাঃ রডক গ্যাংগ্লিয়ন রোগে বেঞ্জোয়িক এসিড ২য়, দিনে তিনবার আভ্যন্তরিক এবং বেঞ্জ-এসি ৩ গ্রেণ ও গ্লিসারিণের মলম এক আউন্স মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও রাত্রিতে মর্দ্দন করিতে বিধিদেন। শিশুদিগের পাণ্ডুবর্ণ দুর্গন্ধ মল বিশিষ্ট অতিসার; জিহ্বা ও মুখের ক্ষত; প্রাথমিক লক্ষণের বিলোপের পরবর্ত্তী উপদংশ ও প্রমেহ জনিত পীড়া; পুনঃ পুনঃ আক্রমণশীল তালুমূল প্রদাহ ও বৃক্কক-শূল প্রভৃতিতেও ইহা উপকার জনক। শ্বাস-যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে বেঞ্জোয়িক এসিডের ক্রিয়া দর্শে অতএব অতি নিষ্ঠীবন নিবারণে এই ঔষধ উপযোগী।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মুখ-মধ্য।—জিহ্বার বিস্তীর্ণক্ষত ও গভীর বিদারণ। গল-মধ্য।—গলকোষের বেদনা ও তালু-মূল-প্রদাহ। মল।—* বালকদিগের অতিসার; অভুক্ত, জলবৎ, দুর্গন্ধি, অপ্রগাঢ়বর্ণ, দুর্ব্বল-কর মল, এবং তৎসহ তীব্র গন্ধ মূত্র। মূত্র-যন্ত্র।—* রক্তবর্ণ মূত্র; মূত্রের স্বাভাবিক মূত্র-গন্ধ অত্যন্ত তীব্র (নাইট-এসি); মূত্র তীব্র দুর্গন্ধ (এসাফ)। বাম বৃক্ককে জ্বালা বা অস্বচ্ছন্দতা। মূত্রের অধঃপতিত পদার্থে ফসফেট মিশ্রিত এক প্রকার সিকতাময় শ্লেষ্মা; মূত্র মলিন, লোহিতের আভাযুক্ত কপিশ; অম্ল প্রতিক্রিয়া অথবা অতিশয় দুর্গন্ধ বিশিষ্ট। যখন প্রস্রাব করা না যায় সেই সময় মূত্রাশয়ে অত বিরামশীল বেদনা; প্রমেহস্রাব বিলোপ, অশ্মরী, অথবা বাতরক্ত বশতঃ মূত্রাশয়ের প্রতিশ্যায়। জনন-যন্ত্র।—বিলুপ্ত প্রমেহ; লালা-মেহ; তৎসহ দুর্গন্ধময় মূত্র। কাস।—হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস। পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠে; বৃক্কক-প্রদেশে মৃদু বেদনা; কটিদেশের অনম্যতা। হৃৎ-পিণ্ড।—হৃৎ-প্রদেশে বেদনা। নিম্নাঙ্গ।—দক্ষিণ জানুতে স্ফীততা, সমগ্র জঙ্ঘায় ক্ষতবৎ বেদনা, তৎসহ বৃক্ককে বেদনা। জানুসন্ধিতে কড়কড় শব্দ বা শুষ্কতা অনুভব। উভয় জানুতে বেদনা। দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠে ছিন্নবৎ ও সূচী বেধবৎ বেদনা। বাতরক্ত জনিত অর্ব্বুদ ও স্ফীততা। দেহ।—শ্রান্তি ও আলস্য, (সিক)। সহসা বেদনার স্থান-বিকল্প জন্মে (* পলস, কালী-বা, লেড)। রোগীর লক্ষণ বাম হইতে দক্ষিণ অঙ্গে, এবং নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে যাতায়াত করে। উপযোগিতা।—বাত বা বাতরক্ত গ্রস্ত রোগী; এবং উপদংশ বা প্রমেহ গ্রস্ত রোগীর পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

এসিডম মিউরিয়েটীকম—মিউরিয়েটীক এসিড—হাইড্রোক্লোরিক এসিড। লবণ-দ্রাবক।

তীব্র অম্লাস্বাদ ও শ্বাস রোধক গন্ধ বিশিষ্ট এক প্রকার বর্ণহীন দ্রাবক দ্রবিকা ১০ বিন্দু দ্রাবক, ২১ বিন্দু পরিশ্রুত জলের সহিত মিশ্রিত করিলে হোমিওপ্যাথিক ১ম ক্রম প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলে এই এসিডের ক্রিয়া দর্শে। এবং এই স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া ইহা রক্তে, ত্বকে, ও অন্নপথে, বিশেষতঃ মুখে ও গুহ্যদ্বারে ক্রিয়া করে। এতদ্দ্বারা রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থা জন্মে, সংযততা বৃদ্ধি পায়, ও বিকার-প্রবণতা উৎপন্ন হয়। আমাশয় ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে মিউরিয়েটিক এসিড দ্বারা প্রদাহ ও ক্ষত উৎপন্ন এবং ধূসরাভ শ্বেত-বর্ণ স্তরে সঞ্চিত হয়। বিগলিত ক্ষতাদি সংযুক্ত জ্বরের ন্যায় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল অবস্থা এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

অধিকার।—পাকাশয় ও অন্ত্রপ্রণালীর গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলের ও শোণিতের বিকৃত অবস্থা। বিষদুষ্ট রক্তসম্ভূত জ্বর, মোহজ্বর ও সান্নিপাতিক জ্বর; মুখ, জিহ্বা ও গলাভ্যন্তরের জার্ণী ঘা, বা সাংঘাতিক পীড়া; ঝিল্লীক প্রদাহ (বাহ্য প্রয়োগ); অগ্নিমান্দ্য; কালিম বা পাংশুল দন্তশর্করা (সোর্ডিস); পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় এই ঔষধি আর্সেনিকের সমকক্ষ। আরক্ত জ্বরজাত পুরাতন কর্ণবেদনায় ডাক্তার কোম্পল এসিড মিউর ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন, বাস্তবিকও আরক্ত ও সান্নিপাতিক জ্বর জনিত নানাবিধ রোগে বিশেষতঃ বধিরতা, অতিস্রাব, নাসারন্ধ্র হইতে পূযস্রাব প্রভৃতিতে ইহার অত্যন্ত উপকারিতা লক্ষিত হইয়াছে, ক্ষয়কারক কণ্ডূয়নবিশিষ্ট উদ্ভেদ, দুর্গন্ধ, তরল পূযস্রাবী ক্ষত ও কর্ণপামা রোগে; এবং অর্শ সম্বলিত বা অর্শ বিবর্জ্জিত গুহ্যদ্বার বেদনায় ইহা ব্যবহার্য্য। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষত ও উহার সমীপস্থ চর্ম্মের পামা সহবর্ত্তী রক্তের কলুষিত অবস্থায়ই ইহা বিশেষ উপযোগী।

আময়িক-প্রয়োগ।—**সান্নিপাতিক জ্বর।**—অতিশয় স্নায়বীয় অবসাদন: অচৈতন্য, গলদেশের পূতি ক্ষত ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গুরুতর লক্ষণযুক্ত প্রদাহ শূন্য জ্বরে সম্ভবতঃ এই ঔষধি আর্সেনিকের পরেই গণনীয়। গলক্ষতে ইহার স্থানিক প্রয়োগও হইয়া থাকে। এই প্রকার অবস্থায় নাইট্রিক এসিড দ্বারাও উপকার দর্শে। এই ঔষধ ব্যবহার করিবা মাত্র অন্ত্রের নিঃস্রব প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত ও উহার দুর্গন্ধ দূরীকৃত হয়।

ঝিল্লিক-প্রদাহ।—গলাভ্যন্তরে দুর্গন্ধ ধূসরাভ ক্ষত, পূতিশ্বাস ও সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ বিশিষ্ট ঝিল্লীক প্রদাহ রোগে এই ঔষধি নিম্ন ক্রমে সর্ব্ব

মূন প্রয়োজ্য এবং গলদেশে অনুলেপ ও রোগী সমর্থ হইলে কুল্য ব্যবস্থেয়। কর্ণস্রাব।—আরক্ত জ্বরের পরবর্তী কর্ণস্রাবে, ও অনাকর কণ্ডূয়ন যুক্ত কর্ণপাকা রোগে এসিড মিউর অতিশয় ফলপ্রদ। মুখ-ক্ষত।—উৎকট রোগের আনুষঙ্গিক গলিত মুখক্ষতে ইহা ব্যবহৃত হয়। জিহ্বার ক্ষতাদিতে ইহা বিশেষ উপযোগী।

ইহার প্রথম হইতে তৃতীয় দশমিক ক্রম পর্যন্ত আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হইয়া থাকে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—জ্ঞান শূন্যতা (* আর্স * বেল, * এপি)। কোঁ কোঁ শব্দ। কোপনতা, বিরক্ত চিত্ততা। (* ব্রাই, * ব্যাপ্টি, * নম্ম)। মস্তক।—অনাবৃত বায়ুতে শিরোঘূর্ণন, ও বিচরণ সময়ে অন্ধতা। মস্তিষ্ক যেন ঘৃষ্ট বা ছিন্ন হইয়াছে এ প্রকার শিরঃপীড়া (বভি, মিজেরিট)। পশ্চাৎ মস্তকে গুরুত্ব। কর্ণ।—বধিরত্ব শ্রবণ ক্ষমতা। শব্দে অতিরিক্ত অনুভবাধিক্য। (এক, * বেল, লাইকো)। মুখমণ্ডল।—প্রাদাহিক বসন্ত গ্রীষ্মকালে কপাল, শঙ্খ ও মুখমণ্ডলে পীড়কা, এবং মুখমণ্ডলে রক্তবর্ণতা। ওষ্ঠের প্রান্তে অবদরণ, এবং ওষ্ঠের চর্ম শুষ্ক ও বিদারিত। ওষ্ঠ ক্ষত। (একন, আর্স) মুখ-মধ্য।—পুরু, ঈষৎ নীলবর্ণ, ও ধূসরাভ শ্বেত। ঝিল্লি দ্বারা আবৃত জিহ্বা, অথবা জিহ্বাতে কৃষ্ণবর্ণ ভূমিবিশিষ্ট গভীর ক্ষত, তৎসহ ফোস্কা। (লাইকো, ন্যাট ম)। জিহ্বার পার্শের ক্ষয় বা পক্ষাঘাত, অনিচ্ছায় কথা বলিতে প্রতিবন্ধকতা। (ল্যাক)। জিহ্বার ক্ষুদ্রতা প্রাপ্তি। ওষ্ঠের ও মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রদাহিত, ব্যথিত এবং শুভ্রবর্ণ বিন্দুবৎ ক্ষতে আবৃত, দুর্গন্ধ নিশ্বাস; মুখ-ক্ষত। (হাইড)। গলমধ্য।—গল মধ্য ও গল গহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী গাঢ় মলিন লাল, স্ফীত ও জ্বালাবিশিষ্ট; উহাতে অবদরণ ও যাতনা; ডিফথিরিক প্রদাহের ন্যায় ধূসরাভ শ্বেতবর্ণ ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। (মার্ক আইয়োড,* কাইট-এসি, কাইটো)। কিছু গিলিতে চেষ্টা করিলে প্রবল আক্ষেপ ও শ্বাস রোধের উৎপত্তি। আমাশয়।—আমাশয়ে শূন্যতা অনুভব, আহার করিলেও তাহা উপশমিত হয় না। উদর।—উদরের পূর্ণতা ও স্ফীততা। (লিক,

* হিপার)। উদরে খালধরার ন্যায় বেদনা। **মল ও মলদ্বার।**—প্রস্রাব কালীন গুহ্য ভ্রংশ। দ্রাক্ষা স্তবক সদৃশ (এলো), স্ফীত, নীলবর্ণ, ও জ্বালা বিশিষ্ট অর্শ-বলি (ক্যাম্ফ, ল্যাক, * পলস)। অন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তার ন্যায় কষ্টে নিঃসারিত মল (এলম); প্রস্রাব করিবার সময় অজ্ঞাতসারে পাতলা, জলবৎ মলস্রাব (হাইয়স্), ও তৎপরে মলদ্বারে জ্বালা ও বেদনা। **মূত্রযন্ত্র।**—বারংবার অধিক পরিমাণে মূত্রস্রাব। (এপিস, এপোস, আর্জ্জ) **জননেন্দ্রিয়।**—(পুং) ধ্বজভঙ্গ। (এগ্নস, ক্যাম্ফ, ফস-এসি)। (স্ত্রী)।—নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অধিক পরিমাণ রজঃস্রাব। (ক্যাম্ফ) যোনিতে ক্ষত, তাহা হইতে পচা স্রাব নিঃসরণ, সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা ও অতিশয় অনুভবাধিক্য। **শ্বাস-যন্ত্র।**—গভীর শ্বাস, দীর্ঘ শ্বাস। **নাড়ী।**—দ্রুত ও * অতিশয় ক্ষীণ নাড়ী। **দেহ।**—বিশ্রামকালে অঙ্গে ছিন্নকর বেদনা, সঞ্চরণে উহার উপশম। উরু দেশের দুর্ব্বলতা ও তন্নিমিত্ত কম্পিত গতি। সমস্ত সন্ধিতে দৃঢ়বৎ অনুভব। * অতিশয় অবসন্নতা। অতিশয় দুর্ব্বলতা, বসিবামাত্র চক্ষু মুদিত হয়, * হনু ঝুলিয়া পড়ে, ও আস্তে আস্তে শয্যায় শয়ন করিতে হয়। সান্নিপাত জ্বর। হস্তপদের শীতলতা। আর্দ্র ঋতু সহ্য হয় না। জিহ্বা ও গুহ্যাবরক পেশীর পক্ষাঘাত। **নিদ্রা।**—রাত্রিতে বারংবার জাগরণ ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বপ্ন। **চর্ম্ম।**—চিপটিকা বা শল্কসংযুক্ত পীড়কা। জঙ্ঘার নিম্নভাগে বেদনাবিশিষ্ট পচাক্ষত ও তাহার পরিধিতে জ্বালা। গভীর, বিগলিত, শল্কাবৃত, বেদনাবিশিষ্ট ক্ষত।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—বলকারক, আগ্নেয়, পরিবর্ত্তক, ক্ষারনাশক। বাহ্য প্রয়োগে দাহক। ইহার ধূম দুর্গন্ধহারক। অগ্নিমান্দ্য, মোহজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর ও অশ্মরী রোগে আভ্যন্তরিক, এবং মুখমধ্যস্থ বিবিধ দুষ্ট ও পচিত ক্ষতাদিতে স্থানিক প্রয়োগ হয়।

এসিডম্ সলফিউরোজম্—সলফিউরাস এসিড।

গন্ধক দগ্ধ করিলে যে বাষ্প বহির্গত হয় তাহাই জলে সংগৃহীত হইলে সলফিউরাস এসিড জন্মে।

এই এসিডের অতিশয় অম্লজান বিশ্লেষক ও উদ্ভিজ্জ জীবন বিনাশক গুণ আছে। এই শেষোক্ত গুণের উপরই ইহার আময়িক ক্রিয়া নির্ভর করে। অন্ন-পথ ও শ্বাস-পথের শ্লৈষ্মিক বিধানতন্তুতে এবং চর্ম্মে ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। সুরাবীর্য্য সহকারে সলফিউরাস এসিডের এক প্রকার বর্ণ-হীন উগ্র-গন্ধ দ্রব প্রস্তুত হয়। এই দ্রব, দশগুণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল ও "স্প্রে" (জল-কণা প্রক্ষেপ) রূপে প্রযোগ হইয়া থাকে। অপিচ ইহা উৎকৃষ্ট পচন নিবারক ও সংক্রমণ প্রতিষেধক।

ইহার আময়িক ক্রিয়া গন্ধকের অনুরূপ কিন্তু আঘ্রাণাদি বাহ্য প্রয়োগ তদপেক্ষা সুবিধাজনক।

আময়িক প্রয়োগ।—গলদেশ ও বক্ষঃস্থলের পীড়া।—শ্লৈষ্মিক প্রদাহ জনিত গলক্ষত, তালুমূল প্রদাহ (তুণ্ডিকেরী); ধর্ম্মযাজকদিগের স্বরভঙ্গ, পুরাতন প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি), বহুব্যাপী প্রতিশ্যায় (ইনফ্লুয়েঞ্জা), কাস, বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ, শ্বাস-কাস ইত্যাদি, স্নায়ুশূল ও দন্তশূল। চর্ম্মরোগ।—যথাঃ—দদ্রু, পামা, করবিদারী, পাদস্ফোট, ক্ষত ইত্যাদি; ঔদ্ভিজ্জ ও জান্তব পরাঙ্গপুষ্ট, যথা—কচ্ছু, উৎকুণ, কৃমি ইত্যাদি। যে সকল পুরাতন রোগে গন্ধক আভ্যন্তরিক ও স্থানিক প্রয়োগ করা প্রয়োজনীয়, বিশেষতঃ মাংসাঙ্কুর, পরাঙ্গপুষ্ট ও পূতিক্ষতে এই ঔষধি প্রধানতঃ ব্যবহার্য্য। ধূপন, ধূমপান, আঘ্রাণ ও "স্প্রে" রূপে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। কতিপয় বিন্দু দ্রাবক উষ্ণজলে মিশ্রিত করিয়া সেই বাষ্প আঘ্রাণ করিতে হয়। অপর, সলফিউরাস এসিড, দ্বিগুণ পরিমিত গ্লিসারিণের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ম্ম অথবা গলদেশে অনুলেপ (পেইন্ট) রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এসিডম্ হাইড্রোসায়েনিকম্—হাইড্রোসায়েনিক্ এসিড্।

সম পরিমাণ হাইড্রোসায়েনিক এসিড ও রেক্টিফায়েড স্পিরিট্ মিশ্রিত করিলে এই এসিডের হোমিওপ্যাথিক প্রথম শততম ক্রম প্রস্তুত হয়। বিটার আমণ্ড (তিক্ত বাদাম) ও চেরিলরেল নামক পদার্থদ্বয়ে অধিক পরিমাণে হাইড্রোসায়েনিক এসিড আছে। সাংঘাতিক মাত্রায় হাইড্রোসায়েনিক

এসিড সেবন করিলে পেশীমণ্ডলের আক্ষেপ জন্মে এবং হৃৎপিণ্ড ও ফুস-ফুসের ক্রিয়া অবরুদ্ধ হইয়া মৃত্যু হয়। মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার অপস্থায়ী প্রবল উপদাহবশতঃ এই আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। (লরোসিরেসস দ্রষ্টব্য)।

আময়িক প্রয়োগ।

অপস্মার।—পশ্চাৎ গ্রীবার সহানুভৌতিক স্নায়ুর উত্তেজনা বশতঃ মস্তিষ্কের ধমনীর সংকোচ এই রোগের মুখ্য কারণ বলিয়া অনুমিত হই-য়াছে। হাইড্রোসায়েনিক এসিড দ্বারা বিষাক্ত হইলে ঐ স্নায়ুর উত্তেজনা জন্মে এবং প্রসারিত কনীনিকা; উন্নত, প্রদীপ্ত চক্ষু; সহসা পতন; চৈতন্য লোপ; মুখে ফেন উদ্গম ও আক্ষেপাদি সম্পূর্ণ অপস্মারের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অপিচ, এই এসিডের অতিক্রিয়া বশতঃ অপস্মারের আক্রমণের পূর্ব্বরূপ স্বরূপ ভ্রমিও জন্মে। ডাঃ ম্যাডেন ও ডাঃ হিউজ প্রথমে অপস্মার রোগে হোমিওপ্যাথিক মতে এই ঔষধ ব্যবহার করেন এবং কেবল তরুণ রোগেই এতদ্বারা বিশেষ ফল প্রাপ্ত হন; পুরাতন রোগে কোন স্থায়ী উপ-কার দর্শে না। অনন্তর হাইড্রোসায়েনিক এসিডের ক্রিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে ইহা মনে করিয়া ডাঃ হিউজ উগ্র ক্রমের ঔষধ দীর্ঘকাল সেবন করাইতে আরম্ভ করেন তাহাতে অপস্মার রোগে এই ঔষধ দ্বারা তিনি বিলক্ষণ সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি এক্ষণ তৃতীয় দশমিক ক্রমের পাঁচ বিন্দু হইতে প্রথম শততম ক্রমের তিন বিন্দুমাত্রায় প্রতিদিন তিন বার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ডাঃ ক্রাউচার ও ডাঃ হল্যাণ্ড বলেন যে রোগাবেশের প্রারম্ভে হাইড্রোসায়েনিক এসিড দ্বারা বিষাক্তের বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ আকস্মিক চীৎ-কার ধ্বনি বিশিষ্ট কয়েকজন রোগীকে তাহারা এই ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন।

ধনুস্তম্ভ।—হাইড্রোসায়েনিক এসিড দ্বারা টঙ্কার জন্মে এবং একো-নাইট ও সিকিউটার ন্যায় দুর্নিবার প্রবল আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। ডাঃ মুর একজন আভিঘাতিক ধনুষ্টঙ্কারগ্রস্ত রোগীকে এই ঔষধি সেবন করাইয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছিলেন।

হুপ্‌শব্দক কাস।—হাইড্রোসায়েনিক এসিড দ্বারা বিষাক্ত হইলে

শ্বাসযন্ত্রে আক্ষেপ জন্মে এবং মৃতদেহ পরীক্ষায় ফুসফুসের রক্তসঞ্চলন অবরুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ সর্ব্বাঙ্গীন শৈরিক রক্তসঞ্চয় দৃষ্ট হয়। সুতরাং শ্বাসযন্ত্রের আক্ষেপিক রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী। ডাঃ ওয়েষ্ট বলেন যে হুপ্‌শব্দক কাসে এতদ্দ্বারা অবিলম্বে উপকার দর্শে।

শ্বাস।—তরুণ ও উপসর্গ শূন্য শ্বাসরোগে ডাঃ হিউজ ইহার বিস্তর প্রশংসা করেন।

বিসূচিকা।—ডাঃ সরকার বলেন যে বিসূচিকার হিমাঙ্গ অবস্থার অর্থাৎ নাড়ী লোপ, শীতল ঘর্ম্ম, অজ্ঞাতসারে মলস্রাব, স্থির দৃষ্টি, প্রসারিত কনীনিকা ও শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি লক্ষণে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। নিশ্বাসের প্রতিবন্ধকতা আর্সেনিক জ্ঞাপক প্রশ্বাসের আক্ষেপিক প্রতিবন্ধকতা হাইড্রোসায়েনিক এসিড সূচক। অতএব ওলাউঠার পতনাবস্থায় এইপ্রকার শ্বাস-কৃচ্ছ্রে হাইড্রোসায়েনিক এসিড উপযুক্ত। ডাক্তার রসেল বলেন যে অতিশয় অবসন্নতা ও বক্ষঃস্থলে যাতনা লক্ষণে ওলাউঠায় হাইড্রোসায়েনিক এসিড ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। ইহার বিষলক্ষণের সহিত আক্ষেপিক বিসূচিকার প্রথমাবস্থার লক্ষণের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অতএব ক্যাম্ফরের ন্যায় এই ঔষধ আক্ষেপিক বিসূচিকার প্রথম অবস্থায়ও উপযোগী। হাইড্রোসায়েনিক এসিড মিশ্রিত আছে বলিয়াই ক্লোরোডাইন ওলাউঠায় উপকার করে। হাইড্রোসায়েনিক এসিডের ক্রিয়া অতিশয় অস্থায়ী। এই নিমিত্ত পতনাবস্থায় অল্পকাল এতদ্দ্বারা উপকার দর্শিয়া তৎপরে রোগী মন্দাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ডাঃ সালজার এই নিমিত্ত হাইড্রোসায়েনিক এসিডের পরিবর্ত্তে সায়েনাইড অব পটাশিয়ম ব্যবহার করিতে বলেন।

হৃদ্রোগ।—বিষ মাত্রায় হাইড্রোসায়েনিক এসিড সেবনে হৃদকম্প, ব্যাকুলতা, নাড়ীর ক্ষীণতা ও মূর্চ্ছাপ্রবণতা জন্মে অতএব হৃৎস্পন্দ, ও হৃৎপিণ্ডের অন্যান্য ক্রিয়াবিকারে ইহা বিশেষ উপকার করে। হৃৎশূলেও এই ঔষধ ফলপ্রদ।

পাকাশয়-শূল ও অন্ত্র-শূল।—ডাঃ ইশিংটসন বলেন যে অতি মাত্রায় এই এসিড দ্বারা বিবমিষা, বমন ও বক্ষঃস্থলে বেদনা জন্মে। বাস্ত

প্রয়োগেও এতদ্দ্বারা বিবমিষা, বমন, ভ্রমি ও মূর্চ্ছা উৎপন্ন হয়; [illegible] পাকাশয়ে হাইড্রোসায়েনিক এসিডের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে এবং [illegible] পাকাশয় শূল ও অন্ত্রশূলে কখন কখন স্থায়ী আরোগ্য জন্মে। এই ঔষধে উপকার দর্শিলে শীঘ্রই দর্শে, অতএব ইহা অধিক দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করা উচিত নহে। শূন্যোদরে বর্দ্ধিত ও আহার করিলে উপশমিত হয় এরূপ পাকাশয়শূলেই এই ঔষধ উপযোগী।

এসেরম ইউরোপিয়ম—হেজেল ওয়ার্ট।

এসেরম এরিষ্টোলোকিয়েসী জাতীয় উদ্ভিদ। ইহার সমগ্র বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ু-মণ্ডল এসেরমের সাধারণ ক্রিয়া এবং অন্ত্র পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে।

অধিকার।—আমাশয়িক ও পৈত্তিক রোগে অতিশয় স্নায়বীয় চৈতন্যাধিক্য থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—হানিমানের পরীক্ষায় এসেরমের ক্রিয়ায় পিপাসা ব্যতীত শীতানুভব, শীতাসহ্যতা, শিরঃপীড়া সহকারে মস্তিষ্ক ক্রিয়ার অবসাদন, ক্ষীণ দৃষ্টি ও অক্ষিপুট স্পন্দন, শ্রুতিক্ষীণতা, অন্ত্র হইতে অধিক পরিমাণ আম-স্রাব, ফুসফুসে সূচীবেধবৎ যাতনা, পৃষ্ঠ ও অধঃশাখার পেশীতে অতিশয় বেদনা, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। * সমুদায় স্নায়ুর অতিশয় চৈতন্যাধিক্য (সিঙ্ক, কফি), চিন্তা করিবার সময় কেহ অঙ্গুলীর অগ্রভাগ বা নখাগ্র দ্বারা বস্ত্রাদি ঘর্ষণ করিলে অতিশয় বিরক্তি বোধ এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত সমুদায় চিন্তা ও কার্য্যের বিরতি এসেরমের অপর একটী প্রধান লক্ষণ। যাহাদের শীত সহ্য হয়না তাহাদের রোগে, শস্ত্র ক্রিয়ার পর চক্ষু বেদনায; আমেরিকায় আমাশয়িক ও পৈত্তিক উপদ্রবে, এবং রুসিয়ায় অতিরিক্ত মদিরা পানের মন্দ ফল নিবারণার্থ এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

ওপিয়ম—পেপেভার সোমনিফেরম—হোয়াইট পপি, অহিফেণ।

পেপেভেরিসি জাতীয় পেপেভার সোমনিফেরম নামক গুল্মের ঢেড়ীর শুষ্ক নির্য্যাস। তুরস্ক, মিসর ও ভারতবর্ষে জন্মে। সাধারণ নিয়মানুসারে ইহার অরিষ্ট বা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলে ও সহানুভৌতিক স্নায়ুমণ্ডলে অহিফেণের ক্রিয়া দর্শে এবং এতদ্দ্বারা অল্পকাল স্থায়ী উত্তেজনা জন্মিয়া সত্বর সমুদায় শারীরিক ক্রিয়া অবসন্ন ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। উহার ফল স্বরূপ সমগ্র শরীর যন্ত্রের স্তব্ধতা উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্কের শক্তি অভিভূত; গতিশক্তি ও চৈতন্য বিলুপ্ত; ঐ সকল বিল্লী শুষ্ক ও রক্ত সঞ্চিত এবং উহাদের নিঃস্রব হ্রাস প্রাপ্ত; শ্বাস ক্ষীণ, দীর্ঘ ও বিষম, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মন্দীভূত হয়। মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্তব্ধতার এই সকল প্রমাণ বিদ্যমান থাকিয়া রোগীর মৃত্যু হয়, অথবা রক্ষা পাইলে পরিপাকের বৈষম্য, শিরঃপীড়া, নিদ্রানাশ ও কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি লক্ষণ অবশিষ্ট থাকে। মস্তিষ্কের অবসন্নতাই অহিফেণের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। অতিশয় তন্দ্রালুতা, ইন্দ্রিয় সকলের সুপ্তি (স্টুপার), ও সশব্দ শ্বাস দ্বারা মস্তিষ্কের অবসন্নতা জানা যায়।

অধিকার।—সংগ্রাম প্রস্তু রোগীদিগের মস্তকের গুরুত্বসহ শিরঃপীড়া ও আহারান্তে অতিশয় নিদ্রালুতা, প্রলাপসহ বিকারজ্বর। শিরোঘূর্ণন; ইন্দ্রিয় সকলের সুপ্তি (স্টুপার)। ভয় জনিত রোগ (এপিলেপ্সি, জেলসিমিয়াম), মনোভাব জনিত অসুখ। মদ্যপানের বা আফিম জনিত অসুখ। সীস জনিত অসুখ, সীস-শূল। * পাকাশয়। * সন্ন্যাস। মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত। আক্ষেপ (খেঁচুনি)। ধনুষ্টংকার। অপস্মার। অতিসার। সন্নিপাত-জ্বর। শুষ্ক কাস।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

তরুণ জ্বর।—সংজ্ঞালুপ্ত প্রায় নিদ্রা, মুখব্যাদান পূর্ব্বক নাসারব, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্ষেপ ও ঘর্ম্মাক্ত শরীরে জ্বালাকর উত্তাপ লক্ষণযুক্ত বিবিধ তরুণ জ্বরে অহিফেণ উপযোগী। অহিফেণের বিষক্রিয়ার গাত্রতাপ

দুই তিন ডিগ্রী বৰ্দ্ধিত ও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায়। এজন্য, হানিমান এই প্রকার জ্বরে অহিফেণ অমোঘ মনে করেন।

শিরঃপীড়া।—শিরঃ-গৌরব, ধমনীর স্পন্দন, মুখমণ্ডলের আরক্ততা, আহারান্তে নিদ্রালুতা ও অক্ষিতারার আকুঞ্চন। এই সকল লক্ষণে, শিরঃপীড়ায় অহিফেণ ব্যবহার্য্য; বিশেষতঃ যাহাদের সংন্যাস রোগের সম্ভাবনা আছে এবং যাহারা অধিক পরিমাণে উগ্র মদিরা পান করে তাহাদের এবম্বিধ শিরোরোগে এই ঔষধি সমধিক উপযোগী।

সংন্যাস।—তন্দ্রালুতা, মস্তিষ্ক-প্রদাহ, সংজ্ঞা লোপ, অচৈতন্যবৎ নিদ্রা, পূর্ণ ও মৃদুনাড়ী, শব্দযুক্ত অসম শ্বাস, স্ফীত মুখমণ্ডল, জড়বুদ্ধির ন্যায় মুখাকৃতি, অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষু, কুঞ্চিত অক্ষিতারা, শীতল হস্তপদ; এই সকল লক্ষণে অহিফেণ ব্যবস্থেয়। ডাঃ হিউজ বলেন যে যদিও এই রোগের লক্ষণের সহিত বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে বলিয়া অহিফেণ বিস্তর ব্যবহৃত হয় কিন্তু সংন্যাস রোগের প্রকৃত সম্প্রাপ্তির বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহার সকল অবস্থায় অহিফেণ তেমন উপযোগী নহে। যে কারণে রক্তবহা নাড়ী বিদীর্ণ হইয়াছে তাহা দূরীকরণই এই রোগের চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য। সর্ব্বাঙ্গীন রক্ত-সঞ্চালনের উত্তেজনা, অথবা মস্তিষ্কে প্রবল রক্ত সঞ্চয় এই কারণ। ইহার প্রথমোক্তে একোনাইট এবং শেষোক্তে নাক্স-ভমিকা বা বেলেডোনা বিশেষ উপযোগী। কিন্তু একষ্ট্রাভেসেশন অর্থাৎ রক্তবহা নাড়ী ভেদ করিয়া রক্ত ক্ষরিত হইলে, ও মস্তিষ্কের ভূমি-দেশে অবস্থিত জীবনীশক্তির মূলীভূত যন্ত্রাদি প্রপীড়িত করিলে কেবল মাত্র অহিফেণ ব্যবহারে উপকার দর্শিতে পারে। কারণ, ডাঃ [illegible] বলেন যে পনসভেরোলাই নামক মস্তিষ্কাংশে রক্ত ক্ষরিত হইলে প্রায় অহিফেণ জনিত বিষাক্ততার ন্যায় লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

আক্ষেপ রোগ।—অহিফেণে আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। এজন্য সংজ্ঞা লোপ, নাসারব, শ্বাসকষ্ট, কৃষ্ণমিশ্রিত রক্তবর্ণ উত্তপ্ত ও স্ফীত মুখমণ্ডল, ঊর্দ্ধনেত্র, মলরোধ, মূত্রস্তম্ভ, আলোক জ্ঞানরাহিত্য প্রভৃতি লক্ষণ বিশিষ্ট ভয়জনিত আক্ষেপ রোগে ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

পক্ষাঘাত।—বৃদ্ধ ও মদিরাপায়ীদিগের মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে কোষ্ঠবদ্ধ বা কঠিন কৃষ্ণবর্ণ মল, মূত্ররোধ ও সর্ব্বাঙ্গীন নিশ্চেষ্টতা থাকিলে ওপিয়ম বিশেষ উপযোগী।

বিলম্বিকা (কোষ্ঠবদ্ধ)।—অহিফেণ দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে, অতএব অন্ত্রের সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতা, কঠিন পিণ্ডাকার মল, শিরঃপীড়া, তন্দ্রালুতা, শিরোঘূর্ণন, মুখমণ্ডলে রক্তসঞ্চয়, মূত্রস্তম্ভ প্রভৃতি লক্ষণে মলরোধে অহিফেণ ব্যবস্থেয়। বৃদ্ধ, নিশ্চেষ্ট ও রক্ত-প্রধান ব্যক্তিদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া যখন কোন ফল দর্শে না তখন অহিফেণ দ্বারা উপকার জন্মে। আবদ্ধ অন্ত্র-বৃদ্ধি ও সীস শূলের কোষ্ঠবদ্ধে ও ওপিয়ম দ্বারা উপকার দর্শে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—কোন কোন প্রকার পানাত্যয় রোগ; বালকদিগের ভয়জনিত আক্ষেপ রোগ, অচৈতন্য সহ জ্বর বিকার, নিদ্রাধিক্য ও আংশিক মূত্রস্তম্ভ সহ মোহজ্বর (টাইফস ফিভার), অনিবার্য্য তন্দ্রা ও তৎপরে অনিদ্রা, শিরঃপীড়া, অনাবিষ্টতা এবং শীতানুভব, নাসারব, অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু, সশব্দ অনিয়মিত নিশ্বাস সহকারে সংজ্ঞাহারক অতৃপ্তিকর নিদ্রা, অচৈতন্যবৎ নিদ্রা বা তন্দ্রা মোহ (কোমা), রোগীকে অতি কষ্টে জাগরিত করা যায়; (স্বল্প কোমায় বেলেডোনা ব্যবহার্য্য)। **পরিপাক যন্ত্র।**—ভয় বা সদ্দীজাত আকস্মিক অতিসার। ঘৃণাদি মানসিক কারণে বমন-চেষ্টা। পরিপাক যন্ত্রের দৌর্ব্বল্যজন্য সুরাপায়ীদিগের অগ্নিমান্দ্য। অন্ত্রের ক্রিয়াহীনতা বশতঃ দুর্দ্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ, কিন্তু মলরোধ জন্য রোগীর কোন প্রকার অসুখ বোধ হয় না; আবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি (ইনকারসারেটেড হার্ণিয়া)। সীসশূল মলরোধ। **মূত্র যন্ত্র।**—পাক্ষাঘাতিক মূত্রাঘাত (বিশেষতঃ বালক ও বৃদ্ধদিগের)। ডাঃ কোজ ও বার্ণাডের পরীক্ষায় সপ্রমাণিত হইয়াছে যে অহিফেণের বীর্য্য মর্ফিয়ার বিষক্রিয়া বশতঃ যকৃতে শর্করা সঞ্চিত হইয়া মধুমেহের লক্ষণ জন্মে অতএব বহুমূত্রে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। **ত্বক্।**—সহসা তরুণ উৎসেধ বিলীন হওয়াতে অহিফেণ সূচক মস্তিষ্কলক্ষণ।

অহিফেণে ঘর্ম উৎপন্ন হয়, এজন্য যক্ষ্মারোগের ঘর্ম্মে ইহার ব্যবহার আছে।

বিশেষ প্রকৃতি।—সমুদায় শারীরিক ও মানসিক শক্তির জড়তা। যে সকল ঔষধ সুপ্রয়োজ্য তাহা প্রয়োগ করিয়াও যখন কোন উপকার দর্শে না তখন অহিফেণ ব্যবস্থা করিলে শরীরের স্তব্ধ শক্তি উত্তেজিত হয় ও স্নায়ুমণ্ডল ঔষধের ক্রিয়া দর্শিবার উপযোগী হইয়া উঠে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—ভয়শীলতা ও চকিতপ্রবণতা, (ইগে, কালীকা, ন্যাট-মি) প্রফুল্লতা, ল্যাক, কোক।—বিমর্ষতা ও নৈরাশ্য, লাইক, ফস এসি) সুখ দুঃখে উদাসীনতা। রোগিণী মনে করে যে সে বাড়ীতে নাই, (* শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহে যাইবার ইচ্ছা ব্রাই) * প্রলাপ বাক্য, চক্ষু অতিশয় বিকসিত, মুখমণ্ডল আরক্ত ও স্ফীত। (মুদিত চক্ষে অজ্ঞাত প্রলাপ, হাইয়স) সম্পূর্ণ জ্ঞানাভাব, (বেল, ব্যেরা) * স্মৃতি শক্তির সম্পূর্ণ অভাব (অতিশয় বিস্মৃতি, মার্ক, ন্যাট মি, সল্ফ) * ইন্দ্রিয় ক্রিয়ার ক্ষীণতা, স্তব্ধতা ও উচ্চ নাসাবব সহকারে মদাত্যয়, (দ্রুত আক্ষেপ, সংজ্ঞাশূন্যতা এবং আলোক ও সংসর্গে বিদ্বেষ সহ মদাত্যয় হাইয়স।—আলোক ও সংসর্গ লাভের ইচ্ছা এবং সংজ্ঞা সহ মদাত্যয় ষ্ট্রামো) * সংজ্ঞানাশ, আরক্ত ও স্ফীত মুখমণ্ডল, অৰ্দ্ধ মুদিত চক্ষু, প্রসারিত ও চৈতন্যশূন্য চক্ষুর তারা; মুখে ফেণা ও উচ্চ নাসাবব সম্বলিত সন্ন্যাস রোগ।

মস্তক।—মত্ততার ন্যায় মস্তকের জড়ত্ব, (* মত্ততার ন্যায় মস্তকের আন্দোলন, বেল) উঠিবার সময় শিরোঘূর্ণন বশতঃ শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। মস্তকে আকৃষ্টতা অনুভব, (মস্তিষ্কে শিথিলতা অনুভব, ন্যাট-মল, নক্স ম।—মস্তক অবনত করিবার সময় বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক সম্মুখের দিকে পতিত হইবে, ডিজি। যেন মস্তিষ্ক বাম দিকে পতিত হইবে ন্যাট সল।—মস্তকে শূন্যগর্ভতা অনুভব, কোবাল-ক, ইগে।) মস্তকের ধমনির স্পন্দন, (হাইয়স, ষ্টান। *দাড়ের ধমনির স্পন্দন, বেল।) * মস্তকের

অতিশয় গুরুত্ব,) ক্যাল্ক কা, ফস এসি, সলফ।—মস্তকের লঘুত্ব, ষ্ট্রাম)। * কপালে শীতল ঘর্ম্ম। (ভিরেট)।

চক্ষু।—চক্ষু অর্দ্ধ বিকসিত ও উর্দ্ধ দিকে উত্থিত। চক্ষুর পাতার অত্যন্ত গুরুত্ব, চক্ষু মেলিয়া রাখা যায় না, * জেল, রস, সিপি।—চক্ষু বিকসিত ও স্থিরদৃষ্টি, ল্যাকে, ষ্ট্রামো।) * চক্ষুর তারা প্রসারিত ও আলোক জ্ঞান পরিশূন্য (বেল, হাইয়স, ষ্ট্রামো)। (চক্ষুর তারা সঙ্কুচিত, সিকিউট ফস)। * চক্ষুর তারা আকুঞ্চিত। (মার্ক. করো, হাইয়স, ফস, ফাইটো, ভিরেট)।

কর্ণ।—কর্ণে প্রবল গর্জ্জন ধ্বনি (এক, বেল, সিঙ্ক, লাইকো)। শ্রুতি শক্তির তীব্রতা (কফি)।

মুখমণ্ডল।—* মলিন রক্তবর্ণ, স্ফীত মুখমণ্ডল। (বেল, হাইয়স) মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক সঞ্চালন। মুখমণ্ডলের শিরা প্রসারিত। * নিম্ন হনু আলম্বিত (ঝুলিয়া পড়া) (ল্যাক, লাইক।—হনু-স্তম্ভ, দন্ত দৃঢ় রূপে আবদ্ধ, সিকিউ, হাইয়স)। মুখের কোণের স্পন্দন। (ইগ্নে)।

জিহ্বা।—জিহ্বার পক্ষাঘাত ও কষ্টে শব্দ উচ্চারণ। (কষ্ট, ডলক, নক্স-ম, নক্স ভ, হাইয়স, * জেলস)। জিহ্বার বার্ত্তাকুবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ (ফস), শুভ্রবর্ণ (আর্স, ব্রাই, নক্স, পলস, সলফ)। মুখ শোষ। (আর্স, নক্স-ম, ব্রাই, পলস)।

গলমধ্য।—গলা শোষ। (এপিস, আর্স, নক্স-ম, পলস)। পক্ষাঘাত বশতঃ গিলিতে অসমর্থতা। (নক্স ম)।

আমাশয়।—ক্ষুধাহীনতা। (আর্স, * সিঙ্ক, নাক্স-ম, ফস, * সলফ)। * প্রবল পিপাসা। (আর্স, * ব্রাই, নাইট এসি, * সলফ)। ভুক্ত দ্রব্য বমন, হরিদ্বর্ণ পদার্থ বমন (আইরিস, পডো), রক্তবমন (হেমে, পডো, নক্স ভ, ইপে), পুরীষ বমন; ও তৎসহ প্রবল শূলবেদনা ও আক্ষেপ। আমাশয়ে গুরুত্ব ও চাপ। (আর্স, * ব্রাই, * পলস)। আমাশয়ে প্রবল বেদনা; চাপ দিলে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়।

উদর।—তীব্র উদর বেদনা ও আক্ষেপ সহকারে বমন। (ইপি-

কাক * মল-মূত্র বমন, (প্লম্বম), শীস-শূল, (* নক্স-ভ) আবদ্ধ অন্ত্র-বৃদ্ধি, (নক্স ভ)। পরিপাক যন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা। (নক্স)। উদরে অতিশয় বায়ু সঞ্চয় ও অন্ত্র-কূজন। (* কার্ব্বো-ভে, * লাইকো)। * উদরে তীব্র কর্ত্তন বৎ বেদনা।

মল ও মল-দ্বার।—* কোষ্ঠবদ্ধ, গোলাকার, কঠিন, কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্তুলের ন্যায় মল, (অপিচ, থুজা)।—কঠিন, শ্বেতবর্ণ, খটিকার ন্যায় মল, প্যাল্যাড।—অপ্রগাঢ় বর্ণ ও পিণ্ডাকার মল,—কোনিন।—মেষের বিষ্ঠার ন্যায় মল, চেল, প্লম্ব, রুটা, ভার্ব্বাস।—দীর্ঘাকার অপ্রশস্ত, কুকুরের বিষ্ঠার ন্যায় কঠিন মল, কষ্টি, * ফস, প্লম্ব,—অতিশয় বৃহৎ, কঠিন ও কষ্টে নিঃসারিত মল, * ব্রাই, কালী-কা, * নক্স-ভ, ভিরেট।—লাইক দ্রষ্টব্য) * ভয়ের পর অজ্ঞাতসারে মলস্রাব, (জল দ্রষ্টব্য)। ঈষৎ শুভ্র; স্নেহবৎ, ফেণিল, মলদ্বার জ্বালাকর (* এলো, * আর্স, * সলফ); কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধি (আস, লেপ্ট) অতিসারিক মল।

মূত্র-যন্ত্র।—অনিচ্ছায় মূত্র নিঃসরণ। (বেল, হাইয়স, ন্যাট)। * মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত বশতঃ মূত্রস্তম্ভ; মূত্রাশয়ের মুখাবরক পেশীর পক্ষাঘাত জনিত মূত্র-স্তম্ভ। অল্প, মলিন কপিশ, আবিল মূত্র। (ক্যাস্থ)

জননেন্দ্রিয়।—(পুং)।—বারংবার লিঙ্গোদ্রেক ও রেতঃস্রাব সহ মৈথুন প্রবৃত্তির আধিক্য। (ফস, নক্স)।

শ্বাসযন্ত্র।—কষ্টসাধ্য ও বিরামশীল শ্বাস, (লাইক, টার্ট-এ) *গভীর নাসাবর ও হাঁ করিয়া নিশ্বাসত্যাগ। ক্ষীণ, প্রায় অননুভবনীয় শ্বাস (লরো। —দীর্ঘ নিশ্বাসের ন্যায় গভীর শ্বাস, (ব্র্যাপ)।—অসম, ও দ্রুত শ্বাস। কোঁ কোঁ শব্দ, (বেল)।

নাড়ী।—* পূর্ণ ও মন্দ (ডিজি) এবং নাসাবর সংযুক্ত; মন্দ ও কোমল; ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল (লিব), বিষম নাড়ী।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—পৃষ্ঠদেশের ধনুর ন্যায় আক্ষেপিক বক্রতা। (সিক, নক্স)। ভয়ের পর সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষতঃ হস্ত-পদ কম্পন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আক্ষেপিক উৎক্ষেপ ও অবশতা। আক্ষেপিক অঙ্গ সঞ্চালন। (সিক, বেল, হাইয়স, ষ্ট্রামো)। * হস্ত পদের শীতলতা। (ক্যাম্ফ, ভিরেট)।

দেহ।—মস্তক, বাহু ও হস্ত কম্প। শরীরের শীতলতা। শ্লেষ্মাস্রাবে [illegible] চিৎকার, মুখে ফেণা, অঙ্গ-কম্প, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু; প্রসারিত ও [illegible]-জ্ঞান পরিশূন্য তারা, মলিন আরক্ত ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল (হাইয়স) [illegible] ভয়রাগাদি জাত টঙ্কাররোগের আক্ষেপ। স্নায়ু-মণ্ডলের সাধারণ [illegible]ন্য-বিলোপ; প্রতিক্রিয়ার অভাব। (কার্ব্বো-ভে)। সুরাপায়ী ও [illegible]দিগের সংন্যাস রোগের পরবর্ত্তী পক্ষাঘাত। * শয্যা অতিশয় উত্তপ্ত [illegible]ভব। শীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা।

নিদ্রা।—অতিশয় নিদ্রালুতা কিন্তু নিদ্রা হয় না, (বেল, ক্যির) [illegible]তিশয় তন্দ্রা ও নিদ্রা যাইবার প্রবৃত্তি (ক্যাম্ফ, হিপার, ফস, সিক।—[illegible] হীনতা, * কফি, কলো) তন্দ্রা-দোষ (* হাইয়স, ভিরেট) * অচৈতন্য [illegible] নিদ্রা ও তৎসহকারে অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু এবং উচ্চ নাসারব, ষ্ট্রামো। [illegible]কালীন চিৎকার, বেল, ক্যাম, ষ্ট্রাম।—নিদ্রাবস্থায় শয্যাবস্ত্র খুঁটন ([illegible], মিউর এসি)।

জ্বর।—* নাড়ী পূর্ণ ও মৃদু এবং তৎসহকারে কষ্টসাধ্য নাসারব ও [illegible]স। (নাড়ী সূত্রবৎ, ক্ষীণ ও মৃদু ভিরেট) বিষম-জর, কম্পকর শীত, [illegible]বস্থায় নিদ্রা, এবং পিপাসার অভাব, দাহাবস্থায় পিপাসা, ও অতিশয় [illegible]। * অচৈতন্য; বিকসিত মুখে নাসারব, অস্পন্দ, এবং উত্তপ্ত শরীরে [illegible] লক্ষণাপন্ন সন্নিপাত জর। (মৃদু প্রলাপ সহকারে তন্দ্রা, আর্স, লাইক)।

উপচয়।—উত্তাপে; ব্রাণ্ডি ও আসব পানে; ঘর্ম্মস্রাবকালে, এবং [illegible]কালে ও নিদ্রান্তে বৃদ্ধি।

উপযোগিতা।—বালক, বৃদ্ধ; ও সুরাপায়ীদিগের পক্ষে এই ঔষধ [illegible] উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—* অতিশয় নিদ্রালুতা বিশিষ্ট সকল প্রকার রোগ। [illegible] দিয়া গুণ গুণ শব্দ। * ভয়ের পর আক্ষেপ। আক্ষেপের সময় বা [illegible] চিৎকার, (আক্ষেপের পর অতিশয় আনন্দিত, সশঙ্ক।) * ভয় [illegible] পর অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ভয় থাকে। (গর্ভাবস্থায় এরূপ হইলে * একন [illegible] ভয়ের মন্দ ফল, (হাইয়স, ভিরেট।—শোকের মন্দ ফল, * ইগ্নে,

ফস-এসি) শয্যা এত উত্তপ্ত বোধ হয় যে উহাতে শয়ন করা যায় না, (শয্যা অতিশয় কঠিন অনুভূত হয়, * আর্ণ, ব্যাপ্ট) ঘর্ম্ম হইবার সময় রোগী মন্দাবস্থা প্রাপ্ত হয়, (ঘর্ম্মের পর ভাল অবস্থা প্রাপ্তি, বেল) নিদ্রাকালীন ও নিদ্রান্তে মন্দাবস্থা প্রাপ্তি, (নিদ্রার পর মন্দাবস্থা প্রাপ্তি * ল্যাক, ভিরেট।—নিদ্রার পর ভাল অবস্থা প্রাপ্তি, ক্রোট-টি, ফস, সিল)।

আয়ুর্ব্বেদীয় ক্রিয়া।—ধারক ও মাদক। উদরাময়, কাস, রক্ত-প্রদাহ, মূত্ররোগ, ভগ্ন ও চর্ম্মরোগাদিতে ব্যবহৃত হয়। অতিসার ও গ্রহণী-রোগে—আমবারুণী, দুগ্ধবটী, গ্রহণীকপাটরস ও শম্ভুনাথরস, এবং বহুমূত্র-রোগে—কর্পূরাদিবটী প্রস্তুত করিতে অহিফেণ লাগে।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক উত্তেজক, মাদক, নিদ্রাকারক, বেদনানিবারক, আক্ষেপনিবারক, স্পর্শহারক, ধারক, স্বেদজনক ও পর্য্যায় নিবারক। ইহাদ্বারা বিষাক্ত হইলে নিদ্রাবেশ, অচৈতন্য, শ্বাসের গতি-মান্দ্য, গলমধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ, মুখমণ্ডলের মলিনতা, কনীনিকার সঙ্কোচ, নাড়ীর স্থূলত্ব, কোমলত্ব, ও মৃদুগতি জন্মে। অনন্তর নাড়ী লুপ্ত, শ্বাস মৃদু, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাভিষিক্ত হইয়া মৃত্যু হয়। বিবিধ প্রদাহ, প্রাদাহিক জ্বর, অবিরাম জ্বর, উন্মাদ, কাস, অতিসার, অন্ত্রবদ্ধ, কোষ্ঠবদ্ধ, সীসশূল, অশ্মরী, আক্ষেপিক মূত্ররোধ ও মধুমেহাদি রোগে উপকারক। মাত্রা সিকি হইতে দুই গ্রেণ।

অহিফেণের বীর্য্য।—অহিফেণের বীর্য্য বা উপসার গুলির ক্রিয়ায় মূল অহিফেণ হইতে যে প্রভেদ এস্থলে সংক্ষেপে কেবল তাহাই উল্লিখিত হইল। (১) মর্ফিয়া।—মর্ফিয়ার ক্রিয়া প্রায় অহিফেণের ন্যায়; মর্ফিয়া দ্বারা গাত্রকণ্ডূয়ন জন্মে, এজন্য পীড়কাশূন্য গাত্র কণ্ডূয়নে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে। (২) কোডিয়া।—কোডিয়ার ক্রিয়া অনেকটা মর্ফিয়ার অনুরূপ। কিন্তু তন্দ্রাজননশক্তি অপেক্ষা ইহার আক্ষেপ উৎপাদন শক্তি প্রবল। এতদ্দ্বারা অক্ষিপুটের স্পন্দন আরোগ্য হয়। (৩) নার্সিয়া, (৪) মিকোনিয়া, (৫) ক্রিপ্টোপিয়া।—এই তিনটীই নিদ্রা-জনক; এজন্য তন্দ্রাদোষে এই গুলি ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু ওপিয়মের পরিবর্ত্তে এই বীর্য্যত্রয় ব্যবহারে কোন লাভ নাই। (৬) নার্কোটিনা।—নার্কোটিনা সামান্য

ভাবে আক্ষেপজনক ও নিদ্রাকর। কুইনাইনের ন্যায় ইহার ম্যালেরিয়া-দোষ বিনষ্টকর গুণও আছে। (৭) থিবেইয়া।—এই উপক্ষারে প্রধানতঃ টঙ্কার-উৎপাদক গুণ অবস্থিতি করে। ইহার আক্ষেপ একোনাইট, সিকিউটা, ও হাইড্রোসায়েনিক এসিডের আক্ষেপের ন্যায়, ষ্ট্রিকনিয়ার ন্যায় নহে। (৮) এপোমর্ফিয়া।—হাইড্রোক্লোরিক এসিড সহ মর্ফিয়া উত্তপ্ত করিয়া এপোমর্ফিয়া প্রস্তুত হয়। ইহাতে মর্ফিয়ার বমন-উৎপাদন গুণ বিশেষ তীব্র ভাবে অবস্থিতি করে। স্নায়ু-মণ্ডলে ইহার ক্রিয়া দর্শিয়া এপোমর্ফিয়া বমন জন্মে। ডাঃ কুপার বলেন যে এই ঔষধে তিনি এক জন রোগীর মস্তিষ্কের অর্ব্বুদের আনুষঙ্গিক বমন আরোগ্য করিয়াছেন। ডাঃ ডাইস ব্রাউন, বলেন যে এপোমর্ফিয়া দ্বারা তিনি অনেক গুলি বমনের রোগী আরোগ্য করিয়াছেন। প্রতিক্ষেপ উপদাহ জনিত বমনেই ইহা অতিশয় উপকারী, কিন্তু পাকাশয়িক বমনেও কিয়ৎ পরিমাণে ফলপ্রদ। সামুদ্রিক বিবমিষায় এক্ষণ এই ঔষধ দিন দিনই সমাদৃত হইতেছে। ডাঃ ডাইস ব্রাউন ইহার তৃতীয় ক্রম ব্যবহার করিয়াছিলেন। হোমিওপ্যাথিক ব্যবস্থায় এপোমর্ফিয়ার চূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ককিউলাস ইণ্ডিকস - ইণ্ডিয়ান বেরিস—কাকমারি।

মেনিস্পার্মেসী জাতীয় ককিউলাস ইণ্ডিকস নামক বৃক্ষের ফল। ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। ইহার বীজ হইতে ঔষধার্থ অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মনুষ্য শরীরে ককিউলাস প্রধানতঃ ক্রিয়া করে, এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াবাহিনী স্নায়ুর মধ্য দিয়া প্রথমতঃ ঐচ্ছিক পেশীগুলী, অনন্তর মস্তিষ্ক আক্রমণ করে। ঐচ্ছিক পেশী আক্রান্ত হওয়াতে পক্ষাঘাত ও উহার ক্রমে এবং মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়াতে শিরোঘূর্ণন ও মানসিক বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হয়। পরন্তু, স্নায়বীয় উপদাহ বশতঃ এক প্রকার বিশেষ বিবমিষা ও অবসন্নতা প্রকাশ পায়। এই বিবমিষার সামুদ্রিক বিবমিষার সহিত বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অপর ককিউলাসের অতিক্রিয়া জনিত শিরোঘূর্ণনাদি লক্ষণ গুলা

বায়ু ও অন্যান্য স্নায়বীয় রোগের লক্ষণের সহিত ঐক্য হয়। পানাহারে অতিশয় বিরাগ ককিউলাসের একটী প্রধান প্রকৃতিগত লক্ষণ।

অধিকার।—স্নায়বীয় পীড়া, বিশেষতঃ জ্ঞানজননস্নায়ু অপেক্ষা গতি-জনন স্নায়ু আক্রান্ত হইলে ইহা সমধিক উপযোগী। শকট বা জাহাজাদির আন্দোলনজনিত পীড়া। বিষাদ বায়ু। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা। পক্ষাঘাত। আক্ষেপ (দড়কা)। মূর্চ্ছা। উন্মাদবায়ু। স্নায়বীয় জ্বর। পাকাশয়িক ও রৈত্তিক পীড়া। অগ্নিমান্দ্য। সন্ধিবাত। অন্ত্র বৃদ্ধি।

আময়িক প্রয়োগ।

পক্ষাঘাত।—বেদনা, অবশতা ও সন্ধিস্থলে কড় কড় শব্দ বিশিষ্ট বামপার্শ্বের পক্ষবধে (সর্ব্বাঙ্গ); অধঃশাখার পক্ষাঘাতিক অনম্যতায়; ও ঝিল্লীক-প্রদাহের অনুবর্ত্তী পক্ষাঘাতে এই ঔষধি ব্যবহৃত হয়। উন্মাদবায়ু জনিত পক্ষাঘাতে ডাঃ হিউজ এই ঔষধ উপযোগী মনে করেন।

বমন ও বিবমিষা।—মস্তিষ্ক-মূলক বমনে এই ঔষধ উপযোগী। স্নায়বীয় শিরঃপীড়ার বমনে ককিউলসের সমকক্ষ ঔষধ আর নাই। বাষ্পীয় শকটাদি আরোহণে কোন কোন ব্যক্তির যে বিবমিষা উপস্থিত হয় ককিউলাস সেবনে তাহা নিবারিত হইয়া থাকে।

শিরঃপীড়া।—অতিশয় উদ্গার এবং জল বা শ্লেষ্মা বমন সহ শিরঃপীড়ায় প্রত্যহ'ই উপকার দর্শে। ঋতুকালে শিরঃপীড়ায়ও ইহা ফলপ্রদ।

আর্ত্তবশূল।—উদরাধ্মান, বিবমিষা, শিরোঘূর্ণন, মূর্চ্ছা ও উদরাক্ষেপ সহ দারুণ আর্ত্তব শূলে ইহা ফলপ্রদ।

আধ্মান-শূল।—উদরের যে সমস্ত আক্ষেপিক বেদনায় ককিউলাস দ্বারা উপকার দর্শে তাহা মুখ্যতঃ অথবা প্রতিক্ষিপ্ত উপদাহ বশতঃ স্নায়ুমূল হইতে উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত আক্ষেপের সহিত সাধারণতঃ আধ্মান থাকে, এই আধ্মান অন্ত্র প্রাচীর হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। রাত্রেই বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি পায় ও রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়। এই প্রকার আধ্মানিক আক্ষেপ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই সমধিক প্রবল দেখা যায়। বিশেষতঃ রজস্বলা বা গর্ভাবস্থায় স্নায়বীয় লক্ষণযুক্ত অগ্নিমান্দ্য ও আধ্মান-শূলে ককিউলাস বিশেষ উপযোগী।

শ্বেত প্রদর।—উদর বেদনা ও উদর স্ফীততা সহ শ্বেতপ্রদর।

অপস্মার।—একজন ফরাসীস চিকিৎসক বলেন যে ককিউলাসের বিষক্রিয়া বশতঃ শশকাদিতে মুখে ফেণ বিশিষ্ট আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং তিনি এই ঔষধ দ্বারা কয়েকজন অপস্মারগ্রস্ত রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

গুল্ম-বায়ু।—রজঃশূল, কোপনতা, বিমর্ষতা ও প্রচুর মূত্রস্রাব লক্ষণে, গুল্মবায়ু রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়।

প্রতিষেধক।—কর্পূর উগ্র আকারে বারংবার প্রয়োগ করিলে অতিমাত্রায় ককিউলাস সেবনের দোষ নিবারিত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অতিশয় উগ্রতা, অপমান, উপেক্ষা ও নৈরাশ্যে অনুভবাধিক্য বিমর্ষতা; সন্তাপজনক আকাশ-কুসুম; ভয়, অজ্ঞান, বিপদ ও মৃত্যুর আশঙ্কা। গান করিবার দুর্নিবার ইচ্ছা। চকিত-প্রবণতা (সিপি, সিলি)।

মস্তক।—*শয্যায় উঠিয়া বসিলে অথবা শকট সঞ্চালনে বিবমিষা-সহ শিরোঘূর্ণন, (শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনে শিরোঘূর্ণন, কোনা) * মস্তকে মত্ততার ন্যায় অনুভব (অপিচ, জেল, নক্স) মস্তকে শূন্যতা অনুভব, (অপিচ. ইগ্নে, * অক্স এসি, সিপি, পলস।—মস্তিষ্কে পিণ্ডবৎ অনুভব, কোনা।—পূর্ণত্ব ও গুরুত্ব অনুভব, ব্রাই, রস) শকট বা নৌকারোহণ বশতঃ সবমন শিরঃপীড়া, (কেব) মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ভর দিয়া শয়ন করিলে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি। পাঠান্তে মস্তকে শূন্যতাবোধ ও তিমির-দৃষ্টি। * মস্তকের জড়তা, সাধারণতঃ পানাহারে উহার বৃদ্ধি। (নক্স)।

চক্ষু।—ঝাপসা দৃষ্টি। চক্ষে সূচবৎ বেদনা, রাত্রিতে চক্ষুর পাতা খুলিতে পারা যায় না।

কর্ণ।—কর্ণে জলের প্রবাহের ন্যায় শব্দ (ক্যাম), ও তৎসহ শ্রবণ শক্তির ক্ষীণতা।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের উত্তপ্ততা, ও গণ্ডস্থলের আরক্ততা (ফির)। বিবর্ণ মুখাকৃতি, ও দুঃখব্যঞ্জক মুখভঙ্গি।

মুখ-মধ্য।—হনু-নিম্ন গ্রন্থির স্ফীততা ও কঠিনতা। (ক্যাল্ক, আই, ব্রোড, * রস)। মুখ-শোষ। (নক্স-ম)। পিপাসা ব্যতীত শুষ্ক জিহ্বা ও তদুপরি ঈষৎ শ্বেতমিশ্রিত পীতবর্ণ লেপ। (নক্স-ম, পলস)। * মুখাভ্যন্তরে ধাতব আস্বাদ। (এসকি, মার্ক, সলফ)। মুখের সম্মুখে ফেণিল শ্লেষ্মা।

গলমধ্য।—গল-শোষ। গলার উপরিভাগে শ্বাস-রোধকর আকুঞ্চন, তজ্জন্য শ্বাসের প্রতিবন্ধকতা ও কাসের উদ্রেক।

আমাশয়।—* আহারে বিশেষতঃ অম্লদ্রব্যে অতিশয় অরুচি অথচ ক্ষুধা। (মাংস ও সিদ্ধ খাদ্যে অরুচি, ক্যাল্ক কা) আহারের সময় অত্যন্ত পিপাসা। শীতল পানীয় দ্রব্যে রুচি। মূর্চ্ছাপ্রবণতাসংযুক্ত বমনেচ্ছা, (অতিশয় তন্দ্রা ও মূর্চ্ছাপ্রবণতা, * নক্স-ম)। * শকটারোহণে অত্যন্ত বিবমিষা ও বমন-প্রবৃত্তি। (* নক্স-ম, পেট্রোল)। পকাশয়ে কৃমি সঞ্চরণের ন্যায় অনুভব। (শকট আরোহণে উপশম প্রাপ্তি, নাইট-এসি)। সামুদ্রিক বিবমিষা। আহার কালে ও আহারান্তে শ্বাসকষ্ট সহ পাকাশয়ে খল্লী. (নক্স দ্রষ্টব্য) পাকাশয়ে শূন্যতা অনুভব. (* ইগ্নে, পেট, সিপি।—পূর্ণতা অনুভব, চায়না * লাইক, * নক্স-ম) দুর্গন্ধি শূন্যোদ্গার (আর্ণ. ক্যামো); তিক্তোদ্গার (আর্ণ, নক্স, পলস)।

উদর।—* উদরের অতিশয় স্ফীততা। (এলো. সিক, ক্যামো. সিক্ষ)। উদরে শূন্যতা অনুভব। * নাভী-মূলে নখাঘাতের ন্যায় আকুঞ্চক বেদনা ও তজ্জন্য শ্বাস রোধ। * মধ্য রাত্রিতে আক্ষেপিক আধ্মানিক শূল; বায়ু নিঃসরণে উহা উপশমিত হয় না, কাসিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। * অন্ত্র-বৃদ্ধির উপক্রম। (নক্স, নাইট এসি)।

মল ও মলদ্বার।—অপরাহ্নে মলদ্বারে সঙ্কোচক বেদনা, তজ্জন্য বসিতে পারা যায় না। নরম, পাতলা, শুভ্রাভ পীতবর্ণ মল। কষ্টে নিঃসারিত কঠিন মল। (ব্রাই, সলফ)।

জননেন্দ্রিয়।—(স্ত্রী)।—* আক্ষেপিক ও অনিয়মিত বেদনা বিশিষ্ট

রজঃশূল। কষ্ট-রজঃ, ও তৎপরে অর্শ। * রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর; রোগিণী এত দুর্ব্বল যে কথা বলিতে পারেনা, (ঋতুকালে বিবর্দ্ধনশীল শ্বেত-প্রদর, আইয়োড) গর্ভাবস্থায় রক্ত মিশ্রিত স্রাব নিঃসরণ।

শ্বাস-যন্ত্র।—কাস, বোধ হয় যেন ধূম দ্বারা গলা উপদাহিত হইয়াছে। (গন্ধকের ধূম দ্বারা যেন গলা উপদাহিত হইয়াছে, আর্স, চায়না) বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে আকৃষ্টতা ও আকুঞ্চন অনুভব, (হৃৎপিণ্ড প্রদেশে ঐরূপ অনুভব, লেকে) গলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বক্ষঃস্থল জ্বালা; (শীতলতা, আর্স) বক্ষঃস্থলে শূন্যতা অনুভব; (ক্রোটে টিগ, জিঙ্ক।—পূর্ণতা অনুভব, ক্যাক্ বা, ফিস নক্স-ম) হৃৎকম্প। বক্ষঃস্থলে আক্ষেপ, গল-গহ্বরে গুল্মবায়ু জনিত শ্বাস-রোধ (এনাক)।

পৃষ্ঠ ও শাখা।—গ্রীবার কশেরুকায় বেদনা জনক কড় কড় শব্দ, (পশ্চাদ্দিকে অবনত হইলে ঐরূপ শব্দ, সলফ) স্কন্ধ ও বাহুতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা, মণিবন্ধে সন্ধিচ্যুত বৎ বেদনা, ব্রাই) হস্ত একবার শীতল একবার উষ্ণ, (এক হস্ত শীতল, অপর হস্ত উষ্ণ, ডিজি, চায়না, পলস।—এক পদ শীতল, অপর পদ উষ্ণ, লাইক) সঞ্চরণে জানুসন্ধিতে কড় কড় শব্দ। * গ্রীবার পেশীর দুর্ব্বলতা; ও মস্তক সোজা করিয়া রাখিতে অসমর্থতা। (ভিরেট * পর্য্যায়-ক্রমে হাত পায় ঝাঁঝিলাগা। * হস্তের অবশতা; ও পর্য্যায়ক্রমে শীতলতা ও উত্তপ্ততা। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত। * বিচরণ সময়ে জানুকম্প। * বসিয়া থাকিলে পায়ের তলে ঝাঁঝি লাগে।

দেহ।—এত দুর্ব্বলতা যে দাঁড়ান যায় না। * পৃষ্ঠে বেদনা সহ পক্ষাঘাত জনিত দুর্ব্বলতার আক্রমণ। অনাবৃত বায়ু, কি শীতল, কি উষ্ণ কিছুই সহ্য হয় না। (এম-কা, অব, নক্স, পেট্রো রস, * ক্যেমক্স, সিপি, * সিলি)। উচ্চ স্বরে কথা বলিতে অতিশয় দুর্ব্বলতা অনুভূত হয়। (ষ্টান)। অস্থিবেদনা।

নিদ্রা।—রাত্রি জাগরণ, কার্য্য-চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা জনিত অনিদ্রা। অতৃপ্তিকর নিদ্রা। (আর্ণ, সিঙ্ক, ওপি)।

জ্বর।—একবার শীত একবার উত্তাপ। অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যাকালে

প্রধানতঃ পৃষ্ঠে ও জঙ্ঘায় শীত, এই শীত উত্তাপে উপশমিত হয় না, (উত্তাপে উপশমিত হয় এরূপ শীত, * ইগ্নে) উত্তপ্ত গণ্ডস্থল ও শীতল পদ সহকারে উত্তাপাবেশ। * সন্নিপাত জ্বর, রোগীর বুঝিবার শক্তির ন্যূনতা; যথাযোগ্য শব্দ প্রয়োগে অসমর্থতা; যে সকল ঘটনা ঘটে তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতে অক্ষমতা ও মৃদু প্রলাপ, (আর্ণ দ্রষ্টব্য।

উপচয়।—এই ঔষধি জ্ঞাপক সমস্ত লক্ষণ ও বেদনা, বিশেষতঃ শিরোবেদনা পানে, আহারে, নিদ্রায়, আলাপে, শকটারোহণে, তাম্রকূট সেবনে, পরিশ্রমে, ও শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি পায়।

উপযোগিতা।—স্ত্রীলোক ও বালকদিগের রোগেই ককিউলাস সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিশেষ লক্ষণ।—বমনপ্রবণতা, (ইগ্নে) গুল্মবায়ুজনিত আক্ষেপ, (ইগ্নে) আহার, পান, আলাপন ও শকটারোহণে মন্দাবস্থা প্রাপ্তি, (শকটারোহণে উপশম প্রাপ্তি, নাইট এসি)।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—কবোটীর চর্ম্মপীড়া, ও কীটনাশার্থ ইহার বাহ্য প্রয়োগ হয়। ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় আক্ষেপ ও মাদক সেবনবৎ অচৈতন্য উপস্থিত হয়।

কফিয়া ক্রুডা—র-কফী।

সিঙ্কোনেসি জাতীয় কফিয়া এরেবিকা নামক বৃক্ষ। আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে জন্মে। আরবের উন্নত প্রদেশজাত কফি গাছের অপক্ক ফল হইতে ঔষধার্থ অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—কফি মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুর উপদাহ জন্মায় সুতরাং এতদ্দ্বারা সমুদায় বৈধানিক ক্রিয়ার উদ্দীপনা ও ইন্দ্রিয় সমূহের উত্তেজনা, অর্থাৎ দৃষ্টি শক্তির স্বচ্ছীকৃতা; শ্রবণ, আস্বাদন ও ভাবগ্রহণ শক্তির প্রখরতা; মাংস-পেশীর ক্রিয়াতিশয্য, সঙ্গম-লিপ্সার অতিশয় উদ্রেক এবং পরিপাক ও স্রাবণ-যন্ত্রের স্নায়ুর ক্রিয়াধিক্য; সুতরাং অতিরিক্ত ক্ষুধাবোধ; ও মলমূত্র ত্যাগের অতি প্রবৃত্তি, অনিদ্রা ও গাত্রের জ্বরবৎ উষ্ণতা জন্মে।

অধিকার।—আকস্মিক মনোভাব, বিশেষতঃ আকস্মিক আনন্দের পর অসুখ। অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজনাশীলতা। অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ স্নায়ু-শূল। দন্তশূল। অনিদ্রা। গুল্মবায়ু। স্ত্রী ও শিশুদিগের স্নায়বীয় পীড়ায় ও অস্থিরতায় কফি একটী প্রধান ঔষধি এবং ক্যামোমিলার পরেই পরিগণিত।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

শিরোরোগ।—শিরোরোগ ও অৰ্দ্ধাবভেদক রোগে নিম্ন লিখিত লক্ষণে কফী ব্যবহৃত হয়।—প্রাতঃকালে বেদনার আরম্ভ ও তৎসহ অতিশয় ক্লেশানুভব, শীত, বিবমিষা এবং কপালের পার্শ্বে প্রেকবিদ্ধ অথবা মস্তিষ্ক বিদীর্ণবৎ অনুভব, শব্দ বা সঞ্চালনে বেদনার উদ্রেক; হস্ত পদের শীতলতা। মস্তক ও মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ুশূলেও এই ঔষধি উপযোগী।

দন্তশূল।—অতিশয় অসহিষ্ণুতা, অস্থিরতা ও আরক্তিম মুখমণ্ডল লক্ষণান্বিত বেদনা, এই বেদনা আহারান্তে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি পায় এবং শীতল জল সংস্পর্শে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিরত হয়। ডাঃ হেল লিখিয়াছেন যে নিদ্রা দূরীকরণার্থে উগ্র কফি পান করাতে এক ব্যক্তির দন্ত-বেদনা জন্মিয়াছিল, সেই দন্ত-বেদনা শীতল জল মুখে রাখিলে সম্পূর্ণরূপে উপশমিত হইত, কিন্তু মুখের জল উষ্ণ হইতে আরম্ভ করিলেই পুনরায় বেদনা উপস্থিত হইত।

অনিদ্রা।—সামান্য, স্নায়বীয়, অথবা শারীরিক কিম্বা মানসিক চাঞ্চল্য ও অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বা মানসিক পরিশ্রম জনিত অনিদ্রা। বালক ও বৃদ্ধদিগের অনিদ্রায়ই ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ-ক্রম পর্য্যন্ত এই ঔষধ এমনই সুনিদ্রাকর যে কোন কোন রোগীর ইহাকে অহিফেণ ঘটিত ঔষধ বলিয়া ভ্রম জন্মে।

হৃৎকম্প।—ডাঃ মেহফার বলেন যে স্নায়বীয় হৃৎকম্পে, অতিশয় মূত্র স্রাব লক্ষণে কফি তৃতীয় বা ষষ্ঠক্রম সত্বর ফলপ্রদ।

গুল্মবায়ু।—পৰ্য্যায়ক্রমে প্রসন্নতা ও অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন গুল্মবায়ু রোগে কফি ব্যবহৃত হয়। ডাঃ লড্‌লাম বলেন যে অধিকবয়স্কা স্ত্রীদিগের গুল্মবায়ু রোগে কফি বিশেষ উপযোগী।

অজীর্ণ।—অপরিমিত আহার জনিত তরুণ অজীর্ণ রোগে, এক বা

দুই ড্রামস্ কফির উগ্র ক্বাথ পান করিলে আশু রোগোপশম হয়, পাকাশয় ক্রিয়াবিহীন ও অজীর্ণ দ্রব্যে উদর স্ফীত বা আক্ষেপিত থাকিলে কফি সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

অনাহারে রৌদ্রে ভ্রমণ জনিত ক্লান্তি, এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম ও উৎকণ্ঠা জাত অতিসার কফি সেবনে নিবারিত হয়। কফি সেবনে মানসিক শক্তির উত্তেজনা জন্মে ও সুরাপানের মত্ততা অপনীত হয়। বিয়ার নামক আসব পানের মত্ততা দূরীকরণে চা, কফি অপেক্ষা অধিক উপযোগী। ডাঃ রেইন বলেন যে এতদ্দ্বারা মলনাড়ীর আক্ষেপিক সংবৃতি নিবারিত হয়।

অহিফেন, একোনাইট বেলেডোনা ও অন্যান্য কতকগুলি উদ্ভিজ্জ বিষের অতিমাত্রা জনিত বিষক্রিয়া কফি দ্বারা নিবারিত হয়; এ নিমিত্ত ইহার উগ্র ক্বাথ (ইনফিউজন) বারংবার সেবন করা উচিত। অহিফেন দ্বারা বিষাক্ত হইলে উগ্র কফি পান করাইয়া রোগীকে জাগরিত রাখা যায়। কর্কটিকা প্রভৃতি পূতিস্রাব নিঃসারক ক্ষতে সদ্য ভর্জ্জিত কফিচূর্ণ প্রয়োগ করিলে দুর্গন্ধ দূরীকৃত হয়।

কফি পানীয় রূপে প্রতিদিন একবারের অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে। কফি সেবনে যাহাদের হৃৎস্পন্দ, অনিদ্রা, মানসিক উত্তেজনা ও মন্দাগ্নি জন্মে তাহাদের ইহা পান করা অকর্ত্তব্য।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অত্যন্ত মানসিক ক্রিয়াশীলতা (ল্যাক্ষ), মনে নানা প্রকার ভাবোদয়, কার্য্যে সমর্থতা, এই নিমিত্ত নিদ্রার অভাব। (সিঙ্ক)। যন্ত্রণা অসহ্য বোধ হয় (অর, কাম, সিঙ্ক), ও তজ্জন্য নিরাশা জন্মে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত প্রাখর্য্য। **মস্তক।**—মস্তকের জড়তা। মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্নের ন্যায় শিরোবেদনা। (মিউর এসি, ভিরেট)। এক পার্শ্বে প্রেক বিদ্ধবৎ শিরঃপীড়া। (ইগ্ন)। শিরঃপীড়া আহারান্তে বৃদ্ধি পায় (কক্ক, নক্স), অনাবৃত বায়ুতে থাকে না, গৃহে প্রবেশ করিলে পুনরায় উপস্থিত হয়। (পলস)। **চক্ষু।**—দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা। **কর্ণ।**—শ্রুতিশক্তির

অধিকার।—ছিন্ন বা ভিন্নবৎ ও দ্রুত স্পন্দিত নাড়ী সহযোগে বাতরক্ত (গাউট), ও বাতরক্ত জনিত অন্যান্য পীড়া; পীড়িত স্থানের আরক্ত রাগ চাপিলে শুভ্র হয় এরূপ বাতজনিত স্ফীততা; বাতরক্তগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পাকাশয়, অন্ত্র, হৃৎপিণ্ড অথবা মূত্রযন্ত্রের প্রাদাহিক উপদাহ; বাতরক্তের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে শ্বাসকাস, হৃৎস্পন্দন, ছেদনবৎ হৃদ্বেদনা ও কর্ত্তনবৎ উদর বেদনা; হস্তপদের স্ফীততা, বেদনা, আরক্ততা ও পঙ্গুতা; পেশীর বাত; সন্ধিবাত-প্রকৃতি ব্যক্তিদিগের মলদ্বারে, অন্ত্রে, উদরে ও বক্ষঃস্থলে ছিন্ন বা বিদীর্ণবৎ স্নায়ুশূল; অপিচ ইহার সহিত সময়ে সময়ে সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা, শোথ, উত্তাপ, গাত্র-গুরুতা, অথবা ঘর্ম্ম। বাত বা সন্ধিবাতের আভ্যন্তরিক যন্ত্রে স্থান-বিকল্প। আভ্যন্তরিক যন্ত্রের শোথ, বিশেষতঃ হৃদ্বেষ্টের শোথ, সামান্য শোথ। অতিসার, রক্তাতিসার। শ্বাসকাস। ফুসফুসবেষ্ট-প্রদাহ। হৃদ্বেষ্ট-প্রদাহ।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

বাতরক্ত।—কলচিকমের উগ্র অরিষ্ট এক এক বিন্দু মাত্রায় প্রয়োগ করিলে আসন্ন বা নবপ্রকাশিত বাতরক্ত নিবারিত হয়। রক্ত সঞ্চালনের আধিক্য থাকিলে ইহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে একোনাইট দেওয়া যায়। বাতরক্ত রোগে কলচিকম সদৃশচিকিৎসা স্থায়ী। বেদনার তীব্রতানুসারে এই ঔষধি ২০।৩০।৬০ মিনিট অন্তর ব্যবহৃত হয়। এলোপ্যাথি চিকিৎসকেরাও বাতরক্তে ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ডাক্তার গেরোড বলেন যে সন্ধিরোগ প্রশমনে এই ঔষধের বিশেষ ক্ষমতা আছে। যখনই এই ব্যাধিতে ইহা প্রয়োজিত হইয়াছে তখনই এতদ্দ্বারা সুফল দর্শিয়াছে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণও কলচিকমের এই প্রকার গুণ স্বীকার করেন। ডাঃ ডনহাম বলেন যে কলচিকম পেশীর দুর্ব্বলতা জন্মায় অতএব দুর্ব্বলতা বিশিষ্ট বাতরক্তে সদৃশমতে ইহা বিশেষ উপযোগী। পেশীর বাতেও বিশেষতঃ গ্রীবা দেশে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ।

রক্তাতিসার।—কলচিকম দ্বারা বিষাক্ত হইলে আমাশয়ান্ত্র-প্রদাহের ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং অন্ত্র হইতে খণ্ড খণ্ড আম স্রাব হয়, ও তৎসহ

পেশীর অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকে। যে সমস্ত গাভী কলচিকম ভক্ষণ [illegible] তাহাদের অতিশয় উদরাধ্মান জন্মে। অতএব কোন কোন প্রকার [illegible] তিসারে ও অপ্রবৃদ্ধ সরলান্ত্র-প্রদাহে অতিশয় আমস্রাব লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। এতদ্দ্বারা আধ্মানও উপশমিত হইতে পারে।

বিসূচিকা।—কলচিকমের বিষ-ক্রিয়া বশতঃ রক্তাম্বুময় [illegible] হিমাঙ্গ, গাত্রের নীলবর্ণ ও শীতলতা, স্বর-ভঙ্গ এবং খল্লী উৎপন্ন হয়, [illegible] হোমিওপ্যাথিমতে ইহা ওলাউঠা রোগে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না। ইহার সমজাতীয় ভিরেট্রম এখনই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে এই রোগে অত্যন্ত বিবমিষা ও পদতলে আক্ষেপ থাকিলে কেহ কেহ কলচিকম ব্যবহার করিয়া থাকেন।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—সকল বিষয়েই অতৃপ্তি। (সকল বিষয়েই বিরক্তি, পলস)। অসহ্য যাতনা, (ক্যাম, কফি)। বিস্মৃতি। উজ্জ্বল আলোক, * উগ্র গন্ধ, (নক্স), স্পর্শ অন্যের দুষ্কর্ম্ম একেবারে উন্মত্তবৎ করিয়া তোলে।

মস্তক।—বিচরণের পর বসিবার সময় শিরোঘূর্ণন, (বসিয়া উঠিবার সময় শিরোঘূর্ণন, ব্রাই, পলস) চক্ষুর উপরিভাগে আকুঞ্চন অনুভব। মস্তকে স্পন্দন অনুভব, (পলস।—বেল দ্রষ্টব্য)। কপালে ও মস্তকের উপর কীট-চারণার ন্যায় অনুভব।

চক্ষু।—চক্ষুর প্রদাহ, [illegible]দৃষ্টি অশ্রুস্রাব, কনীনিকায় শুভ্রবর্ণ চিহ্ন।

কর্ণ।—ছিন্নবৎ বেদনা বিশিষ্ট কর্ণশূল। (* বেল, পলস)।

নাসিকা।—ঘ্রাণ-শক্তির অতিশয় প্রখরতা। (বেল, কফি, হিপ-[illegible] লাইকো)। নাসা-রন্ধ্রদ্বয়ব্যবচ্ছেদক অস্থিতে বেদনা। সন্ধ্যাকালে নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব।

মুখমণ্ডল।—রুগ্ন, বিষণ্ণ, ও যাতনা-ব্যঞ্জক মুখাকৃতি। (আর্স)। মুখমণ্ডলের পেশী ও অস্থিতে আকৃষ্টবৎ, ছিন্নকর বেদনা।

মুখ-গহ্বর।—জিহ্বায় শ্বেতবর্ণ লেপ। (* এন্ট-ক্রু, * ব্রাই, নক্স.

পাম, মার্ক)। শুষ্ক, অনম্য ও স্পর্শ-জ্ঞান বিরহিত জিহ্বা। (কোন)। ছিন্নকর বেদনা বিশিষ্ট দন্তশূল। মুখ-মধ্য ও গল-মধ্যের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ। গল-শোথ সহ অতিশয় লালা স্রাব।

গলমধ্য।—তালু ও গল-গহ্বরের প্রদাহ ও আরক্ততা।

আমাশয়।—তিক্ত আস্বাদ, (সকল দ্রব্য তিক্ত বোধ হয়, ব্রাই, চায়না, পলস) * মৎস্য, ডিম্ব ও তৈলাক্ত মাংসের গন্ধে বিবমিষা জন্মে। * আহার্য্য দ্রব্যের গন্ধে অতিশয় বিবক্তি। অতিশয় পিপাসা কিন্তু ক্ষুধা হীনতা। অতিশয় লালাস্রাব। কম্পন সহকারে শ্লেষ্মা, পিত্ত বা ভুক্ত দ্রব্য বমন, (ইপি দ্রষ্টব্য।—হরিৎ বর্ণ শ্লেষ্মা, অথবা কৃষ্ণবর্ণ দ্রব্য বমন, আর্স, ইপি) প্রত্যেক বার সঞ্চালনে বমন উদ্রিক্ত হয়। পাকাশয়ে অতিশয় শীতলতা, (লরো, ফস।—অত্যন্ত জ্বালা, * আর্স, ক্যাম্ফ, নক্স, সিক) পাকাশয়ে সূচীবেধ অনুভব। * উদরোর্দ্ধ প্রদেশে সুতীব্র জ্বালা। (* আর্স, ফস, ভিরেট)।

উদর।—অতিরিক্ত ভোজনের ন্যায় উদরের স্ফীততা। (সিঙ্ক, লাইকো)। উদরে মোচড়ান বেদনা। (ব্রাই, কলোস, চেল, মার্ক)।

মল ও মলদ্বার।—অত্যন্ত কষ্টপ্রদ, স্বল্প মল। * স্বচ্ছ আমময় মল বিশিষ্ট অতিসার (এলো, * হেল, ব্যাপ্টি) * শরৎকালীয় রক্তাতিসার; অতিশয় কুন্থন সহকারে শ্বেতবর্ণ আমস্রাব। * এক প্রকার চর্ম্মময় পদার্থ মিশ্রিত রক্তাক্ত মল, (অন্ত্রের খণ্ডের ন্যায় রক্তাভ আমময় মল * কার্ব, * কলো) * ঝিল্লী-মিশ্রিত আমস্রাব, ও তদ্দ্বারা উদর বেদনার উপশম। মলত্যাগ কালে বোধ হয় যেন মলদ্বার ছিন্ন হইতেছে। গুহ্যভ্রংশ, (প্রত্যেকবার মলত্যাগ কালে, পডো)। সন্ধ্যাকালে অতিশয় দুর্গন্ধি বায়ু-নিঃসরণ। * প্রবল কুন্থন। (মার্ক, ক্যাপ্স)।

মূত্রযন্ত্র।—বারংবার মূত্রস্রাব। * কপিশ, কৃষ্ণবর্ণ মূত্র, ও ঈষৎ শ্বেতবর্ণ অধঃপতিত পদার্থ, (ক্যাল্ক, লিপি) অল্প মূত্রস্রাব সহকারে মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বালা, (ক্যান্থ দ্রষ্টব্য)। মূত্র-কৃচ্ছ্র সহ রক্তাক্ত মূত্র। (আর্স, * ক্যান্থ)।

শ্বাসযন্ত্র।—শ্বাস-কষ্ট ও বক্ষঃস্থলে যাতনা। রাত্রিকালীন কাস এবং

কাসিতে কাসিতে অজ্ঞাতসারে মূত্র নিঃসরণ। (* কষ্ট, পলস্)। বক্ষঃস্থলে পিচ্ছিত্তবৎ বেদনা। প্রবল হৃৎকম্প। (বেল, আর্স, স্পিজি, সলফ)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—গ্রীবায় ও পৃষ্ঠে ছিন্নকর আমবাতিক বেদনা। অঙ্গের পেশীতে ও সন্ধিত ছিন্নকর বেদনা। * বাহুতে এত প্রবল পাক্ষাঘাতিক বেদনা যে দ্রব্যাদিও দৃঢ়রূপে ধরা যায় না। অঙ্গুলীসন্ধিতে বাতের বেদনা। জঙ্ঘায় খল্লী। (ক্যাল্ক, ক্যাম্ফ, নক্স, * সলফ) জঙ্ঘা ও পদের জলপূর্ণ স্ফীততা। (আর্স, * এপিস)।

দেহ।—* অতিশয় অবসন্নতা ও দুর্ব্বলতা। (আর্স, ব্রাই, সিক)। যৎসামান্য স্পর্শে অতিশয় অনুভবাধিক্য। বেদনা সহকারে পক্ষাঘাতের ন্যায় অনুভব, ও প্রকৃত পক্ষাঘাত। সত্বর স্থান-পরিবর্ত্তনশীল ছিন্নকর বেদনা। (পলস্)।

নিদ্রা।—দিবাভাগে তন্দ্রালুতা। (নক্স-ম)।

জ্বর।—সর্ব্বাঙ্গে শীত। রাত্রিতে ঘর্ম্মশূন্য দাহ ও অতিশয় পিপাসা। (একন, আর্স, ব্রাই)। ঘর্ম্ম-রোধ।

উপচয়।—রাত্রিতে; মানসিক পরিশ্রমে, শয্যায় উঠিয়া বসিলে; ও সঞ্চরণে বৃদ্ধি। (ব্রাই)।

উপশম।—বিশ্রামকালে ও অনাবৃত বায়ুতে উপশম প্রাপ্তি।

বিশেষ লক্ষণ।—সর্ব্বাঙ্গে খঞ্জতা অনুভব বিশিষ্ট অতিশয় দুর্ব্বলতা। গ্রীষ্মকালীন আমবাত, (শীত বা বর্ষা কালীয় আমবাত, ডলক) শরীরের নানা স্থানে চনচন। সন্ধ্যাকালে বেদনার বৃদ্ধি, (পলস্।—সন্ধ্যাকালে হ্রাসপ্রাপ্তি, লাইক)

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—অল্প মাত্রায় পরিবর্ত্তক, অবসাদক, বেদনা নিবারক, পিত্তনিঃসারক, স্বেদ জনক, এবং মূত্রকারক। কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায়, বিরেচক ও বমনকারক। বিষমাত্রায়, গলনলী ও পাকাশয়ে জ্বালা, অত্যন্ত বমন ও বিবমিষা; তৃষ্ণা, উদরে বেদনা; ভেদ; শূল, অতিশয় দৌর্ব্বল্য ও অবসন্নতা, নাড়ীর ক্ষীণতা বা লুপ্ততা; ঘনশ্বাস; এবং হস্তপদা-

শীতলতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাতরক্ত, আমবাত, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা, ২-৫ গ্রেণ।

কলোফাইলম থ্যালেকট্রয়েডস—ব্লু কোহশ।

কলোফাইলম বার্কেরীডেসী জাতীয় উদ্ভিদ। কেনেডা হইতে উত্তর কেরোলিনা ও কেন্টকি পর্য্যন্ত ভূভাগ এই উদ্ভিদের জন্মস্থান। বসন্তকালে ইহার মূল হইতে অরিষ্ট অথবা ইহার বীর্য্য কলোফাইলিন হইতে বিচূর্ণ প্রস্তুত হইয়া ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া।—স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের পেশীর বিধান তন্তুতে, বিশেষতঃ জরায়ুর গতিশক্তিবিধায়িনী স্নায়ুতে কলোফাইলমের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, অপর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী ও সন্ধিতেও ইহার ক্রিয়া দর্শে।

অধিকার।—গর্ভাশয়ের পীড়া ও আমবাত। প্রসবকালীন অস্বাভাবিক অবস্থা। প্রসবান্তিক বেদনা। প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব। গর্ভস্রাব। অতিরজঃ। ক্ষীণ-রজঃ। অতিরজঃ। জরায়ুর স্থানচ্যুতি। গুহ্য বায়ু বংশের উপদাহ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির, বিশেষতঃ মণিবন্ধ ও অঙ্গুলীর সন্ধির আমবাতজ উপদাহের সমবেদনাবশতঃ গতিশক্তিবিধায়িনী স্নায়ুর পীড়ায়ই ইহা বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

প্রসব বেদনা।—প্রসব সৌকর্য্যার্থে এই ঔষধের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এবং এতদ্বারা ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। জরায়ুর উত্তেজনা সাধনার্থ ইহা আর্গটের অনুকল্প। প্রথম দশমিক ক্রমের বিচূর্ণ এক হইতে তিন গ্রেণ মাত্রায় প্রতি কুড়ি মিনিটে এক এক বার প্রয়োগ করিলে জরায়ুর স্বাভাবিক সঙ্কোচন উপস্থিত হয়। ইহাতে আর্গটের ন্যায় প্রবল আকস্মিক সঙ্কোচন জন্মে না। এবং জরায়ুমুখের কাঠিন্য বশতঃ যখন আর্গট প্রয়োগ করা নিষেধ নাহে তখন এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আর্ত্তবশূল (বাধক-বেদনা)।—আর্ত্তবশূলে কলোফাইলম পরম উপকারক। আস্রাবের স্বাভাবিক অবস্থা থাকিলে এতদ্বারা বিশেষ ফল...

দর্শে। স্বল্পস্রাবে সিমিসিও সমধিক উপযোগী। ঋতুকালে উপশমার্থে দুই তিন ঘণ্টান্তর এবং বিরামকালে আরোগ্যার্থে দিনে দুইবার প্রথম দশমিক ক্রমের চূর্ণ এক এক মাত্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কলোফাইলমের ক্রিয়ার সহিত সিকেলির ক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে কিন্তু সিকেলির ক্রিয়া কেবল জরায়ু-গ্রীবায়ই দর্শে, কলোফাইলমের ক্রিয়া জরায়ুর গ্রীবা ও গাত্র উভয় স্থানেই প্রকাশ পায়। *

তিমির-দৃষ্টি।—জরায়ুর ক্রিয়া বিকৃতি জন্য তিমির দৃষ্টি এবং চক্ষুর পশ্চাদ্ভাগে চাপ বিশিষ্ট শিরঃপীড়া এই ঔষধে আশু আরোগ্য হয়।

আমবাত।—হস্ত পদের সন্ধিবন্ধ ও অঙ্গুলী সন্ধির বাতে ইহা অত্যন্ত উপকারী। ডাঃ হেল বলেন যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের এই প্রকার বাতেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

* সাধারণতঃ কলোফাইলম, চূর্ণাকারে প্রথম দশমিক হইতে তৃতীয় দশমিক ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

জরায়ুর আক্ষেপ; কৃত্রিম প্রসব বেদনা; গর্ভস্রাব, ও প্রসবান্তিক বেদনায় ইহার প্রয়োগ হয়। এতদ্দ্বারা প্রসবের পরবর্তী শোণিতস্রাব ও দীর্ঘকালস্থায়ী ক্লেদস্রাব (লোকিয়া) নিবারিত হয়। অকাল প্রসব বেদনা ও আশঙ্কিত গর্ভস্রাব নিবারণার্থও কলোফাইলম ব্যবহৃত হয়। [illegible], ঋতুবিলোপ বশতঃ আক্ষেপ, ও জরায়ুরোগসম্ভূত নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতেও ইহা ফলপ্রদ। ডাঃ [illegible] বলেন যে ঋতু-বিশৃঙ্খলা অথবা জরায়ুরোগ জনিত স্ত্রীলোকদিগের মুখমণ্ডলের [illegible] বিনা কলোফাইলিন ব্যবহারে দূরীকৃত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—আমবাতিক বা স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের। (একটিয়া)। জরায়ুরোগজনিত শিরঃপীড়া। (একটিয়া, পলস)।

আমাশয়।—জরায়ুর উপদাহজনিত ও আক্ষেপিক লক্ষণাপন্ন অগ্নি-মান্দ্য।

উদর।—গর্ভিণী-ক্রিয়াধিনী স্নায়ুর উপদাহজনিত, ও আমবাতজনিত অন্ত্রের

পেশীর বিধান তন্তুর আক্ষেপিক ক্রিয়া। **স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।**—*জরায়ুতে রক্ত-সঞ্চয়বৎ অনুভব, ও তৎসহ নাভীর নিম্নদেশে পূর্ণতা ও আকৃষ্টতা। (একট, এলো, *বেল, *পলস)। *জরায়ুতে ও নাভীমূলের নানাস্থানে আক্ষেপিক বেদনা। জরায়ুর আক্ষেপ সহ বক্ষঃস্তম্ভ। গর্ভপাত, ক্ষীণ, আক্ষেপিক প্রসব বেদনা। (জেলস)। গর্ভপাত অথবা প্রসবের পর শৈরিক রক্তস্রাব। (সিকু)। জরায়ু-মুখের আক্ষেপিক কাঠিন্য বশতঃ ক্ষীণ প্রসব বেদনা। (একট, বেল, জেলস)। জরায়ুর দুর্বলতা বশতঃ দীর্ঘকাল প্রসবান্তিক স্রাব নিঃসরণ। জরায়ুর পর্যায়শীল সঙ্কোচন। (সিকেল)। **শ্বাস-যন্ত্র।**—*বক্ষঃস্থল ও স্বরযন্ত্রের আক্ষেপিক পীড়া। **অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।**—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির বাত। (একটিয়া, লিডম) *বাহুতে ও জঙ্ঘাতে অবিরত, বিরামশীল বেদনা, অতি অল্প সময় মাত্র এই বেদনা এক স্থানে থাকে। *বাহু, জঙ্ঘা, হস্ত ও পদের সন্ধিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা। *মণিবন্ধে ও অঙ্গুলী-সন্ধিতে তীব্র বেদনা। অঙ্গুলীর অতিশয় অনম্যতা. হাত রুদ্ধ করিলে অঙ্গুলী-সন্ধিতে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদ বায়ুতে বৃদ্ধি, ও গাত্রে উপশম প্রাপ্তি। উপরে পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

কলোসিন্থিস—বিটার কিউকম্বার, ইন্দ্রবারুণী, রাখালশসা।

কিউকর বিটেসি জাতীয় সাইট্রুলস কলোসিন্থিস নামক লতা। ভারত বর্ষ, তুরস্ক, মিসর প্রভৃতি দেশে জন্মে। প্রাচীনকাল হইতে ইহা ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার বীজ বেষ্টন করিয়া যে স্নেহবৎ পদার্থ থাকে তাহা হইতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার্থ অরিষ্ট অথবা বিচূর্ণ প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডল, বিশেষতঃ পঞ্চম যুগ্ম স্নায়ুর শাখাত্রয়, সোলার প্লেক্সস বা মহাধমনীর পার্শ্ববর্ত্তী স্নায়ুর অনুশাসনাধীন বিধান-তন্তুতে কলোসিন্থের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ইহার ক্রিয়া বশতঃ উপদাহ উৎপন্ন হইয়া স্নায়ুশূলে পরিণত হয় এবং সময়ে সময়ে উহা প্রকৃত প্রদাহে পরি-

বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মহাধমনীর সমীপবর্ত্তী গ্রন্থিল স্নায়ু গুচ্ছে কলোসিন্থের প্রগাঢ় ক্রিয়া জন্মিয়াই অন্ননালীতে (এলিমেন্টারী কেনেল) এই প্রদাহ উৎপন্ন হয এবং তন্নিমিত্ত বমন, বিরেচন ও তীব্র উদরবেদনা প্রকাশ পায়। পঞ্চমযুগ্মে ক্রিয়া বশতঃ মুখমণ্ডল, চক্ষু ও মস্তকের স্নায়ুশূল এবং কটি ও জঙ্ঘার স্নায়ুতে ক্রিয়া নিবন্ধন গৃধ্রসী ও অন্যান্য স্নাযবীয় রোগ জন্মে।

সুতীব্র উদর বেদনা, অবনত হইয়া থাকিলে সেই বেদনার উপশম, ও অন্য কোন প্রকার অবস্থানে বেদনার বৃদ্ধি কলোসিন্থের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ।

অধিকার।—সরলান্ত্রের প্রদাহ; অতিসার সম্বলিত অন্ত্রশূল; ক্রোধের মন্দফল। রক্তাতিসার। শূল। খল্লী। স্নায়ুশূল, বিশেষতঃ গৃধ্রসী ও মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল। ডিম্বাশয়ের স্নাযবীয রোগ। বাত ও সন্ধিবাত জনিত অবস্থা।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

অর্দ্ধ শিরঃশূল।—মস্তক যেন সাঁড়াসীর দ্বারা চাপিত হইতেছে এরূপ বোধ হয এবং অক্ষি গোলকে জ্বালাকর কর্ত্তনবৎ বেদনা বিদ্যমান থাকে; কপাল ও নেত্রে, অভ্যন্তর হইতে বহির্দ্দিকে সুতীক্ষ্ণ সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা ও কর্ণাভ্যন্তরে স্পন্দন অনুভূত হয।

স্নায়ুশূল।—শিরোবেদনা ও দন্তবেদনা সহযোগে মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, এই বেদনা প্রধানতঃ বামদিক আক্রমণ করে এবং ছিন্নকর ও সূচীবিদ্ধবৎ বোধ হয়, উত্তাপ ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি পায় এবং পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়। সচরাচর আক্রমণ স্থল হইতে অধিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ডাঃ পোপ বলেন যে বেদনার প্রধানতঃ সন্ধিস্থল আক্রমণ এবং শীতলতা ও আর্দ্রতায় বৃদ্ধি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয যে আমবাত বা বাতরক্ত প্রকৃতির স্নায়ু-শূলেই এই ঔষধ উপযোগী। সামান্য শীত লাগিলেই ডাঃ ওয়ারমের সন্ধিবাত ও অতিসার জন্মিত তিনি কলোসিন্থ ব্যবহারে সম্যক আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

গৃধ্রসী।—ভল্ল ও তীরবিদ্ধবৎ বেদনা বিশিষ্ট গৃধসী রোগে ইহা উপ

রোগী। বাধিত অঙ্গ উত্তোলনে বেদনা বৃদ্ধি পাইলে ও ক্রমাগত চালনায় উপশমিত হইলে; বিশেষতঃ এই রোগের সহিত উদরাময় ও অন্ত্রশূল বর্ত্তমান থাকিলে কলোসিন্থিস দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। ডাঃ হিউজ বলেন যে নূতন গৃধ্রসী রোগেই কলোসিন্থ অতিশয় উপকারী, দীর্ঘকালস্থায়ী পুরাতন রোগে আর্সেনিক ও রসটক্স ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অতিসার।—পিচকারী দ্বারা শিরার অভ্যন্তরে কলোসিন্থ প্রবিষ্ট করিলে ইহার বিষ-ক্রিয়ায় সরলান্ত্রের প্রদাহ জন্মে এবং উদর-বেদনা সংযুক্ত, নিম্নোক্ত লক্ষণাপন্ন, নিম্নান্ত্রজাত অতিসার জন্মে। উদরে ও নাভির চারি-পার্শ্বে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনবৎ বিদ্ধ মোচড়ান ও আমাকর বেদনা আহার করিলে এই বেদনা বৃদ্ধি পায় ও অন্ত্রের উদ্গাহ জন্মে, অনন্তর অধিক পরিমাণে ভেদ হয়, বিরেচন দ্বারায় বেদনা উপশমিত হয় বটে, কিন্তু রোগের লক্ষণ সকল সত্বর পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জলবৎ ও আমমিশ্রিত, তৎপরে পিত্তমিশ্রিত, অনন্তর রক্তময় মল ও অত্যন্ত উদরবেদনা বিশিষ্ট রক্তামাশয় জনিত অতিসার, অন্ত্র সকল যেন প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে পেষিত হইতেছে এরূপ বোধ হয় এবং অবনত হইয়া থাকিলে উদর বেদনা উপশম পায়। এই প্রকার অতিসারে কলোসিন্থ উপযোগী।

রক্তাতিসার।—এই রোগে মর্কিউরিয়াস করোসিভাসের পরে অথবা তৎসহ পর্য্যায়ক্রমে কলোসিন্থ ব্যবহৃত হয়। যদি অতিশয় উদর বেদনা, উদর-স্ফীততা, শুভ্র জিহ্বা, পিচ্ছিল মলস্রাব, নিষ্ফল মলচেষ্টা, গুহ্যদেশে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে। ডাঃ হিউজ বলেন যে কেবল সরলান্ত্রের বিকার সম্ভূত রক্তাতিসারে অতিশয় উদরবেদনা ও রক্তস্রাবের প্রাধান্য লক্ষণেই কলোসিন্থ ব্যবহেয়।

অন্ত্র-প্রদাহ।—বৃহদন্ত্র ও সরলান্ত্রের প্রদাহ, উদরের চক্রাবৎ স্ফীততা, তীব্র বেদনা; পৈত্তিক বিবমিষা ও বমন লক্ষণে কলোসিন্থ ব্যবস্থেয়।

শূল (কলিক)।—ডাঃ হিউজ বলেন যে শূলরোগে তাঁহার এই ঔষধ ভিন্ন বড় অন্য কোন ঔষধ ব্যবহারের আবশ্যকতা জন্মে না। তবে ভাবের সহিত ঐক্য হইলে কোন কোন স্থলে প্রমস ব্যবহার করিতে হয়।

ডাঃ বাব বলেন যে আমবাতিক শূলে কলোসিন্থ ও স্নায়বীয় শূলে প্লম্বম উপযোগী। ঋতু পরিবর্ত্তন সময়ে এই উভয় প্রকার উদর-বেদনাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বেদনার উপশমার্থ দ্বিভাঁজবৎ অবনত হইয়া থাকা কলোসিন্থের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

ডিম্বাশয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত কষকষে প্রদাহ (পেরিটোনাইটীস); ডিম্বাশয় ও যকৃতে শূলবৎ ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা; ক্রোধ বশতঃ রজঃস্তম্ভ, স্নায়ুশূল সহকারে কশেরুকা মজ্জার উত্তাপ; গর্ভাবস্থায় ঝাঁকিয়া থাকিয়া উদর বেদনা; এই সকল রোগেও কলোসিন্থের ব্যবহার আছে। ডাঃ ডনহাম বলেন যে উদরে ও উরুসন্ধিস্থলে কামড়ান জ্বালাকর বেদনা লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার করায় একজন রোগিণীর ডিম্বাশয়ের বিবর্দ্ধন সম্যক রূপে আরোগ্য হইয়াছিল। ডাঃ লডলাম এই প্রকার বেদনা লক্ষণে ডিম্বাশয়ের স্নায়ু-শূলেও এই ঔষধ ব্যবহারের বিধি দেন। কলোসিন্থ পরীক্ষা কালে একব্যক্তির অক্ষিগোলক তপ্ত ও বেত্রবৎ কঠিনতা ও সাময়িক বেদনা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। গ্লকোমা বা ধূমদৃষ্টি রোগের পূর্ব্বে যে অক্ষিগোলকে প্রবল বেদনা জন্মে তাহাও এতদ্দ্বারা উপশমিত হয়। দন্তশূলেও ইহা ব্যবহার করা যায়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।— আলাপ করিতে অথবা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অপ্রবৃত্তি, (কেহ কোন কথা বলিলে ভাল লাগে না, ব্রায়, সিনা) অধৈর্য্যতা ও ব্যাকুলতা। নিমীলিত চক্ষু ও পলায়নের ইচ্ছা সহকারে প্রলাপ, (ওপি দ্রষ্টব্য।—শয্যা হইতে নামিবার ও গৃহে যাইবার ইচ্ছা, ব্রাই)।

মস্তক।—বিবমিষা ও বমন সহ একপার্শ্বিক শিরঃপীড়া, (কোনস, পলস) কপালে চাপক বেদনা, মস্তক অবনত করিলে ও চিৎ হইয়া শয়ন করিলে এই শিরঃপীড়া বর্দ্ধিত হয়, (ব্রহ্মরন্ধ্রে চাপক বেদনা, মস্তক অবনত করিলে ও শয়নে উত্থানে বৃদ্ধি, ল্যাক)।

মুখমণ্ডল।—মুখমণ্ডলের মলিন আরক্ততা। (ওপি, ব্যাপ্টি)।

বামপার্শ্বে ছিন্নকর, জ্বালাকর ও হুলবেধবৎ বেদনা বিশিষ্ট স্নায়ুশূল, এই বেদনা মস্তক ও কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, (দক্ষিণ পার্শ্বের গণ্ডাস্থি হইতে মস্তকদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত আকর্ষণী বেদনা, কষ্ট) অক্ষি পর্য্যন্ত প্রসারিত বাম গণ্ডাস্থির আক্ষেপবৎ বেদনা। সঞ্চরণে বা স্পর্শনে এই বেদনা বৃদ্ধি পায়, (সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি, চায়না)।

মুখ-মধ্য।—তিক্ত, বিবমিষাকর আস্বাদ। (ব্রাই, সিপ, নক্স, সলফ)। জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা। (ক্যাস্, কার্ব্বো-ভে)। জিহ্বার ঝলসিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভব। (* আইরিস, প্লাটি, সাঙ্গ, ভিরাট)।

আমাশয়।—সর্ব্বপ্রকার আহার ও পানীয়ের তিক্ত আস্বাদ, (* ব্রাই, পলস) আহারান্তে তিক্তাস্বাদ, (নাইট এসি—অম্ল স্বাদ, নক্স-ভ) অত্যন্ত পিপাসা। (একো, আর্স, ব্রাই)। শূন্যোদ্গার। (কক)। তিক্তাস্বাদ পীতবর্ণ পদার্থ বমন। আমাশয়ে জ্বালা। (* আর্স, এপিস, ক্যান্থ, কলচ, ফস, ভিরেট)। রাত্রিতে আমাশয়ে খল্লী উদ্গার উঠিলে উহার উপশম। আমাশয়ে শূন্যতানুভব। বিবমিষা ব্যতীত বমন, (বমন ব্যতীত বিবমিষা, ইপে) অল্পমাত্র আহার গ্রহণের পরেও উদর বেদনা ও অতিসার।

উদর।—* স্ফীত ও বেদনা বিশিষ্ট উদর। (বেল, মার্ক)। শার্কেশ্বরার ন্যায় (সিনা), হাত দিয়া চাপিয়া ধরার ন্যায় কর্ত্তনের ন্যায়, প্রধানতঃ নাভী প্রদেশে, ভয়ঙ্কর আনুশূলিক বেদনা, বেদনা বশতঃ অবনত হইয়া থাকিতে হয় (এলো, কষ্ট, আইরিস, নক্স, ফস, সলফ, ভিরেট), অন্য কোন প্রকারে থাকিলে বেদনা বৃদ্ধি পায় (এতদ্বিপরীত, বেল), অবস্থান পরিবর্ত্তনে অতিশয় অস্থিরতা ও উচ্চ চিৎকার; পাঁচ বা দশ মিনিট অন্তর বেদনার বৃদ্ধি, মল বা বায়ু নিঃসরণে অল্পকালস্থায়ী উপশম জন্মে। (কার্ব্বো ভে, * সলফ)। * অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ শূলবেদনা, বেদনা বশতঃ উদরে কঠিন দ্রব্যের চাপ দিয়া ধরিতে হয়। অন্ত্রে মুষ্টিবৎ অনুভব। * অন্ত্র যেন প্রস্তর খণ্ড দ্বয়ের মধ্যে নিপীড়িত হইতেছে এরূপ অনুভব। (নাভীর মধ্য দিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ছেদনবৎ বেদনা, ক্রুপ) অবনত হইয়া থাকিলে ও চাপিয়া

ধরিলে শূল বেদনার উপশম প্রাপ্তি। (নিম্ন উদরে নখাঘাতের ন্যায় বেদনা ও অবনত হইলে উহার উপশম, চায়না।—অন্ত্রে ধৃতবৎ বেদনা বাহা চাপে উহার বৃদ্ধি, * বেল) * ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনের ন্যায় বেদনা (কোন, * ভিরেট)। কখন কখন বাম, কখনও বা দক্ষিণ পার্শ্বে সময়ে সময়ে সূচী-বেধ, এই সূচী বেধ ডিম্বাশয়ের রোগের সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। উদরে ভেকের ডাকের ন্যায় অবিরত ডাক। (থুজা)। তাম্রকুটের ধূম পানে অন্ত্রের বেদনা উপশমিত হয়; অন্য কোন আহার্য্য বা পেয় দ্রব্যে বৃদ্ধি পায়। (ফির)।

মল ও মলদ্বার।—বিরক্তি বা শোকের পর অতিসার, হরিদ্বর্ণ মল, (ভয় জনিত অতিসার, * জেল, ওপি।—মলিন জলপান বশতঃ অতিসার, জিঙ্ক।—চুর্ণক প্রস্তরের জল পান জনিত অতিসার, ক্যাল্ক) * আমরক্তের ন্যায় অতিসার, অল্পমাত্র আহার বা পেয় দ্রব্য গ্রহণ করিলেই মলস্রাব, (* আর্স; ক্রোট টি, ফির) * রক্তাতিসার; কুন্থন সহকারে রক্তময় আম ও মলস্রাব, মলস্রাবের পর উপশম প্রাপ্তি, (* ক্যাম্ফ) উরুদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত তীব্র উদর বেদনা বিশিষ্ট রক্তময় অতিসার, (মার্ক দ্রষ্টব্য) গুহ্য-দ্বারের আকুঞ্চক পেশীর পক্ষাঘাত। কঠিন প্রস্তরের ন্যায় মল। * আহারান্তে তরল মল ও অতিশয় বায়ুনিঃসরণ।

মূত্রযন্ত্র।—দুর্গন্ধ, গাঢ়, আঠাবৎ স্বল্প মূত্র, (শুভ্রবর্ণ অধঃপতিত পদার্থ ও দূষিত গন্ধ বিশিষ্ট মলিন মূত্র, ক্যান্থ-কা) শ্বেতের আভাযুক্ত কপিশ-বর্ণ অধঃপতিত পদার্থ বিশিষ্ট মাংস-বর্ণ মূত্র। * বারম্বার মূত্র-প্রবৃত্তি ও অল্প অল্প মূত্র-স্রাব। (এস. এপিস, গ্রাফ, * কেলি, * মার্ক, নাইট-এসি)।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।—বাম ডিম্বাশয় প্রদেশে থল্লীর ন্যায় বেদনা; ডিম্বাশয়ে তীব্র বেদনা, বেদনা বশতঃ অবনত হইয়া থাকিতে হয় ও অতিশয় অস্থিরতা জন্মে।

শ্বাস-যন্ত্র।—স্বর-যন্ত্রে উপদাহ ও কণ্ডুয়ন বশতঃ রাত্রিতে কাসের উদ্রেক। বক্ষঃস্থলে যাতনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—গ্রীবার পেশীতে অনম্যতা অনুভব। দক্ষিণ বাহুর

ফুলের অস্থিতে বেদনা। দক্ষিণ কটিতে বেদনা। বঙ্ক্ষণ-সন্ধিতে আক্ষেপিক বেদনা; কটি হইতে জঙ্ঘা পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত বেদনা। সর্ব্বাঙ্গে আমবাতের বেদনা। (ব্রাই, লেড, লাইকো, মার্ক)। দক্ষিণ উরুদেশে বেদনা। বাম পায়ে বেদনা।

দেহ।—শরীরের সমস্ত পেশীর আক্ষেপ প্রবণতা। (কুপ্রম)। বহিরঙ্গের শীতলতা সহ মূর্চ্ছা। বহিরঙ্গের ঘর্ম্মশূন্য উত্তাপ। মূত্রের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট নৈশ ঘর্ম্ম।

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে, বিশ্রামে, শয়নে, পানাহারের পরে, ও ক্রোধ হইতে বৃদ্ধি।

উপশম।—বায়ু-নিঃসরণে, কফি সেবনে; ধূম পানে; অবনত হইয়া থাকিলে; ও কঠিন চাপদানে উপশম প্রাপ্তি।

বিশেষ লক্ষণ।—বিরক্তি বা শোক জনিত অসুখ, (কুসংবাদ জনিত, * জেল।—ভয় জনিত, ওপি) সন্ধির অনম্যতা। (সন্ধিতে সূচী-বেধ, ব্রাই) শরীরের মধ্যে স্পন্দন অনুভব, (পালস, * ষ্টিক্ট।—সম্ভবে, ক্যাচ, পালস)—নক্স দ্রষ্টব্য) হস্ত পদ সঙ্কুচিত। (সর্ব্ব শরীরের শিথিলতা নাক্স ভমিকা) বিশ্রাম সময়ে বেদনা বৃদ্ধি পায়।

আয়ুর্ব্বেদীয় ক্রিয়া।—বিরেচক; কামলা, পাণ্ডু, প্লীহা, উদরী, শোথ, কাস, ব্রণ প্রমেহ; মূত্রঘ্ন ও বিষনাশক। ইন্দ্রবারুণী, নারায়ণচূর্ণ ও জরাগ্নি গুড়িকা নামক ঔষধ দ্বয়ের প্রধান উপাদান।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—অতি বিরেচক; অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি উত্তেজনা প্রকাশ করিয়া বিরেচন জন্মায়। অধিক মাত্রায় প্রাদাহিক বিষক্রিয়া করে, অর্থাৎ সবলান্ত্রে প্রদাহ, পাকাশয়িক স্নায়ুর উপদাহ বশতঃ বমন ও উদর বেদনাদি জন্মে। গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া জন্মে। শোথ, উদরী, কোষ্ঠবদ্ধ, অন্ত্রবদ্ধ ও সংন্যাসাদি রোগে বিরেচনার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহাদ্বারা কখন কখন বিবমিষা, বমন ও উদরবেদনা উপস্থিত হয়। ইন্দ্রবারুণীর সারের মাত্রা ৫-১০ গ্রেণ। অতিমাত্রায় কলোসিন্থ সেবনের বিষাক্ততায় ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, মাজুফলের কাথ, কর্পূর, ও অহিফেণ ব্যবস্থেয়।

———

কষ্টিকম্—কষ্টিকম্।—কষ্টিক পোটাশ।

নবদগ্ধ চূর্ণ (চূণ) হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। ডাঃ হ্যাক বলেন যে কুড়ি ভাগ লাইকার পোটাশ ও আশি ভাগ পবিস্রুত জল মিশ্রিত করিলে কষ্টিকমের প্রথম শততম ক্রম প্রস্তুত হয়। ইহার পরবর্ত্তী ক্রম শোধিত সুরা সহযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া।—গতিশক্তিসাধিনী স্নায়ুমণ্ডলীতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে এবং তন্নিবন্ধন প্রধানতঃ মুখমণ্ডল, স্বরযন্ত্র ও মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাতের ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। প্রতিশ্যায় জনিত স্বরভঙ্গ ইহার প্রধান প্রকৃতিগত লক্ষণ।

অধিকার।—স্বরভঙ্গ। মূত্রাশয় গ্রীবার শিথিলতা। অপস্মার। তাণ্ডব। আক্ষেপ। মূত্রাশয় ও মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত। সন্ধির অনমনীয়তা বিশিষ্ট আমবাত জনিত প্রদাহ।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

অর্দ্দিত (মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত)।—শীতলতা বা আর্দ্রতাজনিত অর্দ্দিত রোগে কষ্টিকম ব্যবস্থেয়। ডাঃ দার এই ঔষধের পক্ষাঘাতঘ্ন গুণে সন্দেহ করেন না।

অপস্মার (মৃগী)।—ডাক্তার জার বলেন যে যদি জলপান করিলে অপস্মারাক্রমণ স্থগিত হয় তবে কষ্টিকম, ও জলপানে পুনঃ প্রকাশিত হইলে ক্যান্থেরিস ব্যবস্থেয়। বাল্যকালে অপস্মাররোগেও ইহা ব্যবস্থেয়।

স্বর-ভঙ্গ।—প্রতিশ্যায, সঙ্গীত বা বক্তৃতাদি নিবন্ধন স্বরভঙ্গ, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি পাইলে এই ঔষধ উপকার দর্শে। ডাঃ মেইফার বলেন যে সচরাচর এক মাত্রা ঔষধ সেবনেই স্বরযন্ত্রের এই ক্রিয়াবিকারজনিত দুর্ব্বলতা অপনীত হয়।

কাস।—স্বরভঙ্গ সহ শুষ্ককাস, রাত্রিকালে শয্যার উত্তাপে কাসবৃদ্ধি, শীতল জল পানে উপশম পায় এবং কাসিতে কাসিতে মূত্রস্রাব হয়। ডাঃ

আরেঙ্গি বলেন যে কষ্টিকম সেবক কাস গলা পর্য্যন্ত তুলিয়া গিলিতে পারা যায়, কিন্তু তুলিয়া ফেলিবার ক্ষমতা থাকেনা।

বিদগ্ধদৃষ্টি (ছানি)।— ডাঃ এলেন ও নটণ বলেন যে এই ঔষধে ছানি রোগের গতি প্রতিরুদ্ধ ও দৃষ্টিশক্তির উৎকর্ষ জন্মে। তাঁহারা গণ্ডমালা জনিত চক্ষু-প্রদাহেও ইহা বিস্তর ব্যবহার করেন।

উন্মবায়ু।— স্বরভঙ্গ, গ্রীবা অথবা নিতম্বদেশের বেদনা, অধিক পরিমাণে মূত্রস্রাব ও বিবর্ণতা লক্ষণে উন্মবায়ু রোগে কষ্টিকম ব্যবহার্য্য

শ্বেতপ্রদর।— রাত্রিকালে অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধি আবস্রাব, ও নিয়মিত কালের পূর্ব্বে অতিরিক্ত রজঃস্রাব লক্ষণ থাকিলে শ্বেতপ্রদর রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুশূল।— মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বের স্নায়ুশূল। এই ঔষধের সেবন প্রয়োগে উপশমিত হয়। বস্তুর ও নাসিকাস্থির বেদনা, তৎসহ মুখ বক্র ও পাণ্ডুবর্ণ, মূত্রস্রাব। পক্ষাঘাতের পরবর্ত্তী অবস্থা। প্রসূতীদিগের পক্ষে কষ্টিকম দ্বারা সময়ে সময়ে উপকার দর্শে। পরিপাক যন্ত্র।— দন্তশূল, অরুচি, চিক্কণ তৈলাক্তবৎ মল, বারংবার বহির্গত হয়, মলদ্বারে কণ্ডুয়ন, কিন্তু ক্রিমি জনিত নহে। অর্শ,— বিদারণ বেদনা, জ্বালা, চলিলে ও শর্করা খাইলে উপশম বোধ হয়। চক্ষু।— চিরবিশ্রামের পরবর্ত্তী মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত শীতলতাজনিত চক্ষুর পেশীর পক্ষাঘাত এবং স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠনালীর প্রতিশ্যায়ে কষ্টিকম অতিশয় উপকারী। মূত্র যন্ত্র।— মূত্রনালী, মূত্রাশয়ের মধ্যদেশে বেদনা ও ভারবোধ, বালক ও বৃদ্ধদিগের অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব। রক্তের পীড়াতে আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় লিথিক এসিডাদি মিশ্রিত অতিরিক্ত মূত্রস্রাব, তৎসহ অগ্নিমান্দ্য ও মানসিক অপ্রফুল্লতা, জরায়ুগ্রস্ত রোগিণীদিগের ঘন ঘন মূত্রবেগ। ত্বক্।— কঠিন আবরণযুক্ত গভীর ক্ষতস্থানে স্থানিক প্রয়োগে কখন কখন ইহা দ্বারা সুফল দর্শে। প্রাচীন দদ্রুক্ষতে ও বিস্ফোটকে, ডাঃ জার কষ্টিকম ত্রিংশ ক্রম আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিতে বিধি দেন। কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে বা নাসিকার নিকটে পীড়কা সহ কর্ণস্রাব রোগে

ইহার ব্যবহার আছে। কোমল ও পুষ্টকায়, শ্লেষ্মাপ্রধান ব্যক্তিদিগের গণ্ডমালায়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—*ক্রন্দনশীলতা, বিরক্ত-চিত্ততা। স্মৃতি-ক্ষীণতা। অনবধানতা। কার্য্যে অপ্রবৃত্তি। উৎকণ্ঠাপন্নতা ও অস্বচ্ছন্দতা।

মস্তক।—রাত্রিতে শয্যায় উঠিয়া বসিলে ও পুনরায় শয়ন করিলে, অথবা একদৃষ্টে কোন বস্তুর দিকে চাহিয়া থাকিলে সম্মুখের দিকে ও পার্শ্বের দিকে ভ্রমি। মূর্দ্ধাদেশে দপদপানি ও সূচীবেধ। করোটীর কণ্ডূয়ন।

চক্ষু।—*ক্ষুব্ধতা ও আলোকদ্বেষ। জ্বালা ও ক্ষত-বোধ সহ প্রদাহ। *চক্ষুতে বালুকার ন্যায় চাপ। (আর্স, ইগ্নে, সলফ)। *চক্ষু মুদিত করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি, চক্ষুর পাতার গুরুত্ব (কোন), উপরের পাতার পক্ষাঘাত। (জেলস, প্লম্ব, সিপি, জিঙ্ক)। চক্ষুর সম্মুখে শিখা বা স্ফুলিঙ্গ দর্শন। (মার্ক, ফস, সলফ)। গজ নামক রোগের ন্যায় (বা রাস্ট, ক্রোক, হস, সলফ) পাতে বৃক্ষ কাটিবার বা মেঘাবৃতের ন্যায় (বেল, ফস, পলস)। নাসিকা হইতে বলপূর্ব্বক বায়ু নির্গমনে অকস্মাৎ অস্পষ্ট দৃষ্টি।

কর্ণ।—কর্ণে গর্জ্জন বা গুণ গুণ শব্দ। (বেল, সিঙ্ক), *ফস, ক্যান্স এসি)। দক্ষিণ কর্ণে সূচী-বেধ।

নাসিকা।—নাক বাড়ার সহ শুষ্ক প্রতিশ্যায়। (নক্স ভ)। বারম্বার হাঁচি। নাসিকা হইতে প্রভূত রক্তস্রাব।

মুখমণ্ডল।—হনুদ্বয়ে আশিথিলতা ও বেদনা বশতঃ মুখ বিকশিত করিতে কষ্ট, এবং একটী দন্ত অতিশয় দীর্ঘ অনুভূত হওয়াতে আহার করিতে অসুবিধা। (মার্ক)। মুখের এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত।

মুখ-মধ্য।—দন্তের বেদনাসংযুক্ত শিথিলতা ও দীর্ঘতা। (নাইট্রো মাইট-এসি)। দন্তে ছিন্নকর, বা সূচী-বেধবৎ বেদনা। (পলস)। জিহ্বার অগ্রভাগে বেদনা বিশিষ্ট স্ফোট। তৈলাক্ত, পচা আস্বাদ। (ক্যাম্ফ, *পলস)। গদগদ, অস্পষ্ট, কষ্টসাধ্য কথা। (হাইয়স, * ষ্ট্রামো)। বাক্‌যন্ত্রের পক্ষাঘাত বশতঃ বাক-রোধ। (ডলক, * জেলস, হাইয়স, ল্যাক্‌ক)।

গল-মধ্য।—গলায় শ্লেষ্মা সঞ্চয়, সেই শ্লেষ্মা কাসিয়া তুলিয়া ফেলিতে পারা যায় না; *গিলিয়া ফেলিতে হয়। গলায় শুষ্কতা, অবসন্নতা ও কণ্ডূয়ন। (কার্ব্বো, ফস, পলস)।

আমাশয়।—আগাকর উত্তপ্ত (লাইকো), শূন্য; স্বাদহীন; উদ্গার। আমাশয়ে বেদনা, শয়নে এই বেদনার উপশম। যকৃত-প্রদেশে সূচীবেধ।

মল ও মলদ্বার।—বৃহৎ, কঠিন, হুলবেধ ও জ্বালাবিশিষ্ট, স্পর্শে বেদনাসংযুক্ত অর্শ, *বিচরণ সহ্য হয় না। বারংবার দুর্গন্ধি অপান নিঃসরণ। সরলান্ত্রে চাপানুভব। সরলান্ত্র কণ্ডূয়ন। মলদ্বার-কণ্ডূয়ন। (কার্ব্বো, *সলফ)। বারংবার নিস্ফল মল-প্রবৃত্তি। তৈলাক্তের ন্যায় চিক্কণ মল। (এগ-মি)।

মূত্র-যন্ত্র।—অধিকক্ষণ মূত্র ধারণ বশতঃ মূত্র-শয়ের পক্ষাঘাত। *রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞাতসারে মূত্রস্রাব (আস, কুপম), *কাসিতে হাঁচিতে মূত্র-স্রাব (কলচি)। হাচি দিবার সময় মূত্র স্রাব (নাট মি পলস, ভিক)। মূত্রমার্গে জ্বালা। (এপিস, একন, এণ্টি ক্রু, *ক্যান্থ, *ক্যানাবিট)। বারংবার মূত্র-প্রবৃত্তিসহ মূত্রকৃচ্ছ, সময়ে সময়ে বিন্দু বিন্দু মূত্র নিঃসরণ। (একন)। *এত সংক্ষে মূত্র নিঃসৃত হয় যে মূত্রের ধারা টের পাওয়া যায় না। (আর্জ্জ-নাইট)। মলিন কর্দম (ব্রাই), বিচরণ থাকিলে আবিল ও মেঘাবৃত মূত্র।

জননেন্দ্রিয়।—(পুং)।—দক্ষিণ অণ্ডে অবিরত বেদনা। (আগ)। মৈথুন-কালে শুক্রের সহিত মূত্র মার্গ হইতে শোণিতস্রাব। (স্ত্রী)।—মৈথুনে অপ্রবৃত্তি। নিয়মিত সময়ের অনেক পরে প্রচুর পরিমাণে রক্ত স্রাব, রাত্রিতে রজঃনিঃসরণ হয় না, ঋতু-শোণিতে দুর্গন্ধ, ও উহা সংস্পর্শে বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডূয়ন। ঋতু কালে কর্ত্তনবৎ উদর বেদনা ও অতিসার। ঋতু শোণিতের ন্যায় প্রবাহিত ও তদ্রূপ গন্ধবিশিষ্ট অতিস্রাবী শ্বেতপ্রদর।

শ্বাস-যন্ত্র।—*স্বরযন্ত্রের পেশীর ক্রিয়াশূন্যতা, উচ্চস্বরে কথা বলা যায় না। (এরম, গ্র্যা)। অতিশয় স্বরভঙ্গ, গলায় অবসন্নতাসহ প্রাতে ও

* সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি (* নম্ন ভ) কয়েক দিন পর্য্যন্ত উচ্চস্বরে কথা বলা যায় না। (পলস)। বায়ু-পথে শুষ্কতা অনুভব। আবেশিক কাস ও তৎসহ * স্বর-যন্ত্রে একটী রেখাক্রমে বেদনা, প্রত্যেকবার কাসিবার সময় এই স্থানে বেদনা জন্মে। উরু সন্ধিতে বেদনা ও অজ্ঞাতসারে মূত্র স্রাব সহ কাস। ([illegible])। শীতলজল পানে কাসের উপশম। কাসিবার সময় গলায় শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দ। বক্ষঃস্থলের অশিথিলতা ও বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। — গ্রীবাস্তম্ভ। বাম বস্তিদেশে তীব্র সূচীবেধ। কোকিল-চঞ্চু-অস্থিতে ভ্রষ্ট বা আকৃষ্টবৎ বেদনা। অঙ্গ কম্প। সন্ধ্যাকালে অসহ্য অঙ্গ-ক্লান্তি। সর্ব্বাঙ্গে সন্ধিবাতের বেদনা। প্রাতে জঙ্ঘা পৃষ্ঠে খল্লী। হস্ত-কম্প। অঙ্গুলী-সন্ধিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা। উরুতে ও জঙ্ঘায় ছিঁড়েবৎ বেদনা।

দেহ। — বসিতে এক মুহূর্ত্তও স্থিরভাবে থাকিতে পারা যায় না। শরীরের যে অংশে ভর দিয়া শয়ন করা যায় তাহাতে আঘাতবৎ অনুভব। (এরন, ব্যাপ্টি)। সন্ধিতে ও অস্থিতে ছিন্নবৎ বেদনা। সর্ব্বাঙ্গে অম্ল-গন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম। (সিপি)।

ত্বক। — সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডূয়ন [illegible] ও আ-নীল বর্ণ। নাসাগ্রে পীড়কার উদ্ভেদ।

নিদ্রা। — নিদ্রাবস্থায় হস্ত-পাদ সঞ্চালন। অস্থির নিদ্রা। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দর্শন। দুর্নিবার নিদ্রালুতা, শয়ন না করিয়া থাকা যায় না।

উপচয়। — সাধারণতঃ প্রাতে ও সায়াহ্নে, এবং অনাবৃত বায়ুতে রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি হয়।

উপযোগিতা। — যাহাদের কৃষ্ণ কেশ ও দৃঢ় দেহ-তন্তু তাহাদের পক্ষেই এই ঔষধ অধিক উপযোগী।

কার্ব্বো এনিমেলিস—এনিম্যালচারকোল—জান্তব অঙ্গার।

মেষাদির মাংসের অঙ্গার হইতে এই ঔষধ বিচূর্ণাকারে প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—গ্রন্থিমণ্ডলে ও পরিপাক যন্ত্রে কার্ব্বো এনিমেলিসের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এতদ্দ্বারা গ্রন্থিতে বেদনা সংযুক্ত স্ফীততা, প্রদাহ, কঠিনতা ও ক্ষত, এবং পরিপাক যন্ত্রে অগ্নিমান্দ্যের লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অধিকার।—গ্রন্থির বিবর্দ্ধন, কাঠিন্য, ও ক্ষত। কর্কটের পূর্ব্বরূপ স্বরূপ কঠিন অর্ব্বুদ। বিসর্প। অগ্নিমান্দ্য। বায়ুনলীভুজ প্রদাহ। গণ্ডমালা ধাতু ও শৈরিক রক্ত-প্রধান ধাতুতেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

আময়িক প্রয়োগ।—কার্ব্বো এনিমেলিসের বিষক্রিয়া বশতঃ পাকাশয় ও অন্ত্রের পীড়া, মুখমণ্ডলে তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ, বয়োব্রণ, পোটিকা, কর্ণমূল ও স্তনের বেদনাযুক্ত স্ফীততা ও কাঠিন্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই সমস্ত গ্রন্থির স্ফীততায় ও ব্রণ রোগে, বিশেষতঃ স্ফীততা কঠিন প্রকৃতি বিশিষ্ট হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। শরীরের তরল বিধান ও নিঃস্রাবের দূষিত অবস্থা বশতঃ অবসন্নতায় ইহার ব্যবহার আছে। প্রসবান্তিক দুর্গন্ধি ক্লেদস্রাবে ডাঃ ডুরি উচ্চ ক্রমে এই অঙ্গার ব্যবহারের বিধি দেন। ডাঃ এলেন বলেন যে দুর্গন্ধ রজনী-ঘর্ম্ম নিবারণে ইহা উপযোগী। ডাঃ গার্ণসি বলেন যে ঋতুকালে অথবা ঋতুর পরে উদরদেশে অবসন্নতা অনুভব ইহার সাধারণ প্রয়োগ-লক্ষণ।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।—* একাকী থাকিতে ইচ্ছা (কষ্টিকম, ইগ্নে, রস,) বিষণ্ণতা ও চিন্তাশীলতা, আলাপে অপ্রবৃত্তি। * প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব (ব্রাই, ব্যাপ্ট); তৎপূর্ব্বে শিরোঘূর্ণন। * দুর্ব্বলকর দুর্গন্ধি নৈশ ঘর্ম্ম (সিলি)। অনেকক্ষণ পূর্ব্বে যাহা আহার করা গিয়াছে তাহার উদ্গার। (এন্টি ক্রুড, পলস)। বুক জ্বালা। (ব্যাপ্ট, কস)। মাংসাহারের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিবমিষা। (কার্ব্বো-ভে, পলস)। স্বরভঙ্গ। প্রবল শুষ্ক কাশ। বক্ষঃস্থলে জ্বালা। গ্রীবার গ্রন্থির স্ফীততা ও কঠিনতা। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে; শীতলতায়, এবং অনাবৃত বায়ুতে রোগ-লক্ষণের বৃদ্ধি।

কার্ব্বোভেজিটেবিলিস—ভেজিটেবেল চারকোল—উদ্ভিজ্জ অঙ্গার।

অনাবৃত পাত্রে অথবা আচ্ছাদিত অবস্থায় (পপ্লার, বীচ, বার্চ্চ প্রভৃতি) কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া বিচূর্ণ (ট্রিটারেশন) প্রস্তুত করিলে অঙ্গারের অত্যাশ্চর্য্য ভৈষজ্য গুণ প্রকাশ পায়। ইহার প্রথম তিন ক্রম বিচূর্ণাকারে প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—রক্ত ও স্নায়ুমণ্ডলে ইহার প্রধান ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়াবশতঃ রক্তের জীবনীশক্তির ক্ষয় ও স্নায়ুমণ্ডলের অবসন্নতা উৎপন্ন হয়, কিন্তু শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ পরিপাক-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেই কার্ব্বোভেজিটেবিলিসের বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং তন্নিবন্ধন পরিপাক-পথে অতিরিক্ত নিঃস্রব নিঃসৃত ও সেই নিঃস্রব বিকৃত হয়, অধিকন্তু আমাশয়ে ও অন্ত্রে অতিরিক্ত বাষ্প সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই বাষ্প-সঞ্চয় এই ঔষধের প্রধান প্রকৃতিগত লক্ষণ।

অধিকার।—উদরাধ্মান ও দুর্গন্ধ নিঃস্রব সহ পরিপাক সম্বন্ধীয় পুরাতন রোগ। জীবনী শক্তির ক্ষীণতা ও রক্তের অম্লজানোৎপাদনের অসম্যকতা লক্ষণাক্রান্ত পীড়া, যথা—বিষম জ্বরের শীতাবস্থায়, এবং সান্নিপাতিক ও ঘোর জ্বর প্রভৃতিতে যখন হস্ত পদ শীতল ও নীলবর্ণ হয় তখন এই ঔষধি ব্যবহৃত হয়। রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার শৈথিল্য নিবন্ধন শাখাদ্বয়ের শীতলতা ও তৎসহ সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা। কুইনাইন সেবন জনিত রোগ, বিশেষতঃ অবরুদ্ধ জ্বর ও শীত। পারদ সেবন জনিত রোগ। লবণ বা লবণাক্ত মাংসাদি সেবন জনিত রোগ। শীতাদ। মুখ প্রসেক। অগ্নিমান্দ্য। বুক জ্বালা। অতিসার। কোষ্ঠবদ্ধ। অর্শ। স্বর ভঙ্গ, স্বর-নাশ। বায়ু-নলী ভুজ-প্রদাহ, যক্ষ্মা। বিষম জ্বর। সন্নিপাত জ্বর। ক্ষত। হাম। গ্রন্থির পীড়া। হরিৎ পাণ্ডু।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

বিষম-জ্বর।—শীতাবস্থার অধিক প্রাবল্য থাকিলে এই জ্বরে কার্ব্বো ব্যবহৃত হয়, জীর্ণজ্বরেই এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে ও জ্বরের পুনরাক্রমণ নিবারিত হয়। অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন জনিত জ্বরেও ইহার আরোগ্যকর গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে।

সান্নিপাতিক জ্বর।—রোগীর গাত্র হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ, পূতি মলোৎসর্গ (মল মূত্রাদি), শীতল হস্তপদ, শীতল ঘর্ম্ম, দ্রুত অবসাদন প্রভৃতি লক্ষণে প্রথম দশমিক ক্রমের চূর্ণ ২। ৩ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে।

স্বরভেদ।—প্রতিশ্যায়জনিত পুরাতন স্বরভেদ সন্ধ্যাকালে ও আর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি পাইলে কার্ব্বো দ্বারা উপকার দর্শে। স্বরভঙ্গ সহ সর্দ্দিজনিত কাসেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ।—অধিক পরিমাণে নিষ্ঠীবন বা শ্লেষ্মা সঞ্চয়, রোগীর সেই শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিতে অসমর্থতা, নখের নীলিমা, হস্ত পদের শীতলতা ও স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে প্রাচীন ব্যক্তিদিগের বায়ুনলীভুজ প্রদাহে এই ঔষধি ব্যবহৃত হয়। এইরূপ অবস্থায় অ্যান্টিমনিয়মেরও ব্যবহার আছে। ডাঃ নেইশ্ বলেন যে এই রোগে ইহার ৬ষ্ঠ হইতে ত্রিংশক্রম উপযোগী। শ্বাসযন্ত্রের রোগে সেই সেই স্থানের দুর্ব্বলতা ও শক্তিহীনতাই এই ঔষধ প্রয়োগের একটী বিশেষ লক্ষণ।

উদরাধ্মান।—উদরাময় বিশিষ্ট উদরাধ্মানে কার্ব্বো উপকারী; কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধ সহ উদরাধ্মান থাকিলেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হিউজ বলেন যে আধ্মান অসাধ্য হউক, অথবা অম্ল ও বুক জ্বালার সহিত সংসৃষ্ট থাকুক কার্ব্বো দ্বারা উহা আরোগ্য হয়। আহারের পর অতিশয় যাতনা, ও শ্বাস-কষ্ট, এবং রোগীর "বাতাস পাইবার ইচ্ছা," এতদ্দ্বারা নিবারিত হয়। তিনি বলেন যে অন্ত্র অপেক্ষা আমাশয় বায়ু দ্বারা স্ফীত হইলেই কার্ব্বো সমধিক উপযোগী।

শ্বাস-দুর্গন্ধ।—দন্তক্ষয়, দন্তবেষ্টের অসুস্থতা, অতিমাত্রায় পারদ সেবন অথবা অন্য কোন কারণজনিত শ্বাস-দুর্গন্ধে প্রত্যহ তিন মাত্রা করিয়া ৮। ১০ দিন পর্য্যন্ত এই ঔষধি সেবন করিলে উপকার দর্শে।

অগ্নিমান্দ্য।—উদরাধ্মান, বুকজ্বালা, শিরঃপীড়া ও দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি লক্ষণাপন্ন পুরাতন অগ্নিমান্দ্যে ইহার ব্যবহার আছে। বৃদ্ধদিগের অগ্নিমান্দ্যে ইহা বিশেষ উপযোগী।

বিসূচিকা।—ডাক্তার সরকার বলেন যে এই সাংঘাতিক রোগের হিমাঙ্গ অবস্থায় কার্ব্বো, সর্ব্বাঙ্গীন উত্তেজক স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ভিরাট্, আর্স, প্রভৃতি যথা বিহিত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিয়াও ক্রমে ক্রমে হিমাঙ্গ উপস্থিত হইলে কার্ব্বো, সেবনে নাড়ী উত্থিত, গাত্র উত্তপ্ত ও স্বর সংশোধিত হয়। উদরাধ্মান ও মলে দুর্গন্ধ থাকিলে এতদ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। যদি ভিরাট বা আর্স জ্ঞাপক ভেদ ও বমন বিদ্যমান থাকে এবং পূর্ব্বে এই দুই ঔষধি অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত অথবা একেবারেই ব্যবহৃত না হইয়া থাকে তবে কার্ব্বো, সহযোগে পর্য্যায় ক্রমে প্রয়োগ করা বিহিত। রৌদ্র বা অগ্নির উত্তাপে বিসূচিকা জন্মিলে অর্থাৎ পাচক, লৌহকার, স্থপতি প্রভৃতির রোগের প্রথমাবস্থায়ই ইহা বিশেষ উপযোগী। কখন কখন অন্ত্র হইতে শোণিতস্রাব সহ বিসূচিকা আরম্ভ হয়। এইরূপ রক্তস্রাবী বিসূচিতে কার্ব্বো, অতিশয় ফলপ্রদ। আমরা বিসূচিকার হিমাঙ্গ অবস্থায় বারংবার ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

মুখ-প্রসেক।—গর্ভাবস্থায় অম্লোদ্গার, উদরাধ্মান, আটোপ (পেট ডাকা), পাকাশয়ে জ্বালা, গলদেশে দাহ্যতালম্ব প্রভৃতি লক্ষণে কার্ব্বো ব্যবহার্য্য।

শ্বেতপ্রদর।—পূতি ও হরিতাভ স্রাবযুক্ত শ্বেতপ্রদর রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাময়িক প্রয়োগ।

শ্বাসযন্ত্র।—ফুসফুসের বিগলনাবস্থায়ও কার্ব্বো উপযোগী। দুর্ব্বল শরীর বৃদ্ধদিগের নাসিকা হইতে দুর্নিবার রক্তস্রাবেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার থেয়ার নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে ইহার অতিশয় প্রশংসা করেন।

পরিপাকযন্ত্র।—কোষ্ঠবদ্ধ বা অতিসার ও আধ্মান সহ বুকজ্বালা ও অম্লপিত্ত। গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের পক্ষে ও পারদ অপব্যবহারের পর ইহা বিশেষ উপকারী। দুর্গন্ধ মলস্রাবসহকারে উদরাময়, বিশেষতঃ গণ্ড-মালা ধাতু বিশিষ্ট শিশুদিগের, বিকৃতধাতু শীর্ণকায় ব্যক্তিদিগের প্রাচীন গ্রহণী,—তৎসহ মলিন মুখমণ্ডল, অম্লপিত্ত ও উদরাধ্মান। পূতিগন্ধময় বায়ু

নাসিক ক্লেদস্রাব। **ত্বক।**—দুর্গন্ধি ক্ষত (আভ্যন্তরিক ও বাহ্যপ্রয়োগ)। কণ্ডূয়ন, জ্বালা ও সহজে শোণিতস্রাববিশিষ্ট প্রাচীন উদ্ভেদ। দুর্দ্দম্য দদ্রু; দুর্গন্ধ দাহক স্রাববিশিষ্ট দুর্নিবার দগ্ধ-ক্ষত; সূক্ষ্ম অঙ্গার চূর্ণ দ্বারা ক্ষতস্থান অবধূলিত করা কর্ত্তব্য। পুরাতন রোগে পরিপাকশক্তি বর্দ্ধন ও শরীরের আময়িক ভাব পরিবর্ত্তনার্থ সূক্ষ্ম অঙ্গার চূর্ণ বিশেষ উপযোগী। কৃমিরোগে বিকৃত নিঃস্রব সংশোধন করিয়া অঙ্গার বিশেষ উপকার করে। দুর্ব্বল ও রুগ্ন সন্তানবতী স্তনদাত্রী স্ত্রীলোকদিগের ইহা সেবনে অতিশয় উপকার দর্শে এবং প্রাকতঃ ইহা দ্বারা সেই সকল সন্তানের প্রাণরক্ষা পায়। প্রথমতঃ অঙ্গারের হোমিওপ্যাথিক প্রয়োগরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহাতে কেবল আংশিক উপকার দর্শিলে, কয়েক দিন স্থূল অঙ্গার সেবন ব্যবস্থেয়। অঙ্গার বিষাক্ত পদার্থ নহে সুতরাং এতদ্দ্বারা কোন অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। আর্সেনিক দ্বারা বিষাক্ত হইলে উদ্ভিজ্জ অঙ্গার সেবনে উপকার জন্মে। দুগ্ধ বা জল সহযোগে অধিক পরিমাণে অঙ্গার-চূর্ণ সত্বর সেবন করা কর্ত্তব্য।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—উৎকণ্ঠা ও যাতনা। কোপনতা ও অসহিষ্ণুতা। (ব্রাই, ক্যামো, নক্স)। দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়ে উদাসীনতা; (ফস, ফস এসি)।

মস্তক।—মস্তকের গুরুতা, তজ্জন্য চিন্তা করিতে কষ্ট। (এসি ফস, জেলস)। ভ্রমি, কিছু ধরিয়া থাকিতে হয়, শির অবনত করিলে ভ্রমি। (এলুমিনা, বেল)। শীতের ন্যায় শিরঃপীড়া। (নাক্স)। দন্তপাটির আকুঞ্চনবৎ শিরঃপীড়া। কাসিবার সময় মস্তকে বেদনাবিশিষ্ট সূচীবেধ। (ব্রাই)। কপালে, ঠিক চক্ষুর উপরিভাগে চাপের ন্যায় বেদনা। * মস্তকের পৃষ্ঠদেশে তীব্র বেদনা। * মস্তকে চাপ, বিশেষতঃ টুপির চাপ সহ্য হয় না (নাইট্রি, মেজ), * টুপি খুলিয়া ফেলিলেও মস্তক বস্ত্রাবদ্ধের ন্যায় অনুভূত হয়।

চক্ষু।—চক্ষুর উপর গুরু ভার থাকার ন্যায় অনুভব (কষ্ট, কোন, জেলস); পড়িবার সময় চেষ্টা করিয়া অক্ষর দেখিতে হয়। চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ ভাসমান চিহ্ন। উপরের দিকে দৃষ্টি করিলে চক্ষুর পেশীতে বেদনা। চক্ষুপাতার প্রান্ত ভাগ কণ্ডূয়ন। (ব্যাক্র, সলফ)। অতি ব্যবহার বশতঃ নিকট দৃষ্টি।

কর্ণ।—কর্ণে ঘণ্টা-ধ্বনি। (এক, বেল, সিঙ্ক * সলফ)। সম্মুখে গুরু দ্রব্য থাকার ন্যায় অনুভব; কর্ণ রুদ্ধবৎ অনুভব; কিন্তু শ্রবণ শক্তির অক্ষুন্নতা। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বাম কর্ণের উত্তাপ ও আরক্ততা।

নাসিকা।—* সপ্তাহাধিক কাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন অনেক বার নাসিকা হইতে অতিশয় রক্তস্রাব; প্রত্যেক বার রক্তস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবতা। নাসিকায় অবিরত সুরসুর সহ বারংবার হাঁচি। শুষ্ক প্রতিশ্যায়।

মুখমণ্ডল।—* অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ (আর্স) ধূসরাভ পীতবর্ণ; মৃতবৎ (ভিরেট) মুখাকৃতি। মুখের ও হনুর অস্থির বেদনা। বাম গণ্ডে ছিন্নকর বেদনা। (পলস)। *উপরের ওষ্ঠ ও গালের স্ফীততা ও তাহাতে বেদনা। উপরের ওষ্ঠের স্পন্দন। দক্ষিণ হনুর উপরের অস্থিতে ছিন্নকর বেদনা।

মুখ-মধ্য।—দন্তের শিথিলতা, দন্তমূল হইতে সহজে রক্তস্রাব, (মার্ক) পিপাসারাহিত মুখশোষ (বেল, নক্স ম; পিপাসা সহ মুখশোষ নাইট-এসি, বস) * অধিক পরিমাণে সূত্রবৎ লালাস্রাব। * চর্ব্বণ কালে দন্তমূলে বেদনা। (ব্রাই, নক্স, পলস সলফ)। জিহ্বায় শ্বেত বা পীত মিশ্রিত কপিশবর্ণ লেপ।

গল মধ্য।—গলা আকুঞ্চিত অনুভূত হয়, (বেল, * হাইয়স) গলায় শীতলতা অনুভব, (লরো। - জ্বাল্য, আর্স, কাম্ফ।—ভেরেট দ্রষ্টব্য) গলায় অবদরণ অনুভব।

আমাশয়।—অতিশয় ক্ষুধা বা পিপাসা। মাংস (এলম, আর্ণিকা) বা তৈলাক্ত পদার্থে (পলস) অরুচি, দুগ্ধে অরুচি, দুগ্ধ পানে আধ্মান জন্মে (সিঙ্ক, সলফ)। (মাংস বা তৈলাক্ত পদার্থে আকাঙ্ক্ষা, নাইট-এসি, নক্স) মুখে তিক্ত বা লবণাক্ত আস্বাদ। খাদ্য দ্রব্য অতিশয় লবণাক্ত বোধ হয়, (সিপি।—লবণাক্ত খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা, ক্যাল-কা।—খটিকা, চুণ, বা মৃত্তিকা ভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা, নাইট-এসি।—ব্রাণ্ডীপানের প্রবৃত্তি, নক্স-ভ) * জীর্ণশক্তির ক্ষীণতা, সামান্য আহার সহ্য হয় না। * অম্ল ও গলিত উদ্গার। * অবিরত প্রবল উদ্গার। আহার বা পানান্তে অতিশয় পূর্ণতা

অনুভব, (চায়না, লাইক।—শূন্যতা অনুভব, হ্রাস, সার্সা, আহারান্তে ক্ষুধা, ক্যল, টাক) পাকাশয়ে জ্বালা, চাপ ও স্পর্শ-দ্বেষ।

উদর।—প্রাতে বিবমিষা ; * উদরের স্ফীততা সহ, বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সঙ্কোচক শূলি। পঞ্জরাস্থির নিম্নে যকৃৎপ্রদেশে সূচীবেধ. (বামপার্শ্বে সূচীবেধ, (বেল) যকৃতে স্থষ্টবং বেদনা, (হস্ত দ্বারা ধৃতবৎ বেদনা, লাইক) কটি বা নিম্ন উদরের চতুর্দ্দিকে দৃঢবন্ধন সহ্য হয়না, (* লাইক, নক্স) স্তন্য দায়িনী স্ত্রীদিগের বুকজ্বালা। আবদ্ধ আধ্মান। * বাতাধ্মান জনিত উদর বেদনা, উদরের বিদীর্ণবৎ পূর্ণতা, অল্প মাত্র আহার গ্রহণে উহার বৃদ্ধি ; ও বায়ু নিঃসরণে উপশম প্রাপ্তি। (কলোস, লাইকো, সিঙ্ক, সলফ)। * উদরের অতিশয় স্ফীততা, নিম্ন বা ঊর্দ্ধদিকে বায়ু নিঃসরণে উহার উপশম।

মল ও মলদ্বার।—কোষ্ঠবদ্ধ কঠিন, স্বল্প মল, (কষ্ট দ্রষ্টব্য) আঁতলা, পাণ্ডুবর্ণ আমময় মলবিশিষ্ট অতিসার। * অনৈচ্ছিক অতিদুর্গন্ধ মল, (তরুণ রোগের শেষাবস্থা) মলিন রক্ত ও আমময় মল। বৃহৎ, নীলবর্ণ, জালাকর অর্শবলী। * অতিশয় দুর্গন্ধি অপান। (এলো, * ব্রাই, কলচ, জেল, * সিপি)। সরলান্ত্র হইতে বিদাহী স্রাব নিঃসরণ। (মার্ক করো)। সরলান্ত্রে দংশন, স্থুরস্থুর, ও শূল। মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব।

মূত্র-যন্ত্র।—মূত্রে লোহিতবর্ণ অধঃপতিত পদার্থ। (বেল, লাইকো. ফস্ফোর, * সিপি)। রক্তমিশ্রিতের ন্যায় মলিন লোহিতবর্ণ মূত্র। (এক, ফস্ফোর)।

জননেন্দ্রিয়।—(পুং)।—অনুভব ব্যতীত অনৈচ্ছিক রেতঃস্রাব, লিঙ্গোদ্রেক ব্যতীত রেতঃস্রাব, কাস্থ, জেল।—বিশেষতঃ কৃত্রিম মৈথুনের পর চায়না, জেল, * কস-এসি) (স্ত্রী)।—নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব, গাঢ়, দাহক, উগ্রগন্ধ রক্ত, (এম কা, ন্যাট-ম।—নিয়মিত সময়ের অনেক পরে অতি অল্প পরিমাণ তীব্র ও দাহক রজঃ, কাস্টি-কম, সারস, * সলফ) অতিশয় উগ্র, স্ত্রী-অঙ্গ অবদরণকর প্রাতঃকালীন শ্বেতপ্রদর, (আর্স, কোন, ক্রিয়া) * ভগের উপক্ষত।

শ্বাস-যন্ত্র।—* দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বরভঙ্গ, আলাপে ও সন্ধ্যাকালে

উহা বৃদ্ধিপায় ; প্রাতঃকালে বৃদ্ধি প্রাপ্তি, কষ্ট, ফস) স্বরলোপ, (কস্ ব্রাই)
বমনবেগসহ হ্রস্ব আক্ষেপিক কাস, (ভুক্ত দ্রব্য বমন বিশিষ্ট কাস * ...
ফিব, রস) ঈষৎ হরিৎবর্ণ দুর্গন্ধ নিষ্ঠীবন, (সিল, * ষ্টান) বক্ষঃস্থলে ...
ও রক্তনিষ্ঠীবনবিশিষ্ট কাস, (বিদীর্ণকর শিরঃপীড়া ও বক্ষঃস্থলে যাতনা ...
কাস, ফস) কেবল প্রাতঃকালে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস, (পলস ব্রাইও)
—কেবল রাত্রে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, কষ্ট, ষ্ট্যাফ, টার্ট) আহার, পান বা আল-
পাপে বৃদ্ধি পায় এরূপ কাস, (শীতল জল পানে উপশমিত হয় এরূপ কাস,
* কষ্ট, কুপ।—শীতল জলপানে বৃদ্ধি, ডিজি, সল-এসিড * ভিরেট) বক্ষঃ-
স্থলে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় বা হাসফাস শব্দ, (* ইপি, টার্ট) বক্ষঃস্থলে দুর্ব্বলতা
অনুভব। * বক্ষঃস্থলে জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় প্রবল জ্বালা, (এম-কা, ন্যাট-
মার্ক।—বক্ষঃস্থলে শীতলতা, - আর্স রুটা, সলফ)

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।—বাহুসন্ধিতে পিচ্ছিতবৎ বেদনা, (সন্ধিচ্যুতবৎ
বেদনা, ব্রাই, রুটা) বাহুর সম্মুখভাগে ও মণিবন্ধে বেদনা, (ব্রাই ব্রাইও)
বরফের ন্যায় শীতল হস্ত, (নীলবর্ণ সহ, ভিরেট) পদের খঞ্জত্ব ও অক্ষমতা
(আর্স,) জানু ও পদতলের খল্লী, (পদাঙ্গুলীতে খল্লী, লাইক)।

দেহ।—জীবনীশক্তির প্রায় অবসন্নতা (ক্যাম্প, নারো) শরীরের,
বিশেষতঃ জানুর নিম্ন হইতে পদ পর্য্যন্ত শীতলতা ; শীতল শ্বাস ; বিলুপ্ত,
সূত্রবৎ নাড়ী ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম ; মৃতবৎ আকৃতি। অল্পমাত্র পরিশ্রমে
অতিশয় দুর্ব্বলতার উৎপত্তি। মূর্চ্ছাবৎ দুর্ব্বলতার আক্রমণ। শরীরের
নানাস্থানে ছিন্নকর বা আকৃষ্টবৎ বেদনা।

নিদ্রা।—দিবাভাগে অতিশয় নিদ্রালুতা ও জৃম্ভণ ; রাত্রিতে অনিদ্রা।
রাত্রিতে স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা।

জ্বর।—নাড়ী দ্রুত ও অতিশয় ক্ষীণ, লুপ্ত (বিসূচিকায়); সন্ধ্যাকালে
শীত, কখন কখন কেবল এক পার্শ্বে শীত,) বাম পার্শ্বে শীত, কষ্ট) শীতাবস্থায়
প্রায় পিপাসা, তৎপরে জ্বালাকর দাহ, অনন্তর ঘর্ম্ম লক্ষণাপন্ন বিষম জ্বর,
(শীতের পূর্ব্বে পিপাসা ও ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা, চায়না) রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম,
দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম। (সিফ, ফস-এসি)। নিলেপি জ্বর।

চর্ম্ম। —জ্বালাকর বেদনা সহ সহজে রক্তস্রাবশীল ক্ষত; গলিত ক্ষত, রক্ত মিশ্রিতপূযস্রাবী কৃষ্ণবর্ণ ক্ষত (আর্স) শুষ্ক বণ্ড।

উপচয়। —প্রাতে, সন্ধ্যাকালে, রাত্রিতে; দুর্ব্বলতা মধ্যাহ্নে; উষ্ণ, আর্দ্র ঋতুতে, ঋতু পরিবর্তনে, শুষ্ক বস্তু উত্তোলনে, বৃদ্ধি।

উপযোগিতা। —যে সকল ব্যক্তিদিগের জীবনী শক্তি ক্ষীণ, শৈরিক রক্তসঞ্চালন প্রবল তাঁহাদের পক্ষে বিশেষতঃ বৃদ্ধ, ও দুর্ব্বলকর রোগান্তে বালকদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ। —জ্বালাকর বেদনা, (অগ্নির ন্যায় জ্বালা এবং, আর্স) যৎসামান্য পরিশ্রমে দুর্ব্বলতা। রোগের প্রকৃতির অতিশয় হ্রাস। শারীরিক নিঃস্রাবের অতিশয় দুর্গন্ধ, (ল্যাকে) শারীরিক ক্ষয়ে বিধানের অপচয় জনিত মন্দজ্বর, যাতনা, অস্থিরতা, পাকাশয় ও উদরে অতিশয় বায়ুসঞ্চয়।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া। —স্নায়ুপোষক, জ্বরনাশক, উত্তেজক ও পচন নিবারক। অজীর্ণ, অম্লরোগ, অতিসার ও অবসন্নতায় প্রযুক্ত হয়। মাত্রা, ২০-৬০ গ্রেণ।

কুপ্রম মেটেলিকম — মেটেলিক কপার — তাম্র।

অম্ল সহযোগে এই ধাতু উগ্র বিষক্রিয়া করে। কিন্তু আবরণহীন, তাম্র স্থালিতে অম্লযুক্ত খাদ্য রন্ধন করিলে উহা বিষাক্ত হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধার্থে তাম্র প্রথমতঃ বিচূর্ণাকারে প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া। —কুপ্রম প্রধানতঃ অন্ত্র-পথে ক্রিয়া করে। ইহার ক্রিয়া-বশতঃ আমাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহের লক্ষণ, শূল, অতিসার ও বমনাদি জন্মে। গৌণতঃ এতদ্দ্বারা প্রগাঢ়রূপে স্নায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হয় এবং আক্ষেপিক রোগ শ্রেণী, আক্ষেপ, ও পক্ষাঘাত জন্মে। কুপ্রমের লক্ষণ স্তবকে স্তবকে ও পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। এই ঔষধের ইহাই প্রধান প্রকৃতিগত লক্ষণ।

অধিকার। —সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্ত্রপথের পীড়ায় এবং পরম্পরাসম্বন্ধে আক্ষেপ ও স্পন্দনাদি লক্ষণ বিশিষ্ট স্নায়বীয় রোগে কুপ্রমের ক্রিয়া দর্শে।

বিলুপ্ত উদ্ভেদের মন্দ ফল, মস্তিষ্ক-পীড়া; আক্ষেপ; প্রসব, দাঁত উঠিবার সময় এইরূপ অবস্থা। আক্ষেপিক রোগ। খল্লী; আক্ষেপ; অপস্মার; তাণ্ডব। পক্ষাঘাত। উন্মাদ। হুপশব্দক কাস। আক্ষেপিক শ্বাসকাস। সাংঘাতিক ওলাউঠা। আক্ষেপিক শূল। আমাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

আমাশয়ান্ত্রপ্রদাহ।—তামের বিষক্রিয়াবশতঃ আমাশয় ও অন্ত্রে তীব্র উদর বেদনা ও আধ্মান সংযুক্ত প্রদাহ জন্মে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অদ্যাপি এই ক্রিয়া কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এলোপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ বার্থোলো আমাশয়ের ও অন্ত্রের তরুণ ও প্রাচীন প্রদাহে সলফেট অব কপারের অতিশয় প্রশংসা করেন এবং এক গ্রেণের দ্বাদশ হইতে দ্বাত্রিংশ ভাগ মাত্রায় ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। হোমিওপ্যাথিক [illegible] এই অবস্থায় অনাদৃত হয় নাই। কুপ্রম সূচক লক্ষণ ও বিরেচন আক্ষেপিক ও বেদনা বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

অপস্মার।—ডাক্তার হলেণ্ড বলেন যে একটী বালিকাকে এসেটেট কুপ্রম দে, এক গ্রেণ মাত্রায় দিনে তিন বার প্রয়োগ করাতে ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাহার অপস্মার সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিল। মুখমণ্ডলের পাণ্ডুতা কুপ্রম প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ। আরক্ততা সত্ত্বে বেলেডোনা ব্যবহেয়। ডাঃ বেইস বলেন যে আক্ষেপের অত্যন্ত প্রবলতা কুপ্রম-সূচক লক্ষণ।

হৃৎশূল।—ডাক্তার বেইস ও ডাক্তার হলেণ্ড বলেন যে এই ভয়ঙ্কর রোগে কুপ্রম বিশেষ উপকারক।

শ্বাস।—স্নায়বীয় শ্বাস রোগে এই ঔষধি বিশেষ উপযোগী। ডাঃ রসেল বলেন যে বিশুদ্ধ স্নায়বীয় শ্বাস রোগের আবেশ উপশমার্থ কুপ্রম সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

হুপশব্দক কাস।—ডাঃ বার বলেন যে হুপশব্দ কাসে আক্ষেপিক অবস্থা আরম্ভ হইবা মাত্র কুপ্রম ব্যবহার করিলে আর অন্য কোন ঔষধ প্রায় ব্যবস্থা করিতে হয় না। আক্ষেপজনক হুপশব্দক কাসে নিম্নোক্ত

লক্ষণে ইহার ব্যবহার আছে; যথা,—শরীরের অনম্যতা, শ্বাসরোধক কাস, কাসের আবেশ সময়ে নিশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়, তৎপরে বমন, অতিশয় অবসন্নতা ও ধীরে ধীরে প্রতিক্রিয়া জন্মে। প্রথম ক্রমের চূর্ণ ব্যবস্থেয়। যদি বিরাম কালে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ হয়, তবে কুপ্রম সহযোগে এণ্ট টার্ট পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বিসূচিকা।—ডাঃ সরকার বলেন যে, সশব্দে পেয় দ্রব্য গলাধঃকরণ, শীতল অপেক্ষা উষ্ণ আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্যে ইচ্ছা; বিবমিষা ও বমন সহকারে ভয়ঙ্কর উদর বেদনা; শীতল জল পানে বমন নিবারণ, জল বমন সহযোগে প্রচুর অশ্রুস্রাব, সরলান্ত্রে কৃমিবৎ কণ্ডূয়ন, গলদেশে আক্ষেপ ও তজ্জন্য বাকরোধ ইত্যাদি লক্ষণাপন্ন বিসূচিকা রোগে, আক্ষিপ্ত অবস্থায় কুপ্রম ব্যবহৃত হয়। আক্ষেপিক বিসূচিকায়ই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। কুপ্রম দ্বারা উপকার না দর্শিলে এবং হস্ত পদের অঙ্গুলী ও মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপ, অধিকন্তু তৎসহ মুখ ও নাসাশোষ, শ্লেষ্মা বা কৃমি বমন প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে সিকেলি সমধিক উপযোগী। অপর, বিসূচিকা রোগে শরীর নীলবর্ণ হইলে কুপ্রম প্রযোজ্য। এই রোগের প্রতিষেধক স্বরূপও কুপ্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ঔষধাকারে সেবন বা গাত্রে তাম্রপত্র ধারণ ব্যবস্থেয়। ১৮৬৬ সালে প্রক্টর সাহেব ৯৮ জন পূর্ণ বিকসিত বিসূচিকার রোগী চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহার ৮৪ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন যে খল্লী নিবারণে কুপ্রম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, বমন নিবারণেও ইহার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। তাঁহার সংস্কার এই যে পতনাবস্থায় কুপ্রমের প্রতি যতদূর নির্ভর করিতে পারা যায় অন্য কোন ঔষধের উপর তত পারা যায়না। অপর এতদ্দ্বারা পাকাশয়ের শান্তনা জন্মিয়া অন্যান্য ঔষধ ও পেয় ধারণে বিলক্ষণ সাহায্য হয়। (সংকৃত বিসূচিকার চিকিৎসা দ্রষ্টব্য)।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—স্নায়ুতে কুপ্রমের বিষ-ক্রিয়া দর্শিয়া খল্লী ও পক্ষাঘাত জন্মে। শূল; স্থানিক বা সর্ব্বাঙ্গীন, প্রবল বা অপ্রবল আক্ষেপ;

সামান্য কম্পন বা দড়কা (কনভলসন); কখন কখন স্বরযন্ত্র বা বায়ুনলী-ভুজের আক্ষেপ ও অত্যন্ত শ্বাস-কষ্ট কুপ্রমের বিষ-লক্ষণ। এজন্য আক্ষেপে কুপ্রম ব্যবহৃত হয়। জঙ্ঘা পৃষ্ঠের থল্লীতে ডাঃ জোসেট ইহার দ্বাদশ ক্রম অমোঘ মনে করেন। সুতীব্র প্রসবান্ত-বেদনায় গরেন্সি এই ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন। বাল্যাবস্থার "কর-পদের আক্ষেপ" রোগেও ইহা উপযোগী। কারণ কুপ্রমজনিত আক্ষেপ শাখা, বিশেষতঃ হস্তাঙ্গুলী ও পদাঙ্গুলী হইতে আরম্ভ হয়। ডাঃ গরেন্সি বলেন যে এই সকল আক্ষেপিক রোগে আক্ষেপের আবেশের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অস্থিরতা কুপ্রমের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। তাণ্ডব রোগ, বিশেষতঃ উরুশাখার অথবা শরীরের এক পার্শ্বের তাণ্ডব ও তৎসহ রোগাক্রমণের পূর্ব্বে বা রোগ আক্রমণ সময়ে বায়ুশূল এবং তৎপরে পীড়িত অঙ্গের পক্ষাঘাত। ডাঃ হিউজ বলেন যে তাণ্ডব রোগে একটিয়া, এগেরিয়স, বা ষ্ট্রামোনিয়ম প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা পেশীর অতি চাঞ্চল্য শান্ত হইলে কুপ্রম সেবনে উহার স্থিরতা জন্মে। স্নায়বীয় পীড়াজনিত বিবর্ণতা, দুর্ব্বলতা, শীতলতা, অবসন্নতা, অরুচি, মুখমণ্ডলের মলিনতা ও নাড়ীর মন্দগতি, অস্থিরতা, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও অবিরত অস্বচ্ছন্দতা। উন্মাদ, বালাক্ষেপ। হস্ত ও বাহুর পক্ষাঘাত, কুপ্রমসূচক পক্ষাঘাত ও প্লম্বম সূচক পক্ষাঘাতে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে উভয় প্রকার পক্ষাঘাতেই পেশীর অত্যন্ত শীর্ণতা জন্মে। উদ্ভেদ বিলোপ বা দন্তোদ্গম হেতু মস্তিষ্ক-বিকারে কুপ্রম এসেটিকম বিশেষ ফলপ্রদ। মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠ-বংশজ মস্তিষ্ক-ঝিল্লীপ্রদাহেও ইহা উপকারী। ইউরিমিয়া জনিত আক্ষেপ।

পরিপাকযন্ত্র।—প্রাচীন বমন ও উদরাময়, বিসূচিকার অতিসার; সাংঘাতিক অন্ত্রাবৃত্তির আক্ষেপ ও বমন, কোন কোন প্রকার অন্ত্রশূল; পাকাশয় প্রদাহ, গলাধঃকরণে কষ্ট (ডিসফেজিয়া)। মুখে ধাতব আস্বাদ। অন্ত্রে কর্ত্তন ও বিদারণবৎ বেদনা। **ত্বক।**—কোন কোন প্রকার কচ্ছু (পাঁচরা) তাম্র দ্বারা আরোগ্য হয়। শল্কবিশিষ্ট চর্ম্মরোগ, ও পুরাতন ক্ষতেও ইহা ব্যবহার্য্য।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা কুপ্রম এসেটিকম ও কুপ্রমসলফও

ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সকল কুপ্রমের ক্রিয়ার কোন ইতর বিশেষ নাই।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অস্থিরতা ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন সহ মানসিক যাতনা। (এক, আর্স, রস) মৃত্যুবৎ উৎকণ্ঠার আবেশ।

মস্তক।—উপরের দিকে দৃষ্টি করিলে শিরোঘূর্ণন (ক্যাল, গ্রাফ), মস্তক যেন সম্মুখের দিকে পড়িবে এরূপ অনুভব, ও দৃষ্টি-বিলোপ। মস্তিষ্কে ঘৃষ্টবৎ বেদনা (বেলি), এবং চক্ষু ঘুরাইলে চক্ষু-কোটরেও ঐ প্রকার বেদনা। মূর্দ্ধাদেশে কীট-চারণা অনুভব। (অ্যাঙ্গ-না, ফসচ)।

চক্ষু।—আলোকের অপরিস্ফুটতা। চক্ষে চাপবৎ বেদনা। চক্ষুর আক্ষেপিক ও অস্থির গতি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে চক্ষুতে প্রবল কণ্ডূয়ন।

কর্ণ।—যে কর্ণের উপর ভর দিয়া শয়ন করা যায় সেই কর্ণে প্রাতে শয়নাবস্থায় দূরবর্ত্তী ঢাকের শব্দের ন্যায় শব্দ শুনা যায়, শয্যা হইতে উঠিলে আর উহা থাকে না। কর্ণের অভ্যন্তরে ও পশ্চাতে ছিন্নবৎ বেদনা।

নাসিকা।—নাসিকায় অধিক পরিমাণ রক্ত-সঞ্চয়বৎ অনুভব।

মুখমণ্ডল।—নীলবর্ণ ওষ্ঠ সহ মুখমণ্ডলের ঈষৎ নীলবর্ণ। (কার্বো ভেজ)। ম্লান, উৎকণ্ঠাপূর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ মুখাকৃতি। (আর্স)। মুখমণ্ডলের আক্ষেপিক বিকৃতি। (সিক)

মুখ-মধ্য।—মুখে তিক্ত আস্বাদ।

গল-মধ্য।—তরল দ্রব্য গিলিবার সময় গলায় শব্দ। গলায় আকুঞ্চন ও তীব্র বেদনানুভব।

আমাশয়।—অতিশয় বিবমিষা। (এণ্টিম টা, ইপি)। ক্ষুধাহীনতা। বারংবার নিষ্ফল বমন চেষ্টা, প্রবল বেগে বমন। অবিরত উদ্গার। শীতল জলপানে বমনের নিবৃত্তি। * আমাশয়ে অতিশয় চাপ, ও তৎসহ মধ্যে মধ্যে আকুঞ্চক বেদনা। আমাশয় ও উদরোর্দ্ধ প্রদেশে অত্যন্ত যন্ত্রণা-প্রদ বেদনা।

উদর।—* উদরের উত্তপ্ততা ও স্পর্শাসহত্ব। (বেল, মার্ক)। উদরের পেশীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন। * বিবমিষা সহ প্রবল শূল-বেদনা, কর্ত্তনবৎ ও আকৃষ্টবৎ বেদনা।

মল।—বেদনা সংযুক্ত হরিদ্বর্ণ মল, তৎসহ প্রবল কর্তনবৎ বেদনা ও কুন্থন। (মার্ক)। জলবৎ অতিসার। (আর্স, সিক্ক, পডো)।

মূত্র-যন্ত্র।—রাত্রিতে শয্যায় মূত্রত্যাগ। (আর্স, কষ্ট, পলস)।

শ্বাস-যন্ত্র।—অবিরত স্বর-ভঙ্গ, একটী কথাও বলিতে পারা যায়না। শ্বাসের প্রতিবন্ধকতা সহ কাস। নাসিকা হইতে রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণ সহ অতিশয় শ্রান্তিজনক কাস। পানান্তে বক্ষঃস্থলের বেদনাবিশিষ্ট সঙ্কোচন। শ্বাস কষ্টের আক্ষেপিক আবেশ; বক্ষঃস্থল আকুঞ্চিত, ও শ্বাস-ক্রিয়া কষ্ট-সাধ্য, এমন কি প্রতিরুদ্ধ প্রায় অনুভব। (সিকিউ)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—সকল অঙ্গে খল্লী। (সলফ)। অঙ্গ-দৌর্ব্বল্য। বাহুতে ও হস্তে উৎক্ষেপ। (সিক)। দক্ষিণ হস্ত ও বাহুর সম্মুখভাগে এক প্রকার বিশেষ আকুঞ্চন, দীর্ঘতা, ও ইচ্ছার অনধীনতা অনুভব। জঙ্ঘা-পৃষ্ঠের পেশীতে আক্ষেপ ও খল্লী। (* সলফ, ভিরেট)। গুলফদেশে অতিশয় দুর্ব্বলত্ব অনুভব।

দেহ।—ইন্দ্রিয়গণের অতিশয় প্রখরতা সহ স্নায়বীয় কম্পন। (কামো, সিক্ক, কফি)। পেশী ও কণ্ডরার সঙ্কোচন। (ষ্ট্রামো, জিঙ্ক)। মস্তিষ্ক রোগ সংসৃষ্ট হরিতাক্ষেপ। (বেল, হেল, হাইয়স, ষ্ট্রামো)। অপস্মারের ন্যায় আক্ষেপ, কম্পন, চিৎকার ব্যতীত অচেতন হইয়া পতন; মুখ হইতে ফেণা নিঃসরণ; পরে শিরঃপীড়া। দন্তোদ্ভেদকালে শিশুদিগের আক্ষেপ। (ক্যাক)। অস্থিরতা, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ও অবিরত অস্বচ্ছন্দতা। সন্নিপাত।

উপচয়।—সংস্পর্শে, ও বমনে বৃদ্ধি।

উপশম।—শীতল জল পানে উপশম।

আয়ুর্ব্বেদীয় ক্রিয়া।—পরিবর্ত্তক, বমনকারক, ও বিরেচক। অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, যকৃত, প্লীহা, পাণ্ডু, চর্ম্মরোগ ও অতিসারাদিতে ব্যবহৃত হয়। সন্নিপাত জ্বরে—স্বচ্ছন্দ ভৈরব রস, প্লীহা যকৃতে—মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহ, গুল্মরোগে—গুল্মকালানল রস, শ্বাসরোগে—সূর্য্যাবর্ত্ত রস, ও চর্ম্মরোগে তাম্রেশ্বর প্রভৃতি ঔষধের প্রধান উপাদান তাম্র।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—আগ্নেয়, বলকারক ও সঙ্কোচক; কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায়, বমনকারক; বিষমাত্রায়, পাকাশয় ও অন্ত্রে প্রদাহ, মুখে ধাতব আস্বাদ; বিবমিষা; বমন; পাকাশয় ও অন্ত্রে অত্যন্ত বেদনা, নীলবর্ণ ভেদ ও বমন; অত্যন্ত শিরঃপীড়া; অধঃশাখায় বিক্ষেপ, আক্ষেপ রোগ; পক্ষাঘাত; ও অচৈতন্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিনি, অণ্ডের শ্বেতাংশ; লৌহ, গন্ধক সেবনে ইহার বিষ-ক্রিয়া নষ্ট হয়।

কোনায়ম ম্যাকিউলেটম—স্পটেড হেমলক।

অম্বেলিফেরিজাতীয় কোনায়ম ম্যাকুউলেটম বৃক্ষ আসিয়া ও ইউরোপ খণ্ডে জন্মে। পুষ্পিত ও ফলশালী বৃক্ষ হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। এই হেমলকের রস পান করিয়া মহাত্মা সক্রেটিসের প্রাণ-বিয়োগ হইয়াছিল।

ক্রিয়া।—গতিশক্তিসাধিনী স্নায়ুপ্রান্ত কোনায়মের ক্রিয়া দর্শে, বিশেষতঃ এই সকল স্নায়ুর প্রান্তদেশে ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া পক্ষাঘাতের ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন হয়, এবং গ্রন্থিগুল আক্রান্ত হইয়া উহাতে রক্তাধিক্য, কাঠিন্য ও বিধান-বিকার জন্মে। এই শেষোক্ত অবস্থায়ই কোনায়মের বিশেষ ক্রিয়া দৃষ্ট হয় এবং এতদ্দ্বারা গণ্ডমালা ও কর্কটিকা রোগে অতিশয় উপকার দর্শে। বৃদ্ধ, বিশেষতঃ বৃদ্ধ পুরুষদিগের রোগেই কোনায়ম সমধিক উপযোগী।

অধিকার।—বৃদ্ধ, বিশেষতঃ বৃদ্ধাদিগের পক্ষাঘাত, কর্কটিকা ও গণ্ডমালা জনিত রোগ। সঙ্গম-প্রবৃত্তির অতি সংযম বা অতিরিক্ত চরিতার্থতা জনিত মন্দফল। সংঘাত বা ঘর্ষণবশতঃ গ্রন্থির পীড়া। গ্রন্থির বিবর্দ্ধন, কাঠিন্য বা কর্কটিকা। গুল্মবায়ু; অবসাদ-বায়ু, গণ্ডমালা, কর্কটিকা, আভিঘাতিক বিদগ্ধদৃষ্টি (ছানি), অশ্মরী, বহুমূত্র, অগ্নিমান্দ্য।

ডাঃ গবেন্সি বলেন যে মূত্রত্যাগকালে মধ্যে মধ্যে মূত্রপ্রবাহ স্থগিত হওয়া; শয়নাবস্থায় পাশ ফিরিলে মাথা ঘোরা, এবং ঋতুকালে স্তনের বেদনা, স্ফীততা ও কঠিনতা কোনায়মের বিশেষ প্রযোগ-লক্ষণ।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

কাস।—শুষ্ক কাস, কাসের পূর্ব্বে গলকণ্ডূয়ন; এই কাস শয়ন, উপবেশন ও হাস্য করিলে বৃদ্ধি পায়। স্নায়বীয় কাস; বোধ হয় যেন স্বরযন্ত্রের কোন এক স্থান শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কোনায়ম প্রয়োগ সূচক কাস সায়াহ্নে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি পায়।

অবসাদ-বায়ু।—জননেন্দ্রিয় জনিত অর্থাৎ জরায়ু রোগ, এবং মৈথুন-বিবর্জ্জন বশতঃ অবসাদ, ভীরুতা, নীরবতা, আসঙ্গলিপ্সাহীনতা ও একাকী থাকিতে আশঙ্কালক্ষণাপন্ন অবসাদ বায়ু (হাইপোকণ্ড্রি-এসিস) রোগে কোনায়ম বিশেষ উপযোগী।

রজঃলোপ।—ডিম্বাশয়ের ক্রিয়াহীনতা বশতঃ প্রথম রজোদর্শন বিলম্বে কোনায়ম বিশেষ ফলপ্রদ।

রজঃস্তম্ভ।—দীর্ঘকাল স্থায়ী রজঃস্তম্ভ রোগ, ধাতুগত কারণ ব্যতীত সমুৎপন্ন হইলে এই ঔষধে আরোগ্য হয়।

বহুপাদ।—জরায়ুর বহুপাদে (পলিপস্) কোনায়ম উপযোগী।

কর্কটীকা।—স্তনের কর্কটিকা রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। স্তনের শর্করার্ব্বুদে (ওপেন বুডিং ক্যানসর) কোনায়ম ধাবন অত্যন্ত বেদনা নিবারক। ওষ্ঠ ও আমাশয়ের কর্কট রোগেও এতদ্দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে উপকার দর্শে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

স্নায়ুমণ্ডল।—অধঃশাখার পক্ষাঘাত, এই পক্ষাঘাত পাদদেশে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়; সংন্যাস রোগের পরবর্ত্তী পক্ষাঘাত। কোনায়মের বিষ ক্রিয়ায় সক্রেটিসের নিম্নাঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত অবশ হইয়া মৃত্যু হইয়াছিল। অবসাদ বায়ুজনিত বিষণ্ণতা; স্মৃতিক্ষীণতা; উত্তেজনা সহ স্নায়বীয় আক্রমণ (বায়ু প্রকোপ); অক্ষিসঞ্চালন অথবা বৈরক্তি বশতঃ বৃদ্ধি পায় এরূপ শিরঃপীড়া; মাথা নোয়াইয়া উঠিবার সময়, নীচের তলায় নামিবার কিম্বা তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরাইবার সময় শিরো

ঘূর্ণন। **চক্ষু ইত্যাদি।**—গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পূয, ক্ষত, আলোকাসহ্যতা, অতিশয় জ্বালা ও কণ্ডুয়নযুক্ত অক্ষিপুট-প্রদাহ; প্রদাহ ব্যতীত আলোকাতঙ্ক ও দাহক অশ্রুস্রাব লক্ষণে কোনায়ম ফলপ্রদ। ডাঃ হিউজ বলেন যে কোনায়ম প্রকৃত গণ্ডমালায় ঔষধ। এতদ্দ্বারা গ্রন্থির স্ফীততা (বিশেষতঃ কঠিন হইলে) হ্রাস পায় এবং শ্লৈষ্মিকের আলোকাতঙ্ক দূরীকৃত হয়। দূরদৃষ্টি রোগ (বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের)। গণ্ডমালাগ্রস্তদিগের পক্ষে নির্দিষ্ট। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্লেশজনক অনুভবাধিক্য। **জনন ও মূত্রযন্ত্র।**—আঘাতাদি কারণে স্তন এবং অন্যান্য গ্রন্থির কঠিন স্ফীততা ও রক্তপূর্ণতা। স্তন ও মুষ্কের পীড়া। রজঃবৈষম্য। ডিম্বাশয়ের ক্ষীণতা। গর্ভাশয়ের আক্ষেপ। আঘাতবশতঃ অণ্ডের স্ফীততা। ধ্বজভঙ্গ ও বন্ধ্যাত্ব। বারংবার মূত্রস্রাব, পুনঃ পুনঃ স্থগিত ও প্রবাহিত মূত্রধারা। ডিম্বাশয় ও অণ্ডের উপর এই ঔষধের বিলক্ষণ ক্রিয়া দর্শে। সুতরাং স্ত্রীদিগের স্বল্পরজঃ ও গর্ভধারণে অক্ষমতায় এবং পুরুষদিগের জননেন্দ্রিয়ে প্রবল রক্তাধিক্য, এবং উহার উপদাহ ও ক্ষীণতা জনিত উৎপাদিকা শক্তির হ্রস্বতায় কোনায়ম সেবনে অনেক সময় বিলক্ষণ উপকার দর্শে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অপ্রফুল্লতা, (লাইক, প্লাটি পলস, প্রফুল্লতা, ক্রোক, ল্যাক) সহজে স্মরণ রাখা যায় না। * কার্য্য করিতে অপ্রবৃত্তি, (নাইট এসি, ফস। —কথা বলিতে অনিচ্ছা, ডিজি, ফস-এসি) চকিত প্রবণতা, (ফস দ্রষ্টব্য) * মানসিক পরিশ্রমে অশক্তি। (জেলস, নক্স, ফস-এসি)।

মস্তক।—* শিরোঘূর্ণন, বিশেষতঃ শয়ন সময়ে অথবা শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কালে। (শয্যা হইতে উঠিয়া বসিবার সময়, বা গাড়ীতে উঠিবার সময়, ককিউ।—উপরের গৃহে উঠিবার সময় ক্যাল্ক কা) বিবমিষা সহকারে এক পার্শ্বের শিরঃপীড়া (কালী-কা দ্রষ্টব্য) মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ও পশ্চাৎগ্রীবায় ছিন্নকর বেদনা। শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন মস্তক অত্যন্ত পূর্ণ রহিয়াছে এবং বিদীর্ণ হইবে, (বেল, ব্রাই, মার্ক) কপালে তীক্ষ্ণ বেদনা। কেশ পতন।

চক্ষু।—চক্ষে শীতলতা অনুভব, (জ্বালা ও কণ্ডূয়ন, আর্স, কষ্ট) চক্ষুর শ্বেতাংশের পীতবর্ণ, (ক্যাম, চায়না) দৃষ্ট বস্তু রক্তবর্ণ দেখায়, (বেল।—পীতবর্ণ, ক্যান্থ।—কৃষ্ণবর্ণ, ক্যাপ) দৃষ্টিরোধ। * দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা। * চক্ষুর দুর্ব্বলতা ও আলোকাসহ্যতা, তৎসহ শিথিলরূপে বাহু ও জঙ্ঘার দুর্ব্বলতা, এবং শিরোঘূর্ণন; বিচরণকালে মদিরামত্তের ন্যায় আন্দোলিত গতি।

কর্ণ।—উভয় কর্ণে সূচীবেধ, (অপিচ কালী-বা, নাইট্‌ এসি।—কর্ণে স্পন্দন, হিপার, রস।—মার্ক দ্রষ্টব্য) কর্ণ-নাদ, (চায়না দ্রষ্টব্য) শ্রুতিশক্তির কষ্টকর আধিক্য, এরূপ বেল, ফস এসি।—শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা আর্স, * ক্যাল্ক হিপার * ফস)। রক্তবর্ণ কর্ণ-মল।

মুখমণ্ডল।—রাত্রিতে স্নায়ুশূল, মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বে ছিন্নকর বেদনা, (বাম পার্শ্বে কর্ণ ও মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেদনা, কলো) ওষ্ঠের কর্কটিকা, (জ্বালা সংযুক্ত * আর্স) নিম্নের দন্তে গণ্ডাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত আকৃষ্টবৎ বেদনা। গলার আকুঞ্চন।

আমাশয়।—পাকাশয়ে জ্বালা সহকারে অম্ল উদ্গার। * ভুক্ত দ্রব্যের গন্ধবিশিষ্ট উদ্গার, (এন্ট ক্রু, ক্যাল্ক, * চায়না * পল্স) অম্ল ও লবণাক্ত খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা, (হিপার দ্রষ্টব্য) * কফি চূর্ণের ন্যায় পদার্থ বমন, (* ইপি দ্রষ্টব্য) পাকাশয়ে আক্ষেপিক বা নখাঘাতের ন্যায় বেদনা (কলো, নক্স)।

উদর।—নিম্ন উদরে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা, (* কলো, ভিরেট) নিম্ন উদর হইতে বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বপর্য্যন্ত বিস্তৃত * সূচীভেদ। নিম্ন উদরে আটোপ।

মল।—ঘন ঘন বৃথা মলবেগ সহ কোষ্ঠবদ্ধ, (এনেক, লাইক, * নক্স) তরল পুরীষ; কঠিন পিণ্ড মিশ্রিত মল বিশিষ্ট উদরাময় (লাইক, * নক্স; অজীর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত জলময় মল, চায়না, * ফির, আইরিস, * পডো) মলত্যাগ কালে সরলান্ত্রে উত্তাপ ও জ্বালা। মলত্যাগের পর দুর্ব্বলতা ও কম্পন। (ফস)।

মূত্র-যন্ত্র।—গাঢ়, শ্বেতবর্ণ ও আবিল মূত্র (কস-এসি) * মূত্র, সহজে নিঃসারিত হয় না, থাকিয়া থাকিয়া বাহির হয় (ক্লিম)। (এক এক বারে কেবল কএক বিন্দু মাত্র নিঃসারিত হয় এবং উহার সহিত কখন কখন রক্ত মিশ্রিত থাকে, * ক্যান্থ, নক্স) প্রস্রাব করিবার সময় মূত্রমার্গে কর্ত্তনবৎ বেদনা. (প্রস্রাব ত্যাগের পর জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা, ক্যাপ, নাইট-এসি) * অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা বশতঃ বৃদ্ধ ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের পীড়া।

জননেন্দ্রিয়।—(পুং) —* লিঙ্গোদ্রেক ব্যতীত সঙ্গম-প্রবৃত্তি। (এগনস)। * স্ত্রীলোকের সহিত পরিহাসকালে রেতঃস্রাব। অণ্ডের স্ফীতন্ত।। (এক এগনস)। (স্ত্রী)—নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অতি অল্প পরিমাণ রক্তঃস্রাব (* নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অধিক পরিমাণ রক্তঃস্রাব, * বেল, * ক্যাল্ক।—পলস দ্রষ্টব্য) ঈষৎ কপিশবর্ণ রজঃ। * ঋতু-কালে, অধোঙ্গে উপদাহবৎ বেদনা এবং শয়ন করিলে শিরোঘূর্ণন। শুভ্রবর্ণ উগ্র শ্বেতস্রাবী জলাকর স্রাব প্রদর (ক্রিয়ো, পলস) কাঠিন্য, ক্ষত ও শ্বেতপ্রদর সংকোচনে কণ্ডুয়ন (কোন বস্তু টিপে উত্তোলন চেষ্টা বশতঃ বন্দ, * রস, নক্স।—সংঘাতজনিত কষ্ট, জেল, ওপি।—পলস দ্রষ্টব্য) জরায়ু গ্রীবাদেশে জ্বালা ও বেদনা। * ডিম্বাশয়ের কাঠিন্য ও স্ফীততা, (এপিস দ্রষ্টব্য) * স্তনের কাঠিন্য, ঋতুস্রাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে অতিশয় বেদনা, (স্তনের ক্লশতা, * আইয়োড)। * জরায়ুর কাঠিন্য। (অরম, কার্ব্ব-এ)। বামস্তনে সূচী-বেধ।

শ্বাস-যন্ত্র।—রাত্রিতে শুষ্ক, বিরক্তিকর কাস, * শয়ন করিলে উহা বৃদ্ধি পায়, (* হাইয়স, পলস) গর্ভাবস্থায় কাস, স্বরযন্ত্রে কীটসঞ্চরণ বা কণ্ডুয়ন সহযোগে উদ্রিক্ত শুষ্ক কাস, বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায়, (* নক্স-ম, স্যাবি।—কাস বশতঃ, অথবা ভয় প্রাপ্তির পর গর্ভস্রাবাশঙ্কা, একন) বিচরণ সময়ে শ্বাস-হ্রস্বতা, (উপরের গৃহে উঠিবার সময় শ্বাসহ্রস্বতা, আর্স, * ক্যাল্ক-কা)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—মণিবন্ধ সন্ধিতে কড় কড় শব্দ। নড়িবার সময় জানুসন্ধিতে কড় কড় শব্দ। পদের শীতলতা। জঙ্ঘার কষ্টকর অনম্যতা। সর্ব্বাঙ্গের কম্পন, অঙ্গুলীপৃষ্ঠের কণ্ডুয়ন।

দেহ।—বিচরণ সময়ে সহসা শক্তি-লোপ। পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্বলতা ও শ্রান্তি। প্রাতে শয্যায় অতিশয় ক্লান্তি ও বিবমিষা অনুভব; আঘাত ও সজ্ঘাতের পর গ্রন্থির স্ফীততা এবং তাহাতে তুরতুর ও সূচী-বেধ।

জ্বর।—নাড়ীর গতি বিষম; সাধারণতঃ মৃদু ও পূর্ণ। প্রাতে পূর্ব্বাহ্নে শীত, (অপরাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে শীত, নাইক, * পলস) রৌদ্র সেবার ইচ্ছা সহকারে শীত। (বাহ্য উত্তাপে উপশমিত হয় এরূপ শীত, আর্স, কালী-কা, * ইগ্নে) অতিশয় স্নায়বীয়তা সহকারে দাহ। ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ নিদ্রাকালে।

চর্ম্ম।—গ্রন্থির স্ফীততা ও কাঠিন্য, সন্ধ্যাকালে উহাতে বেদনা; রক্তময় দুর্গন্ধি দূষিত আস্রাব বিশিষ্ট ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ক্ষত, (আর্স ক্রটেন্স; শিরিষের ন্যায় আঠাল স্রাব, * গ্রাফ; কর্কটিকার ক্ষত) রসস্রাবী স্ফোট (ক্যালক. ডলক, গ্রাফ)।

উপচয়।—রাত্রিতে, বিশ্রামকালে; উপবিষ্ট থাকিলে; আহারকালে; ও শয়নকালে বৃদ্ধি।

উপশম।—সঞ্চালনে, বিশেষতঃ বিচরণে উপশম প্রাপ্তি।

উপযোগিতা।—বৃদ্ধ, বৃদ্ধা কুমারী, দৃঢ় শরীর-তন্তু বিশিষ্ট স্ত্রীলোক; গণ্ডমালা ও কর্কটিকাগ্রস্ত ব্যক্তি, অকালবৃদ্ধ বালকদিগের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—* অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবার মন্দফল (ফস এসিড) * স্তনের প্রস্তরের ন্যায় কাঠিন্য, (ব্রাই, ফাইটো) * ঋতুর পূর্ব্বে স্তন বেদনা।

এলোপ্যাথিক ক্রিয়া।—অবসাদক, বেদনানিবারক, আক্ষেপনিবারক, শোষক ও পরিবর্ত্তক। বিষ মাত্রায়; দৃষ্টি বৈষম্য, প্রসারিত কনীনিকা, বাক্যের জড়তা, কম্প, প্রলাপ, পক্ষাঘাত, অচৈতন্য ও আক্ষেপিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোনায়মের সারের মাত্রা, ২-২০ গ্রেণ।

কোরেলিয়ম রুব্রম্—রেড্ কোরাল—প্রবাল।

ক্রিয়া।—কোরেলিয়ম প্রথমে স্নায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তর দিয়া শ্বাসযন্ত্রে ক্রিয়া করে। ইহার ক্রিয়া নিবন্ধন শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও আক্ষেপিক কাশ উৎপন্ন হয়। ফলতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র ও আক্ষেপিক কাশই ইহার প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

অধিকার।—আক্ষেপিক কাশ; হুপিংকাশ, শ্বাসকাশ; স্নায়বীয় কাশ; প্রতিশ্যায়, শ্লেষ্মাযুক্ত প্রদাহ, কোমল উপদংশ প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ।—বালকদিগের স্নায়বীয় কাশ, আক্ষেপিক শ্বাস ও হুপিংকাশে ডাক্তার টিষ্ট এই ঔষধ ব্যবহার করিতে দিতেন। ডাঃ হিউজ বলেন যে স্নায়বীয় উত্তেজক কাশ ও অন্যান্য আক্ষেপিক কাশে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ। ইহার ত্রিংশ ও দ্বাদশ ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মস্তক।—হঠাৎ সকালে অথবা মস্তক সঞ্চালনে কপালের অভ্যন্তর দিয়া বাতাস যাতায়াতের ন্যায় অনুভব। মস্তক প্রায় তিন গুণ বৃহত্তর অনুভূত হয়। অত্যন্ত তীব্র শিরঃপীড়া রোগী বেদনা বশতঃ এপাশ ওপাশ করে কিন্তু কিছুতেই শান্তি পায় না। কেবল উত্তেজক দাঁড়াইলে অল্প সময়ের জন্য বৃদ্ধি করিলে অবসাদের জন্য উপশম হয়। **চক্ষু।**—চক্ষু উত্তপ্ত ও যেমন বিদগ্ধ এবং তৎসহ যেন অশ্রুজলে সন্তরণ করিতেছে এপ্রকার অনুভব। বাম অক্ষি-গহ্বরের বহির্দিকের প্রাচীর হইতে শঙ্খাস্থি পর্য্যন্ত প্রসারিত আকৃষ্টবৎ বেদনা। **নাসিকা।**—শুষ্ক প্রতিশ্যায়, নাসিকার অবরুদ্ধতা; নাসারন্ধ্রের ক্ষত। প্রবল রক্ত প্রতিশ্যায় গন্ধশূন্য, গলিত বসার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট শ্লেষ্মা নিঃসরণ। রাত্রিতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। **মুখমণ্ডল।** বাম হনুর অস্থিতে সূচীবৎ বেদনা। নিম্ন হনুর সন্ধিস্থলে, সঞ্চালন করিলে বাতকণ্টকবৎ বেদনা। **গলমধ্য।**—বাম পার্শ্বের হনুর নিম্ন গ্রন্থির স্ফীততা ও বেদনা, গিলিবার অথবা মস্তক সম্মুখ দিকে নত করিবার সময় বেদনা বৃদ্ধি পায়। **পুং-জননেন্দ্রিয়।**—শিশ্নমুণ্ড ও মেঢ্র ত্বকের অভ্যন্তর ভাগের ক্ষতবিশিষ্ট আরক্ততা ও স্ফীততা, এবং উহা

হইতে এক প্রকার পীতের আভাযুক্ত হরিদ্বর্ণ দুর্গন্ধ পদার্থ ক্ষরণ। লিঙ্গ-মুণ্ডে ও মেঢ্র-ত্বকের অভ্যন্তর ভাগে লোহিতবর্ণ, চেপ্টা ক্ষত, ও সেই ক্ষত হইতে পীতাভ স্রাব নিঃসরণ। শ্বাসযন্ত্র।—দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিলে বোধ হয় যেন বরফের ন্যায় শীতল বায়ু শ্বাস-নলীর অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে তৎসহ কাশের উদ্রেক হয় এবং প্রাতঃকালে কাশিতে কাশিতে বহুকষ্টে বক্ষঃস্থল হইতে শ্লেষ্মা উঠে; কষ্টসাধ্য শ্বাসান। থামিয়া থামিয়া আক্ষেপিক কাশের আক্রমণ।

কোলিনসোনিয়া ক্যানেডেন্সিস্—ষ্টোনরুট।

এই বৃক্ষ উত্তর আমেরিকায় জন্মে এবং ইহার মূল হইতে ঔষধার্থে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—আমাশয় ও সরলান্ত্রে বিশেষতঃ সরলান্ত্রে ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। এবং এতদ্ব্যতীত হৃৎপিণ্ড ও জননেন্দ্রিয় ইহাদ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। অর্শ ও অর্শজনিত শারীরিক ক্রিয়াবিকার, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকারে এই ঔষধি বিশেষ ফলপ্রদ।

অধিকার।—সরলান্ত্রের পীড়া—রক্তসঞ্চয় জনিত অর্শ ও কোষ্ঠবদ্ধ। অতিসার। কোন কোন প্রকার বাতরোগে ও হৃৎপিণ্ডের পীড়ায়ও ইহা উপকারী। আদিম আমেরিকেরা দুষ্টব্রণ, সদ্যব্রণ ও বাতকণ্টক প্রভৃতি আরোগ্যার্থে ইহার ব্যবহার করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে আর্ণিকা যেরূপ ব্যবহৃত, আমেরিকায় কোলিন তদ্রূপ প্রলেপ (পোল্টিস) ও ধৌতরূপে প্রযোজিত হয়। সরলান্ত্রের পীড়া জনিত ভগকণ্ডূয়ন ও বাধকেও ইহা উপযোগী।

আময়িক প্রয়োগ।—ডাঃ হার্ট বলেন যে ক্ষুদ্র মাত্রায় কোলিনসোনিয়া দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসহ কুন্থন এবং মলত্যাগের পর মলদ্বারে মৃদু বেদনা জন্মে। অতএব রক্ত সঞ্চয় জন্য নিম্নান্ত্রের নিশ্চেষ্টতাসম্ভূত কোষ্ঠবদ্ধ ও অর্শে এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। অন্তঃসত্ত্বার মধ্য ও শেষভাগে প্রায়ই এই প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন এই ঔষধে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। সাধারণ অর্শেরও কোলিনসোনিয়া বিশেষ উপকারী ঔষধ। কোষ্ঠ-

বদ্ধ থাকিলে এবং এস্‌কিউলাস্‌ দ্বারা উপকার না দর্শিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। কোষ্ঠবদ্ধ সংযুক্ত জরায়ুরোগেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ডাঃ হেল বলেন যে এতদ্দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধ সংযুক্ত বাধক বেদনা, ভগ-কণ্ডূয়ন, ও কন্দ রোগে ফল দর্শে। গর্ভাবস্থায় ভগ কণ্ডূয়নেও ইহা উপযোগী। বৃহৎ মাত্রায় কোলিনসোনিয়া দ্বারা সরলান্ত্র উপদাহিত হইয়া অতিসার জন্মে, এবং সেই অতিসার সত্বর উদর-বেদনা ও কুন্থন লক্ষণাপন্ন রক্তাতিসারে পরিণত হয়। অতএব পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও অতিসারে উহা ব্যবহৃত হয়। সরলান্ত্রের প্রদাহে ও সাবলান্ত্রিক রক্তাতিসারে কোলিনসোনিয়া ভাল। জর সনকম। অর্শজনিত হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিকারেও এই ঔষধ উপযোগী। ডাঃ লড্‌লাম্‌ বলেন যে গর্ভ বা প্রসবকালীন অথবা উহার পরিণাম স্বরূপ অর্শরোগে কোষ্ঠবদ্ধ কিম্বা জরায়ুর প্রাচীন-প্রদাহ ও সামান্য স্থান-বিচ্যুতি থাকিলে এই ঔষধে অতিশয় উপকার জন্মে। গর্ভ বা প্রসব হইতে প্রথম উৎপন্ন পুরাতন অর্শে ইহার সমতুল্য ঔষধ আর নাই। ইহার দ্বিতীয় ক্রম ব্যবস্থেয়। সূক্ষ্ম আকারের জরায়-বিপর্য্যয়, বিশেষতঃ কন্দস যুক্ত, কোষ্ঠবদ্ধ বিশিষ্ট অর্শেও এতদ্দ্বারা সমুদায় উপদ্রব উপশমিত হয়।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

৩ম।— মুখ দিকে অত্যুগ্র বেদনা। অর্শস্রাব।

পরিপাক যন্ত্র। — রক্তস্রাবযুক্ত বা রক্তস্রাবহীন অর্শ ও কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাধ্মান উদরবেদনা, ও অম্ল ফেণবৎ পাকাশয়ের দৌর্ব্বল্য জনিত অগ্নিমান্দ্য; দপদপে বেদনা বিশিষ্ট শিরঃপীড়া, মস্তকে পূর্ণতা বোধ ও কোষ্ঠবদ্ধ বা অর্শ জনিত অন্যান্য পীড়া, মলত্যাগ কালে অতিশয় কুন্থন ও বেদনা; মলদ্বারে কণ্ডূয়ন ও উত্তাপ, অর্শজনিত রক্তাতিসার, উদর বেদনা, আক্ষেপ, উদরাধ্মান, আমস্রাব, এবং কাঠানং জলীয় মল নিঃসরণ, এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট শিশুদিগের অতিসার ও বিসূচিকা। জিহ্বার মূলে বা অগ্রভাগে হরিদ্রাবর্ণ, ও মুখে তিক্ত আস্বাদ। পানাশয়ে খালধরার ন্যায় বেদনা সহ বিবমিষা। নিম্নোদরে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা। হৃৎপিণ্ড।

—হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুর উপদাহ; হৃৎপিণ্ডের অতিশয় স্নায়বীয় অনুভবাধিক্য। ক্রিয়া-বিকার জনিত অসুখ; দ্রুত নাড়ী, বক্ষঃস্থলে পূর্ণতা অনুভব, শ্বাস-কষ্ট ও মূর্চ্ছা (একন)। **স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়।**—অর্শসম্ভূত রজোনষ্ট. অতি-রজঃ, জরায়ু নির্গমন, শ্বেতপ্রদর ও রজোবৈষম্য। রজোলোপ বশতঃ অর্শ-শিরা হইতে শোণিত স্রাব। বস্তিকোটরে রক্তসঞ্চয়, কোষ্ঠরোধ বা অর্শ সম্বলিত রজঃকৃচ্ছ্র। কৃত্রিম ঝিল্লিস্রাবী রজঃকৃচ্ছ্র। বস্তিকোটরে (পেশির) রক্তসঞ্চয় অথবা গর্ভাশয় নিবন্ধন প্রসববেদনাবৎ বেদন। গর্ভাবস্থায় অর্শ সহকারে মলবোধ, অথবা পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ। কোষ্ঠবদ্ধ অর্শ। প্রাচীন জরায়ুপীড়া বশতঃ অর্শ। এই সকল পীড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় অ[illegible] বিদ্যমান থাকে। সরলান্ত্র অথবা অন্ত্রের [illegible] আনুষঙ্গিক জ্বর [illegible] পীড়াতেই এই ঔষধে আরোগ্য হয়

ক্যাক্টস গ্র্যাণ্ডিফ্লোরস—মিডনাইট ব্লুমিং সিরিয়স।

বারাবৈশী জাতীয় এই উদ্ভিদ মেক্সিকো এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান দ্বীপ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। সমশীতোষ্ণে ইহা তত উৎকৃষ্ট ও সতেজ হয় না; সুতরাং উহাতে [illegible] জন্মে না। ইহার কোমল শাখা ও ফুল হইতে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—হৃৎপিণ্ড, ধমনী ও [illegible] ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। ক্যাক্টস প্রয়োগে এই সকল যন্ত্রের স্নায়ুর উপদাহ ও স্থানে রক্তসঞ্চয় উৎপন্ন করে। ইহার বিশেষ প্রকৃতি এই যে ইহদ্বারা শরীরের নানা স্থানে, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ড প্রদেশে লৌহ তারের দ্বারা আবদ্ধবৎ এক প্রকার আকুঞ্চন অনুভূত হয়।

অধিকার।—হৃৎপিণ্ডের ও অন্যান্য অঙ্গের আকুঞ্চন। হৃদ্রোগ ও বৃহৎ বৃহৎ রক্তবহা নাড়ীর পীড়ায় এই ঔষধে রক্তসঞ্চয় নিবারণ ও উপদাহ বিদূরিত হয়। [illegible] বশতঃ বিশেষতঃ বামপার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষমতা, [illegible] হৃৎপিণ্ডের উপদাহ ও [illegible]

ক্রিয়ার বেগাধিক্য ও বিষমানাড়ী; হৃৎপিণ্ডের তরুণ ও পুরাতন প্রদাহ; হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চন অনুভব, বোধ হয় যেন লৌহ হস্ত দ্বারা হৃৎপিণ্ড ধৃত ও চাপিত হওয়াতে উহার স্বাভাবিক ক্রিয়া অবরুদ্ধ হইতেছে। শিরঃপীড়া; মূর্চ্ছা ও হৃদস্পন্দন, শিরোঘূর্ণন নাসিকা হইতে অতিশয় রক্তস্রাব এবং স্ফীত ও আরক্ত মুখমণ্ডল সহযোগে মস্তকে তরুণ রক্তসঞ্চয়। বায়ুনলী ভুজপ্রদাহ। ফুসফুসপ্রদাহ। ফুসফুসাবেষ্টপ্রদাহ। রক্তকাস। বক্ষঃস্থলে রক্তসঞ্চয়। যকৃত প্রদাহ। প্রাত্যাহিক বিষম জ্বর।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

শিরঃপীড়া।—মস্তকোপরি ভার ও চাপানুভব সহ শিরঃপীড়া। ডাঃ লিপ বলেন রক্তমাদ্রীর ফলস্বরূপ এই প্রকার শিরঃপীড়া ক্যাক্টস সেবনে অনেক সময়ে আরোগ্য হইয়াছে। ডাঃ হিউজ বলেন যে বক্ষঃ-ক্ষীণতা বশতঃ এইরূপ শিরঃপীড়ায় এই ঔষধের উপকারিতার প্রতি তাঁহার অতিশয় বিশ্বাস আছে।

হৃৎস্পন্দন।—বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড আবর্ত্তিত হইতেছে অথবা দৃঢ়রূপে ধৃত হইয়াছে, হৃৎপিণ্ডের উৎক্ষেপণ ও ক্রিয়া বৈষম্য।

হৃদ্বেষ্ট প্রদাহ।—হৃৎস্পন্দন ও হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বল গতি।

হৃৎপিণ্ড-বিবর্দ্ধন।—হৃৎকপাটের পীড়া বশতঃ হৃৎপিণ্ড বিবর্দ্ধন রোধ।

হৃৎশূল।—হৃৎপিণ্ডে আক্ষেপ, বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড লৌহহস্ত দ্বারা আকৃষ্ট ও আকুঞ্চিত হইতেছে; আমবাত, হৃৎপিণ্ডের বাত।

স্ত্রী-রোগ।—স্বল্পরজঃ, অথবা তৎসহ অত্যন্ত বেদনা (পর্য্যায়ক্রমে সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হয়)। মূত্রাশয় গ্রীবা ও গর্ভাশয়ের আকুঞ্চন; অত্যন্ত জ্বালাসহকারে বিন্দু বিন্দু মূত্রস্রাব, গর্ভাশয় ও ডিম্বাশয়ে স্পন্দনশীল বেদনা প্রভৃতিতেও ক্যাক্টসের ব্যবহার আছে।

বাত।—ডাঃ ফেরিংটন বলেন যে ক্যাক্টসসূচক বিশেষ আকুঞ্চন লক্ষণের বিদ্যমানতায় তিনি ভাবেন্দ্রামের বাতেও এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

কোন কোন বিষয়ে ক্যাক্টস ঠিক একোনাইটের ন্যায় কার্য্য করে। কিন্তু

হৃদ্রোগে ইহার ক্রিয়া অনুপম। পুরাতন বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ, ফুসফুসবেষ্ট প্রদাহ, ফুসফুস প্রদাহ, রক্তবমন, প্রভৃতিও এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।— বিমর্ষতা, অপ্রফুল্লতা, (লাইক * প্লাট, পলস।—প্রসন্নতা ও প্রফুল্লতা, ক্রোক, * ল্যাক, অক্জ এসি) নীরবতা।

মস্তক।—মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে গুরুত্ব অনুভব সহ শিরাস্পন্দনশীল বেদনা। * মস্তকের ঠিক মধ্যস্থলে কোন গুরু বস্তু থাকার ন্যায় বেদনা, (এলো, ক্যান স্যা, কালী-বা।-সেল দ্রষ্টব্য); চাপ দিলে উপশম; আলোক ও শব্দে বৃদ্ধি।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে প্রচুর রক্তস্রাব, (বেল, হেম। রক্ত-প্রধান ব্যক্তিদিগের, একন, * বেল) নাসিকার দাহক তরল প্রতিশ্যায়, (এরম, লাইক, কালী স্যা)।

গলা।—গলনালীর আকুঞ্চন ও গলাধঃকরণে অসমর্থতা, (এলম, বেল হাইয়স, ষ্ট্রাম) ঘন ঘন লালা গলাধঃকরণ।

আমাশয়।—পাকাশয়ে আকুঞ্চন, শিরাস্পন্দন, বা গুরুত্ব অনুভব, (পলস দ্রষ্টব্য) * বোধ হয় যেন একটা রজ্জু দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইতেছে, (নক্স, প্লাট দ্রষ্টব্য) রক্তবমন, (আর্স, হেম, হাইয়স)।

মল।—কঠিন কাল মল, (গুটিকার ন্যায়, * ওপি) প্রাতঃকালে অতিসার, জলবৎ, আম বা পিত্তময় মল। গুহ্যদ্বার হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব (কাল-কা, ক্যাসকেরিলা, হেম দ্রষ্টব্য) মলদ্বারে অতিশয় গুরুত্ব অনুভব (* সিপিয়া) মলদ্বারের শিরার স্ফীততা ও বেদনা।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রাশয় গ্রীবার আকুঞ্চন (ক্লিম, পেট) মূত্রমার্গে অতিরিক্ত উপদাহ, বোধ হয় যেন মূত্রস্রাব হইবে। অতিশয় জ্বালা সহকারে বিন্দু বিন্দু মূত্রস্রাব, (কোন দ্রষ্টব্য) শুষ্ক তৃণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মূত্র, উহা হইতে রক্তবর্ণ রেণু অধঃপতিত হয়, (* লাইক, সিস।—কপিশবর্ণ রেণু লেকে) রক্তমূত্র, (ইপি, মিলিফো, নাইট এসি, সিক)।

জননেন্দ্রিয়।—(স্ত্রী)।—জরায়ু ও ডিম্বাশয়ে দপদপকর বেদনা, (সূচীবেধবৎ বেদনা, বেল, ব্রাই) জরায়ু প্রদেশে আকুঞ্চন অনুভব (গুরুত্ব অনুভব, জেল) * অত্যন্ত বেদনা বিশিষ্ট রজঃস্রাব (* ক্যাম, কুপ, * নক্স) নিয়মিত সময়ের অ ক পূর্ব্বে রজঃস্রাব।

বক্ষঃস্থল।—বক্ষঃস্থলে বন্ধনবৎ ও শ্বাসরোধক আকুঞ্চন অনুভব, (আর্স, লস দ) * শ্বাসকৃচ্ছ্র; শ্বাসরোগের আক্রমণ, মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম, এবং নাড়ী লোপ, (ভিরেট এল্ব) হৃৎপিণ্ডে তীব্র বেদনা ও সূচীবেধ, (স্পিজি।—ড্রেণ দ্রষ্টব্য) * হৃৎপিণ্ডে আকুঞ্চন অনুভব, বোধ হয় যেন উহা লৌহ হস্ত দ্বারা ধৃত হইয়াছে, (যেন নিপীড়িত হইতেছে, আইয়োড, আর্ণ, কালী কা) * হৃৎস্পন্দ; বিচরণে ও রাত্রিতে বামপার্শ্বে শয়নে উহা বৃদ্ধি পায় (সম্মুখ দিকে বক্ষঃস্থল অবনত করিলে বৃদ্ধি প্রাপ্তি, স্পাইজি।) আক্ষেপিক কাস সহকারে রক্ত নিষ্ঠীবন, (ইপিক) অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন সহকারে আক্ষেপিক কাস, (বেল দ্রষ্টব্য) চাপানুভব সহ বক্ষঃস্থলে বর্ষ্টিচ্ছেদবৎ বেদনা। শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।—হস্তের জলপূর্ণ স্ফীততা, বামহস্তে স্ফীততার আধিক্য। জানুপর্য্যন্ত বিস্তৃত পদের জলপূর্ণ স্ফীততা, (এপিস)।

নিদ্রা।—শরীরের নানাস্থানে স্পন্দন বশতঃ নিদ্রা হয় না। রাত্রিতে জাগরিত হইবামাত্র প্রলাপ, (ব্রাই দ্রষ্টব্য)।

জ্বর।—পূর্ব্বাহ্ণ দশটার সময় অল্প অল্প শীত, দন্ত-ঘর্ষণ। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা সহ জ্বালাকর উত্তাপ, শিরঃপীড়া ও তৎপরে ঘর্ম * বিষম জ্বর, প্রতিদিন ঠিক এক সময়ে শীত, (স্যাব) (অপরাহ্ণ একটার সময়), তৎপরে জ্বালাকর উত্তাপ, শ্বাসকষ্ট, জরায়ু প্রদেশে দপদপকর বেদনা, পরিশেষে অল্প অল্প ঘর্ম, এবং অতিশয় পিপাসা। পৃষ্ঠদেশে শীতলতা, বরফের ন্যায় শীতল হস্ত।

বিশেষ লক্ষণ।—শরীরের নানাস্থানে আকুঞ্চন অনুভব। পূর্ব্বাহ্ণে বৃদ্ধি; (অহিফেন) রাত্রিতে বৃদ্ধি; (হৃৎস্পন্দন, শিরঃপীড়া) বামপার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, (হৃৎস্পন্দন) আহারান্তে, (পাকাশয়ে গুরুত্ব অনুভব)।

ক্যানেবিস সেটাইভা—হেম্প।

আর্টিকেসী জাতীয় ক্যানেবিস সেটাইভা বৃক্ষ শীতপ্রধান দেশে জন্মে। ইহার পল্লব ও কুসুমিত অগ্রভাগ হইতে ঔষধার্থে অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া।—মূত্র-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ও মেঢ়ত্বকে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। এই ক্রিয়া বশতঃ প্রথমতঃ অতিশয় উপদাহ, তৎপরে প্রদাহ ও শ্লেষ্মাস্রাব হইয়া প্রমেহ-রোগ সদৃশ অবস্থা জন্মে।

অধিকার।—জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রের পীড়া। তরুণ প্রমেহ। মূত্রাশয়-প্রদাহ ইত্যাদি।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

প্রমেহ।—মূত্রমার্গের বেদনা, স্ফীততা; ও আরক্ততা, অধিক পরিমাণে আস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ ও পরিবর্দ্ধিকার (মৃদ) আশঙ্কা; এবং লিঙ্গোচ্ছ্বাস লক্ষণে প্রমেহের দ্বিতীয় অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। একোনাইট অথবা আবশ্যক হইলে ক্যান্থেরিস ব্যবহারে রোগের তীব্রতর লক্ষণ সমস্ত প্রশমিত হইলে ক্যানেবিস উপযোগী।

শ্বাস-কাস।—অতিশয় চাঞ্চল্য, শ্বাসকৃচ্ছ্র, সাঁই সাঁই শব্দ, শ্বাসের আক্রমণের যতই হ্রাস হয় ততই প্রচুর পরিমাণে গাঢ় ও পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন, এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট তরল শ্লেষ্মাস্রাবী শ্বাসকাস।

হৃদ্বেষ্ট-প্রদাহ।—বোধহয় যেন হৃৎপিণ্ড হইতে বিন্দুপাত হইতেছে।

কোষ্ঠবদ্ধ।—বোধ হয় যেন, গুহ্যদ্বার হইতে জলবিন্দু নিঃসৃত হইতেছে।

সূতিকোন্মাদ।—রোগিনী আপনাকে রাজ্ঞী ও দেবী বলিয়া মনে করে।

বাল-প্রদর।—জননেন্দ্রিয়ের স্ফীততা, উষ্ণতা ও আরক্ততা; মূত্রত্যাগে ক্লেশানুভব।

অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব।—মূত্র বেগুর উপদাহ জন্য অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব।

মত্ততা।—ক্যানেবিস সেবনে মদিরামত্ততার কুফল নিবারিত হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

মূত্রকৃচ্ছ্র; মূত্রাশয়ের পাক্ষাঘাতিক ক্ষীণতা; নিরুদ্ধ-প্রকাশের লক্ষণ, (ষ্ট্রিকচার); মূত্র ত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে জ্বালা ও সূচীবেধ অনুভবে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ক্যানেবিস, দ্বিতীয় দশমিক ক্রমে ব্যবহার করিয়া তৈলবৎ স্বল্প মূত্রস্রাব আরোগ্য হইয়াছে। গর্ভস্রাব ও রক্তসাধিক্য রোগে এবং তদানুষঙ্গিক অস্থ্যস্থ অবস্থায় এই ঔষধি কখন কখন ব্যবহার্য্য; রজো-বৈষম্যজনিত শিরঃপীড়া। ব্রহ্মরন্ধ্রে ভার অথবা মস্তকে জলবিন্দুপাতবৎ অনুভব, কিম্বা ভ্রূ-যুগলের উপরিভাগে বা চক্ষুর চারিদিকে অতীব্র বেদনা সহ স্নায়বীয় পীড়া। দৃষ্টির অস্বচ্ছতা. কৃষ্ণক্ষেত্রের কলঙ্কাদি বিলম্বদৃষ্টি রোগে এতদ্দ্বারা সময়ে সময়ে উপকার দর্শে। ফুসফুস প্রদাহ ও শ্বাসকাসেও ইহার ব্যবহার আছে।

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—বিমর্ষতা (ইগ্নে, ন্যাট মি, পল্স, রস)। আমাশয়-গহ্বরে ব্যাকুলতা অনুভব ও তৎসহ শ্বাস-কষ্ট ও হৃদস্পন্দ।

মস্তক।—মত্ততার ন্যায় অনুভব, (বেল, জেল, * নক্স, রস) মস্ত-কের মধ্যস্থলে ভারানুভব, বোধ হয় যেন মস্তকে শীতল জল পতিত হইতেছে (যেন বরফ স্থাপিত রহিয়াছে, ভিরেট-এব)।

চক্ষু।—চক্ষুর পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ দিকে চাপ। চক্ষে আক্ষেপিক আকর্ষণ অনুভব।

নাসিকা।—নাসিকার শুষ্কতা।

আমাশয়।—পঞ্জরের নিম্নে পাকাশয় গহ্বরের নিকটে অবিরত অতীব্র সূচীবেধবৎ যাতনা। বায়ু, তিক্ত বা কটু জল উদ্গার।

মলদ্বার।—সরলান্ত্রে ও ত্রিক-দেশে চাপানুভব, বোধ হয় যেন অন্ত্র নিম্নদিকে নামিয়া পড়িতেছে এবং বসিবার সময় বাহির হইয়া পড়িবে। মলদ্বারে আকুঞ্চক বেদনা, বোধ হয় যেন উরু দ্বয় একত্রিত আকৃষ্ট হইতেছে।

বক্ষঃস্থল।—শ্বাসরোগ, কেবল দাঁড়াইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে

বারবার, (শয়ন করিলে উপশম, সোর) শয়ন করিলে আযাসসাধ্য নিশ্বাস প্রশ্বাস ; শুষ্ক, বা হরিদ্বর্ণ নির্য্যাসবৎ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস, কার্ব্বো-ভে, ড্রোস, লাইক) * বারংবার শুষ্ক কাস। প্রবল হৃৎস্পন্দন, ক্যান্থ, ডিজি, স্পিজি, ভিরেট-এব) হৃৎপিণ্ড প্রদেশে কম্প ও স্পন্দন, (কষ্ট, নক্স-ভ। সূচীবেধ, ক্যাস, কষ্ট, ক্রিয়ো) হৃৎপিণ্ড হইতে বিন্দুপাত অনুভব; হৃৎপিণ্ডের কম্পন বেল) ।

মূত্রযন্ত্র ।—মূত্র-পিণ্ড প্রদেশে ঈষৎ যাতনা, (জ্বালা ও হুলবেধ, + ক্যান্থ।—দপ দপকর বেদনা ; রক্তময় ও অধিক পরিমাণ অণ্ডলালবিশিষ্ট মূত্র ; * বার্ব্ব-ভ, ওসিম-ক্যান। মূত্রে চিনি, * ইউরেনিয়ম) * মূত্রকৃচ্ছ্র, যন্ত্রণাপ্রদ মূত্রপ্রবৃত্তি, কয়েক বিন্দু রক্তময় জ্বালাকর মূত্রস্রাব, (* ক্যান্থ, নক্স) প্রস্রাব করিবার সময় মূত্রমার্গে জ্বালা ও হুলবেধবৎ যাতনা, (মূত্র ত্যাগের পরে, কান্থ, ক্যাপ, নাইট এসি) জলবৎ স্রাব বিশিষ্ট প্রমেহ, (সরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ স্রাব, ক্যাপ ; পীতবর্ণ পূযময় স্রাব, এগনস-কা ; পীতের আভাযুক্ত হরিদ্বর্ণ স্রাব, মার্ক ; পাতলা ঈষৎ হরিদ্বর্ণ স্রাব, থুজা) মূত্রমার্গ প্রদাহিত (রক্তময় স্রাবসহ, কান্থ) * লিঙ্গমুণ্ড ও মেঢ্র ত্বকের মলিন আরক্ততা। * মূত্রমার্গে জ্বালা ও বেদনা, প্রস্রাব করিবার সময় পশ্চাৎদিক হইতে সূচীবেধ। *সমগ্র মূত্রমার্গ প্রদাহিত ও স্পর্শ করিলে ব্যথিত অনুভূত হয় (আর্জ-নাইট) ; লিঙ্গোদ্রেক কালীন আকৃষ্টবৎ বেদনা মূত্র ত্যাগকালে, বিশেষতঃ মূত্রত্যাগের অব্যবহিত পরে জ্বালা (ক্যান্থ)। যখন প্রস্রাব না করা যায় তখন মূত্র-মার্গে সূচীবেধ (ক্যাপস)। দ্বিধারে মূত্র নিঃসরণ (ক্যান্থ)।

জননেন্দ্রিয় ।—(পুং)—মেঢ্রত্বকের প্রায় পরিবর্ত্তিকার ন্যায় স্ফীততা (থুজা) * লিঙ্গে দগ্ধবৎ বেদনা ; বিচরণে যাতনা। যন্ত্রণাপ্রদ লিঙ্গোদ্রেক (ক্যান্থ, থুজা), বিবর্দ্ধিত সঙ্গমলিপ্সা। মূত্রাশয়ের মুখশায়ী-গ্রন্থির স্ফীততা (পলস দ্রষ্টব্য)। লিঙ্গমুণ্ড ও মেঢ্রত্বকের মলিন আরক্ততা। দাঁড়াইলে অণ্ডকোষে আকর্ষণ অনুভব।

বিশেষ লক্ষণ ।—মূত্র ও জনন যন্ত্র, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, এবং মস্তিষ্ক-

কশেরুক স্নায়ুমণ্ডলে এই ঔষধের বিশেষ প্রভাব দর্শে। আহারান্তে, বা পরিশ্রম বশতঃ অতিশয় দুর্ব্বলতা; আলাপ বা লেখা বশতঃ দুর্ব্বলতা। মস্তকে; মলদ্বার হইতে; হৃৎপিণ্ড হইতে শীতল জলবিন্দু পতনের ন্যায় অনুভব।

ক্যানেবিস্ ইণ্ডিকা—গাঁজা—ভাং—সিদ্ধি।

ক্যানেবিস ইণ্ডিকার বিষ-ক্রিয়ায় ক্যাটালেপ্সি রোগের লক্ষণ জন্মে, এজন্য হোমিওপ্যাথিমতে ক্যাটালেপ্সি রোগে ইহা উপযোগী। পর্য্যায়শীল স্নায়বীয় শিরঃপীড়ায়ও ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হয়। ডাঃ গ্রে বলেন, যে জ্বর কালীন দৃষ্টিবিভ্রমেও এই ঔষধি সেবনে উপকার দর্শে। এলোপ্যাথেরা ক্যানেবিস ইণ্ডিয়া মস্তিষ্কউত্তেজক, নিদ্রাকারক, কামোদ্দীপক, মাদক, বেদনানিবারক, আক্ষেপনিবারক ও জরায়ুসংকোচক বলেন এবং ধনুষ্টংকার, জলাতঙ্ক, স্নায়ুশূল, বাতবেদনা, বিসূচিকা, রজঃলোপ, রজঃকৃচ্ছ্র, অতিরজঃ, জরায়ুর শিথিলতা প্রযুক্ত প্রসব বিলম্ব অথবা প্রসবান্তে অধিক রক্তস্রাব এবং ধ্বজভঙ্গ আদি রোগে ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ক্যান্থেরিস ভেসিকেটোরিয়া—ব্লিষ্টারিং ফ্লাই। স্পেনিশ্ ফ্লাই।

এই পতঙ্গ ইউরোপ খণ্ডে, রুস, সিসিলি ও হঙ্গেরি দেশে জন্মে। বিচূর্ণন ও পারকোলেশন দ্বারা এই মক্ষিকার ভৈষজ্যগুণ সংগৃহীত হয়।

ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্ম্মেই ক্যান্থিরিসের বিশেষ ক্রিয়া দর্শে। মূত্র-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে এতদ্দ্বারা উপদাহ ও প্রবল প্রদাহ উৎপন্ন হয়। পরিপাক পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও এতদ্দ্বারা প্রদাহ জন্মে। চর্ম্মে ক্যান্থিরিসের ঔপদাহিক ক্রিয়া বশতঃ বিসর্পের ন্যায় প্রদাহ ও ফোস্কার ন্যায় অবস্থা প্রকাশ পায়।

অবিরত মূত্র-প্রবৃত্তি, স্বল্পমূত্রস্রাব, এবং মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে, মূত্রত্যাগ কালীন ও মূত্রত্যাগের পরে প্রবল কর্ত্তনবৎ ও জ্বালাকর বেদনা ক্যান্থেরিসের প্রধান প্রকৃতি-জাত লক্ষণ।

অধিকার।—মূত্রযন্ত্রের প্রাদাহিক পীড়া, এবং জ্বালা ও ফোস্কা বিশিষ্ট চর্ম্মরোগে এই ঔষধের বিশেষ অধিকার। অগ্নিতে দগ্ধ হইলে বা ঝলসিয়া গেলে ইহার বাহ্য প্রয়োগ হয়। তরুণ মূত্রাশয়-প্রদাহ, মূত্র-পিণ্ড-প্রদাহ ও প্রাদাহিক মূত্র কৃচ্ছ্র। রক্ত মূত্র। শুক্র-মেহ। প্রমেহ। কামোন্মাদ। ডিম্বাশয়ের প্রদাহ। বন্ধ্যাত্ব। পাকাশয়-প্রদাহ। অন্ত্র-প্রদাহ। ধনুষ্টঙ্কার। বিসর্প। ক্ষত। অগ্নি-দাহ। বিদাহিকা। শোথ প্রভৃতি রোগে ক্যান্থেরিস ব্যবহৃত হয়।

প্রধান প্রধান আময়িক প্রয়োগ।

মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহ।—ক্যান্থেরিসের বিষক্রিয়ায় কষ্টে বিন্দু বিন্দু মূত্রস্রাব; রক্ত, অণ্ডলাল, সৌত্রিক কোষ, বা উপত্বক্‌কোষ বিশিষ্ট মূত্র; উদরের নিম্নদেশে জ্বালাকর বেদনা, ও মূত্র-কৃচ্ছ্র; রক্ত সঞ্চয় অপেক্ষা উপত্বক্‌ পরিপুটনাধিক্য; প্রলাপ. তামসীনিদ্রা (কোমা) অথবা অন্যান্য মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশ পায়। এজন্য পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে মূত্রপিণ্ড-প্রদাহে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

মূত্রাশয় প্রদাহ।—শীতজ সামান্য মূত্রাশয় প্রদাহে ক্যান্থ ও একন পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

মূত্রাঘাত।—মূত্র প্রবৃত্তি; কর্ত্তন ও ছেদনবৎ বেদনা। ক্যান্থরিস মূত্র-নিঃস্রাবীনলে ও টর্পেনটাইন ম্যালপিঘিয়ান বডিতে ক্রিয়া করে। অতএব উপসর্গশূন্য রক্তসঞ্চয় জনিত মূত্র-নাশে ও রক্ত-মূত্রে টর্পেনটাইন ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

প্রমেহ।—মুহুর্মুহুঃ মূত্রবেগ, জ্বালা, দ্বিধারে মূত্রনিঃসরণ; লিঙ্গোদ্রেক, পীতবর্ণ আস্রাব, এই সকল লক্ষণ থাকিলে প্রমেহ রোগে এতদ্বারা উপকার দর্শে। ডাঃ হিউজ বলেন যে প্রমেহ জনিত প্রদাহে মূত্রাশয়ের উপদাহিতা জন্মিলেই এই ঔষধ উপযোগী।

বিসূচিকা।—বিসূচিকায় মূত্রক্ষয় ও মূত্ররোধে সাধারণতঃ ক্যান্থ ব্যবহৃত হয়, এবং মূত্রক্ষয় জনিত তন্দ্রাদোষ (কোমা), প্রলাপ ও আক্ষেপেও এই ঔষধ উপকার করে।

বিসর্প।—ফোস্কাবিশিষ্ট বিসর্প রোগ অতিশয় উপদাহ, জালা ও সঙ্কোচন লক্ষণে ক্যান্থ ব্যবহার্য্য। আর্নিকা জনিত বিসর্পেও ইহার প্রয়োগ হয়।

শুক্র-মেহ।—প্রমেহজনিত উপদাহ শুক্রপ্রণালী পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া যে শুক্র মেহ জন্মে তাহাতে ডাঃ হিউজ ক্যান্থেরিস অতিশয় উপকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রতিষেধক।—পাঁচ বিন্দু কর্পূরের উগ্র অরিষ্ট এক আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্যান্থেরাইডিসের বাহ্যপ্রয়োগ জনিত অপকারিতা নিবারিত হইয়া থাকে। ক্যান্থজনিত অসুখকর লক্ষণে কর্পূর আভ্যন্তরিকও প্রয়োগ হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আময়িক প্রয়োগ।

মূত্রযন্ত্র।—স্বল্প, আরক্ত, শোণিতাক্ত বা কচিৎ আণ্ডলালিক মূত্র অপেক্ষা রক্তময় মূত্রেই এই ঔষধ অধিক ক্রিয়া দর্শে। মূত্রত্যাগকালে জালা ও দাহ ও উদরের নিম্নভাগে বেদনা সহ মূত্রকৃচ্ছ্র। বৃদ্ধ ও বালকদিগের অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব। তরুণ এক্টসক্ষয়জনিত রক্তমেহ ও মূত্রস্তম্ভ। যোনিদেশে বা যোনিকবাটে জালা। প্রসব-দ্বারে দুর্দ্দম্য কণ্ডূয়ন। জরায়ুমুখের স্ফীততা। ক্ষীণাঙ্গীদিগের পক্ষেই এই ঔষধি বিশেষ উপযোগী। আরক্ত জ্বরের পরবর্ত্তী শোথ রোগে ও উপত্বকপরিপূটনশীল মূত্রগ্রন্থি প্রদাহে এতদ্দ্বারা সময়ে সময়ে উপকার দর্শে। গলরোগ, আংশিক মূত্রক্ষয় এবং তৎপরে কতিপয় ঘটিকা মধ্যে পাণ্ডুবর্ণ প্রচুর মূত্রনিস্রব লক্ষণ সম্পন্ন শুষ্কবায়ুতে ক্যান্থেরাইডিস বিশেষ কার্য্যকর। **ত্বক।**—কুকুর ও শশকের বুকে ও উদরে ক্যান্থেরাইডিসের ব্লিষ্টার দিলে ফুসফুস-বেষ্ট ও অন্ত্র-বেষ্টের আরক্ততা ও প্রদাহ জন্মে। ত্বকের যে স্থানে ব্লিষ্টার দেওয়া যায় ঠিক তাহার নিম্নে ফুসফুস-বেষ্টে ও অন্ত্রবেষ্টে ব্লিষ্টারের আয়তনানুরূপ প্রদাহ দৃষ্ট হয়। অতএব পুরাতন প্রদাহে

প্লিষ্টার প্রয়োগ হোমিওপ্যাথির নিয়মানুমত। কিন্তু হোমিওপ্যাথিমতে সাধারণতঃ প্লিষ্টার প্রযোজিত হয় না। ইহার পরিবর্ত্তে আভ্যন্তরিক ঔষধ ব্যবহৃত হয়। আবশ্যক হইলে প্লিষ্টার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ফোস্কাযুক্ত দগ্ধ ক্ষত; ফোটকীণ বিসর্প; দাহিকা (কার্ব্বঙ্কল) বা কোথ (গ্যাংগ্রিন) জনিত ক্ষত; কটিবন্ধবৎ দদ্রু (সিঙ্গেলস); অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত পামা;—এই সকল চর্ম্ম রোগে আভ্যন্তরিক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্থেরাইডিসের ১০। ১২ বিন্দু উগ্র অরিষ্ট এক পোয়া জলে মিশ্রিত করিয়া বাহ্য প্রয়োগ করা উচিত। যদি এই দ্রব দগ্ধ স্থানে সত্বর প্রয়োগ করা যায় তবে ফোস্কা পড়ে না। গুল্মবায়ুগ্রস্তা নারীদিগের রাত্রিকালে পাদ-দাহ এই ঔষধ সেবনে আরোগ্য হয়। তরুণ ইন্দ্রলুপ্ত (টাক), এবং জ্বর ও অন্যান্য দৌর্ব্বল্যকর রোগের পর কেশপাতে ক্যান্থেরাইডিসের পোমেড ব্যবহার্য্য। ডাঃ জোসেট বলেন যে ফুসফুস-বেষ্ট প্রদাহে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। মস্তক ক্ষরিত হইবামাত্র এই ঔষধের তৃতীয় ক্রম দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থেয়। *

প্রধান প্রধান লক্ষণ।

মন।—অতিশয় অস্থিরতা। * চিৎকার ও কুক্কুরবৎ রব সহকারে ক্রোধাবেশ, * দর্পণ স্পর্শ করিলে, অথবা জলপান করলে ক্রোধের পুনঃ প্রকাশ, (বেল দ্রষ্টব্য) প্রেম প্রমত্ততা, (বেল. হাইয়স দ্রষ্টব্য)।

---

* ক্যান্থেরিসের বিষ-ক্রিয়ায় যে প্রকার স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পায় জলাতঙ্ক (হাইড্রোফোবিয়া) রোগের সহিত তাহার অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায় অতএব জলাতঙ্ক রোগে ইহা ফলপ্রদ হইতে পারে। হুগলি প্রদেশে গোঁদল পাড়া নামক স্থানে কুক্কুর দংশনের যে সুবিখ্যাত ঔষধ প্রদত্ত হইয়া থাকে শুনিয়াছি রসায়ন শাস্ত্রবিদ ডাঃ কানাইলাল দে পরীক্ষা করিয়া তাহাতে ক্যান্থেরিস পাইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে গ্রীষ্মকালে "গান্ধী" নামক যে পতঙ্গ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় তাহার বাহ্য-ক্রিয়ার সহিত ক্যান্থেরিসের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ গোঁদল পাড়ার ঔষধে তাহা বা তৎসদৃশ গুণান্বিত অন্য কোন কীট ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মস্তক।—মস্তকের পশ্চাৎভাগে সূচীভেদবৎ যাতনা, (সম্মুখভাগে, ডিজি, সিপ, সলফ।—ব্রহ্মরন্ধ্রে, ইপিক।—শঙ্খদেশে, কালী-কা, সিলি।—লাইক, সিল।—লাইক দ্রষ্টব্য) মস্তিষ্কে অল্প অল্প বেদনা ও জ্বালা। মস্তকের পার্শ্বে জ্বালা, এই জ্বালা গ্রীবাদেশ হইতে উত্থিত হয়, (দক্ষিণ পার্শ্বে শীতলতা, ক্যাল্ক-কা) শঙ্খদেশে দপ দপ, (একন, * বেল।—কালী-কা দ্রষ্টব্য)। মস্তকে খুসকী (মেজ)। কেশ পতন।

চক্ষু।—প্রচণ্ড ও প্রদীপ্ত দৃষ্টি সহকারে চক্ষুর আক্ষেপিক সঞ্চালন, (বেল দ্রষ্টব্য) চক্ষে জ্বালা ও যাতনা। চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ (সিপ, পডো,) দৃষ্ট বস্তু হরিদ্রা বর্ণ দেখায়।

মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুর মৃতবৎ আকৃতি, (আস দ্রষ্টব্য) স্ফীত আরক্ত মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডলে কণ্ডুয়নশীল জলপূর্ণ উদ্ভেদ; স্পর্শ করিলে জ্বালা। দন্তঘর্ষণ সহ হনুস্তম্ভ, (হাইয়স দ্রষ্টব্য) অত্যন্ত যন্ত্রণা জ্ঞাপক মুখাকৃতি।

মুখ-মধ্য ও গল-মধ্য।—মুখ, গলকোষ, গলনলী ও পাকাশয়ে জ্বালা, (আস, আরিস, নক্স-ভ।—শীতলতা, হাইড্রো-এসি, ভিরেট-এল) মুখ ও গল-কোষের প্রদাহ, (আর্স, বেল দ্রষ্টব্য) তরলদ্রব্য গলাধঃকরণে অতিশয় যাতনা সহ তালু-পার্শ্বগ্রন্থির প্রদাহ, (বেল, হাইয়স) রক্তের রেখা যুক্ত ফেণিল লালা নিষ্ঠীবন, হাইয়স দ্রষ্টব্য) মুখের মধ্যে ক্ষোটক। মুখের অভ্যন্তরে শুষ্কতা ও জ্বালা। জিহ্বায় গাঢ় লেপ, জিহ্বার প্রান্ত আরক্ত। * গলার অভ্যন্তরে জ্বালানুভব (আর্স, ক্যাম্প, মার্ক করো)।

আমাশয়।—আহারে অরুচি। সকল প্রকার তরল দ্রব্যে অপ্রবৃত্তি সহকারে জ্বালাকর পিপাসা, (আর্স দ্রষ্টব্য) পাকাশয়ে প্রবল জ্বালা লক্ষণাপন্ন * পাকাশয়-প্রদাহ, (আর্স, নক্স, ফস) পাকাশয়ের অতিশয় অনুভবাধিক্য। প্রবল বমন-বেগসহ বমন। * যকৃৎ-প্রদাহ।

মল।—শ্বেত বা ঈষৎ রক্তবর্ণ আমময় মলবিশিষ্ট * রক্তাতিসার, (কলচ, * কলো) সবুজবর্ণ বা রক্তাক্ত আম; মলত্যাগের পূর্ব্বে অত্যন্ত পেট বেদনা; মলত্যাগ কালে গুহ্যদ্বারে জ্বালা, মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে কুন্থন, জ্বালা, দংশন, ও হুলবেধবৎ যাতনা। মলত্যাগের পর কম্প (মার্ক)।

* রক্ত ও আম (মার্ক) ; আঠা আঠা ; রক্তাক্ত , সাদা বা রক্তের রেখাযুক্ত আম (মার্ক-করো) ; অন্ত্রের বিশ্লিষ্ট অংশের (চাঁচার) ন্যায় আম (কলচ) ; বিশুদ্ধ রক্ত।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রপিণ্ডে জ্বালা, হুলবেধ এবং ছিন্নকর বেদনা বিশিষ্ট মূত্রপিণ্ড-প্রদাহ, (টেরেব।—মূত্রনালীর মধ্য দিয়া বঙ্ক্ষণ পর্য্যন্ত আকর্ষণবৎ বেদনা, ক্যান।—মূত্রপিণ্ডে কর্ত্তন বা ছিন্নকর বেদনা , অবনত হইলে বৃদ্ধি, * বার্ব্ব-ভ)* অবিরত মূত্রপ্রবৃত্তি, কিন্তু এক এক বার কয়েক বিন্দু রক্তমাত্র পতিত হয , সময়ে সময়ে রক্তমিশ্রিত মূত্র, (ক্যান, ক্যাপ, টেরেব।—রক্তময়, এবং অণ্ডলালময় মূত্র, বার্ব্ব ভ) মূত্রত্যাগের পর মূত্রমার্গে জ্বালা ও কর্ত্তন, (ক্যাপ, নাইট-এসি) মূত্রমার্গে যাতনা ও রক্ত মিশ্রিত স্রাব বিশিষ্ট *প্রমেহ, (সরের ন্যায স্রাব, ক্যাপ।—পীতের আভাযুক্ত সবুজ বা পুযময় স্রাব, মার্ক, থুজা) মূত্রাশয়ে প্রবল বেদনা ও বারংবার মূত্র-প্রবৃত্তি। মূত্রাশয়ে অসহ্য বেগ। মূত্রাশয়-গ্রীবার প্রবল জ্বালাকর ও কর্ত্তনবৎ বেদনা। প্রস্রাব ত্যাগে জ্বালা , ও বিন্দু বিন্দু মূত্রস্রাব (একন, বেল)। মূত্রত্যাগে বিফল চেষ্টা (নক্স)। সরু ও বিভক্ত ধারে মূত্র নিঃসরণ (ক্যান-স্যাট)। মূত্ররোধ ও তজ্জন্য যাতনা। রক্তমিশ্রিতবৎ আরক্ত মূত্র (কার্ব্বো ভে), মলিন বর্ণ মূত্র (এক) , রক্তময় মূত্র (আর্স), আবিল ও স্বল্প মূত্র (ডিজি), রাত্রিকালে ময়দা মিশ্রিত জলের ন্যায় মূত্র ও শুভ্র অধঃক্ষেপ। (ক্যাল্ক, কলচ)।

জননেন্দ্রিয়।—(পুং)—যন্ত্রণাজনক লিঙ্গোদ্রেক, (প্রমেহরোগে) ; প্রবল সঙ্গমেচ্ছা, (ফস দ্রষ্টব্য)। (স্ত্রী)।—নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব ; কৃষ্ণবর্ণ স্রাব, পলস দ্রষ্টব্য)। ভগের স্ফীততা ও উপদাহ (এসাফ)। অতিশয় সঙ্গম-প্রবৃত্তি সহ ভগকণ্ডূয়ন। প্রবল যোনীকণ্ডূয়ন (কোন, মার্ক)।

শ্বাসযন্ত্র।—ক্ষীণস্বর, ও শ্বাসযন্ত্রে দুর্ব্বলতা অনুভব। বক্ষঃস্থলে, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে সূচী-বেধ। (ব্রাই, ফস)।

পৃষ্ঠ।—কটিতে, মূত্রপিণ্ডে ও নিম্নোদরে বেদনা, প্রস্রাব করিবার